সৌরভ
নাই:
১/৬, দেয়া ১৩১২
১/৭, বেশাম ১৩২০
সৌরভ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

ম্ক

সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

প্রথম খণ্ড ২
কার্তিক ১৩১৯ হইতে আধিন ১৩২০। (৭)

অস্ত্রমনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা।

PUBLISHED FROM.

RESEARCH HOUSE—MYMENSINGH.
স্তোত্র
অগ্নি সিদ্ধর (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ... 101
অষ্টির উৎপত্তি—শ্রীযুক্ত অহিন্নচন্দ্র রায ... 384
অরুণ আয়ার অনন্ত ধারন (ঐতিহাসিক কাহিনী) ... 255, 275
অদ্রে (কবিতা)—শ্রীযুক্ত বিজয়কান্ত লাহিড়ি চৌধুরী ... 295
অধর (কবিতা)—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ... 402
অহোম (গল্প)—শ্রীযুক্ত মুখ্যাংকুরার চৌধুরী ... 128
মথিনন মহাদেবের শচনা—শ্রীযুক্ত ঘোষনাথ চক্রবর্তী বি, এ ... 55
অভিযানী (কবিতা)—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার ঘোষ ... 272
অলি ও ফুল (কবিতা)—শ্রীযুক্ত জিলেন্দ্রনাথ বি ... 388
অনন্দমোহনের মহাপুরুষ গল্প—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিং বিষ্ণুভূষণ ... 30
অনন্দমোহন কলেজ (সচিত্র) ... 397
অনন্দবত (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত (কবিতা) ... 27
অভাষ ... ... 1
আমার গ্রেম (কবিতা)—শ্রীযুক্ত চৈবেন্দ্রকুমার দত্ত ... 200
আদুর রক্ষকের দৌহত্য—শ্রীযুক্ত রমাপ্রাণ ওদ্দত ... 7
ইতর প্রাণিয় রুদ্ধ (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত যজ্ঞনাথ চক্রবর্তী বি. এ ... 187
ইতিহাসের উপকরণ—শ্রীযুক্ত পর্চন্দ্র চৌধুরী ... 30
একক্ষীর চৌব্যক্তিকার—শ্রীযুক্ত নীলনাথ বিভাসনি. এম. এ ... 206
একটি গোলাপের শাখার জগত (গল্প)—কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিং বিএন ... 288
ঈর্ষ্যে (কবিতা)—শ্রীযুক্ত রমামোহন ঘোষ বি. এন. এ ... 360
কপিল ও সাংখ্য দর্শন—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন কবিবর্ত ... 130
কবির কাহিনী (কবিতা)—কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিং বি. এ ... 58
কবি মনোমোহন (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত ... 231
কবি রামকুমার নবী—শ্রীযুক্ত অচুচরণ রামনিধি ... 361
কবির সন্ধান (সচিত্র) ... 201
কালী বিজ্ঞানীকর বনাম বিক্ষিপ্ত বন্ধী—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় বি. এল ... 201
কালী বিজ্ঞানীকরের পাঠ্যবলী—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিলাসভূষণ ... 203
গল্পের বুলা (গল্প)—শ্রীযুক্ত অল্পনার সেন ... 42
গৌরাপ্যে (সচিত্র)—শ্রীযুক্ত যোগেশনাথ গুপ্ত ... 225
<p>| সাহিত্যবিদের পৃষ্ঠা | শ্রীরক্ষণ রামশংকার বসু | ... | ২৮১ |
| গুহাগুত (গল্প) | ... | ... | ১৯১ |
| প্রশস্ত সমালোচনা | ... | ... | ১৬৬, ২০০, ৩০৫ |
| চন্দ্রকাণ্ঠ স্বতি (সাহিত্য) | শ্রীরক্ষণ অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ কল পাদন | ... | ৪৯ |
| চন্দ্রলোক | শ্রীরক্ষণ পণ্ডিত ষ্টাটচার্য্য বিষ্ণুকীর্ণ এম.এ. ১১২, ১৮৮, ২৪১, ৩০৮ |
| চূর্ণ-রসন (সাহিত্য) | শ্রীমতী সুরমায়দী গোষ্ঠী | ... | ১৬১ |
| জগদেশ উপাদান | শ্রীরক্ষণ তারাপাদ মূলাপাদায় এম.এ. ... | ... | ১১৪ |
| অমতিন উপহার (সাহিত্য গল্প) | কুমার শ্রীরক্ষণ শুরুনাথ লিংক বি.এ. ৫৫২ |
| টেলিনশের তুলসীনায় রমণীর কার্যক্ষেত্র | ... | ... | ২৭৬ |
| চাক্রোদ্যম বোটন | শ্রীরক্ষণ যাগীরপাড় শাহদার বি.এ, এফ. আর. এইচ এস ৫৯ গান আর অ কবিতা | ... | ৩১ |
| তরসাছিতে লক্ষ্মীরায় ও অদৈতপাত | শ্রীরক্ষণ সুরেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত বুওন মানোমোহন সেন | ... | ৩০ |
| তহবিলশিল্প প্রেতা | কালী বিনয়কৃষ্ণ (সাহিত্য) | শ্রীরক্ষণ ময়ে প্রচণ্ড সিদ্ধান্ত বুওন ৬৫ দান পত্র (গল্প) | কুমার শ্রীরক্ষণ শুরুনাথ লিংক বি. এ. ... | ২২৯ |
| প্রজাংলা দান | শ্রীরক্ষণ বিজ্ঞানকারণ গোষ্ঠী বি. এ. ... | ... | ২২৯ |
| বেহালা বা ঘরে শিশুর হাসি কানন | শ্রীরক্ষণ শীঘ্রচন্দ্র চক্রবর্তী বিতানিদী | ... | ৩৪৭ |
| দাহী নিংডান | শ্রীরক্ষণ শীঘ্রচন্দ্র সরকার | ... | ১৪২, ৩১০ |
| নারী ধন (কবিতা) | শ্রীরক্ষণ হরি প্রসাদ দান উপন | ... | ১৪৮ |
| ধর্ষের বিপণি | শ্রীরক্ষণ অনন্তগ্রন্থ চট্টোপাধ্যায় এম.এ. বি. এল | ... | ২১৩ |
| ধর্ষ ও নৌন্তি | শ্রীরক্ষণ উদেশচন্দ্র ষ্টাটচার্য্য এম.এ. বি. এল | ... | ১৭১ |
| নব-পরিকল্পনা (একাধি নাটক) | ... | ... | ২১৮ |
| নবমোক্ষের সংকলন | ... | ... | ২০১ |
| নর্থ বক্স (সাহিত্য) | ... | ... | ৩০ |
| নক্ষত্র প্রাপ্ত শ্রীগ্রন্থনাদক | শ্রীরক্ষণ অগ্নিদান লাই | ... | ৭৬ |
| নিরাশের গান (কবিতা) | শ্রীরক্ষণ অগ্নিদান লাই উপনুষ্ঠাপন | ... | ৩৮৬ |
| নক্ষত্র (কবিতা) | শ্রীরক্ষণ পুরুষরং দোরুরাহ | ... | ২০২ |
| নীতি ও অচার | শ্রীরক্ষণ উদেশচন্দ্র ষ্টাটচার্য্য এম.এ. বি. এল | ... | ৩৫০ |
| নাগাজাতৃক | শ্রীরক্ষণ রাজা রায় বিষ্ণুকুঁড়া বিষ্ণুকুঁড়া | ... | ২৫২ |
| গঙ্গা ও বীরপিয়া (কবিতা) | শ্রীরক্ষণ হরি প্রসাদ দান উপন | ... | ৩০২ |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>নাম</th>
<th>অষ্টাদশ তথ্য প্রদাও</th>
<th>পৃষ্ঠা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>পরগাছে (কবিতা) — শ্রীমণ্ডলী হেমবতী দেবী</td>
<td>367</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>পরলোকে বিঙ্কদনাগ (কবিতা) — শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য</td>
<td>340</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>পিতা (কবিতা)</td>
<td>26</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিটিতে আভ্যন্ত (সাহিত্য)</td>
<td>117</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>প্রাচীন সাহিত্যের সমাজ চিত্র — শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু</td>
<td>316</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>প্রাচীন দেবভার নুৰ্জন কবিতা</td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিষ্ঠাপ (কবিতা) — রাণা শ্রীযুক্ত বিঙ্কদনাগ সিংহ বি. এ</td>
<td>304</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>প্রারম্ভ (কবিতা) — শ্রীমণ্ডলী হেমন্তরায় দত্ত</td>
<td>88</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>প্রসিদ্ধিকার (কবিতা) — শ্রীমণ্ডলী অদ্ধন্তরায় দত্ত গুপ্ত</td>
<td>244</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>প্রসিদ্ধিকার (প্রবন্ধ) — কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি. এ</td>
<td>323</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ফার্কের ও আম্বার (কবিতা) — শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত</td>
<td>120</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বঙ্গ মহিলার উচিত শিক্ষা</td>
<td>85, 125</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বঙ্গ মহিলার উচিত শিক্ষা (নারী)</td>
<td>249</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বঙ্গ মহিলার উচিত শিক্ষা (শ্রীধরের গভীর, পরিব্যাপ্তি ও পরীক্ষা)</td>
<td>389</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ব্যাখ্যার তিদের দৃষ্টি (সাহিত্য)</td>
<td>99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>বাঙালী ভাষা — শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন</td>
<td>176, 245</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

বাঙালী মেয়ের ব্রত — শ্রীযুক্ত মোহন আহমদ করিম | 364     |
| বিষয়ের বেদনা (প্রবন্ধ) — শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস | 238     |
| বৈবাহিক প্রসন্ন — শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চক্রবর্তী বি. এ। | 109, 139|
| ফলোনা সখা (কবিতা) — কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি. এ। | 239     |
| মনোমূহন সেন (কবিতা) — শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস | 249     |
| মধুপুরের সর্বশাস্ত্রী কীর্তি (সাহিত্য) — শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার | 31    |
| মৃত কুকুরের সাহিত্য | 300     |
| মধুপুরের মানিক দীপল (সাহিত্য) — কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি. এ। | 180     |
| মিনত (কবিতা) — কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি. এ। | 211    |
| মহা দিবস (কবিতা) — শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী | 228     |
| রাংলায় সাহাস — শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমূহন গুহ এম. এ। বি. এল। | 316     |
| ব্রাহ্মণী সামজ্জ | 2       |
| ব্রাহ্মণের রাজ্যদোষ | 295     |
| ব্রাহ্মণী যুগের রাজনীতি | 264     |
লাভের দাত (নাটক) – কৃমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি. এ ... ৩৫৩
কৃত্তিকা (কবিতা) – শ্রীযুক্ত রঞ্জনকাস্ত সেন চৌধুরী ... ৩৩২
ঋতুকথা (সচিত্র) – শ্রীযুক্ত রবিভাষ বন্ধু ... ৮১
সমাজ সংঘার – শ্রীযুক্ত কারণগ্রস্থ চক্রবর্তী ... ৪১০
সঙ্গীত (কবিতা) – শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ... ৩০৫
সমাজচক্র – শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন কাবর্জ ... ৩৬৮
সন্দেশ (কবিতা) – শ্রীযুক্ত জীবনেন্দ্রনাথ দত্ত ... ৭৯
সাহ মায়ের মল্লিকাদ (সচিত্র) – শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ... ২৬১
সার্থক (কবিতা) – শ্রীযুক্ত সুখীরকুমার চৌধুরী ... ১০৮.
সাধন তেব্রে শেখ কথা – শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মল্লুকার এম. এ. বি. এল. ... ৪০৩
সাহিত্য সমিলনে রত্ন সংগঠন ... ২৩৩
সাহিত্য জনক (সচিত্র) ... ২৬৯, ৩০২, ৩৪১, ৪০০
সেফালি (কবিতা) – শ্রীযুক্ত দেবদেশনাথ মহিলা ... ২০০
সুদীর্ঘ রাখ্যের প্রতিঠাপন (সচিত্র) – শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লুকার ... ৫২
সেমেবর ও সেমেবরী (সচিত্র) – শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লুকার ... ১৪৯
শ্রীমতী রাণা কমলকুম্ভি সিংহ (সচিত্র) – শ্রীযুক্ত রা। শিশুকমল সিংহ ... ৩১৯
শ্রী-শিক্ষা – শ্রীশ্রী কুলদা দেবী ... ৩৪৩
হারা পিঠ (গল্প) – কৃমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি. এ ... ৮৯
হিন্দুমতি (কবিতা) – শ্রীযুক্ত বিজয়া কারণ লাহিড়ী চৌধুরী ... ৭
ক্ষেত্র-কাহিনী (সচিত্র) – শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরপ্রসন্ন রায় বি. এ ... ৩০৩, ৩৭১
চিত্র-স্তূপী

১। মর্শর শৈল—জরালপুর (ত্রিবন্ধ)
২। মর্শর অনন্দমোহন বস্ন
৩। অনন্দমোহনের মৃত্যু প্রত
৪। সৃষ্টির কেশীকীরণ বর্ণ
৫। মধুপুরের সর্পাসী-কৌটিষ—নবীন
৬। মধুপুরের সর্পাসী-কৌটিষ
৭। মধুপুরের সর্পাসী-রহর্ণ
৮। মর্শর মহাযোপাধ্যায়
চন্দ্রকান্ত তর্কলক্ষার
৯। অর্জুন রুক্ত—মনকশ
১০। শ্রীকৃষ্ণ বোক ওদের পত্র
১১। উদাহ তত্ত্বাধিকারের পত্র
১২। প্রার্থনিত তত্ত্বাধিকারের পত্র
১৩। দানবীর মধুপুর
১৪। অধ্যাত্মির তীর্থ দৃশ্য
১৫। এগার লিখন—অধিকারীর মঠ
১৬। এগার লিখন—মসংজিদ
১৭। হাতী রুক্ত
১৮। দৌরাধ রুক্ত
১৯। চা পোলায়র রুক্ত
২০। মনিবেদনের রুক্ত
২১। কুষ্ট রুক্ত
২২। জুতা রুক্ত
২৩। জ্যোতিষের উপহার
২৪। পার্থী—সেলচেষ্ট্রী
২৫। মসঙ্গিদ তোলণ—চুনার
২৬। আনারেন্দব মিঃ এ. কে. গঙ্গনবী
২৭। মবিপুলী রামলীলা
২৮। বানরের ধাঁঘা ধাঙ্গায়
২৯। পঞ্চম গাঁথে ভারতীয় শিলের
নিধিন
৩০। গুঞ্জানি
৩১। মৃত্যুশ্রামে মনোমোহন
৩২। পার্থী সম্প্রদায়—ময়মনসিংহ
৩৩। সাহায্যুদের মসংজিদ
৩৪। সমাট পঞ্চমজ্য (ত্রিবন্ধ)
৩৫। শ্রীযুক্ত অনন্দমুলচন্দ্র শারীর
৩৬। শ্রীযুক্ত অক্তুচন্দ্র সেন
৩৭। শ্রীযুক্ত অচুতচন্দ্র শ্রীনন্দি
৩৮। মর্শর রাজা কামলকুলুক সিংহ
৩৯। অন্তর্গত পুরুষ—সুস্পন
৪০। পুরী নরস
৪১। শ্রীমন্দির—শ্রীরূপ
৪২। আনারেন্দব নবাব সৈয়দ নবাব
আলী চৌধুরী বাবা বাহাদুর
৪৩। ভারতীয় ছাত্ররূপ বেষ্টিত
রাজ্যপাল
৪৪। চন্দ্র—রূপোবর—পুরী
৪৫। লর্ড কারমাইকেল, আনারেন্দব
রাজা বাহাদুর ও আনারেন্দব
মিঃ গঙ্গনবী
৪৬। অনন্দমোহন কলেজ
৪৭। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র মজুমদার
লেখকগণের নাম।

1। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম. এ. বি. এল.
2। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তরুণিধি
3। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় বি. এল.
4। শ্রীযুক্ত অনন্দগ্রাম চট্টোপাধ্যায় এম. এ বিএল.
5। ,, অবিনাশচন্দ্র রায়
6। ,, অমরচন্দ্র দত্ত
7। শ্রীমতী অরুণাচন্দ্রী দাদ ওপ্ত
8। মৌলবী আবদুল করিম
9। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ. বি. এল.
10। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীগ্রস্ত চক্রবর্তী
11। শ্রীমতী কুলদা দেবী
12। শ্রীযুক্ত রক্ষকান্ত সেন চৌধুরী
13। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ
14। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস
15। কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন কবিরাজ
16। শ্রীযুক্ত আগদানন্দ রায়
17। ,, আগদীশচন্দ্র রায় ওপ্ত
18। ,, ওদবর সেন
19। ,, জিনেন্দ্রনাথ পাঁা
20। ,, জীবেন্দ্রকুমার দাঙ্গ
21। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম. এ.
22। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিশা
23। রাজা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ বি. এ.
24। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
25। ,, নরেন্দ্রনাথ মজুমদার
26। ,, পরমেশপ্রসন্ন রায় বি. এ.
27। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম. এ.
28। শ্রীযুক্ত পুরনোচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
29। শ্রীযুক্ত প্রশ্ননাথ রায় চৌধুরী
৩০। শীর্ষক বিজ্ঞাপন লাহিড়ী।

৩১। ” বিজ্ঞাপন ঘোষ বি. এ.

৩২। ” বীরেশ্বর সেন

৩৩। ৬ মনোভূত সেন

৩৪। শীর্ষক মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৩৫। ” ঘোষনা চক্রবর্তী বি. এ.

৩৬। ” ঘোষনা সরকার

৩৭। ” যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

৩৮। অধ্যাপক শীর্ষক যোগেশচন্দ্র সমাধার বি. এ., এফ. আর এইচ. এস.

৩৯। পণ্ডিত শীর্ষক যোগেশচন্দ্র বিজ্ঞানী

৪০। শীর্ষক যোগেশচন্দ্র গুপ্ত

৪১। ” রমণীরোহন ঘোষ বি.এল.

৪২। ” রবিকুঞ্জ বসু

৪৩। ” রামপ্রাণ গুপ্ত

৪৪। পণ্ডিত শীর্ষক রাজেন্দ্রকুমার বিদ্যাভূষণ

৪৫। শীর্ষক রেবতীরোহন গুপ্ত এম. এ. বিএল.

৪৬। ” শরচ্ছন্দ চেন্দুরী।

৪৭। রাজা শীর্ষক শিবকুঞ্জ সিংহ

৪৮। পণ্ডিত শীর্ষক শঙ্করচন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যানিধি এম. এ.

৪৯। শীর্ষক রাধাকৃষ্ণ কুমার চেন্দুরী।

৫০। পণ্ডিত শীর্ষক সতেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

৫১। শীর্ষক স্বরেশকুমার চেন্দুরী।

৫২। শীর্ষক স্বর্ণালী ঘোষ

৫৩। কৃষ্ণ শীর্ষক স্নাতেশচন্দ্র সিংহ বি. এ.

৫৪। শীর্ষক হরিমান দাস গুপ্ত

৫৫। শীর্ষক হেমেরবালা দত্ত

৫৬। ” হেমেরবালা দত্ত

৫৭। সম্পাদক – গ্রন্থাকার।
আভাষ ।

যমনসিংহের শিক্ষিত সমাজের অন্তরের অন্তরে ধারিয়া বে দেবী সাহিত্য-চর্চার প্রেরণা করিতেছেন, আমরা তাহারই আদেশ শিরোধার্য্য এবং তাহারই রূপ। তাহারই আগমনীর আনন্দ উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে এই “সৌরভ” লইয়া উপস্থিত হইলাম। বঙ্গ-সাহিত্য-কাননে বহু কুশ্ম বিকশিত হইয়াছে; কত কুশ্ম সৌরভ বিতরণ করিতেছে। এ কুশ্ম ক্ষুদ্র এবং ইহার সৌরভ ধরন হইতে পারে, কিন্তু তরস।—সরস্বতী অকিঙ্কর কখনও উপেক্ষা করেন না।

সাহিত্য জাতীয় জীবনে এক নব-শক্তি সঞ্চার করে। প্রকৃতির শিক্ষা এবং লোকিক শিক্ষা সাহিত্যের প্রধান সহায়। যমনসিংহের প্রকৃতি সাহিত্য চর্চার অনুকুল। যথা এবং ব্রহ্মপুত্র প্রকৃতি ও পুকুরের ভাষা যমনসিংহের পরিচ্ছন্ন করিতেছে; মেনানীর নীলায় কত গভীর ভাব আগাইয়া থাকে। উভয়ের উল্লভ শৈশবালা দক্ষিণে নিবির্ভ অবগাহনী—যমনসিংহের অপূর্ব শোভা এবং সম্পদ।

শিক্ষা কেন্দ্রে চক্রবর্ত এবং আনন্দৰোধন—হৃদি উভ পৌরব-সম্মুখ। প্রচুর সাহিত্যাগনের জীবনী যমনসিংহের এক অধ্যায়ে উদ্ভাষ করিয়া বাক্যিলাহী। ঈহাসিকের পুণ্য-স্বরূপ শিক্ষিত সমাজে সাহিত্যের অশ্রুলশন জন্য নিয়ম আহ্বান করিতেছে। তাহাদের অহ্বান অবহেলা করিবার উপায় নাই।

সরস্বতীর লীলা কাকারের এ অতি উল্লভ ধ্বনি। সাহিত্য ঈহার পৌরব ফরিদার অনেক পাঁচ; সাহিত্য-নির্বিলাস বিরাট নিরবেশে তাহা।
২

সৌরভ  

[ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ]

প্রথমাংশ হইয়াছে। আমরা সেই সমিলন-ক্ষেত্রে সাহিত্য এবং ইতিহাস, অনুসন্ধান এবং জীবন-চরিত- বাণীর বন্ধ রূপাকাণী সংহীত করিয়াছিলাম, উহা হইতেই সৌরভের উভয়।

ময়মনসিংহে সাহিত্য চর্চার জন্য একটি স্বর্ণরত সমাজের প্রতিষ্ঠা, সৌরভের অন্তর্ভূক্ত উদ্যোগ। এক-প্রাণ এক-নিভ একটি স্বর্ণরত সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যের উন্নতি একসঙ্গে প্রাপ্ত। কাবাই হউক, আর ইতিহাসই হউক, দর্শনই হউক, আর বিজ্ঞানই হউক, তাহের সিদ্ধান্ত না হইলে স্বদেশে শক্তির সঞ্চার হয় না, তবের অহংকার হয় না, এবং সাহিত্যের অঙ্গ পুঠ হইতে পারে না। সাহিত্যের সৌরভ, ময়মনসিংহের সাহিত্যের সৌরাঙ্গন যদি সমন্বয় হইতে পারেন, তাহা হইলে উহার অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে?

ময়মনসিংহ জেলা বিশ্ব, জনসংখ্যা অগ্রণী, ইহার ঐতিহ্য আছে।
“সৌরভের” প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য-চর্চার বে উজ্জল ল্পন দেবিতেছি, তাহা সফল হইলে আমরা আমাদের দ্বারা সার্বজনীন জান করিব।

রামায়ণী সমাজ

রাজা সত্য ধর্ষণ রাজা কুলবত্তাক কুলদূ।
রাজা মাতা পিতাতের রাজা হিন্দুমুলাগান ৪৩
অধ্যাদাকান্ত- ০৭ সর্ব

হিন্দুর হইয়া রাজা মাতা, পিতা এবং দেবতা বরুপ। রাজার প্রতি হিন্দু নরনারীর এইরূপ ভক্তি-বিখ্যাত হিন্দু-স্ত্যার উদ্যোগ কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। রামায়ণী জগতে হিন্দু নরনারী প্রাণের সুষম বিখ্যাত করিয়াছে —
“রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ষণ, রাজাই মানীর সমান; রাজাই সকলের পিতা, রাজাই সকলের মা এবং রাজাই সকলের হিতকারী।”

“রাজা সত্য ধর্ষণ রাজা কুলবত্তা কুলদূ।
রাজা মাতা পিতাতের রাজা হিন্দুমুলাগান ৪৩”

মধ্যস্থলে অর্থনীতি ইউরোপীয় জাতিকর্মের মধ্যেও রাজ-দেবতার তান এবল হইয়াছিল। সার্বভাষায় ও পেশী অন্তর্ভুক্ত সমাজগণ অন্যাধিকার বেষ্টনের উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত ও উচ-স্থানে বিন্যসিত করিয়া পিয়াছিলেন। বীর্য দশায় পাতালের ইউরোপীয় বিভাগ অন্ধকার
বাৰ্তাৰণী, ১৩১৯।] রামায়ণী সমালোচনা।

অভ্যাসের সংকে সংকে ইউপ্রোগীয়দিগের মন হইতে রাজ্য প্রতি দেবতা ভাবের পৃথী উন্মুক্ত হইয়া পিয়া। কিন্তু হিন্দুর মনে রাজ্য প্রতি ভিত্তি এবং বিস্মৃত অজ পর্যন্তও অস্তিত্ব ভাবে বিস্মৃতিতে আছে।

রামায়ণী যুগে রাজ্য প্রতি একজন ভাব ও একজন প্রতি রাজ্য ভাবে কিছু আদর্শ স্থানীয় ছিল, তাহা রামায়ণ হইতে পুষ্পাঙ্গুলীপূজনে অবগত হওয়া বাইতে পারে।

রামায়ণের রাজ্যের সংস্কৃত এই রূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

ধর্মরূপ কাঞ্চ কাঞ্চ যত্ন নিঃস্বদে।

বিষয়া সত্তত্ত বীর স রাজা হরিদত্ত।১২১ (কিবিকাশ−৩ের সংখ্যা)

যিনি ধর্ম অর্থ ও কাঞ্চকে সমৃদ্ধার্থ দেব করিয়া থাকেন তিনি রাজা।

ইহার মধ্যেও যিনি−

মহিলাপূঃ বদে যুদ্ধ। বিজয়া সংগ্রহে রতঃ।

ধর্মরূপ কলে কলে রাজা ধর্মেন মৃত্যুতে।১২৩ (কিবিকাশ−৮)

"যে রাজা শক্তি বিষয় ও মিত্র দৃষ্টি করিয়া প্রকৃত সময়ে এই ধর্মরূপ−(ধর্ম−অর্থ−কাঞ্চ) উপাদান করেন তিনিই ধর্মরূপ রাজা।"

রাজার সত্তত্ত সাধারণ শুল থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। সেলারি−

শঙ্ক, দশম ধর্ম, কাঞ্চন, ক্ষমা, বল, বিক্রম ও অপরাধীর প্রতি দশম দুষ্টীর।

এইগুলি রাজ্যচিত্র শুল। (১) হিন্দুর শাস্ত্র রাজ্যের পঞ্চদশভাগ বর্ণ মণ্ডলে তীর্থাদের পঞ্চফৃক্তির সাহায্য হুম বা আদর্শ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা−অর্থ, ইন্দোর, চন্দ্র, মন ও করণ এই পঞ্চদশভাগ বর্ণ; নূতন রাজাদের অমর্ত্য উপর, ইন্দোর বিক্রম, চন্দ্রের বিশ্বাস (ময়), মনের নিত্য (পাপীর নল বিধান) এবং করণের অংশনের।

এই পঞ্চধুনি বিদ্যমান আছে। (২) এই সেলারি সম্পূর্ণ অস্তিত্ব হেতু রাজাকে সমৃদ্ধার্থে দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

(১) নূত্র−গায় ধন কম্বল ধর্ষ। সংভূত তুলিপরাক্রমো।

পার্থিবান্ধ শুল রাজনুি বৃদ্ধতাপ্রবাহিত।১২২−১১। কিবিকাশ।

(২) পঞ্চধুনি রাজাদের ধারণাত্বক ভোজন।

অংশিরান্ত লম্বা বর্ণে বর্ণে ছ।১২২−১১।

নূতন রাজনুি বিক্রম সমৃদ্ধ দেব অনুপাদান।

ধারণাত্বক সহায়তা রাজনী−ইন্দোর−আরণী ৪০।
কিছু কারণেও রাম আহত বালীকে বলিতেছেন—

ধর্মের কথা বন্ধ তাহি লাভে নাই তাহ।
রাজ্যের বন্ধ অবধি আহত হইতে নাই তাহ।
ভরত হইতে রাক্ষসাধিকের মন্তব্য করিলে।
দেব সাধ্যোপেয় চরণপথে মহীশূরে।

৪০-৪১ সর্গ

"রাজার হৃদয় ধর্মে এবং কল্যাণকর জীবন দিয়া ধরিয়া ধারণ করেন। তাহাদিগকে হিংসা, নিন্দা এবং অপরাধ করা অত্যন্ত অপ্রিয় কথা বলা, কদাপি উচিত নহে। দেবতারাই মনুষ্যের রাজ্য রূপে পুরবীতে বিচার করিবা ধারণ করেন।"

হিংসা, রাজাকে কেন্দ্র দেবতার শব্দ বিনিয়োগ করেন নাই। দেশের সমুদয় ধন রঘুর নামিত রাজ্যের অপরাধ করিয়াছেন। হিংসার ধাতীয় ইতিহাস রামযানে—হিংসাকে রাজ্যভোজ্য সংখ্যা এই সময় বহুলাঙ্গু উপদেশেই প্রাণ করিয়া গিয়াছে।

হিংসার ধাতীয় ইতিহাস রামযান রাজাকে একেবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই দেখা হইয়াছে তাহাও নাই। রাজার বহু গুরুত্বকর্তা বিনিয়োগ করিয়া দিয়াছে।

রাজা করণ বহুকর্তা তোগ করিয়াই আসিবেন না। অক্ষুন্ন—পৃথকের প্রতিহত তাহার গুরুত্বকর্তা বেঁচে। বিনি লোক রক্ষার তাহার প্রতিহত করিবেন—গ্রাম রক্ষার তাহাকে কি মৃত্যুসংসার, কি পাপকর পশ্চিম, সকল ক্ষমতা করিতে হইবে। (৪)

আরম্ভ কারণ মুক্তিবর্ষে সমবেদ হইব। রাজার দাষ্টন রাজকে বলিতেছেন—রাজার যেমন সত্তর্কের সহিত বিয়া প্রাণ রক্ষা করিবেন, তাহার অপেষ্টের অত্যধিক সত্তর্কের সহিত পুলিশাধিকের প্রাণ রক্ষায় যথাযথ হইবেন। তাহা হইলেই তাহার বশে ও কীট অবিনন্দন হইবে। এবং তিনি অতে রাগলোক লাম করিয়া সমান্ত হইবেন। (৫)

রাজাকে প্রতিপাদ্র রাজাকর্তা পর্যন্ত করিতে হইবে। মনুষ্য পাপচরণ করিয়া রাজাধাস তোগ করিলে পাপ-মুক্ত হয়। কিন্তু রাজার করণ তাপীয় সত্যে পাপী অবহমান করির সে পাপীর পাপ রাজাকে সপ্রসন্ন করিয়া।

(৬) রাজা ঐ বধার্থ পাপীর পাপ-নিষ্পত্তের জন্য পুনঃ পুনঃ

(৪) আদি ২৫ সর্গ। (৫) আদি—৩ সর্গ। (৬) কিছুটা ১৮ সর্গ।
ব্যবিষ্ণ হইয়া ধারিত। স্তুতার পাপের দণ্ডবিধান এবং নিরলিপ্তের রক্ষা বিধান, রাজ্য প্রশাসন কর্ম্ম মধ্যে গণ্য।

রাজ্যের পক্ষে সরকারের ধর্মে বিত্তিমান হওয়া আবশ্যক।

পন্ডিত রাজ জ্ঞানং তাত্ত্বিক প্রাচীন রাজ্যকে সহকর্ম করিয়া বলিতেছেন—

পর্যা বা যখ বা কামের শিখায় সাধনাশ্রয়াস্তম।

ব্যবস্থাপনা রাজ্য পর্যায়ে গোলাঞ্জনন ২ (আদা২-৩০০)

"হে গোলাঞ্জন নন্দন, শিখে পিঁজারা শাহ-শচ্ছ ধর্ষ অথবা কাম সম্পাদন
কার্যে রাজার অন্তর্দমন করিয়া থাকেন।"

রাজ ধর্ষন কার্যকর হবার আশ্বে নির্দে: গোলাঞ্জনে গৌণ বা পাপ বা রাজমূল প্রজ্ঞতে। ১০

"রাজ্যে সরকার বিষয়ে নির্দেশ যুক্ত এবং এগুলি নন্দনের পক্ষে ধর্ষ ও কাম
বিষয়ে আদর্শ যুক্ত—এরূপ বলে ধর্ষ ও অন্তত রাজার দৃষ্টান্তস্বরূপে আচরিত হইয়া থাকে। স্তুতার রাজার পক্ষে ধার্শিক ও সংযোক-কামী
হওয়াই উচিত।

এককে স্বয় রাজার একমাত্র কর্ম্ম এবং রাজ্য প্রশাসনের মুল
মন্ত। কিরূপ আদর্শে একক পালন ও রাজ্য শাসন করিলে রাজার হস্তাগার
পূর্ণ থাকিবে, এজন্য নিঃশব্দিতে অনুমোদন করিয়া, এইচার তুরি তুরি উপদেশ
রাজারণ প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা যথা সময়ে ভারতে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করির। একজন
রাজার প্রতি দর্শনের একটা মাত্র উপকারের উল্লেখ করিয়া এই কৃপা
প্রতাপের উপসাগর করিব।

রাজা দশরঘ রাজকে সৌভাগ্যে অভিবিষ্করিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজার
কর্ম্ম সম্পূর্ণ উপকার দিতেছেন—

"পুত্র, তুমি বভাবতঃ অভিনন্দন গুণবান হইয়াছ। তথাপি তোমার মন্ত
কামনায় আমি আরও হই একটা কথা বলিতেছি। তুমি আরও বিনয়
অবলম্বন পুরুষক স্বপ্নিত্রি হিতে, তুমি কাম ক্রোধ জনিত সর্ব্বপ্রকার ব্যবস
পরিচ্ছে করিবে। তুমি হুহ ধর্ষ রাজ্যের একত্র বিবরণ অনুসন্ধান
করিয়া অনুশোচন এবং এগুলিতে অনুশোচন রাখিবে। যে নরপতি ধনাগার ও
অগ্রগামিণ দুর্যোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহার নৈ অনুগত এগুলিত বা বিবরণ (‘মিত্রশি') সমৃদ্ধির স্বায় নিঃশব্দিতে আনন্দ।
ভোগ করিয়া কাল যাপন করে। সেই রাজার অধীন ধাকিয়া তাহাদের কোন বিষয় চিন্তা থাকে না। স্বতঃস্বা বৎস, তুমি এই স্থান আচ্ছ করিবে, যাহাতে অর্জনশীল তোমার চিত্রাঙ্গত থাকে।

বাদ্যবিধ যে রাজা ধর্মের আগনার কল্যাণ প্রতিপালন করেন, তিনি অন্ধপুরের ধর্মভাবী হন। শুশ্রুষার ও কৃতকার্য্যতার অক্ষ তাহার মধ্যে ও প্রশংসা চাহিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। আরণ্যকাণ্ডে মূঢ় স্বীকারও এই স্থলে রাজাকে বলিয়াছেন—

বৎসরাঘীতি পর্য ধর্মে মূঢ় স্বীকারলঃ। ।
ত্ত্বরাজায় বুদ্ধ এক ধর্মে রক্ষতঃ। ১৪ (আরণ্য ৩৮ সর্গ)
অস্ত্র—অনৈতিক তত্ত্ব কর্ণের ধৃতত চ। ।
বুদ্ধ ভ্রাত ভান্তিক এক ধর্মে পালন। ৩১ (উত্তর—৮১ সর্গ)

প্রাচীন ভারতে রাজ্য যে ভাবতব্যবহার ছিলেন বটে কিন্তু এক উপকরণীয় ছিলন না। তখন পুরাণ ইচ্ছায় রাজা সুনামিত হইতেন। রাজক্ষম্য এবং রাজ্য-শাসন ও প্রজার সম্পূর্ণ বার্ষ এবং স্বীকরণ অনুমানের পরিচালিত হইত। এক সময় রাজার যে সমস্ত বিখ্যাত ছিল, রাজা প্রতি এবং তাহার অধিকারের প্রতিভ প্রজার সেই স্থল ছিল। তখন রাজা এক সকল এক ধর্মের অনুসারে শাসিত হইতেন। এক সমুদ্রাশালী হইলে রাজ্যের মধ্যে, ইহা রাজা যে যে বিখ্যাত ছিল, রাজকোষ পূর্ণ ধাকিয়া একাকুশের পুর্ণ, ইহা একাকুশের তেমনি প্রাণে প্রাণে অনুস্তব করিলেন। এই সময়ে রাজ্য শাসন পরিচালিত হইলে, তাহার আর্থি শাসন হইবে, ইহা আর্থিতার রাজ্য।

প্রাচীন ভারতের প্রকৃষ্ট শাসন এই সময়ে আর্থি নিরন্তে পরিচালিত হইত। প্রকৃতিপূর্ণ যথাস্থিতে রাজা বীর প্রিয়ভাব পুলক (১) এবং অন্ধকারনী তাব্বা যে প্রকৃতিকে দেশ-বিহিত করিয়া ফিরিয়ে শুষ্কত হইতেন না। এই স্থলে মৃত্যুত্তর রামায়ণে বিবরণ নহে।

(১) মহাভারতে অস্ত্রের বিবরণ ছিল।
হিমালি

তাহের কিরাত শিরে, হে শ্রেষ্ঠ সম্রাটু।
উঊর কনক করে উজলিঙ্গ গুণচা,
আবরি পাপাণ, বর্ষে মুরি বিবারি,
বিবারি অক্ষে পরিপূর্ণতির শোভা।

অগ্রে রয়েচে ধরি রাজিত শিরে,
ধরণী ধরেছে বজ্র চরণ হিনানি,
জলিদ করিছে সিক্ত অভিভুক্ত নীলে,
গর্জনে গভীর সন্ধে বজ্র ক্ষয়-খনন।

উজ্জি সিয়া সেহেমোত নিয়ঃ অবিরল,
ঝরিছে নির্বর অহ; হে সৌষ্ঠব, মুন্দর।
একি তব, একি চিহ্ন, কঠোব কোমল
পাপাণে গোপনের উৎস পূর্ণ কলেবর।

আধেক পুরুষ পুনঃ আধেক প্রকৃতি,
পৌরুষ শ্রীতির যেন মুগল মুর্তি।

বদরিকাশ্ম।

শ্রীবিভুক্ত গাহিনী চাহুরী।

আবদুর রজকের দৌত্য।

১৪৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সমরণওর প্রাচীতাত্ত্ব। নরপতি শাহরুল বীয় বিভ্রাত্য ঐতিহাসিক আবদুর রজকের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রাজা বিশ্বাসরায় (বিশ্বনাথ) দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আবদুর রজক রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া বাণিজ্য বন্ধ হোমুরক হইতে সম্পূর্ণ পথে ভারতবর্ষ চলিয়া যাত্রা করেন। পরিচয়ে তাহার প্রেরণ প্রীতি উপহাত্তি হয়; তিনি একেবারে অন্তর হইয়া পড়েন; এই অবস্থায় তিনি লিখন অতিবাহিত হয়। অধিক্রের তিনি কিছু হইয়া একট নামক বন্ধের
সৌরভ।  [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

অবতরণ করেন। এই স্থান হইতে রঞ্জক করিয়াত নামক নগরে উপনীত হইয়া তত্ত্বত্ত্ব শাসন-কর্তা কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। অতঃপর আবহুর রঞ্জক বহকেই প্রথম হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পুনরায় সমুদ্র পথে ভারতবর্ষ-বিমুখে যাত্রা করেন এবং শুধু দিবারাত্রি অর্থসাহায্যে অতিবাহিত করিয়া ভারতবর্ষের কালিকতা বন্দরে উপনীত হন।

নরন্দ্ররাজ কালিকতা বন্দরের সমভুজ লিখিয়া গিয়াছেন—কালিকতা শুরুকিত সমুহ বন্দর; এই স্থানে সকল দেশ ও সকল নগর হইতে বিলিঙ্গ পণ্যদ্বয় সর্বভিত্তিকারে অগ্নিমান করিয়া ধাকেন। ঐতিহ্যের মধ্যে অর্থাৎ মুক্তি ও হেজজ্ঞ এভূতি স্থান হইতেও সময় সময় বাচিয়া পোত উপনীত হয়।

কালিকত নগরের অধিবাসীরা বিখ্যাত; অতএব আমরা জানিতে এই নগর জয় করিতে পারি। কালিকতে অনেক মাসসমান বাস করেন। তাহারা উৎসাহার জন্য হুইটি ব্যবসায়কৃতি নির্মাণ করিয়াছেন। কালিকত নগরে শাসন সংগ্রহের একাধারে সুবিধার সময় বিলিঙ্গ নানাদেশ হইতে বহমান পণ্য দ্বারাশি আনয়ন করেন এবং তৎসময় রাজ্যের পার্শ্ব অথবা বাজারে রাখিয়া দেন; এই সকল দ্বিতের রঞ্জােকের অভ্যন্তরের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। কালিকত নগরে শাসন সংগ্রহের একাধারে সুবিধার সময় বিলিঙ্গ দ্বারাশি আনয়ন করেন এবং তৎসময় রাজ্যের পার্শ্ব অথবা বাজারে রাখিয়া দেন; এই সকল দ্বিতে রঞ্জাও অভ্যন্তরের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করাইয়াছেন। তাহারা তথ্য অহোরাত্র উপস্থিত সংস্কার লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।

দীর্ঘকাল পণ্যদ্বারাশি বন্দরে ভাকিলেও অপহৃত হওয়ার অথবা অথচ কোনও প্রকার ক্ষতির সমস্ত নাই। পণ্যদ্বারাশি বিক্রয় হইলে কর্ষচারিণের শত্রুকাত্ত অভাবে টাকা এক এইচ করেন। এক বন্দরের পণ্যদ্বারা দৈব-ধর্মিক পার্শ্ব বন্দরে নীত হইলে বন্দরনামীরার তৎসময় অবধি পুরুষ করিয়া ধাকে; তাহার পুরুষের ভেতু এই যে এই পর যাত্রা ভারতের বিপ্লবশীল বিবেদন করের উদ্দেশ্যে বৈঠ অহোরাত্র হইয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ভাকিয়া প্রাপ্ত হইয়াছে। কালিকত নগরে কিন্তু এই পর কোন প্রকার নাই; তথে সমস্ত স্বাভাবিক নির্মাণ তার রক্ষিত হইয়া ধাকে।

আবহুর রঞ্জক কালিকতা রাজ্যের বাচিয়া ব্যাপ্তির প্রাকৃতি প্রশংসাবাদ লিখিত করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু কালিকতা অধিবাসীদের যে বর্ণনা তিনি এখান করিয়াছেন, তাহা মধ্যে বর্ণে চিহ্নিত হইয়াছে। সত্যতঃ, ধর্ম বিষয়েই কালিকতা অধিবাসী স্বচ্ছে আবহুর রঞ্জকে এতিকুল করিয়াছিল। আবহুর রঞ্জকের বর্ণনা উদ্ধত করিয়েছিল।
রাজকের দৌত্য ।

„আধি বাণিজ্য পোড় হইতে অক্ষরণ করিয়া বে জাতীয় লোকের সাক্ষাৎ লাভ করি, অত্যন্ত আকৃতির লোক বর্গেও কখন দেখি নাই ।

নভে নর, নভে দৈত্য, স্পর্শ অপূর্ব ;
হেরি যারে চরমকি ইত্যাদি সকল ।
অপেক্ষ এখন কিছু হেরিতাম যদি,
বহবর্ষ চিন্তন রহিত বিকল ।
শিশুমুখী ভুমিকা এক বাসিন্দার ভাল,
কিন্তু এই কর্কটুকীতে পারিনা মনিতে ।

এই দেশের কৃষ্ণন্দ অধিবাসীরা নগ দেহে রাঙ্গচার গমনাগমন করিয়া ধাক্ক ; তাহারা কোম হইতে হাঁটু পর্যন্ত লেগের নামক বস্ত পরিধান করে।
রাজা এবং বিন্দুক, সকলেরই পরিচ্ছে একরপ। এই দেশের অধিপতির উপাধি সামুদ্রী। রাজার মৃত্যু হইলে তদীয় ভূগোলীর পুত্র উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়ন।
বাহবেল রাজসিংহসন অধিকার করিতে দেখা যায় না।
বিড়শ্ব অধিবাসীর নানা শ্রেণীতুক ; যথা, ভার্ক্স, শোচী ইত্যাদি। কিন্তু সকলেই একাধিক দেবদেবীর এবং মূর্তির উপাসন। এতেক শ্রেণীর আচার যথাবহার বর্তমান।
একশ্রেণীর মধ্যে জীলোকের একাধিক বামী দেশিতে পাওয়া যায়।
রাজাধিপতি সামুরি এই শ্রেণীমুক।

যে সময় মোসলমান দূত রাজাধিপতি সামুরির সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তৎকালে হই তিন সহস্র নগ দেহ হিন্দু রাজসভায় উপস্থিত ছিল।
প্রথম প্রথম মোসলমান অধিবাসীও উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সময়-সময়ের রাজলিপি পাঠ করিয়া আদের রঞ্জকে পরিচিত করিয়াছিলেন।
অতঃপর তিনি সময়গতের উপচারকের সমূহ প্রদর্শন করিলেন।
কিন্তু সামুরি তাহার দৌত্য সমতল বহুদীর দেখাইলেন।
এমন তিনি রাজসভা পরিত্যাগ পূর্বক অবস্থান প্রত্যাগ হইলেন।
ভিক্ষ্যঞ্জাজীর উপযুক্ত সমান লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া অপ্রতিচ্ছে কাণিকে বাস করিতে লাগিলেন।
এই সময় একদিন তিনি বলেন দেখিলেন যে, রাহুল উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিয়েছেন, ‘তোমার করে অবসান হইয়াছে।’
পরিবর্তন করিয়া আদের রঞ্জক শয্যাপরিত্যাগ পূর্বক উপসাগর। অতঃপর এই শয্যাদি বিশ্র মনে মনে আলোচনা করিয়া সুখস্রুত্য এবং অথবা পরিশ্রম অত চেষ্টা করিয়েছিলেন।
এরূপে সময় একজন লোক তাহার সবাইয়ে উপস্থিত হইয়া।
নামাইল যে বিজ্ঞানগরের অধিপতি তাহাকে ব-রথারে প্রেরণ করিবার অর্থ সামুরিকে অনুরোধ করিয়াছেন।

সামুরি বাহিনী নরপতি ছিলেন, কিন্তু এখনপ্রতাপগীর বিজ্ঞানগরের অধিপতিকে তার করিতেন। তাহার রাজ্য কালিকটের অধিবাসী তিনটি সমুদ্র বন্দর ছিল; তখন সমগ্র রাজ্য পরিষ্কার করিতে তিন মাস অত্যন্ত বাহিত হইত। সামুরি বিজ্ঞানগরের রাজার অনুরূপ অনুগারে আশুর রঞ্জককে তাহার সমৃদ্ধি প্রেরণ করিতেন।

আশুর রঞ্জক কালিকট পরিস্থিত করিবার পূর্বে যে মন্ত্যা লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইতে আমরা কিছুদৃশ্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"কালিকট এবং সমুদ্রকুলতার অন্তর্গত মন্দির মালবার এদেশ-মূর্ত। কালিকট হইতে মন্দির কল্যাণে গোপ মহাত্মিকুলে যাত্রা করে, তাহা সাধারণতঃ গোপ-মহাস্থ পূর্ণ হইয়া কালিকটের অধিবাসীরা নৌপরিচালনে দক্ষ, অন্যতম তাহারা চৈতন্য পুরুষ নামে বিখ্যাত। অলঙ্কৃত। কালিকটের অর্থব্যায় সমুদ্র সুচূন করে না। কালিকট বন্দরে সমন্ত এলাকাজীর গ্রামেই পাওয়া যায়। গো-হত্যা অর্থাৎ গোমানস কোম্পন তথায় নিষেধ। যদি কেহ গো-হত্যা করে, তবে তাহার আগের হয়। তাহারা গোপালক এরূপ অভিজ্ঞ করেন যে, গোধর্ষ তথা কোম্পনে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে।

আশুর রঞ্জক কালিকট পরিস্থিত পূর্বক ম্যাগালের উপনীত হন। ম্যাগালের নিকটে তিনি একটি মন্দির সেবিত হয়। তাহার উচ্চতা মন্দির উচ্চধীরীর আর কোন স্থানে তাহার দৃষ্টি পাচার হয় নাই। সমতল মাটিতে পিএইচ নির্মিত এবং ইহার ভিত্তি মন্দির পরিশ্রমিত দিয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠা ছিল। আশুর রঞ্জক এই মূর্তির কার-কার্যের তুলনায় প্রথম। কালিকট এবং বিজ্ঞানগরের মস্তকবর্তী পোড়ের বর্ণনার তাহার বৃত্তাস্তের অর্থক স্থান পূর্ণ রহিত হইয়াছে। আমরা তৎসমূহ পরিস্থিতি পূর্বক তৎসমূহ বিজ্ঞানগরের বর্ণনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

"ভিজ্ঞানগর সমুদ্রীয় এবং অন্তর্গত পূর্ব। ভিজ্ঞানগরের অধিপতি বজ্রস্থল বিশ্বস্ত। রাজ্যের সীম। বর্ণ লীলাহইতে মূর্তিলব্ধ এবং সন্ন্যাস হইতে মালবার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাজ্যের অধিকাংশ ভূমি সুষ্কতিন্ত্র এবং উভার। ভিজ্ঞানগর রাজ্যে সমুদ্র বন্দরের সংখ্যা তিনটি। বৈষ্ণব-সংখ্যা এগার লক্ষ। দৈত্যগণ চারিদিকে অন্তর্বেদন আলো হইয়া থাকে।
বার্ষিক, ১৩১৯।] রাজকের দৌটা।

তখন পর্যন্ত সমৃদ্ধ এক সহস্র হাতি বিদ্যমান। রহিয়াছে। সমগ্র হিন্দু স্থানের রাজস্থানের বিজাপুরের নরপতিই সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।

তিনি রাজকেরই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করিয়া থাকেন।

বিজাপুরে এক গঙ্গা যে তালুক নগর। সমগ্র প্রথমে আর কথনও চং। বা কর্নের বিষ্ণুৱত্ব হয় নাই। এই নগর সমগ্র একেক তালুকে পরিবেষ্টিত।

প্রথমে, বিভিন্ন এবং তৃতীয় একেক তালুকের অভ্যন্তরে বালী ক্ষেত্র, উড়ান এবং বাস দোকান দেবিতে পাওয়া যায়। চতুর্থ, পঞ্চম এবং এক এক একেক অভ্যন্তরে স্তান পাড়গানা, বাঞ্ছা এবং দুর্গার পরিপূর্ণ। রাজ প্রাসাদের অদূরেই বাঞ্ছা চতুর্থ প্রস্তিটি র হয়।

উত্তর দিকে অট্টালিকায় রাজা বাস করেন। বাঞ্ছার তৃতীয় এবং পঞ্চম। স্বপন্ন পুপ সর্বদা এই বাঞ্ছার কৃষ্ণ করিতে পাওয়া যায়।

এ এক এক শ্রেণীর দোকানীর বাঞ্ছার এক এক অগ্রে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মণিকারণগুলি একাধিক বাঞ্ছারে মণিমুক্তি বিক্রয় করিয়া থাকেন।

"এই প্রাসাদের অনেক কক্ষের নিয়ে গহর প্রত্যেক করিয়া তাহা শর্ষ-পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজ্যের উচ্চ, নীচ, সকল লোককেই শরীরের নানা হানে মণিমুক্তি এবং অজ্ঞাত পরিধান করিয়া থাকে।"

বিজাপুরে কাঠের দিবস বাস করিলে, রাজা অশ্বর রজ্জক হীরা সত্যায়ন করেন। তিনি দোষায়ে উপলব্ধি হইয়া। রাজার একাধিক অট্টালিকা, ব্যাপার উপস্থাপক দেহান করেন। তৎকালে রাজা শাসনামল দুর্বল হয় বালং উপস্থিত ছিলেন; রাজ্য এবং অজ্ঞাত পরিবহন।

বাঞ্ছা চন্দ্র টাঁচ ও বাম পার্শ্ব নাগ্রোক্রান্ত ছিলেন। রাজ্য বহুলূপ্তি শান্তির পরিচিত পরিধান করিয়া।

চলেন, তাহার কর্নে এক এক স্তরী মুক্তার মালা শোভা পাইতে ছিল যে, মণিকারণগুলি তালুক তৃতীয় মুক্তার মূল্য নির্জন করিতে অসম্ভব ছিলেন।

আমি রজ্জক রাজ্যাকে মীর্ধ দর্শন, অশ্বর বয়, দীর্ঘ পু, মুক্তার এবং আম বর্ণ বৈলয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দরবারে উপলব্ধি হইয়া। অনন্ত মাস্ত রাজ্যাকে ভিতরবিহিন করিলে রাজা সুন্দর হইয়া। তাহাকে দোষায়ে একাধিক করিলে এবং উপস্থিত হইতে আশ্চর্য দেন। অনন্ত রাজা সরস্বৎকের রাজ্যালি বিতাড়িকে পাঠ ও অপর্ণ করিয়া বলেন, মণিকারণ নরপতি আমার দরবারে মুক্ত করিয়া থাকেন, এমন আমি স্মরিত আনন্দই স্মরণ করি।
করিয়াছি। আদুর রঞ্জ নানাবিধ পোষাক পরিধান করিয়া পিয়াছিলেন; একজন ত্রীতারকিয়া শব্দের তুষার যথাযথ ছিল, রাজা মন পর্যন্ত হইয়া নিত্য হস্তমিতি পাখাদানাই তাহার পরিধান করিয়া। অক্ষত্রস্তু কর্মচারিগণ একটি বাঙ্ক আদস্য করেন এবং তাহা হইয়া হাঁটিটি পানের বিলি, ৫০০ যুগ্র (ফন্ম) পূর্ণ বলি, ও কিছু কর্পুর তুষার পরিধান করিয়া। তিনি রাজ্য প্রসাদ পাল্ল করিয়া বিষার্য গ্রহণ পূর্বক স্বভাবে ঐত্যায়ু হন। আদুর রঞ্জ যতদিন রাজপ্রানীতে অবস্থায় করিয়াছিলেন, ততদিন একাধিষ্ঠাত্ত হইতে উদয়, চারিত্রে মুখিতা, পাঠ মণ চাউল, একমণ বাধন, একমণ চিনি ও দুইটি বর্ণমৃদু রাজ্য সরকার হইতে প্রাপ্ত হইতেন এবং সঙ্গাতে হুইবার সংখ্যাকালে রাজসম্প্রদায়ে নীত হইতেন। এই সময় রাজ্য তুষার কর্তৃক সমার্থকের অধিপতি সম্বন্ধে নানাবিধ ঐত্যায়ু পরিধান করিতেন। প্রতোক্তার রাজপ্রাণ কালেই তিনি এক বিলি পান, এক বলি যুগ্র (ফন্ম) এবং কিছু কর্পুর প্রাপ্ত হইতেন।

শ্রীরামপ্রাণ শুদ্ধ।

প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ।

অধিগ্রাহের প্রাচীন দেবতা শ্বর্যমের স্বর্গে ঠাকুরমার নিকট অনেক কথা উনি জানেন, ঠাকুরমার বলিয়া, শ্বর্যমের দেবতা। শ্রেীরীর মধ্যে একজন উচ্চশ্রেীরীর কুলীন হইলে তাহাঁদের অস্তুর এডাল্স সময়ের সূচনায় তাহার সুন্দর পার্থক্য ছিল। যে এই সত্যজিৎ অদুর হবে যদি সময় সময় তাহার ইহাতের স্বর্গে একাদিকের শ্রেীরী পার্থক্য ছিল। তখন অধিক বাদ ও নিদর্শন একাদিকে রূপান্তর হইয়া যায়। এই সত্যজিৎ যাহা নামক একটি অভাব কুলীন শাহীর নিকটে তাহার রূপান্তর অনুশীলন করিতে হইয়াছিল। এই সত্যজিৎরর কথা।

তাহাতেও যে তিনি মিশিয়া যান শাহীপাটি পরিধান করিতে পারিতেন, এমন দেখা যায় না। লক্ষ্য রাজার হন্তে তাহার কাঁক ছিল না। তাহার রাজার হন্তে তাহার নাকি বিশ্বাস না। এই হে নাকি রাজার হন্তে তাহার ক্ষুদ্র হইতে হইয়াছিল। এই হে নাকি রাজার হন্তে তাহার অপর পূর্ব, হান্ত, বর্ণ, শর্ত বিশ্বাস প্রেরণ দেবতাদিগের বারা সাধু চুরি করাইয়া লইত। প্রতিভায় কৃত্তিনার কাহারও সাহস কিয়া।
কার্তিক, ১৩১৯। 】 প্রাচীন দেবতার নতুন বিপদ।

াধিকার ছিল না। সেই সময় যুধি ঠাকুরকে 'চৌপার' দিন সমভাবে লক্ষ সিংহসন পাড়ারা দিতে হইত। একটু উপর, বিশ করিয়া জোট ছিল না। স্বীকৃতি কি তাই? রাত নাই, মধ্যাহ্ন নাই, উদয় হইতে হইবে—
‘কুড়ি চক্ষ বিশ হাত’ রাবণের অংশে—উপার্য নাই। যুধিরেব রাজি বিশ্বাসেরই উদ্যম হইতে গেলেন। তাহেই কি আজ বিপদ বায়? উদয়—
পথে আসিয়া দাড়াইল পথে নদন হরিধার হালাল। আহা! সে গৌরীর পোবিন্দ
যুধি পোড়ার হাতে পড়িল। যুধিরেব কে কি পর্যায় লাভনা ভোগ করিতে
হইয়াছিল, কৃষ্ণরাজ ঠাকুরের কৰ্ত্তাত্ত্ব ভাবে বোধ হয় কাহারও অবিভিন্ন
নাই। সেই বানর পোতার বর্গভূতির বোটকা পথে যুধিরের অন্য-
প্রীতের অক্ষর্পণ পর্যায় বাহির হইবার যোগাড়!

ঠাকুরের মুখের এই সকল বিচিত্র পরের আবেকে বাল্যকালের ভয়
বিনয় রজনী অতিবাহিত হইয়াছে। চক্ষ, যুধিরের হাতে সময় সময়
ঠাকুরের প্রায়কে চক্ষ মুড়িয়া—ফুলাইতে ফুলাইতে বিলোচন—
তারপর, তারপর।

তারপর বড় হইয়া পুরাণে পাইলে ঠাকুরের কথার সত্যতার প্রমাণ
পাইয়া এবং সেই অঙ্কার রাহুচক্র বেটার অভ্যাস ও ম্যার্ক্সেরে একাংশ
করিয়া। ঠাকুরের অভিভূত প্রতি যেমন ভাঙ্গি এবং বিবাদ হইয়াছে—যুধি
ঠাকুরের হাতে তথ্যনি হংক শহর-অভ্যুদয় হইয়াছে।

যাহাই হউক, "নিয়ন্ত্রণ করেনবাদ্যতে"—কেহই কিরাইতে পারে না। বিশেষ
সেই সত্য, রেতার দেবতার। যখন সময় সময় অবকাশ ভয়ে আসিয়া
যুধি-মানবের সম্বাস করিতেন, তখন মানবীয় মুখ-মুখ, হাসি-কাপার এগতে
ঠাকুরের উপর সক্রানি হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে?

কিন্তু সেই সত্যের রেতা অর এখন নাই। এখন যে নিষেধ কলি
যুগ! যুধি-মানব বছর তপস্ত করিয়া এখন আর দেবতার দেখা পায়
না। এখন নিষেধ যুগে যে আমরা বিয়েনচারী যুধিরাকে পুনরায়
যুধি-মানবের চক্ষে বিপরিসেল দেখিয়া, তাহা কি কেহ কথন। কলিরাও
করিতে পারিয়াছেন?

যুধিরাকে কিন্তু পুনরায় বন্ধন দশ্যস্ত হইয়াছেন। সেই রেতার
হইয়াছিলেন লক্ষার রাবণের গৃহে; আর এই কলি, দেখাছেন—তৎ-
পুত্র মহারাজের গৃহে—পাতাল।
সবিতা দেবের বন্ধন চিত্র আমরা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

ঐতিয়াশিপের ব্যাপার মূলতঃ সমাজের অবস্থান বিষয়ে প্রাচীন দেশের অন্যতম প্রাচীন যুগের দিকে বিচার করিতে যাওয়া সহজ ব্যাপার হইতে না।

ঠাকুরমানী, ঢিবিমা এক্সিসফিক ঘর ও প্রাচীন মন্দির থেকে বস্তুর সহায়তা নিয়ে সমাজের হইতে অবস্থান এক করিয়াছে, সেই পরিবর্তনের নূতন সাধারণ সংস্কৃতির অন্তর্গত অর্থ ইহাও প্রকাশ করা হয়। যাহারা বর্তমান সময়ের পরিবর্তনের প্রশ্নটি চানা হয়, তাহার জন্য পরিবর্তনের ব্যাপার নতুন বিষয় বিদ্যমান নয়।
কাষ্ঠিক, ১৩১৯। ] প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ।

গৃহকে তরাই আনই এই কথার পরামর্শ না করিয়া উন্ম ধরানকে জাপান। তাহাদের যখু জীবনের একটি দৈনন্দিন কর্ম বলিয়া মনে করিতেন। এবং এইরূপ প্রথমোচিত সংগ্রাম করিত যে বধু জীবনের শীৱতা (??) ও সম্প রক্ষা করিতেন। তাহাদেরই বাসনার বংশধরণের “পরিবারগণ” ঐহুে ইলখ কঠোর অচির নিবারণ করিবেন দুরের কথা—শৈঘৃরকুমলে স্পর্শ করিয়া গৃহ কোণের কাঠকশ উঠিয়া পূর্ণিয়া দিতেও তাহারা অসামান্য বিবেচনা করিয়া থাকেন।

সে যাহাহউক, প্রকৃত কথা এই যে, সপ্ত্র প্রায়োজনই হইযাছে যে আচেতন কাঠকশেরও সম্পন, সম্প্রদায়, কুলন, সাধন প্রায়ী শক্তি আছে এবং সেই শক্তিতে তাহারা সম্পন্ন অসামান্য, শ্রৃষ্ট্রূঢ়, আহর আনামার প্রভূতিত নাকি অনুভূত করিয়া থাকে। এখন জানি না, এই সম্পন্নী অসামান্য আহর আনামারের হেরুতেই কিনা, প্রাচীন। জাস্তিতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের জীবিকা নির্মাণের সহচর কাঠ নামক এই যে অপত্র প্রয়োজনীয় পদার্থ দী, এই নাকি করে আমাদিগের রক্ষুলশালা হইতে অবসর গৃহ করিবার উইসোন করিতেছে; কোন কোণ স্থানে বা একাখারেই করিয়া ফেলিযাছে। অনিতেছিই ইহার কারণ—স্থানবিভে নাকি কথা বন অন্ধরে অধুন দেখা যাইতেছে।

“আহর ব্যাপারের জীবনের ধরন” যেখন নিয়োগিতা, আমাদের পক্ষে পৃথিবীর ধরন। তেমন নিয়োগিতা কি না রুখিতে বা বিচার করিতে না পারিলেও সঙ্গে ধরনের প্রভাব করা যায়, তাহার বিচার আহর করিবার অধিকারী। সেই অধিকারী, ইহা নিমলে বলা যাইতে পারে যে বাদবকী আমাদের রূপান্তর পরিপ্রেক্ষাপট বুঝা ধরনের পরিণত হইতেছে। এই তাহারই ফলে, আমাদের সেই নিষ্ঠা পরিচিত ইলখ কঠোর স্থলে কাঠ। নামক ভূগোল কোন অসামান্য স্থান নিষ্ঠা অপত্র কুলশীল এক অগভীর আধ্যাত্ম, সহর বন্ধনের পাকশালী ও অধিকার করিয়াছে, এমন কি, সুদূর পরিপ্রেক্ষাপট জ্ঞান কুটির কোণেও প্রভাব বিদ্যার করিতে উকিব কথিতেছে। এবং আমাদের কৌশলকে কৃত্তর করিয়া এমনু আমাদিগের মুক্তিযুগের পরিকার করিয়া বিচার চেন্না করতেছে।

উপর নাই। স্থানবিভে অবালে অপরিচিতের সাহায্যে এই না করিয়া বিনা বাঞ্ছায় মৃত্যুকে অর্থন করিতে বোধ হয়। কোন
ব্যক্তিই উপদেশ দিয়েন না ছুটাছুটি। “নাই মাথা অপেক্ষা কানা মাথাই যে ভালুক” এই নীতি এবং মাথা পাতিয়া দীক্ষার করিয়াই শুইতে হইবে। কিন্তু এ ‘কানা মাথাই’ ও যে পরমাণু সাংবিধানিক হইয়া গিয়াছে! একনা কঠোর পাল্লা।

পৃথিবীর অর্থন সম্পদ হান প্রাপ্ত হইতে ধারায়, সর্বত্রই ইহতের স্থান করলা। অধিকার করিয়াছে। ফলে পৃথিবীতে প্রতিদিন যে পরিমাণে করলা যায় হইতেছে, অগতের চিন্তাধরণ নরণ বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা ঘরা স্বর্ণ করিয়াছেন যে, এই পরিমাণে করলার বয়স্কর অগতিহত গতিতে চলিলে, আর পাঁচ ছায় শত বৎসর মধ্যেই পৃথিবীতে করলা সমস্তে যে শ্রেষ্ঠ দুর্গন্ধ, সেই দুর্গন্ধের নলনায়কেই করলা বিবেচে কল কারখানা। বহুল করিয়া অর্থন ব্যবস্থা অভ্যন্তর করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক অবগত এইরূপ সাংবিধানিক পর্যায় বাড়ি বলংকার্য্যের ভাবী সংখ্যার কীর্তি করায় হইবে না বলে, কিন্তু এই বাড়ি। সত্য অগতের বৈজ্ঞানিক সমাজে নুতন চিন্তা জাগাইয়া দিয়াছে। কেহ কেহ এই সময়ের সমাজতন চিহ্ন এখন হইতেই আহার নিজ ভাগ করিয়া বিভাগ হইয়া পড়িতেছেন; কেহ কেহ বা কাল এভাবের সমতল “বুঝ দেখী” বোধ করিয়াছেন। আবার কেহ বা হ্রাস করিয়াছেন যে, পৃথিবী করলা শুক হইয়া গেলে, অগতের ও নন্দ স্রোতের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতঃ তাহা হইতে সৌদামিনীর উত্তর যারা কল কারখানা পরিচালন করা বাইতে পারিবে। কাহারও কাহারও কাহারও বা চিন্তাধরণ আরও উচ্চত হইয়া আকাশে সৌধ চরণ করিতেছে—সেই সংগ্রহীত সৌদামিনী প্রভাতে উঠারা মশলা এক পর্যন্ত রেল লইয়া বাইবার আশা করিবার করিতেছেন !

এখনো কারণ কোন কোন স্থলে কার্যকরী হইয়াছে বলে। কিন্তু এইরূপ প্রক্ষণ করলার স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া। অধুনানুকূল মন্ত্রণ অধ্যাপক রামেজ (William Ramsay) কথনই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তিনি এই সকল কর্মকাণ্ডে অসূরভর কর্ম বলিয়া মনে করিতেছেন। অধ্যাপক রামেজ ভূগোলীয় উত্তর কেন্দ্রীভূত করিয়া করলার স্থান পূরণ করা বাইতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন। ভিতর—সব গোষ্ঠ গ্রহণের কর্মনাটিতে “গুলির এড়া” আছে কি না, তাহা অগতের বৈচিত্র্য দেখিয়া সাহস করিয়া বলা যায় না।
কাঠিক, ১৩১৯।] প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ।

এরন্দ্রাঙ্গ ইল্যাসে যখন এইরূপ করনা অন্ধকরণ ও মুখ্য পরামর্শ চিহ্নিত ছিল, পাশাপাশি অমাস্তি অমাস্তি তত্ত্ব অবিরাম কার্য্য চিহ্নিত ছিল। অমাস্তির বৈঞ্জনিক গণনা তত্ত্ব অমাস্তির প্রাচীন দেবতা সন্তানকে শৃঙ্খলায় দিলার প্রতি প্রতিঢিত বোধ করিয়া। তাহা দ্বারা কাঠামোদীপ্ত করা যায়। বার্তার জন্য এক বৈঞ্জনিক গণনা বিষয়ক করিলেন। সুবিধা এখন সেই জলে আবদ্ধ হইয়া বৈঞ্জনিক সমাধানের নির্দিষ্ট অথবা সম্পর্ক করিয়াছেন।

এই বুৎপৎ ছত্রের ভাব ইম্পাট নির্মিত পদার্থী, ইহাই সেই বৈঞ্জনিক গণ। ইহার জন্ম হইল ১৭৮৮ খানা দর্শন সনিদ্ধিত, এক এক খানা দর্শন সংখ্যা ৩ ফিট দীর্ঘ ও ২ ফিট চওড়। এই দর্শন গুলি সৌজন্য তাহার বুর্য রশ্মি অকর্ষণ করিয়া ছাতার হাতের গায়ে এক একটি একশত গেলান জল পূর্ণ দীর্ঘ নলের উপর সে রশ্মি প্রতিফলিত করে। এই শূন্যচিত পুর্যোত্তরে অল বাল্পে পরিণত হইয়া মিনিটে চুড়িকা গেলান জল উত্তোলন করা রূপে ইট্টাকে পারিচালন করিতে পারে এবং এক ঘটিতে মধ্যে শৃঙ্খলা জল হইতে ১৫০ পাউড় বাল্পে চাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার বাপ্পাদালী ইম্পাট নির্মিত এবং উত্তর প্রাঙ্গণে আরুত। সেই ব্যপ্তাদালী যে সাহায্যের অনবরত জল সরবরাহ হইতেছে ও সেই জল বাল্পে চাপ অর্ধে হইলেই নিঃসরণ প্রাঙ্গণী দ্বারা বাহিতে চলিয়া যাইতেছে।

আত্মদেব সুবিধা দেব রায় দান্ত যেমন নীত গীত অন্তরে সমক্ষের service দিতেন, অমাস্তির বাল্কানিয়ার আকাশের তিন দিন প্রথম—শাও ও সমাধান উত্তর প্রাপ্ত করিয়া থাকেন। সংহীরের জায় নেতাও শীতল নাই বাল্পাদ প্রধান বোঝাই থাকে। সুতরাং সপ্তবিংশ শতাব্দীর বার নাসিকের সন্ধায় কার্য্য করিতেছেন। এক্ষণেতে উদ্ধারের এক ঘটে পার হইতে অগ্রসরের এক ঘটে পর পর সত্ত্বে অবিশ্বাস তাপ সংগৃহীত হয়। এই রূপে এই ব্যবস্থা একটি শক্তি সংক্রান্ত করে যে, ইহাতে দ্বারা প্রতিবোধ যে কোন কার্য্য অন্তরে সমাধান করা যাইতে পারে।

ব্যবসা ও কাছার স্থান পূর্ব জাত অমাস্তির এইরূপ বর্ধন আরও প্রস্তুত করা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু বাল্কানিয়ার এই যথার্থ প্রায় বুখ্য শঙ্কা এখনও আর নির্মিত হয় নাই। এই যথার্থ এখন প্রান্তিকেনার উপর প্রভাব কার্য্যান্তর রক্ষিত হইয়াছে। এই সকল বলে মেহমানের কৃৎ বুখ্য করিয়া তাহা হইতে জল উত্তোলন করতঃ সেই উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত ও আর্জা করা।
হইতেছে। আমেরিকার বহু মনুষ্যের এই রূপ শ্যামা ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। জনাবার ভীষণ সাহারাকেও শ্যামা শ্যামা উর্ধ্ব ক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টা আরম্ভ হইবে। কোন কোন স্থানে এই বৃহত্তর সাহারার বৈদ্যুতিক আগো, ট্রামগাড়ি ব্যোম যান, রেলগাড়ি প্রভৃতি ও পরিচালিত হইতেছে।
তবে আর মঞ্চগুহ রূপ দৃশ্য কি?

প্রাচীন দেবতাগণের মধ্যে কেবল যে সাবিতাদেবীকে বিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই নহে, স্থায়ীর ভাব হইয়া বরুণ প্রভৃতি অনেকেই শূন্য লাভ হইয়াছেন। এইভাবে পালা দেখা বাইতেছে মঞ্চ প্রায় এই মঞ্চ দেবতা তাহার প্রাচীন সহচরগণের অবস্থা। দৃষ্ট ভূমিথাই নাকি সেদিন আমেরিকায় এক দৃষ্ট পাঠাইয়াছিলেন—সংবাদ পত্রে তাহ। প্রকাশিত হইয়াছিল। সে মিসনের তত্ত্ব বারান্দার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

---

দীপ পত্র।

প্রফুল্ল বায়ু শেষে অপ্রত্য তাজে কাঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন “বেলা, শেষ কালে তোমার স্থান আমার যে এমনকি একটা নিষ্ঠুর সম্প্রদায় হয়ে দাঁড়ানি, তাতে আগে তাবিনি।”

বেলা খানকংশ এমন নিরুপায় তাবে বাহিরের সরু পাতার কচি ছাপে দেওয়া। দেওয়ার পাটের পাতা গাছিয়া রহিল। যেন তা দেবিরাই বেলা বসা দেয়ে পাখাটি পালা পল্লী শিখ দেওয়া বক্ত করিয়া দিল।

কিছু কাণ্ড চুপ করিল। বাহিরিই প্রতিষ্ঠা নয় হতে প্রাণহীন স্থয়ে দে উত্তর করিল—“তা এক রকম অচেতন করে প্রাজ্ঞি বই কি।”

ঝালাচার সাবিতার ভিতর দিয়া, তীক্ষদের সোনালি রোদ বেলার যুগ্ম, হিললিত, কেশের উপর একটা আঁধার যুগ্ম পরাইয়া দিয়া হাসিয়া ছিল ।

বেলার কথার চেয়ে বেদনার চিত্রণ সত্যিই যেন মথবিষ হইয়া উঠিতে ছিল। সে ছে চাঁদের হাট বসাইয়া যুগ্ম দেখিতে ছিল, সে সত্যি যুগ্ম, আর কিছুই নয়; প্রফুল্ল যেন আঁধার তাকে সেই নিরাশার কথাই বলিয়া আসিয়াছে। যে বৌটায় সূর্যটির যত তাবে বীণনের পাপড়ি গুলি এমন জরুর তাবে পাতিয়ার গিয়াছিল, সেই কি আঁধার তাবে বিদায় গিয়ে চলে।
কার্তিক, ১৩১৯। প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ।

ৰে জোঝা তাঙে এত দিন এমন করিয়া হাসাইয়াছে, সেই কি আজ তাঙে কাদাইয়ে আশিরাহে? চীড়িনি রাতে আমাদের এই কর্ণ-মূখ বান্ডা অগণ্টা যেমন অলীক, বপ্পের মত ঠেকে, বেলার চোখের সামনে সর্দীযানও ভবিষ্যত উন্নয়ি তেমনই অন্যেট জাপনা হইয়া। গেল। নিশীবার সদরদিচি তারাটীর মত, নিয়ম অথাতে তাঙে কোথায় নির্দেশ করিয়া দিয়ে চলিয়াছে, কে জানে! বেলার জীবনে যে ঢেড় বহিতেছিল, তাহার একটা হিরোল আলিয়া। প্রফুল্লের হয় কে কোথা থাকাৰ দেহোৱনে ব্যাঘট করিয়া তুলিল। বেলার নয়ন-পুল্ল-পাতা ও অন্য কোথা অর্ধেৱার রচনা করিয়া দিল। বেলা বীরে বীরে মাটীর পানে চাহিয়া বলিল—“সত্যি কথা বলতে এক লজ্জা কোণে চাল্লোৱে কেন, প্রফুল্ল বাবু। সে তো চাপ। খাওর পায়। ভুমি খুলে না বললে আমি সব কথা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। তবে কি ভুমি আমায় এক্ষুলি তেখার বাড়ি থেকে চলে যেতে বলুচ?”

বেলার জীবন-হেৱী শর প্রফুল্লেকে বিদ্ধ করিয়া। তিনি শখপানে বলিয়া উঠিলেন—“চলে যেতে বলুচি! বল কি বেলা? ভুমি যদিও ইচ্ছে, পাক না। এই তোৱা, তেোারি বাড়ি! ”

বেলা চকিত হইলে বলিয়া উঠিল—“না—না, প্রফুল্ল বাবু আর আমার পাক হচ্ছে না। আর আমি কষ্ট কে ভয় করি না। কষ্ট সহ্য বাচ্ছাই তো তঘোনে আমাব নারী জন্ম দিয়েছেইন।” প্রফুল্ল বাবু বাপা দিয়া ভাবিতালি বলিলেন—“ও সব হচ্ছে না, বেলা। তেোারি কোথায় যেতে দিচ্ছি না। আমি! আমি তেোারি—(এইখানে প্রফুল্ল বাবুর হঠাৎকামি পাইল, পরে ভাঙ্গ।গলায় বলিলেন)—ঠিক নিজেৱে বোনেৱে মত ভালবাসু। এই যে তেোারি একজন বেহোল করেনে, আমায় মায়ার সংসারে ঢুকতে হয়েছে, তাই আমায় তাল লাগেনি। ভুমি যদি মায়ায় দেও। দানপত্র, কি তার লেখা কিছু একটা দেখাতে পারে, তবে এতে আমি কখনো হাত দিতাম না। এখনে তেোারি ধাতীনক্ত। অংশ লিখে দিয়ে রাঁচি দিয়াম, কিন্তু—চাপুর রাবার টায়ার হইয়ে বাতাসে ফুস্স করিয়া বাধিয়া হইয়া। গেলে, বাণিজ্যগুলো যেমন হঠাৎ ধানিয়া পড়ে, ভেশ মনা হঠাৎ একটা প্রবল কিশ্বর ধাই। প্রফুল্ল একে বারে চুপ করিয়া গেলেন। তাই এই কিছু গোল্যামটা সংক্ষেপঘন্ট। এই যে তার পাকতালী তারােমী হেনা, বেলাকে অংশ দেওয়াৱ এন্তার্বাগকে একেৱারে সামাজিক ভিক্ষুরী করিয়া দিয়াছে।
বেলা কিছু গাঢ়বর্ষের গুলিতে “আপনাদের বিষ হব না, আমি শীতগীরির যাত্রা চলে, অথচ তিনি কাঠের কথা নিতে যা। একটু দেরী! না হয়, কেলে শিরা শিরির ক্ষম করে খাব। এক পেটের জন্য আগর ভাবনা। একরক্ষে বিন ফেটে যাবে।” কঠোর শেষ করিতে না করিতে বল।
কারিয়া কেলিত। তখন বলার মুখখানি নীহারের মুখি বলানো, হন্ত নষ্ঠ-নীন রক্ষা কমলনের মতো দেখাইতেছিল!

“এবার প্রফুল্ল বাবু একবারে নরম হইয়া বলিলেন “পাগলামো। করে না লম্বাইটী! এ সংসার তো। তোমার আমার দুঃখনারী।”

প্রফুল্ল বাবুর কর্তব্যের ভিত্তি দিয়া যে সহ ব্যক্তি হইয়া পড়িল, ভাবাত তিনি একরক্ষে থাকা পড়া। শেষে গেলেন।

যুধি না ফুটিতে মনের কথা। মরিয়া। কেলে বাহারে মেঘেরের অপিকিরণ পটুর অতি অপাত্রণর। এ নতুন অধিকারের রহস্যে তখনই বলার ভিত্তি।
মুখখানি লাগ হইয়া উঠিয়াছে। সে যেন ভিত্তি পর্ণচাপায় রুক্ষ চন্দনের চিহ্ন অধর। রুক্ষ পরে ভিত্তি তরলতার উপর অনুকানী হৃদ্যের শেষ নক্ষত্র চিহ্ন চলন।

২

কালীপ্রসাদ বাবু কলিকাতার ওকালতি করিয়া। বড়মানুষ হইয়াছিলেন।
তিনি কি পত্রিয় নগ্ন টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, বাহারে সে সম্বন্ধে নানারূপ রূপকথা চলন ছিল।
কালীপ্রসাদ বাবু নিঃসন্তান ধাকাত, তার বিষয় আর সমুদ্র তার ভাবিয়া প্রফুল্লের দিয়া বলিয়া, এইরূপ মন করিয়াছিলেন এত বড় চট্টের যে মালিক হইবে, তার মালিক হওয়া।

গঠনের এই মন করিয়া কালীপ্রসাদ বাবু কলিকাতা। সহরে সাহেব মাধবর রাখিয়া।
প্রফুল্লের মালিক করিয়ার বংশবংশ করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রফুল্ল যখন কলিকাতায়, তখন কালীপ্রসাদ বাবুর বিপ্লবী ব্যক্তি রূপকথা বাবু দ্বারা সৃষ্টি হইয়া।
তিনি একটি শিশু-কঙ্কা রাখিয়া যান।—বিক্রিয়ে তার ইচ্ছার কেউ ছিল না।
নিঃসন্তান কালী-প্রসাদের শরীর অপসারণে শরীর গেল।
তিনি রামকথার শিশু কঙ্কা রূপে করিয়া নিজের ঘরে বিদ্যায় অপসারণ করিয়া।
দেহ শিশু কঙ্কা হইল।
প্রফুল্ল যখন কলিকাতায়,
তখন বাবু কালীপ্রসাদ এই বলার উপরই তার সমুদ্র সংগ্রহে রূপ
মৃদু দলিল দিয়া তার বালুক পুরুষ প্রাণ সরস করিয়া দুর্ঘটনা।
বেলাকে
তিনি বাড়ীতে সেই রাখিয়া অতি যত্নে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ বাবু বেলাকে প্রফুল্লের হাতে সমর্পণ করিয়া পাশ্রয়ের জীবনের একটা প্রধান কর্ত্ত্বমণ্য করা হইল লিখিয়া মনে করিতেন। এই খানেই প্রচারের ঠাকুরের গোল বাড়াইয়া দিলেন। প্রফুল্ল এক বাড়া কুমারীর প্রেম যন্ত্র হইয়া অহিংস করিয়া চাহিলেন। এ নিত্যে প্রফুল্লের সঙ্গে কালীপ্রসাদ বাবুর চিরবিচিন্তা ঘটে। কালীপ্রসাদ বাবু বলিলেন, “কেন, রূপে-শরুণ, শিক্ষায়-দৌখায়, প্রেম কম কিসে? তাই তা প্রফুল্লের যোগ্যতা করিয়া গড়েছি।” প্রফুল্লের পক্ষে বলা হইল—এ সম্বন্ধে বাপ মায়েরও autocracy জাতে ন। অন্তর্ভূত সমস্ত কথা নাই। কালীপ্রসাদ বাবু বলিলেন, “ভেবে আমার বিশ্বে তোমার কোন দাবী দাওয়া পাইবে মা।” প্রফুল্ল প্রফুল্ল বলিলেন :—তথায়। কালীপ্রসাদ সাহিনালার বেলার কাছে বলিলেন, ‘মা, আমার যা বিষয় আশ্রয় আছে, সব তোমার লিখে দিয়ে পেলাম।’ দানপত্র লেখা হয়েছে সময় যত রেঙ্গেছি করে দিয়ে যাবত।” বেলাকে কাদিয়া বলিল “প্রামাণ্য বিষয় চাই না, বাপা, তুমি প্রফুল্ল বাবুকে বকিয়ে রেখন।”

বুড়া ভাবিলেন “চুর্জীটা একি পাগলামি ছুড়িয়া দিল।” বুড়ারা নুম্নোম্ব তরুণ-দম্পত্তির সে রহস্যের কি বুঝিবে।

এদিকে কালীপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে যে তার বিবাহ ঘটিয়াছে, সে কথা। প্রফুল্ল তার প্রেম-জগতে প্রকাশ করিল না। সে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অগ্রে দুঃখের স্থান নাই। প্রফুল্লের সঙ্গে কালীকুমারীর হেমনার বিবাহ যখন ঠিকাদার, এমন সময় ভব-বিষয় কালীপ্রসাদ ব্যথা ও দুঃখের আটলাতার উপরে এক চিরায়তি বিরাজিত ফত্তার নিশ্চিত অভিব্যক্তি রাখে প্রেম করিলেন। তার মৃত্যুর পর, আইন-ব্যবস্থাপীর রূপের সহায়তা লাভ করিয়া কালীপ্রসাদের তাপ্তি সমাপ্ত চিত্ব উপরাধিকার হয়ে দেখা সহবাকার অঞ্জ। প্রফুল্ল রগবেশে কালীপ্রসাদের মানীতে প্রেম করিল।

প্রফুল্ল যখন বেলার পক্ষ হইতে একটা বিবাহ সুচক প্রল বাধার অন্তুষ্ঠা করিতেছিলেন, তখন বেলা হামি মুখে প্রফুল্লের পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গেলাইল। সহসা প্রফুল্লের চেহারে বেলার আখ্যা-বিবর্ধনের মহিমা, অন্তগাহী বুকে বিচির রুমি ছায়া উড়িষ্ট হইয়া উঠিল, প্রফুল্লের জন্য অন্নামতই বেলার দিকে প্রশ্ন সহিত নত হইয়া পড়িল। তখনই
সৌরভ। [১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]

আবার তার মনে পড়িল, যেন তিনি হেনার সঙ্গে বন্ধুর আবিচার করিয়েছেন।
তারি যুধিষ্ঠির বাড়ীতে যেন তিনি আজ চুপি করিয়া আর কাহারকেও ঘুম
দিতে আসিয়াছেন। তাই সহপাশ শক্তি হইয়া। উঠিয়া। একবার বলিলেন :—

"তুমি যদি হেনার সঙ্গে এ বাড়ীতে থাক, হেনার তা হ’লে কত খুলী
হবে।" একবার কথা। ওনিয়া বেলার মুখখানি তাকার সাথী হইয়া। চেপে।
সে চুপ করিয়া ধাকিল। একবার সে জানাতুলতি বলিল। একবার একবার বলিলেন :— "দেখ
বেলার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করিয়া হয় গেছে! বিয়ের পর তুমি
যুদ্ধঀন ইচ্ছু। এবং তুই থাকবে। তবে এবং হেনার কি মত, তাই
বুঝে আমার সব ব্যবস্থা করে হচ্ছে।"

বেলা। তেমনি মাপা। নীচু রাখিয়াই বলিল—নিশ্চয়! তুমি ঠিক বলেছে—
আমি বেশ বুঝি পাঠি।"}

তেলুনে।

একবার তিনি যে বিবাহের পরেও বেলাকে তাদের বাড়ীতে রাখ। বাড়ীতে পারে
কিনা, সে বিষয়ে হেনার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হেনা সংবাদে রামের
চারী দিয়া বলিল "অনাথ-আশ্রম পাঠাইয়া। দিলেই হয়।" তবু প্রফুল
dিনর কথার অনুরোধে বেলার বাড়ীতে ফিুবেী। এ সময় যুদ্ধঀন ইচ্ছু।
বেলার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করিয়া। হয় গেছে। সে চেপে। যুদ্ধঀন ইচ্ছু।
গোেড়ের দেখ।! 

আলুপ্তকিছু। বেলার বন্দবীর মত সৌন্দর্য রুপে করিতে
করিতে হেনার সঙ্গে। আমার। বুঝিয়া, তখনই হেনার মন ভয়কান
শক্তি হইয়া। উঠিয়া। সে স্থির করিল, সে কখনও প্রিয়ে ও তার মাঝে
এমন ভিতরের স্থান দিতে পারে না। তবু ভয়কান অনুরোধে হেনা
কথাটা খাদ্যাস্থ। নরম করিয়াই পাপিল :—

"তোমার খুব আগ্নে যা হোক বেলা। মিসেস রাম একটা শিক্ষকী
চাচ্ছেন—তাদের মেয়েদের পড়াতে। তিনিদের বাড়ীতেই থাকিতে পারে। তার
উপর মাইনে মালিক ২০১ টাকা।"

কথাটা। বেলার বেশ ফুকিয়াছিল, তথাপি জিজ্ঞাসা করিল,—"কার কথা
বলচ তাই হেনা।" 

হেনা একটু তীব্র গল্প বলিল :—"আমার কথার কথা। হয় বেলা;
এ বাড়ীতে যে আমার স্বেচ্ছার ঘুম থাক। পারে না।। তোমার
পক্ষেও দৃষ্টিকোটি। প্রয়োজন বাজুর পক্ষে তাই।"
হেনা এমন বঙ্কিম দিয়াই কথাটা বলিল, যেন এর মধ্যে হেনা প্রফুল্লের সমুদয় বিষয় আশেপাশে উপর তার নিজের “শপ্ত বন্ধ রক্ষিত” ছাপটা দিয়া বলিয়াছে। হেনার কথা ওনিয়া বেলানো উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল—

“আমার আর এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার দরকার হবে না। দানপার পাওয়া গেছে, কালীগ্রাম বাবু তার সব বিষয় অফার আমায় দিয়ে দিয়ে গেছেন!”

হেনার মুখ প্রশংসার চাদরের মত সাদা হইয়া গেল। সে কবাটার মধ্যে একটা গোর করা দম দিয়া বলিল—“মিছে কথা!”

বেলা এলেরনির স্বায় বলিয়া উঠিল, “মিছে কথা?—এই দেখ সে দানপার!” এই বলিয়া কাপড়ের আঁচল হইতে বাহির করিয়া দানপার খানি হেনার হাতে দিল।

হেনাকে কুড়া হইয়া চলিয়া গেলে। বেলার মনে হইল, যে এমন হইল আশা-বিশ্বাস হইয়া কাড়া ভাল করে নাই। হেনা তার আহত রুক্ত এমন করিয়া বোঝা না দিলে সে হোনাকে কখনও এমন নিজের ভাবে ভাল করিয়া দিত না। এইবার বেলার মনে হইল, হেনা যদি এমন লাকিয়া বসে, আর প্রফুল্লকে বিচ্ছিন্ন করিতে না। চায়, তবে যে তার প্রফুল্ল অস্থায়ী হইবে! বেলাকে সহিয়া তো প্রফুল্ল কথনো সুখী হইবে না! গেল। দীর্ঘ-নিখিল ফেলিয়া বলিল, “তবে কেন! তবে আর কেন!?” বেলা ধীরে ধীরে উঠিল।

একবার জানালার কাছে গিয়া আঁচল দিয়া চোখের জল মুখীয়া হইল।

তারপর, তার যথাসংবর্ধনে এই দানপার খান। আর উন্মুক্তে নিকটে করিল! প্রথম একটু গণ্ডা গঠ—তার পর ধানিকটা ধোঁয়া—তার পর সেই দানপার দোপুর করিয়া অলিয়া। উঠিয়া মুখতলের মধ্যে ছাই হইয়া গেল।

বলিল খানী প্রকৃত হইয়া গেলে, বেলা প্রফুল্ল বাবুকে সংক্ষেপে এক খান। প্রকৃত বলিল, তাহা এই রূপঃ—প্রফুল্ল বাবু, আমি যে পাক আপনার ভাবে এককে বলিয়াছি—দানপার পাওয়া গিয়াছে, যে মিথ্যা কথা। আমার এরূপ বলা তাহাকে অমুগ্ধিত হইয়াছে। আমি করি, আপনি আমাকে করি করিয়ে। এক সম্পাদনের তিতরে আমি আপনাদের সম্পাদন ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। ওহে সত্য লিনের সময় ভিক্ষা চাই। এর মধ্যে আমার
চিঠি লিখিত বেলার মনে হইল, সে চিঠির মর্য কি ভয়ংক। সে
কি লিখিয়াছে! যুক্ত অকাশের ভিত্ত এ পৃথিবীতে এখন আর তার
বাইবার স্থান রহিল কোথায়? বেলার চোখে ওল অসিল। তবু সে
জোর করিয়া চোখের ওল মুছিয়া লইয়া। ভাবিল—আমি যাবে ভালবাসি,
তাকে মুখী করিবার অথ আমিতে। কলিবার কিছু বাকি রাখি নাই;
সেইতে আমার অভিন্ন।"

(৫)

"বেলা!" পিছনে ফিরিয়া বেলা দেখিল প্রফুল্ল। কি হজ্জার! বেলা ভাবিল
কি হজ্জার, তবে কি প্রফুল্ল বারু, আঁচ চুরি করিয়া। তার অন্তরের গোপন
ব্যাবস্থা শুনিয়া ফেলিয়াছেন।
প্রফুল্ল কঠী হসি হাসিতে চেঁচা করিয়া বলিলেনঃ—
"দান পড়ি খানা একবার দেখাতে বেলা?"
বেলা অত্যন্ত চাপা গলায় জোর বলিয়া বলিল—"দান পড়ি! কে না!
আমি তো পাইনি!"

মিছে কথাটা তার মুখ দিয়া যেন স্পষ্ট করিয়া। ব্যাগ হইল না।
"তবে যে তুমি হেনাকে বললে, তুমি দান পড়ি নেয়েছ?"
বেলা, রক্তহাণ ওক মুখে বিপিল—"মিছে কথা বলেছি!"
প্রফুল্ল অবাক হইয়া বিকিংস। বলিলেনঃ—"তবে তুমি তাকে দান
পড়ি দেখাতে কি করে?”

বেলা অত্যন্ত ভাবে ছলছল চোখে, ছোটার বলিয়া উঠিল।—"মিছে
কথা, প্রফুল্ল বারু,—মিছে কথা। আমি কোনা। দানপত্র পাইনি। তাকে
আমি ভাল কাগজ দেখিয়েছিলাম। আমার কাছে কোনা। দানপত্র
নাই, ওজন কথা তাকে বলা। আমার ভার অল্প হয়েচে, বলবার কোনা।
কোনও ছিল না। তুমি তোমার বিধু আশ্ব বুক, মুখ করে নেও—
আমি ইহার কোনা। অধিকারের অধিকারী নই।"

বেলা হঠাৎ সাফাই করিয়া গিয়াই এখন নাকাশ ভাবে ধরা পড়িয়া।
গেল। প্রফুল্ল বারু তার দৃষ্টির অতি দৃষ্টি হানটা অতি অভিজ্ঞ ভাবেই
কার্তিক, ১৩১৯।  দান পত্ত।  ২৫

আক্রমণ করিয়াছিলেন। নচেৎ মেঝেরা নিজেদের মনোমত সাফাই গড়েতে বাঁটী কারিকরদিগের চাহিদে কোন অংশ বাটো নয়।

ফ্রুল তাই বেলার সাফাই অবিভাস করিয়া হাসিয়া। উঠিলেন। তাহা যেন আঁধ হাসির ফোয়ার।! বেলার সাফাইর মধ্যেই আঁধ ফ্রুলের অপ্রত্যাশিত রণধারের বিপুল অনুপ্রেরন নিহিত ছিল।

হাসিয়া হাসিয়াই ফ্রুল বলিলেন ইঃ “জান বেলা, সে দানপত্ত দেখে গিয়ে হনা। আমার সঙ্গে কি করুণ। বাঙালি করেছে।”

বেলা নারীকে তার নৌক চাপ হুই তুলিয়া। ফ্রুলের মুখের পানে চাহিয়া আছিল। ফ্রুল তার হাতে একখানা চিঠি ছিলেন। তাহার এইগুলা লেখা ছিল ইঃ-তুমি আর কামায় বসার উত্তরা দিনা না। শবি লিখে বেলার।

বেলাকেই লিখ তিনি দান করে গেছেন। সে দানপত্ত আঁধ আঁধ রচনা বেলার কাছে দেখে এসেছে। আর একবারে তুমি আমায় বলে আসছিলেন, তুমি কামায় বসার উত্তরা দিন।—বেলা কেউ নয়। ভালবাসার মধ্যে এক বড় চালাকী।—ফ্রুলের স্বান আছে। ঠিক থেনা, যে পথের বিধারী, হেনাকে বিবাহ করার আয়া।—তার পক্ষে দুধর মাত্র। চোখ মুছে ফেল, পথ ভেঙে যাও।

বেলার চিঠি পড়া দেখ হইলে পর, ফ্রুল হাসিয়া বলিলেন ইঃ—হেন। 

ভালবাসার আমার নয় যমায় বিয় সম্পাদনে দেখতে পাচ্ছি।

বেলা একটি কাশিয়া বইয়া ভীতবাদে কহিল—“সে দানপত্ত তো আর 

নেহ, কখন বাধ করি, সে আমার তোমায় চাহিতে পারে।”

বেলার কথায় ভিতর দিয়া তৃষ্ণ। চাতকনীর নিরাকার গানগী খানিই 

থেন ব্যাক হইয়া পড়িল। ফ্রুলের দ্বিতীয় কথা থেকে প্রেমের কল্পনা করিয়া তৃষ্ণা চাতকনীর উৎকিঞ্জ শুধু চক্র- 

পুটের দিকে আপনি নামি আপিল। তিনি আবেগপূর্ব মুখ করে বলিয়া 

উঠিলেন—“না না বেলা, আর আমায় তুল বুঝ। না। আমাকেও আর তুল বুঝতে দিয়ো না। জীবনে একটু মুখ প্রায় করে বলেছিলাম আর 

কি! কিন্তু ভগবান তুল দয়া করে আর আমায় কাচ ও কাছের লেগ 

বুঝিয়ে দিয়েছেন। বেলাকেই আমার কথা হায়—হেনার বাঞ্জামো পক্ষ 

আমার সঙ্গে কেন । সে থাক।—এখন বল দেবি বেলা, দানপত্তানা 

কোথায় গেছে।”
পিতা।
অন্য অক্ষর পর্যন্ত অক্ষর কোন—
হে ভাত, তুমি যা সাধনা আমার—
তোমার অণুষেব ক্ষুধা স্বীকার, অবিরাম,
তব পদ সমান সর্বভার গায়।
তোমার এ অঙ্কুর মদন, তোমারি এ প্রাপ—
পূর্ব সল্লোলী ধারা দিয়াছ রূপায়,
তুমি ধাতা,—এই দেহ তোমারি তো দান।
তব প্রেম মনাকরিনী বিল্লি হুমায়।
লহ পদে তবমত প্রেম অর্থাত, হোক এ মানব সম্মান সফল আমার!
আনন্দ-স্মৃতি।

মহামা আনন্দমোহন বন্ধুর কথা লিখিয়া লইতে চাও, ভাল। তাহার অনেক কথা স্মৃতিপূর্ণকে লেখা আছে; অনেক কথা স্মরণ করিয়া বলিতে হইবে। অরণ করিয়া বলিব, তাই বলিয়া কোন কথাই ভুলিয়া যাই নাই। রুদ্রের এ ছোঁড়া কাথ ছুঁড়িয়া যাইতে বসিয়াছে। এ স্নেহের পরে পরে তাহার উৎসাহের কথা, উপদেশের কথা, নৃত্য তালির ভায় তেমনি নূহন রহিয়াছে। আক মহাসাগর মৃত্যু দিন, তাহার ব্যতি-মস্তের সমুখে বলিয়া তাহার সহিত শেষ-দেখার কথাই বলিব।

১৯০৪ সনের কথা বলিতেছি। তিনি ৬ই এপ্রিল একবার এখানে আসেন। ছুই এক দিন যাত্রা ছিলেন। তখনই দেখিলাম, তাহার শরীর বড়ই ভাঙ্গা পড়িয়াছে। চলিতে, বলিতে, দাড়াইয়ে আর যেন আগের মতন বল পান না। মনে কেমন একটা আশঙ্কা হইল। তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

কলিকাতায় হইতে সাংবাদিক পাইলাম—ক্রমেই তাহার রোগ বড়িয়াছে। চিকিৎসকগণ তাহাকে আর ধরের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন। অধিক কথা বলিতে দেন না। আনন্দমোহন—লোকে বারণ মানে না; তাহাকে দেখিবার জন্য এক আসিতেছে, আর—যাইতেছে। এই অবস্থায় অঙ্গনগরে তাহাকে আর কলিকাতায় পাকিতে দিলেন না; দমদমাধ যাহার পাকিতে বলিলেন। তাহাই হইল।

ক্রমে সাংবাদিক পাইলাম, তাহার বাগানে আরো বড়িয়া যাইতেছে। বড়ই দৃষ্টিন্তা হইল।

১৭ই ডিসেম্বর। কলিকাতায় আসিয়া সাংবাদিক পাইলাম আনন্দমোহনের একটু ভাল আছেন। দমদমাধ যাইয়া তাহার সহিত দেখা করিলাম।

১৩ টার পর সেখানে পৌঁছি। সাংবাদিক মাত্র তিনি উপরে ভাঙ্গা লইলেন। তাহার সমুদ্ধে উপস্থিত হইয়া কঠিন আনন্দ হইল। বলিতে পরিতেছিল—কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অন্ধের বড় বিদেশের চায়া পড়িল। ঘন ঘন কাপিতেছে। কাঙ্গে বলিয়া, কল কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। একথা কথা। ৮ শরৎ বারুর সময়ে—তাহার জীবন-চরিত্র লিখা হইয়াছে কি না এবং তাহার স্মৃতি স্মারকের জন
ফি করা হইয়াছে?—ষ্ঠাতে বাবুর কে আছেন এবং তাহার ধন গুলি পরিশোধ হইয়াছে কি না?

আমি একে একে সহায় প্রস্তুত উত্তর দিলাম। তিনি বলিলেন—“জীবন চরিত্র চাপার বায়তে আমি দিতে চাহিয়া ছিলাম, যদি নিজে পারেন চাপা করিয়া ফেলুন।”

তাহারপর তিনি “চারুমিহির” ও চারুমিহিরের সহিত শীত্যুক্ত জনকী বাবুর সংস্ত্রী তাহার কথা বলিলেন।

তিনি জয়নমীরের জল কঠের কথা তুলিয়া বলিলেন।—“এ বিষয় চোটটাই বাহ্যত্রের সহিত তাহার অনেক কথা হইয়াছিল। দেশের লোক এ সময়ে কি করিতে পারেন, তাহা। তিনি আমারচরণ বাবুকে এ পর লিখিয়াছিলেন।” আমি বলিলাম জল-কঠে নিবারণ করা আমাদের দেশের লোকে অতি অসহ্য করিতেছে। ভীষিকা গোত্র না। কারণে বিশেষ বিষয় করিয়া উঠিত পারিতেছেন না। তিনি বলিলেন।—“পূর্বে এই তথ্যের নামেক পুকুরের ধন করা ধর্ষ ধন বিয়া মনে করিতেন তাহাতে জল-কঠে দূর হইত, এখন যামে স্বামে কুপ ধন করিয়া ধন কঠে নিবারণ করা যায় কি। আপনারা সহরের বনের জল পাইবেন। আর মন্দিরের লোকেরা একটু পুকুরের জল পাইবে না। ইহা অতি অসহ্য কথা।”

ইহার পর তিনি কছিলেন এবং দাঙ্গা মাঝের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন।—“কলেজের জন্য যে দান স্বাৰ্গ হইয়াছে, কলেজ কচার পুকুর উহা একার নহে। যেখানে আলোচনা চরিত্রে, তাহাতে অনেক টাকা না হইলে কলেজ চাপান দার হইবে। স্বার্গ চারু নবীর নীল আমার করিতে যত্ন করিবেন। মহারাণ হর্ষানন্দ পাচার্য পাঠাতে কিছু করিতে পারেন না?”

কিতো দাঙ্গা মাঝের পক্ষে বাড়ে এবং দাঙ্গা মাঝের প্রতি লোকের অনুরোধ ঘোষণা করিয়া বিবেচনা অনেক সুরপদেশ দিলেন।

* * * * *

এই সকল কথা হইতে হইতে রাজত্রি হইল; তখন খাদার প্রস্তুত হইয়া আসল। আমি খাদার পাচিস্মাত, তিনি ফাছে বসিয়া বলিলেন। ভিক্ষাগু খাওয়া জানিলাম, তিনি এখন খাদার অনেক কিছু খাইতে পারেন না। তাহার
Here in the Premises

of

The City Collegiate School, Mymensingh Branch

which were the town residence of his father

and

where commenced his brilliant career

as a student

lie the sacred ashes of illustrious

Ananda Mohan Bose.

উত্তর শুনিয়া মনে হইল, যখন পাওয়া কমিয়া গিয়াছে, তখন যাওয়ার সময়ের আর দেরী নাই।

এই আনন্দমোহন মনে আছে, একবার ময়ননামিহ অসিয়া একবিড় অপরাহে বাসায় বাগায় কি জল-যোগে না করিয়াছিলেন। তখন এক যোক্ষধার ময়ননগঃ অসিয়াছিলেন। কাজের ভিতর অত্যন্ত বাংলাবের সহিত দেখা করিতে পারেন নাই; কিন্তু আনন্দমোহন কাবারও সহিত দেখা না করিয়া বাইবার লোক নেহন। কাজ শেষ করিয়া বিকালে আসিয়া বস্তু বস্তের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। তিনি যে বাসায় গেলেন সেখানেই পরম সন্তানের অভ্যর্থনা ও জল-যোগের আহরণ। প্রথম এক পাতায় বাইয়া। যখন তিনি উভয়রূপে জলযোগ করিলেন, তখন মনে করিলাম অজ্ঞ বাসায় রেকাবরের মিটার রেখার রেভারাইন পড়িয়া ধাকে। কিন্তু তাহার হইল না। কেমন কেমন ৭৮ ১২ বাসায় জলযোগ করিয়া। তিনি তাহার এক কুঁকুম কুটিয়া বাইয়া উপস্থিত হইলেন। মহিলাগণ উল্লবানী ও শান্তির্য করিয়া তাহাকে বরণ করিয়া লইলেন। সেখানে আহারের আহরণ প্রচুর। অটখনি বাসায় ভোজনের পরও বিঠা আপতিতে তিনি মনে করিলেন। একারণ পিতার ও অ্যান্দার সামগ্রী ভোজন করিতে লাগিলেন। পুরুষ সিংহ প্ল্যাঙ্গের সমস্তে পড়িয়াছিলাম—<em>He eats like a lion</em> এখানে ও তাহাই দেখিলাম।

রাত্রি হইল। শুক্ল দশমী। তাহার দশমীর বাজী ও বাগান চার্লেন্টে হাড় করিয়া লাগিল। চারিদিক নিশ্চল, মনে হইতে লাগিল, আনন্দমোহন—হাস, এই বিতর্কীয় বাগানে, প্রকাশ অটালিকার মধ্যে, রূপ সিংহের কাছে দিন কাটাইতেছিলেন।

বিদায় লইয়া রাত্রি ১১টার সময় কলিকাতায় বাসায় ফিরিলাম। এই তাহার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। নিজে অনুমতি হইয়া পড়িলাম, এ জীবনে আর তাহার সঙ্গে দেখা হইল না। আজ তাহার মৃত্যুদিনে চোখে আজ তাহার এই কথা কোটা বলিয়া দেয় তবু একটু সামনে পাইতেছি।
নর্মদা বক্ষে।

তখন বেলা অবসন। গোধূলির সর্ব-কিরণছাঁটা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমরা ধীরে ধীরে প্রকৃতির রথা-নিকেতন মর্শর-শৈলের দিকে আগসন শুকিতেছিলাম। পশ্চিমাঞ্চলের সেই কিরণ আমাদের পদমতলে, নর্মদা সমুচ্ছে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। তীরবর্তী তুষ মর্শরশৈলের এক অনন্ত অনন্ত সুর্নর্ম খনিতে পরিণত করিয়াছে। কি সেই সন্দর্ভ দৃশ্য! উদ্দে অনন্ত উদ্দে নীল আকাশ, নিয়ে স্বচ্ছ শীতল সূর্নর্ম সমুচ্ছে নর্মদা, মর্শরশৈলের মধ্য দিয়া কণ-কল-তানে প্রবাহিত হয়।

ঈশ্রে, অহো ঈশ্রে—প্রাণের অবিরাম স্মৃতি শক্তি কর্ষন প্রতিঘ্রনিত হইতেছিল। নৌকা ধীরে ধীরে চলিয়া নিরাপদ দূরে আসিয়া ইঁক্ষ ইঁক্ষ। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। একজনের ছাদে আকাশে দেখা দিয়াছে। কৌশীনির কোমল কিরণে সেই শূল মর্শর-শৈল কি যে এক অপূর্ব, অনির্বচনীয়, মধ্যে সংক্ষিপ্ত সুর্নর্ম আমাদের সমমূখে উত্সাহিত হইয়া উঠিল, তাহা যিনি উপভোগ করিয়াছেন, তিনি স্বাভাবিক করিয়া পরিবার। সেই কিরণ-আকাশ শৈলের হিলোমটিত হইয়া সত্তির রং সমমূখে প্রতিক্ষণ যে কি এক পাণিগ্র সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত করিয়াছিল ভাবায় তাহা বর্ণনা করিবার না। সে স্বুত্র সন্ধ্যা ভরয়। দেবিবার, আর প্রাণ ভরয়া অনন্ত করিবার।

প্রাণের দৃশ্য ও অনির্বচনীয়। সেই উদ্দে নর্মদার পথ শোভ ত্রে ত্রে বাধ। পাইয়া পাইয়া আসিয়া। ভীম-নাগে পিছিয়ে প্রতিঘরমিত কর্ষণ নিম্ননিম্ন হইতেছে; জল-চূর্ণ উড়িষ্টে এবং তঞ্চা আগসন কারে উত্থিত (মিশিয়া) যাইতেছে; সে দৃশ্য কি চমৎকার। যে বৎসর পর আমাদে পাখিয়া পাখিয়া সেই প্রকৃতির মহান চত্র মনে পড়িতেছে। আর মনে পড়িতেছে—অবিরাম পাহি-নির্ভাং নদীর কল্পনা, আর এই অবজ্ঞান সূর্ন প্রাচীর মাল।। এই উত্তরে মিশিয়া মিশিয়া যে এক উভাদক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সৌন্দর্যের এক দিন বাল্মিকই জগতের কর্ষণ কোলাহল তুলিয়া গিয়া অনন্ত পুকুরের মহান সম্বন্ধ ধ্যান করিতে করিতে তমায় হইয়া। পায়িতেছিলা। বাজ সেই মর্শর শৈলের চিত্র-পাঠকের সম্পূর্ণ উপস্থিত করিলাম।
ন আর র

(ললাটিকা—পূর্বে এদেশে বর্ণপরিচয়কালে লোকে মুক্তিতে ‘আপ’
পড়িত। এই কবিতায় সেইখানে মুক্তিতে পৃথক্ আছে সেইখানে “আপ”
পড়িতে হইবে, নতুন ছন্দ পদম হইবে না, অর্থ বোঝেও হইবে ন।। “আপ”
অর্থ, আন, নিষেধস। রকে ‘অন্ধু’ বা বর্ম শক্ত’ এইরূপ বিষয় দিয়া,
না পড়িয়া স্বাভাবিক পড়িতে হইবে কিন্তু একটি ঘোরে। ‘অ’ অর্থ রও-রহ.
অপেক্ষা কর। ইতি বপনচিহ্ন

গিলীর বিঢ়া ধাইলি কখনো
বর্ণালীর বাইরে,
সে-টা দে ভেষন’ কম নয় কিছু
বোঝার তোমায়, ভাইরে।
চাহ কুঁড় আর চল্লী। অক্ষর
বাদ দিলে দীঘোঁ,
করে দিন রাত মগজে গিলীর
বিলি-বিলি কিলি-কিলি।
ীন। সে শিখায়, একবল একগাঁ
কার কাছে করে হীনে।
পথ চয়ে আসি কখন বাঙ্গলী
হাতে দিয়ে যান বীণা।
সকল অক্ষর লাগনীকো কাজে
একটা করেছে সার।
প্রভাব হ’তে প্রাণি হয়ে
‘প’ ‘প’ চমৎকার।
নাই চাল ‘প’ নাই ভাল ‘প’
প ভেল, হুল ‘প’।
বিষয় নফরে পড়িয়া শর্তা
কথা ধরেছেন ‘র’।
‘প’ শাখা সাড়ী, ‘র’ ‘র’ দেরী,
‘প’ বালা, ‘শ’ মালা।
‘প’ ‘র’ কিছুকাল একরে অঞ্চল,
কান হ’ল বালাপালা।!
হায়রে বরাত, ধীরে দিন রাত
অঙ্ক কাটাকাটি।
ভীষণ আনন্দে চলছে আমার
সংসার পরিপাটি।
বেদান্তের দাঘি, দেখে একবার
ভাষার কি কিছু আছে, অঙ্কে শিকার মতন উপাধি
যুত দিতে পার পাচ্ছে?
“ভাবতী” তবে ফিরিয়ে কাঠামো
“রমণ-লভ” কাণ্ড নাই,
‘অঙ্কচক্র’ কিছু ‘প’ নিক্ষিপ
যুরের একটা চাই।
রস জ্ঞান তার আছে চতুর্দীর্ঘ।
চক্রা চোখ লেহে পেয়।
অঙ্কার শাস্ত্রে বিলক্ষণ জ্ঞান
সকল নারীর মূলে।
আমি জানি গিলি জানে “ষেখনায়”
বুঝি “এ” উচ্চারণে
“এ” না হলেও “বেদের” আসার
সদা টের পাই বণ।
“বুঝ সংহার” নাহি জানে যদি
বেল সংহার জানেন,
পিঠে ছাপাবেরে ধারি রাত দিন
কি জানি কখন জানেন?
‘করী করণের’ গোষ্ঠে সে ‘করণ’
‘চরণ’—সে গ্রহণ নিয়ে।
এক মুহুর্তে আর বুঝাইব কত
বিভূতি তাহার কি-যে;
‘অঙ্কচক্র’—কিছু ‘পি-নির্ধ’—
হোরের একটা চাই।
গীতা দেবীর চেড়ে গেল নাম
জ্ঞাতির হোক হাই।
ইতিহাসের উপকরণ।

(দলিল পত্র)

বিংশ শতাব্দীর এই নবযুগে প্রাচীনের আদর ও সম্মান বহু পরিমাণে বন্ধীভূত হইয়াছে। প্রাচীনকে দেখিবে। নবীন আর তেমন নত হইয়া চলিয়া না; প্রাচীন আধুনিক সমাজ হইতে বিদ্যায় লইতেছে; প্রাচীন পোষাক-পরিধী, আসবাব-পত্র সমাজে স্থান পাইতেছে না। সেকালের বিচার, ব্যবস্থা, রীতি-নীতি—এক কথায় সমাজের বহু প্রাচীন সম্পদ সমাজ দেহ হইতে একে একে খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে।

প্রাচীনের প্রতি এইরূপ অবহ্রার তাহ সকল ক্ষেত্রে সমীচীন নহে। বাঙালার পরিগতের হুই প্রাচীন দলিল-পত্র আবর্জনার তায় গুরুতর ধাক্কা। কেন ও মূর্তিক কুলের অত্যাচারের লয় পাইতেছে। শিক্ষিত সমাজ অনেক স্থলে ঐ সকল আবর্জনার দুরূপতি করিয়া বহ গুহকে মৃদুকরির অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিতেছেন। অশিক্ষিত গৃহস্থ পিতৃপিতামহপরম্পরাগত ঐসকল পৈতৃক সম্পত্তি তৈল-চন্দনে চক্তিত করিয়া গৃহ-কোণের আবর্জনার বৃদ্ধি করিতেছে। ফল উত্তর ক্ষেত্রেই প্রায় তুলা হইতেছে। উহাদের উপায়গত প্রতি আশ্বাসবান লোকের সথা অধিক নহে, স্থতরাং সমাজের ঐ সকল মহামূল্য সম্পদ অনেক স্থলেই অনাদর ও উপেক্ষায় বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

একজন বর্ষায়ান্ত্র স্বর্গের সময়ে বসিয়া তীহার দুষ জীবন দেহের ভিতর দিয়া। সেবন ফৈলের একটা আকাশ অবহার আভাস উপলভ্য হয়, তীহার
প্রতি নিখানে যেমন তাহার অভিত্তিত জীবের ইতিহাস সম্পূর্ণ অভিবাদন হয়; তাহার প্রতি অভূত কাহিনীর ভিতর যেমন তদানীন্তন সমাজের চিত্র প্রতিফলিত দৃষ্টি হয়; প্রচীন কীর্তি-দণ্ড দলিল-পত্র এবং বিবিধ লেখাগুলিতেও সেইরূপ—এক সকল প্রাচীন লিপির এক এক খানির জীবন ও জীবন অবিশ্বাসের ভিত্তি আমাদের প্রাচীন সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন স্থুথ-হংস, আহর-বিহার, আচার-ব্যবহার, রীতি-নৈতিক, বিচার-ব্যবহার একটি প্রকৃত সত্য চিত্র আকর্ষণায়মান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে তদানীন্তন রাজ-নৈতিক, সমাজ-নৈতিক, অর্থ-নৈতিক—নামানবিধ তবেই ঐসকল জীবন-পত্রের অবদানের প্রকাশিত রহিয়াছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই মহামূল্য উপকরণগুলি যে অবস্থায় ও উপেক্ষা দিবে দিনে কালের কৃত্তিকে হইতেছে ইহা নির্ভর পরিপালনের বিষয় সত্ত্বেও নাই নাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা ঐ নেগারের কতকগুলি দৃষ্টিপটে এবং চিঠি-পত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিব, তথায় যে কেবল ঐসকল লিপি ধর্ম-মুখ হইতে বাংলা পাইয়া এক শ্রী মানবের কোথে পরিসৃষ্টিত করণ হইবে তাহা নহে; অন্য আছে উপযুক্ত জ্ঞানী উহা হইতে অনেক রোদার করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধনেও সমর্প হইবেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা যে সকল দলিল পাত্রাদি উপস্থিত করিতে পারিয়া, তাহার কারণ বয়স ১৩০ বৎসরের অধিক নহে। ইতিহাসের হিসাবে একশত ব্রহ্মণ বৎসর সময় কিছুই নহে। জিন্ম এই সময় বা তাহার কিছু পূর্বে হইতেই আমাদের দেশে ও সমাজে এক মহা ব্রহ্মণের অবতারণা হইয়াছে। সুতরাং যে সকল সাক্ষীর মুখে ঐ বিপ্লব-কালের ব্যাখ্যার ইতিহাস প্রকাশিত হইবে তাহাদের "লিখিত বন্ধু"র মূল্য অথবা নাই।

তখন ইংরেজ রাজ্য নব স্থাপিত, যোদ্ধমান-রাজ্যভাবিকণ কয়েক দশ বৎসর এ দেশের শাসনমঞ্জ পরিচালন করিয়া অভিযুক্ত পরিশ্রম হইয়া। পরিচালনে তাহাদের তখনকার দুর্বল ও অক্ষম হস্ত হইতে যখন রাজ্যদান বিলীন হইতে ছিল এবং হিন্দুর রাজ্যগণ নানা দোষালা প্রাপ্তি লাভ করিয়া যখন সামরিক গানের জুংগল দেখিয়ে ছিল, সেই সময় অস্ত শক্তিশালী মহাভূতবশীল ইংরেজ যে সকলকে উপহাস করিয়া গ্রামলিখ অন্তর-কানন হইতে রাজগণ কুলো লাইহ করিলেন। ইংরেজদের বিপুল শক্তিবাহী আকর্ষ হইয়া বল্বানী যে সময়ে সেই বৈদেশিক আত্মিয় হস্তে সর্বক্ষণ। আন্তরিক করিয়াছে।
আমাদের উপনিষ্ট দলিল পাঠাদির কার্যকাল সেই সময় হইতে শুচিত। স্বতঃপ্রাপ্ত পুরাতন ও নতুনের সমিঘণ্যে আসিয়া আমাদের এই বঙ্গীয় সমাজে কিরূপ অবস্থায় গঠনাইয়াছিল তাহার অনেক আত্মাস এইরূপ জীর্ণ দলিল-পত্রে প্রতিফলিত দৃষ্টি হইবে।

১ম দলিল—একখান। কাপড়—বোধ হয় কৃতিরূপ পত্র।

এক অল্পকালের নফর অপর ভলালেক্ষের ঘরে চুরি করিয়াছিল, প্রভু নফরের চুরির কত্তি পুর্ণ করিতে যাইত। দলিল সম্পাদন করিয়া দিতেছে।

দলিলখানা কীটনাশক, সকল কথা পড়া যায় না। সে সময়ে অন্ধ-তুতোর সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহার কিংবা আত্মাসও ঈহাতে পাওয়া যায়। যাইতে পারে। দলিলখানা এইরূপ—

৭ ইআধি কীর্তি শ্রীরাম ** চৌধুরী সদাশংয়—লিখিতঃ শ্রীরাম শঙ্কর উম কণ্ঠ কীপ পত্র মিদং কার্যকঞ্চ আগে আমার নফর আপনের ঘর চুরি করিয়া। প্রথম আনিয়া ছিল *** তাহার মহাফিক ** সম্ভিত্ত ক্রমে মধ্যক চরিত্র রূপাইয়া। কীপ দিলাম * * * রোজ মৈত্রে মহাফিক কিংবদন্তী ** ঈহা। * নিঃস দিবাম * * * তার বন্দবো রহিল না। ** ঈহি ১১৯০ তা ৮ আসার।

২য় ও ৩য় নং দলিল ছই খান। চাকুরীর কবর্লিয়া। দলিল ছই খান।

এইরূপ—

(১) “ঈরাহি বর্ধন শোদরচভর চৌধুরী সদাশংয়—লিখিতঃ শরীরন রাম দেও কণ্ঠ কবর্লিয়া পত্র মিদং কার্যকঞ্চ আগে আমি আপনের গৃহস্তির চাকুরী করিয়া কবর্লিয়া দিলাম আমার মাহেন। সয়াই খুদাক বছরের মধ্যে ১১ এখান তাক। ** মাহেন। পাইবাম চাকুরীর মধ্যে ** মাস করিয়া ঈহাতে কুহুয়েক কথার বাধ্যতা করিয়া। চাকুরীর না করি তবে আপনের ** নিঃস করিয়া বিনা উভয়ের ঈহি সন ১২১৪ তা। **

(২) মহাথিম শোদরচভর চৌধুরী মহাশংয় বর্ধনের—লিখিতঃ শরীরন গঞ্জারু দাসত্ব কবর্লিয়া পত্র মিদং কার্যকঞ্চ আগে আমি মহাশরীরের সরকার প্রিয়িত চাকু হইলাম আমার ** সয়াই খুদাক বছরের মধ্যে ৬ ছহ তাকা সিক। পাইবাম চাকু ** এক বছরের তরিয়া। চাকুরী করিয়া হামে। রোজ ধারি প্রিয়িত তে কার্য কর্ষ হর করিয়া ঈহাতে আমার পাকিদেন চাকুরীর। তবে নিঃস করিয়া ঈহি সন ১২২৪ তা ১২ মাহ।"
১২১৪ সালে একজন গৃহস্থীর চাকরের বেতন বার্ষিক ১২৭ টাকা আবার
নৃশ বৎসর পরে দেখা যায় একজন ঐরুপ চাকরের বেতন বার্ষিক ৬৮ টাকা
ছিল। বোধ হয় অত্যন্ত বা ঐরুপ কোন কারণে ঐরুপ ঘটিয়াছিল। ভূতের
জাতি অনুসারেও বেতনের ভারত্মা হইতে পারে। প্রথমেক্ক দলিলের
চাকরটি ছিল শুরু জাতীয়, দেও উপাধি ধারী; আর বিংশতিতে দলিলের চাকরটি
ছিল চাষীদাস—বা মাহিয়া।

অনেকেরই বিখ্যাত পাশচাতী সত্যতা ও শিখার ফলে দেশে দলিল পাতাদি
সম্পাদনের বাচ্চা দেখানো করিলে কিন্তু এই দর্শনে সত্য বলিয়া মনে হয় না। দলিল সম্পাদনের একটি
আমাদের সম্পাদনের একটি প্রাচীন প্রথা। প্রাচীন দলিল পর পঠ করিলে
দেখা যায় যে, সে কালে অতি সাধারণ কারণেও দলিল সম্পাদিত হইত।
কোম্পানীর নিয়োগ চৌকিদার বাড়ি বাড়ি পারাহাড়া নিবে—তাহাতে ও দলিল
সম্পাদন চাই। নিয়ে এইরূপ এক খানা দলিল প্রচুর হইল।

“লিথিতঃ শ্রীদেবোরাম চকিদার কন্ত কবোলত পত্র মিছি কার্য্যাঙ্ক আগে
পঞ্চায়ত কিংনিজ খালিয়ুটী অপনেরদিগের জীবিকায় ধারের হানীজাতীয়
চকিদারসহ মূল্যের হইলাম হামেনা। হাজির খারিয়া। কোম্পানীর লক্ষমান
মতে কার্য্য করিবাম হইতে পারিল। করিয়া কাজ না। করিতে উভয়ে হইতে
কীট যেকে সম্প্রতি করিয়া অপনেরদিগের সমস্ত হয়ে
আমার জীবন্তী। আমার মাহেনা মাসিক ইস্তাম্ব নীবাসী মতে পার্থাব ইতি সম
১২২৩ তা ২২ আহিন।”

সে কালে পত্রের প্রারম্ভ হুলে লেখকের নাম লিথিয়া পরে বিবরণ
লিথিবার রীতি ছিল। পূর্ণ বাস্ত্ব পরে দেবাদির নাম নিষ্ঠ নামের নীতে
লিথিবার উপাধি অত্যন্ত প্রাপ্ত পাই—ধারণায় ছিল। স্কুলের পাতায়ে
পূর্ণ বাস্ত্বদিগের নামাদি লিথিবার প্রয়োজন হইলে তি নামের হুলে চিঠি
দিয়া পত্রের শিরোদেশ নামে লেখা হইত।

বিশেষ সম্মান স্মরক শৃঙ্গের ৮ বন চিহ্নী, বাহার সাধৃতিক অর্থ
ঈশ্বর বা তদ্রুপ কিছু কর্তব্য হই, উহার ব্যবহার তখন অভাবিক প্রচলিত
ছিল। যথা ৮ মালচটী ঠাকুরাণী, ৮ কাশীধাম, ৮ রাধারমণ শিরোমণি,
শ্রীযুক্ত ৮ কালিকাপ্রাপ্ত ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ৮ পিয়াতমহী ঠাকুরাণী ইততাতি।

সে কালে মাননীয় রাজ কর্মচারী ও রাজনীতিবিদ কোম্পানীর নামের
পুর্বেও ঐ মহাস্মান হ্রদকে চিহ্নের বাবরাহ হইত। পূর্বেকুশ চৌকীন্দ্রের দলিলেও “৮ কম্পনি” শব্দ দৃষ্ট হইবে। এইরূপ বহু দলিল পত্র হইতে নিয়ে মাত্র এককালন্ত প্রতিলিপি উদ্ধৃত করা গেল অর্থাৎ শরীরের বিশেষ বিশেষ গীতিগত দলিলের নামিনি মোক্ষরায় শ্রীকলিঙ্গারসাদ চৌধুরী খাজীর যে একাদশ রাখন সৈন্য লিখিতে একাদশ রাখন বিষয়সহের নিকট গোচরায় সাহেবের ছত্র তথ্যাকার সি জন্ম নিকট পাঠাইতে হবেক অতএব ইতি সন ১২২৮ তা জায় অশার।

অনুমা। এ সংখ্যা নাই। দেবতা, দেব বিশ্ব, তাঁর বিশ্ব ও বাক্যাঙ্কির এ গোচর নিয়ূপ হইবে। মৃত বাক্যের নামের পূর্বে কদাচিত উহার বাবরাহ

মধুপুরের সম্প্রদায়ী কীর্তি।

সম্প্রদায়ী বিদ্রোহ বাঙালিকে ইতিহাসের একটি অধ্যায় উজ্জল করিয়া রহিয়াছে। সেই বিদ্রোহের কঠোর লহিয়ার সাহিত্য সমাজ ব্যক্তিকে অনন্দ মনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙালি সাহিত্যে এক অভিনব সমস্ত প্রাণ করিয়া গিয়াছেন। অনন্দ মনের প্রাণ উত্তর বঙ্গের সম্প্রদায়ী বিদ্রোহ।

সম্প্রদায়ী বিদ্রোহ যে কেবল উত্তর বঙ্গেই প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা নহে। এই বিদ্রোহ সমগ্র মহলে বিশ্ব্ব হইয়া ইংরেজ রাজ্যের মূলে কৃতার্থ করিতে উভয়ই হইয়াছিল। বাঙালি তদানীন্তন শাসনকর্তা ওয়ারেন্ড হেট্টন্স বিদ্রোহ দমনে অশ্লীল হইয়া রাজ্য রক্ষার আশায় একবারে নিরাশ হইয়াছিলেন। নিরাশ চিত্তে তিনি সার রহস্য কোলকাটকে লিখিয়াছিলেন—"We had every reason to suppose the Sannasee
মধুপুরের সম্বাসী দুর্গ। ময়মনসিংহ।
Fakir had entirely evacuated the Company's possessions."

—বিপ্লব এতেরাই অগ্রসর হইয়াছিল।

ছিয়ান্তের মধ্যে বীরভূষণ প্রাঙ্গণে গৃহে ব্যবস্থা করিয়া, কোন লোকের ভয় ভুল বালিকার উদাহরণ, সেই তৃণে নিয়ম বন্দরে প্রাঙ্গণে সহসা পালিয়া গেল। পালিয়া গেল সহস্রগণ এবং কারিয়া অধিবাসিগণের শেষ আশার ফল বুঝিতে নাহিম করিয়া লইয়া গেল। দেশের পরিণাম চিন্তা করিয়া গবর্ণর ও ইংরেজ হেটিংস বীরভূম হইলেন। তিনি Captain Thomson কে সৈন্তে সম্প্রদায়ে দেশের পরিণাম করিলেন। সন্তানের কাথকে হজ্জ করিয়া ও ইংরেজ শাসকের ছির তিনি করিয়া বিশ্বাস উদারে অন্যান্যের মাত্র কিছু রুখি করিয়া তুলিল; দেশের অগ্নিদানের অধিবাসী অনুগত হইয়া এই দশায় যোগদান দিল; ফলে প্রায় নগর দুই ও শেখার লোকার চালানী রুটিয়া পর্যন্ত বুঝিতে হইয়া লাগিল।

দেশের এই বীরভূম অবস্থা লক্ষ্য করিয়া হেটিংস সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনিকে দেশের পরিণাম করিলেন। Captain Edwardes, Captain Stewart, Captain Jones তিন দিন হইতে সম্প্রদায়ের দলের অগ্রসর হইলেন।

তিন দিন হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তানীদের প্রথমে একটু বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর কাথান এডোসার্ডস কে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাহার ব্যক্তি তীরে উপনীত হইল, এবং গারোপালাটির নিবেদ্য অরণ্যে তাহাদের কর্ষণ প্রসারিত করিয়া অবিভাজ্য পালিয়া অর্থমান করিলে পালিয়া হইল। এই সংবাদ প্রার্থিতে হেটিংস আরও নিরাশ হইলেন। কিন্তু ভয় করিতেন সন্তানীর স্বরূপ তাহার নজর নাই, তখন তিনি বিপুল উৎসাহে তাহাদিগের বিচ্ছেদ যাতে আরও শান্তি পরিলক্ষিত করিলেন। সন্তানীর বিপুল ব্যয়াবহার কিছুদিন আইনোপাদন করিয়া রহিল এবং মধুপুরের নিবেদ্য অরণ্যের এই নিষ্ক্র বক্ষই তাহাদের কার্য ক্ষেত্রে এক স্থান যোগ দেন করিয়া তথ্যে এক স্থান দুর্গুয়াত পক্ষে করিল।

এই সময় সম্প্রদায়ের ভীষণ অত্যাচারে যমনসিংহ প্রাপ্তভূত হইতে লাগিল। তাহার এক দল কামালপুর (সম্প্রদায়), এক দল মধুপুর ও অষ্ট দল কামালপুর হইতে মধুপুর আসিবার পথে বঙ্গোপানে আত্মা স্থাপন করিয়া চালিকে লোক করিতে লাগিল। অত্যাচার প্রাপ্তভূত
অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।]
মধুপুরে সন্যাসী কীর্তি।

অষ্টাদশ বর্ষ মেঠিনিউ বোর্ডে প্রতিষ্ঠার প্রথম হইলেন। যখন সময় সন্যাসী-অত্যাচার দমন জন্য সন্যাসীগণের এক সেনানিবাস (Cantonment) স্থাপিত হইল। সন্যাসীরা স্থান পরিবর্জন করিল ; কিন্তু দেশে অত্যাচারের ব্যতীত ফিরিয়া না। অতঃপর ১৭৮৭ খ্রীঃপ্রাপ্তির আগে এইৰূপ বয়স্মতাস কেলে স্থাপিত হইলে অঞ্চলের সন্যাসী বিনায়ক অন্ধে অন্ধে নিবারিত হইতে থাকে।

সন্যাসী বিপ্লব বীরে ধীরে বিদ্যুতিত হইতে ধাকিলেও সন্যাসী অস্থিত্যের দল ইহার পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত মধুপুরে এবং ধারিতাত্ত্বিক তৎপ্রযুক্ত স্থান সমুহের শান্তিতে করিয়াছিল। অবশেষে ১৭৯০ খ্রীঃপ্রাপ্তির অস্থিত্যের ধর্ম হইয়া কাঁদি কাঠে ধরিত হইলে এ জেলা। হইতে সন্যাসী অত্যাচার একসাথে তীর্থেহি হয়।

এই সন্যাসীদিগের বংশধরগণ এখনও মধুপুরের নামা ধানে বাস করিয়াছে। বললা ধামে ও মধুপুরের নিবিড় অরণ্যের স্থানে স্থানে সন্যাসীদিগের বেশ কীভিকঙ্কালিত চিহ্ন বিস্তারিত আছিল। আজও হচ্ছে ধারহী কাহীনী লিখন করিয়াছিল। বললা ধামে সন্যাসীদিগের হুইট মন্দির অভ্যেষিত ইহার ও তাহাদের বাসস্থানের কয়েকটি ধরে বাস কালের চিহ্ন সংগ্রাম করিয়া পাইতে পারে। মধুপুরে একই সময়ে সন্যাসীদিগের বিনায়ক কীর্তি বিচারের পরমণ্যে গ্র্যাস বিচারভূমি।

নদীর পশ্চিম তীরে পর্যাৰ্থ সন্যাসীর বাস ভূমি ও নবনির্মিত মন্দির বিশাল। যাহারা এই নবনির্মিত অন্ধকার ধাম হইয়া পারেন নাই।

সন্যাসীদিগের অত্যাচারের বাধ্য হইয়া বহি অন্য সন্যাসী ইহাদিগকে অনেক নিঃকর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই নিঃকর ভূমির অধিকাংশই এই ইহাদের বংশধরগণের হ্রদ্যুত হইয়াছে। অশিষ্ট যে সন্যাস ভূমি আছে তাহার আশা হরাইয়া এই নবনির্মিত মহাদেবের প্রভাতিত পূজার ব্যায় করিয়া হইয়া থাকে। নবনির্মিত মন্দিরের স্থলটী পর্যাৰ্থের সন্যাসীর অভ্যে একটি ভাগ ধরে। উহা এখন তাহার হ্রদ্যুত বংশধরগণের গোষ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। নদীর পশ্চিম তীরে আস্থিত্যের সন্যাসীর

* যাহারা সন্যাসী বিধানের বিকৃত ইতিহাস আনিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা "সন্যাসনিবাসের ইতিহাস" ভাষা পাঠ করিয়া পারবেন। লেখক।
গণ্য নূতন ও মনোরম বিজ্ঞান। ইহাও এখন পরিসমাপ্ত অবস্থায় আছে। মনেরবিষ্ট মহাদেবের কোন অর্জনাদি হয় না। ইহার অনভিহূর্ত চূড়া মঠ, চূড়ায় তিনটি এবং তৃতীয় মঠের স্তম্ভ, একটি ঝিলান করা বলা। এক্ষণে পাশ দেখা যে কয়েকটি পুকুরিকী আছে তথাহইর অবস্থায় শোচনীয়। এই মঠ মন্দিরগুলি হইতে অস্ত হুরে অনেক চতুর্থ মঠের এক পার্শ্ব অর্জন ভিন্ন অবস্থায় মঠযোগ্য আছে। এই সকল মঠে বিজ্ঞন অর্জন ও ব্যাঙাদি হিংস্র অস্তর আবার ছিল; অধুনা তাহা করিত পাঠ ক্ষেত্রে পরিণত হইছে।

* পাঠের চাঁদ দেশের বর্তমান ধর্ম ব্রহ্ম (?) হইতেছে, ততই কি কি প্রাচীন ধর্ম হইতেছে এবং অর্ধ লোকোপরি জনগণের ক্ষুদ্র দ্বিতীয় দেশের বর্তমান ধর্ম প্রাচীন কীর্তি সম্মুখে উপর নিপৃত হইয়াছে ফলে অতীত প্রাচীন ধর্মের স্বত্বভিত্তি এই প্রাচীন ধর্মের মঠ, মন্দিরগুলি বাহা নীল, রুটি, বাণী, ভূকম্প হইতেও আশ্রয় করিয়া সমর্পন হইয়াছিল, তাহা দেশবাসীর নির্ধার হয়ে তত্ত্বাত্মায় লানিত করিতে জান অবসর পাঠের বায়া হইতেছে। এই পর্যন্ত দেশের ঐতিহাসিক সম্পদগুলি বুঝু হইতে বসিয়াছে।

যশোমতিনিঃর হ্রান্ত স্মৃতি বিনিয়োগ অর্জন-অন্঵ুর ভাষা, লোক লোচনের অগাধর একই বর্তমান সংস্কৃতি বিবাহ করিয়াছে, আলোক ক্রমও তাহার পাঠকগণের সমুদ্রে উপনিষত করিয়ে চেষ্টা করিতে পার্লেন নাথ মজুমদার।

গণ্যের মূল্য

কেতাবে কোনার মজুরিয়ার জীবন অনুমান। আমার কোনো সে কথা। দোঁটাই বিশাল হয় না। মানুষের জীবন হয় অমূল্য হয়, তাহা হইলে বিশাল বিভাগের কোনটি চূড়া অন্যান্য ছাপ লইবার জন্য এই অমূল্য জীবনের স্বীকার করিতে হইবে বাহির হইল হইল। হিন্দু নিকাশ করিয়া স্থানিতে আত্ম অপেক্ষা লোকগণই যে মাঝারায় এই দরশাইছে। প্রথমেই ধরন পড়ার ব্যাপার। হেয়রা ছিলে এ, বি, সির সে হইতে আরও করিয়া প্রতিদিনি কলেজের এই, এ ক্লাস পর্যটন পড়িতে চুলকলের
বেতন, লাইভেট মাপারের দর্শনী, পরিকার সেলামী, একরাশি পুষ্কর ধরিয়া, টাম ভাড়া, কলের জল খাবার (সিগারেটের বলাই নাই, সে পরিচ বাছিয়া গিয়াছে) প্রতিপাদিতে কম করিয়া। ধরিয়ে দেও নাট হাজার টাকার উপর ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার পর ধরিত্র বাস্ত্র। এই কয়েক বৎসরের পরিশ্রমে শরীরের আমার নাই—ডাল ভাড়া চীড়ি কি এই কাহারো বিচার বোঝাক বোঝাইতে পারে। কলে কী কী কী, ডিসেপষ্টা, রুইরুইরু, নুত্রহীনতা হইয়াছে—অকাল বাদ্যক্য উপস্থিত। বলিব কি এই দেহেশ বৎসর বয়সেই হই চারিটা চুল পাকিয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া বুকিয়াছি আমুই যেন কথিয়া গিয়াছে। তাহার পর ধরিত্র সময়। জীবনের অহ্যুৎকৃষ্ট যে দেহেশ বৎসর তাহা একজাতীয়ের ভাজার ভয়ে ভয়ে চলিয়া গিয়াছে—একদিনও সত্ত্বলাভ হয়, শুধু পড়া আর একজাতীয়। জীবনের নাকি মহা শ্রেষ্ঠ ব্যাপার বিখ্যাত, আমার সে বিবাহ পর্যন্ত করিবার অবকাশ হয় নাই—বাবা। শুধুই বলিয়া আশ্রিত হইয়াছেন।

“বিবাহের সময় আছে, পাশের সময় নাই—আগে পাষ, তাহার পরে বিবাহ।” তাহার পর ধরিত্র মূল্য।

এখন বিএ পাশের মূল্য রোজ এক টাকা কি দেড় টাকা। মাহার মুররীর কোর আছে এবং মাহার অসুস্থ প্রকাশে সে রোজ মস্তুরী হই টাকাও পাইয়া থাকে। আমার মত এমন এর মূল্যও তাই—এই দহি টাকা। তবে যদি দর গড়ি আমার মুররী নদন ছাড়িয়া গতপুর। জীবনের অন্তর্গতি তারায় প্রতি ব্যাপারের সত্ত্বলাভের একজাতীয়কে উচ্চপ্রশ্নের ইচ্ছায় বিচলিত হইয়া সরাইতে সম্ভব হই, তাহা হইলে দিন মস্তুরী আড়ি টাকাতেও উঠিতে পারে।

আপনি হয় ত বলিবেন, এমন এ পাশেরও ত একটা সমান আছে? সে দিন অম নাই মহাশয়। গলা তীনিয়াছি পরলোক গত কবিবার নবীচন্দ্র সেন মহার মস্তুরী; এ পরিকার উত্তীর্ণ হইয়া। এখন চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, তখন বি, এ পাশ দেখিয়া দেখিযাদ দুর আমন হইতে লোকেরা অস্তিত্ব ছিল। এখন অম সে দিন নাই—এখন পরে হাট হাটে হাটে বিএ, এমন এ গড়াগড়ি বাপড়চ্ছে। এমন এ পাশের বদিস সমান অধিকত, তাহা হইলে আমি আজ এই গলা লিখিতে বলিতাম না।

এমন পাশের পর দিবা। বলিলেন “হয় বি, এম পরিকার দিচ্ছে কেল, অর না হয় এটির বাড়িতে বাছি হও।” আমি এই দুইটাতেই নারায়।
আপনি অজিমার মায়ের। আমি তাঁর একদম সম্ভাবনা; বিষয়ের নিট খুলাক আর বাঁক হাজার ঢাকা। এ অবস্থার অর্থে আপনির ছোট তেমন একটা তাঁকারাছে না। করিয়াও চেষ্টা। আপনি ত ইচ্ছা যে এখন বিভাগ করিয়া সংসার বাতায়ন নির্বাহ এবং ভিজ্জাপুস্তিয়া ও নায়িক দৌর্গনীয় সেবা করিয়া জীবনট। কাটাইয়া দিব। বাবাকে কি আপনি এত কথা বলা যায় যে তাঁকে বলিয়া “উকিল কি এটনা হইবার আমার ইচ্ছা নাই তুমি আমার মনই যায় না?” বাবা বোধ হয় একটু নিরাময় হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিয়া “তা হলে একটা কাজ কর। আমি অনেক সময় থেকে তোমাকে করেছি যে একটা অতের ধনি নেবু। একটা ধনিও কমিয়ে পাওয়া যায়। তুমি খুব দেখো তোমার আজ নেও, তা হলে সেটা কিছু ফেলি।”

বাবার কথা তুমিও আমার চক্ষু ছিঁয়। অতের ধনি আমি চালাবে। তুমি তাঁকে কি, আমরা তাঁকে নাই। বিবাহের পত্তায় অর্থের গেলার সময় বাতিল অলিয়া পূর্বের দেখিয়াছি। তাহার ছাড়া অন্য কোন দিন হতে করিয়াও দেখি নাই, তাহতে পৃথিবীর কি কাজ হয় তাহাও জানি না। রয়ে যাত্রায় করিবার সময় রানীগঞ্জ অঞ্চলে পাথুরিয়। কল্লার ধনি দেখিয়াছি; কিন্তু কোন দিন কোন ধনির মধ্যে যাই নাই। এদিকে জীবনের তেসষ বসর “সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিয়া কাটাইয়া; ইংরাজী সাহিত্য এর, এ পাশ করিয়া; কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কেবারবেই ত অতের কথা পড়ি নাই। পাথুরিয়া একলা দিশি বিবিশ্ব সাহিত্য আর কাজ করিয়ে হাইল অতের ধনিত। তখন যে হইল আমার এক বল্লক কথা। তিনি তুমিত এর, এ পাশ করিয়া জীবন বিষয় আফিসের ম্যানেজার বিজ্ঞাপনের কথ্য। আজ্ঞা দেওয়া হইতেছি সেই রকমই হইবে।

বাবার কথার কি দিন দিব তাঁকে পাইয়া না। তিনি আপনাকে শীর্ষে দেখিয়া বলিয়া “এখন এত কথা বাক্স; তুমি মাস করেক বিশ্বাম কর; তোমার পর হয় একটা স্বর্ণ করো মায়া।” তিনি আপনার কিছুদিনের ছুটি পাইয়া। এখন আপনি পরিকার করকৃত নাই—এখন বিশ্বাম! তোদিনের বাবা আপনাকে নির্বিশ্বাম বিশ্বামের অংশ দিবেন না—তিনি আমার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আমার ছুটি। ফিন এককাল পড়ানো। করিবার পর কি হাত পা ছুড়াইয়া
বিনাকাজে দীর্ঘ দিন রাতি কাটান যায়? কিন্তু কি করব—একটা কাজ তাঁ চাই। সহস্র বেখাল উঠিয়া যে, এতদিন ত বিদেশী তাহা পড়া গেল, এতদিন দিন কয়েক মাসকল্লার সেবা করা যাক। সেবা করা ত স্থির করিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া কি দিয়া সেবা করি। বাঙালা লেখাত কোন দিনই অস্ত না। আর লিখিলাম বা কি? পড়—জান করুন, আমি পড় লিখিতে পারিব না—এই ব্যস্ত আসালু গণিত চোদন অক্ষরে ঠিক করিতেও পারিব না, আর মিলের জ্ঞান গ্রহণ হইতে পারিব না। তাহার পর শামের বিশেষে, ঠাঁকের জেলনা; গোলাপের স্বাস, কূলকুটীর—দোহাই দোর্শের এ সকলের মধ্যে আমার 'এবেশ নিন্দ', আমি তোমাদের বাড়ি তাত রাখিয়ে রাজ্য আছে কিন্তু বিকা বিকিতে রাজ্য নাই।

হঠাৎ যা বৌপাপাপি আমাকে প্রত্যাধীন করিলেন, "কি তব বাছিনি! তুমি ছোট গল্প লেখ। আমার বরে তুমি লিখনামোরণ হইবে।" আমি বলিলাম "তাহাতে।"

তখন কয়েকদিন চৈতন্য-লাইব্রেরীতে আনাগোনা করিতে লাগিলাম। যত বাঙালা ছোট গল্পের বই আছে তাহা পড়িয়া ফেলিলাম; যেহেতু পড়িল ছোট গল্প ছাপা হইয়াছে সমস্ত পাঠ করিলাম। তখন রুনিতে পারিলাম বাঙালা দেখে কেমন ছোট গল্প চলে। তাহার পর বিলাতী ছোট গল্পের যত বই আছে, ফরাসী ছোট গল্পের যত ইংরেঞ্জী অস্ত্রাব আছে, তাহার অনেকগুলি পড়িয়া ফেলিলাম। শেষে স্থির করিলাম—

"আহবা, কুতুবগুলার বাঙালি-বিনোদনীয় পূর্বরীতি।

মনো ব্যাপ্ত কীর্তির হর্ষের স্বপ্ন মনে পড়ি।

অর্বা পূর্বে কথাগাণের পদাগোন অস্ত্রাব করিব। আমি ছোটগল্প লিখিতে আরম্ভ করিলাম। একটা উৎসুক ফরাসী গল্পের ইংরেঞ্জী অস্ত্রাব একখানি অতি পুরাতন মাসিক পত্রে প্রকাশিত ছিলাম। সেই পত্রটিকে সম্পূর্ণ বিষয় করিয়া—বাঁটি বাঙালা গোলাপী প্রকাশ পাইব। একটা 'দৌলিক' ছোটগল্প লিখিতে আরম্ভ করিলাম। দিনত দুই তিন কাগজ মেটে করিবার পর গল্পটি পড়াইলে—আমার যতে বেশ তাহাই পাড়াইল। গল্পটি পড়িলে আমার ধরণ। অক্ষরে যে, আমি ছোট করিলে একজন হইতে পারি। বিশেষতঃ বিলাতী কি ফরাসীগণ অস্ত্রাব করিয়া আমার পূর্বরীত লেখকগণ যখন লিখন বলিয়া চালাইয়া তখন তাহাদের পদাগোন অস্ত্রাব করার কোন দোষ দেখিলাম না।
তাহার পর ভাবনা, এই লেখাটি কেন্দ্রীয় নামিক পত্রে পাঠাই।
সাহিত্য-সমাজসেবা মহাস্থর পত্রে পাঠাইতে সাহস হইল না; কিন্তু তাই বলিয়া একজন নগণ্য কাগজেই বা লেখাটি পাঠাই কেমন করিয়া। সত্য পাঠাই তাই যাই একজন বড় সম্পাদকের নিকট ডাকমেলে গলাটি পাঠাইলা দিলাম। সেই সময় তখন আমার ডাকটেলে ডাকমেল করিলাম; সম্পাদকমহাশয়কে লিখিলাম যদি গলাটি তাহার মনোযোগ না হয়, তাহা হইলে তাহা রেঞ্চের ডাকে ফেরত পাঠাই। গলার নীচে আমার নামটা বড় বড় অক্ষরে লিখিলাম—এম, এ লিখিতেও ভুলি নাই। পদ্রেও আমার পরিচয় দিলাম; আমি যে ইংরাজী সাহিত্যে এরূপ শ্রীপতে এম, এ পাশ করিয়াছি এবং সাহিত্য-চর্চা করিয়া থাকি এ কথাটো সবিন্যস্ত নিবেদন করিয়ে ভুলি নাই।

একমাস গেল, দুইমাস গেল। সম্পাদকমহাশয়ের তাহার লক্ষপ্রতিষ্ঠ পত্রে আমার গলাটিও ছাপিলেন না, পত্রের কোন ঠিকতা ছিলেন না, যা গলাটি ফেরতও পাঠাইলেন না। তখন পুনরায় হুইটে প্রয়া করিয়া যায় একজন গলার লিখিলাম। এখানে আমি নিরাপ হইলাম না; সপ্তাহ পরে রেঞ্চের ডাকে আমার গলাটি ফিয়া আসিল। পত্রের কোন ঠিকতা ছিল না দিয়া সেই গলার প্রথম পঞ্চাশ প্রিয়ভাগে লাল কালীতে সম্পাদক মহাস্থরের মহুয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন “গলাটি আন্দোলনকে পদ্ধতিতে লেখা বড় কঠোর, উপাধ্যায়ভাগ অতি সাবধান। লেখায় কোন একার আঁট নাই। বিশেষ হুইটের সহিত ফেরত পাঠাইলাম।” সম্পাদকমহাশয়ের ‘বিশেষ হুইটের’ কোন কারণ ছিল না। গলাটি ভুলিয়া রাখিলাম।

ইহার কয়েকদিন পরে আমি বিশেষ কোন অনুগ্রহ বণন একজন সাহিত্যভারীর সহিত দেখাক করিতে গিয়াছিলাম। তিনি একজন বিদেশী, গলাল লেখায় তিনি সীমিত, তাহার গলার মোহর মোহর দরে বিকায় বলিয়া জনিয়াছি। তিনি কথায় কথায় বলিয়া বসিয়াছেন “তুমি বলুক তাহার চর্চা কর না কেন?” আমি বলিলাম “চর্চা করি কিন্তু হুইটে গ্যাবশতঃ আমার লেখা কেহ সইতে চাহেন না।” তিনি বলিলেন “সে কি কথা। আচ্ছা, তোমার লেখা একটা একমাস মিটে এস, আমি একবার দেখুবো।”

আমি তৎপরদিনই আমার সেই প্রত্যাখ্যাত গলাটি আর একজনের
হারা নকল করিয়া লইয়া গেলাম। সম্পাদকমহাশয়ের মন্তব্যের আসলটাও সকল হইলাম। সাহিত্য-রথীমহাশয় আমার গল্পটি পড়িয়া বলিলেন, অথবা সন্দর্ভ গল্প হইয়াছে, যেখান তাহা, তেমনই প্লট! তুমি ত অতি সন্দর্ভ লেখ। ছোট গল্প লেখায় যে আর্ট তাহা তুমি বেশ বুঝিয়াছ।

আমি তখন বলিলাম “আপনি যদি কিছু মনে না করেন এবং আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে একটি রহস্য করিতে চাই।” তিনি হাসিয়া বলিলেন তোমার মতল্লাকে বলত? আমি তখন সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্যে তাহাকে দেখাইয়া বলিলাম “এই গল্পের নীচে আপনার নাম লেখা চাই। দেখি সম্পাদক কি করেন। অবশ্য আপনার নাম দিয়া। এ গল্প ছাপা হইবে না; ছাপা হইবার পূর্বেই চাহিয়া আনিব; এ সুধু একটা পত্রীক্ষাতে মাত্র।” তিনি ত প্রস্তুত হাসিয়াই অস্বীকার করিয়া বলিলেন “কাজটা যে বড়ই ধারাপ হয়।” আমি বলিলাম “সুধু একটা পত্রীক্ষা, আর কিছু নয়। দেখি সম্পাদক মহাশয় কি করেন। এ কাজটা আপনাকে করিতেই হইবে।” তিনি কি করেন, অনেক আপত্তির পর বীর্যকর করিলেন। তখন আমার সেই গল্পের নীচে তিনি নাম স্বাক্ত করিলেন এবং সম্পাদক মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়া আমার হাতেই দিলেন। গল্পটি কেবল হইয়াছে তাহা। জানাইবার জন্য সেই পত্র অন্তর্ভূক্ত হইল।

একবার আর পত্রধারা ও গল্পটি তাকে পাঠিলাম না, আমি নিজেই বাহক হইয়া সেই সম্পাদকমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি প্রথমে বিশেষ আওতার সহিত পত্রধারাতে পাঠ করিলেন; তাহার পর বলিলেন “আপনি যদি দয়া করিয়া একটু অপেক্ষা করেন তাহা হইলে গল্পটা এখনই পড়িয়া ফেলিয়া। আপনার হাতেই উত্তর লিখিয়া দিয়া।” আমি বলিলাম “আপনি তৎক্ষণ বলিলেন তৎক্ষণই বসিয়া ধাক্কিতে পারি।”

পত্রটি তেজম বড় ছিলো, সম্পাদকমহাশয় বিশেষ মনোযোগের সাহিত পাঠ করিয়াও কুড়ি মিনিটের মধ্যে পরিশেষ করিলেন। তাহার পরই কাঙ্গ কলম লইয়া পত্র লিখিতে বলিলেন। পত্র লেখা শেষ হইলে একখানি বসাইয়া রাখিয়াছেন বসিয়া। একটি শিপটাচার করিতেও জুড়িলেন না।

বাহিরে আসিয়া। একবার মনে হইল পত্র ধারার যাব ছিড়িয়া পাঠ করি; কিন্তু শেষে মনে করিলাম, এতাবে পত্র পাঠ করা কর্ষ্যা নহে।
আর বিলাত না করিয়া সেই সাহিত্যরীষ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া পরব্রহ্মী তাহার হতে দিলাম। তিনি পরব্রহ্মী পাঠ করিয়া ‘হে, হে’ করিয়া হাসিয়ে লাগিলেন। নেবে পরব্রহ্মী আমার হতে দিয়া বলিলেন “পড়” আমি পরব্রহ্মী পরিলাম; তাহাই এই—
“ভক্তিভাৰনীয়—
আপনার অনেকে পত্র ও গল্পটি পাইলাম। আপনার লিখিত পত্র কেমন হইয়াছে তাহা জিজ্ঞসা। করিবার কোনই একখানা দেখি না। গল্পটি অক্ষর স্তূপ হইয়াছে বলিলে সব কথা বলা হয় না। ইহা আপনার লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে। এখন পত্র অনেক দিন আমার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই।—একবারে Sublime। এ সময়ে গল্পটি বাহির হইবে; আমি কালই ইহাতে গ্রেসে পাঠাইব।

তবু কি করিব আপনার রূপার আপনি যুগেলে আছেন।”

আমার পাঠ শেষ হইলে তিনি আমার ‘হে, হে’ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বহিরিয়া। একটু পরে তিনি বলিলেন “তার পর!” আমি বলিলাম “আমি কল্প প্রাতঃকালেই গল্পটি চাহির। আমি; বলির একটু সংশোধনের আবশ্যক আছে।” তিনি তখন গল্পটি ভাবে বলিলেন “রহস্য মন্ত নহে।” আমি বলিলাম “আমাকে আর লিখিতে বলিলেন কি?” তিনি এ কথার আর উত্তর দিতে পারিলেন না।

গল্পটি তার পর দিনই ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম। তাহার পর অনেক দিন গিয়াছে, আর কথন লিখি নাই। আজ সেই কথাটি বলিলাম। আমি বেদে বুঝিয়াছি, আমাদের এক, এর কোন মূল্য নাই, লেখারও কোন মূল্য নাই। লোকে লেখার নীচের অক্ষর বেঁধিয়া লেখা পড়ে, সম্পাদক মহাশয়রাও নাম বেশিয়া মত একাশ করেন। আমাদের লেখক হইবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বাষ্প—এক, এ পাশের কোনই দর নাই। তখন মহাকবি কাউপারের সেই কথাটা হেলে কহিল—

“Some to the fascination of a name
Surrender judgment hoodwinked.”

শ্রীজন্মক্ষ সেন।
সন্তায় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

ঈশ্বর সেন, চাঁপা।
চন্দ্রকান্ত-স্মৃতি।

তার পারিত্যের কথা বলিতে চাই না। তিনি কত বড়ু পণিত ছিলেন, তাহা আমার পক্ষে বুঝাও করিন। মহান্যেপ্যাথায়ের মৃত্যুর পর স্মৃতিতে স্মৃতি ও বাণী এখানে এক অমৃতস্রীর এক অধিনন্দন তাহার সম্বন্ধে যে একটি সম্বন্ধ পাঠ করিয়া তাহাতে তোমরা দেখিলে পাইবে তিনি সংস্কৃত ও বাঙালির আকাঙ্ক্ষা ও মানব। এই শিক্ষার গিয়াছেন। যে সকল একাদশ সংস্কৃত ও বাঙালি জাতিকে অগভীর এবং তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে, সংস্কৃত ভাষার অধিক সত্য এবং বাণী যতই উচ্চ এবং বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে।

আমাদের বাড়ী হইতে তাঁহার বাড়ী এখানে দেড় মাইল দূরে। চৌপাড়ি তাঁহার বাড়ীতেই ছিল। অনেক পড়া তাঁহার বাড়ীতে ধারিয়া পণিত এবং খেলিয়া পড়ে। তাঁহার বাড়ির বাড়ীর ঘরে চৌপাড়ি বসিল। আমরা কুলে ভোরে উঠিয়া যাইতাম। আমরা বাইরে দেখিতাম তিনি আগে আগে উঠিয়া যান। আমরা বাইরে দেখিতাম যে কপালে শেষ করিয়া পড়িলেন ঘুমের মধ্যে নিযুক্ত হইলেন। কেহ ঘর বলিলেন, কেহ ঘর লইলেন। ঐ ঘরের নিঞ্চে আগে করেন খান। ঘর ছিল, লহরে বাক্ষ ছাতা ঘর পড়িলেন। তাহার পন্থায় সে স্মৃতি আমরা একাদশ কাণ্ড পাঠিয়া লেখিয়াছি। যখন হইলেন, যখন কেনি স্মৃতির আগে তাঁহার নিয়মন কি মধ্যে পড়িলেন করিয়াছিলেন। ঐ সকল ঘরের কাছে কঠিনগুলো তুরে গেছিল। তোমরা ঐ সকল গাছে মৌসুমির গুণ শব্দের সঙ্গে এই সময়ের স্মৃতি নিয়ীয়া। একটা অপূর্ব স্মৃতিসহ হইল। আমরা মৃত্যু হইয়াই জীবিত ছিলাম।

হুই এক দিন হাজার পর সেখানে মুদ্রকের সকলের আগে আমাদের পড়ো। করিয়া বলিয়া দিতেন—কেনা, আমরা বেশ মাইল দূরে বাড়ী ফিরিয়া এবং মুল্যের ছাতা আমরা। আমার মুল্য পন্থায় যাইব। যেকোনো পন্থায় চৌপাড়ি, যে মুখের মাথা। যে যে ছাত্রদের পন্থা তীর্থ ছাড়ি। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সে কাঠের ছোধ, তাঁহার পুড়ার আগে, তাঁহার সে মুড়িলের সাজি, তাঁহার সে নামান্ত, এখনও আছে। তাঁহার হাতের লেখ। সাঁত্রী কড়াই ঝরিয়াছে। এই সন্ধ্যা নির্দেশনা তাঁহার সেগুলোর বাড়ীতে কোন ঘরে সাজাইয়া রাখিলে তাহা দেখিয়া এক অপূর্ব মন্দ হইত। এই রূপের দৃষ্টিগোচরের
৭ রামকৃষ্ণের নিদর্শন-গৃহের কথা মনে পড়ে। সকল সত্য দেশেই মহা পুরুষের দ্বারকা রাখি শক্ত এই রূপে রাখিয়া দেখ। ইহাতে অতীত বিচিত্র থাকে, বর্ষমান বল পায়, তবিশ্ব বংশের আশ্চর্য আগে। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্তের অবিভক্ত সমাজক্ষেত্র, সমাজনিতি ধর্ম, বর্ষণসিংহ ধর্ম, বাণিজ্য ধর্ম, ভারত ধর্ম ধর্ম।

অগ্নিতে তোমাকে বলিয়া, তার পাতিত্যের কথা বলিব না। বিষ্ণুর যে বিনয় থাকে, সেই কথাই বলিব। বিষ্ণুর বৃত নয়,—চিত্ত জীবন; জেনের কোট নয়,—সামাজিক ধান কাপড়ের কথা; তাও বিশ্ব তারে সংগত কলেজ ঘুরিয়া হাত, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গাঁথার গাউন নয়,—গরিবের বন্ধন সামাজিক উভয় এবং নামাজে। এরূপ সামাজিক আবরণের নিয়ে বিষ্ণু বিনয় এবং প্রতিষ্ঠার কি প্রভাব না ছিল। "বিষ্ণু বিনয় দমাতি" উপলক্ষে বিষ্ণু হইতে এই পাঠ তাহার নিকট লইয়াছিলাম। "বিষ্ণু বিনয় দেয়" তার উদ্দেশ্য তারে দেখিয়াছি। ফল ধরিলে গাছ নত হয় এই ত নিয়ম। কেবল অনারসের ফলও নত হয় না, গাছও নত হয় না। হইলে হয়তো লোকে উহাকে অনারস বলিয়া "হোলান্না রস" বলিত। মহামহো-পাধ্যায় হোল আনা বিনী ছিলেন। তার বিনয়ের একটি দৃষ্টিতে বলিতেছে।

১২৯৮ সনে সমাজনিতি নগরে বাসী সত্যানন্দ এবং বামী সত্যানন্দ বক্তৃতা করিয়া আছেন। অনেকগুলি বক্তৃতা হয়। বক্তৃতায় প্রচলিত হিন্দু ধর্মের বিচরণে অনেক কথা ছিল। এই সকল উক্তির প্রতিবাদ অবশ্যক হইয়া পড়ে। মহামহোপাধ্যায় মহাশয় আহ্বান হন এবং বক্তৃতা করেন। সমুদ্রে এক বাগা টেবিল, তিনি তাহার দুবানি হাতের তর টেবিলের উপর রাখিয়াছেন। সমুদ্রে একটি হোলা টেবিলের দিকে চাহিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন। এইরূপ তাহার বলিয়া এরূপ ছিল। দিনর কিংবদন্ত, নানা শ্রেণী, এরূপ চিকি নাই। করতালির অনুরূপ কোন প্রহ্লাদ নাই। বিনয়ের তাহার এরূপ প্রচেষ্টা বিন্যাসে বিচলিত পক্ষের মত খোন করিয়া গেলেন। উপসমালে তিনি বলিয়াছেন, "বেশ, যুদ্ধ, পূজা ইত্যাদি সংগত শাস্ত্র অধ্যাত্ম বিপুল, আমি তাহার কীতকীতি বা জানি। যেটুকু আমি উহা হইতে উপদেশ করিয়া সমুদ্রে নির্ধারণ করিয়া বস্তু করিয়াছি; কেটে হুর সবল হইয়াছে তাহা আপনার এবং সাহায্যের মত মন এই বলিয়া, তাহারাই বলিতে পারেন।

রাজা রাজনীতিকে "হিন্দু পেট্রেট" বর্ণালী লিখিয়াছিলেন, "নবনিতের
পাষাণি টাকার কাহারো চাকচিকা ছিল না, কিন্তু তিনি এরুপতির শিশু, নিতেন্দ্রং এবং পাষাণির মণি।” মহামহোপাধ্যায় বক্তার কাহারেং ঐতিহাসিক করিমে যাইয়া কুৎস। করিতেন না। তিনি শিঞ্চাচার ও সাধু উক্তির ঐতিহ্যে ছিলেন।

কোণের দৃষ্টিত দিতে লোকে “অর্থ শর্তা” কথাটা বলিয়া থাকে। আমি এই পরম পুষ্ঠলীন শর্তায় কখনও কোণের অর্থ দেখি নাই। “কোণাকষ্ণ সম্বন্ধে—” ইহা তিনি কবেব পড়াইতেন না—আপন জীবনেও দেখাইয়া গিয়াছেন। সর্বশ্রেষ্ঠর সকলে বিনয় এবং শিষ্টাচার গুণে তাহাতে মুখ ছিল।

মহামহোপাধ্যায় অতি উদার এককুরির লোক ছিলেন। তিনি কলিকাতাজনের খাকাকালে তাহার একশ সহের পাত্রে রাখাইতে অর্থবিষয়ে বিবাহ করেন। ঐ বিবাহে বরপ্রাপ্ত তাহাকে সাক্ষাৎ নিষ্ক্রিয় করেন। তিনি তার সমাজের দিকে আহ্রাবি বিবাহ সভায় উপস্থিত হন নাই। কিন্তু বিবাহের পর দিন প্রাতে দেখা গেল, এই বেঁধে বৃদ্ধ শাখা। সিঙ্গুর ধান-ধুর্রব। ইত্যাদি লইয়া সেই সহের পাত্রের গুহে উপস্থিত। তিনি কেবল আশ্রম রাখিয়া।

তিনি কেবল আশ্রম রাখিয়া।

তিনি যখন সংগ্রথ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তখন কলিকাতার বোড়িকাটার, বাড়ি আত্মচক্র সহেরের একখানি বাড়ীতে বাস করিতেন।

তিনি ঐ বাড়ীতেই কলিকাতাজনের জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। ঐ বাড়ীর কোন অর্থকর্ম ছিল না। কিন্তু চন্দ্রকান্তের চরণ সম্পর্কে ঐ গৃহ ইত্যাদি বিবাহ, সংপ্রতি পাছিত এবং কলিকাতার ধনী সমাজের এক পবিত্র তীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল।

কলিকাতার ঐ বাড়ীতে থাকে কােলে তাহার সঙ্গে হিন্দুমাঝের সংস্কার এবং সংস্কারের পক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলনকারী লোক এবং আন্দোলন কারী সংবাদপত্র সঙ্গে কথা উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, “হিন্দুসমাজ বিপুল এবং বহ গৃহীত গতিদি। এই সমাজের সংস্কার করিবার সানে এবং সংস্কার করিবার উপেক্ষা দিবার সামন্ত এই কথাটা মনে রাখা উচিত, ते संस्कार समाज सहेरे के दिके लख हाया। अनेक संस्कार अच्छे बाहा। आठुब। कृतिक रहित कर गए, कहिन अद्धि करते है। उहेसबल एवं रक्षणी देशे के जठे के सामने।
সৌরভ । [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ]

করিয়া ধীরে ধীরে কাজ করাই ভাল। সমাজে রক্ষণশীল দল ধাকায় উন্নতি-
শীল দল অকালে একটা কিছু ঘটাইয়া একজন সংঘারের আরোপ করিতে
পারে না। ব্যক্তি বিশেষের সম্পাদনা এবং সমাজের সম্পাদনায় সংবাদ
পত্রের সম্পাদনকারের কথনও পিছাচারের গীতা লজন করা উচিত নয় যায়?

মহাযুদ্ধের যুদ্ধের মহাযুদ্ধ সংস্কার সংস্কার যে কথাটা বলিয়াছেন,
পণ্ডিত বা ম্যাজরালের উভয় একখানি গ্রন্থ রাষ্ট্রনায়ক যা সহযোগীর
করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও এইরূপ উক্তি
দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্ত্রে কখনও কবি এবং দার্শনিক ছিলেন। এইরূপ সম্মিলন
পরিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট তাকায় নতুন সমাজের যুগে
তাহাকে হারাইয়া আমার অতিশয় দীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার হৃদয়
শীতল পূর্ণ হইয়া কি না জানি না। বাহার কাছে সংস্কারের প্রথম পাঠ
লইয়াছিলাম, সেই গুরুদেবের সৌখ্য উদেশ্যে পত সহস্র ইথিয়া পূর্বক
আঞ্জ বিদায়।

স্মৃতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ।

ব্যাপী সংস্করণ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ৬৮৬ বঙ্গায় নাথ মাসে ( ২২৮০
শ্রীবর্ষে ) সোমেশ্বর পাঠক নামে জনৈক কান্তকুমারী ভারতী তীর্থ
পরিভাষায় বক্তিগত হইয়া বীর অঙ্গণ সহ নানাস্থান তীর্থযাত্রা অবশেষে
কামথর তীর্থ দর্শন করিয়া। আরাম গাড়ি করিতে পারিত না এক
কর্মকর্মীর তীর্থ সহী বিপ্র প্রকাশ নারায়ণগঞ্জের আবাসস্থান
নির্দিষ্ট করেন।

সোমেশ্বর পাঠক বিধান, বুদ্ধিবৃত্ত এবং বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ
ছিলেন। সোমেশ্বর যখন গাড়ি করিতে পারেন তখন পারিতেল পিড়া, লাম নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তখন বর্তমান সমস্ত নিবিড় অরণ্য ভূমি— মন্দির নদী
হইতে মহিষালা। মন্দির হইত— বাইশা গাড়ি নামক এক বেল প্রতাপশালী
ব্যক্তির অধিকারে বৃক্ষ ছিল এবং এই অরণ্যের চারিদিকে নানা নায়কের
অনন্তভ বল অধিবাসী পূর্ণ ছিল।

একদা একদিন বিশ্বের সেই পাক্ষতা প্রতিষ্ঠাতে মত্ত হইতে বাহ্য
দেবোরা সোমেশ্বরের কোনো নীরে ধ্যানময় অবস্থায় পেরিয়া দেখিতে পাই।
মৎস্য ব্যবসায়ী বীবর্গণ সোমেশ্বর পাঠকের অলৌকিক রূপ লাভ ও ভেঙ্গেপুর কলেবর দেখিয়া নিঃসৃষ্ট বশে তাহার বশীভুত হইয়া অধীনতা স্বীকার করে। সোমেশ্বরের আশ্রম-স্থানকে দেখি শীল (সেবন শীল) নামে অভিহিত করে।

বীবর্গণ বাইশা গারোর অত্যাচারে অত্যন্ত উত্তমীভূত হইত। এই অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার আশায় তাহার সোমেশ্বর ঠাকুরকে অপেক্ষা-কৃতি নির্যস্তান আশিয়া বাসস্থান দিবার প্রস্তাব উপস্থাপন করে। বীবর্গণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সোমেশ্বর দেওশীলের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, অপেক্ষাকৃত নিঃস্থত নিত্য সমতল ভূমিতে আশিয়া বিভীষিত বাসস্থান মনোনীত করিলেন। এই বাসস্থানের চারিদিক অশোক বৃক্ষ পূর্ণ ছিল, স্তরুটাং তাহার সেই ভীষিত বাসস্থান “অশোক-কানন” নামে অভিহিত হইল।

সোমেশ্বর যখন অশোক কাননে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় আরও কতিপয় ভ্রমণকারী আশিয়া অশোক কাননে উপনীত হইলেন, ইহাদের মধ্যে একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ঠাহার আগমনে অশোক কাননের পবিত্রতা শোধণে বৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

সিদ্ধ পুরুষ সোমেশ্বরকে বলিলেন—“তোমাকে রাজপুরুষ-মুক্ত দেখি যাই-তেছে—স্তরান্তু ভূমি এইস্থানে তোমার নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর।” তুমি সিদ্ধ পুরুষকে একটি অশোক বৃক্ষ নির্দেশ করিয়া বলিলেন—“দেখ, যতদিন পর্যন্ত এই বৃক্ষটি জীবিত থাকিবে—আশিয়া বলিয়া গেলাম—ততদিন তোমার রাজ্যের কোনই অনিষ্ঠ আশাকা নাই। এই অশোক বৃক্ষের রুদ্ধির সহিত তোমার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের উদ্দেশ্য এবং ইহার পতনের সহিত রাজ্যের পতন হইবে।”

সোমেশ্বর সকলপুরূষের বাক্স ঐশ্বর্যের আদেশ বাণী বলিয়া বিশাল করিয়া রাজ্য স্থাপন করিলেন।

সোমেশ্বর প্রথম উত্তমেই বাইশা গারোকে প্রতিষ্ঠা করিত সম্পন্ন করিলেন। বাইশা সোমেশ্বরের সহিত রণে পরাজিত ও নিন্দিত হইলে বাইশা অশোক কৃষ্ণ কৃষ্ণ গারো ভুঞ্জিপুর কনে আশিয়া সোমেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিল।

* বাইশা গারো নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারিণ সোমেশ্বর ঠাকুরের আধ্য স্বীকার করে। সোমেশ্বর রুপে পরম হইয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণময় গ্রাম বায়িকীর পরম অধ্য করলেন। সোমেশ্বর ঠাকুরের রূপেশ পুরুষ অধ্য বহুল রাজ্য বিশ্বাস সিংহ ঐ সকল
এই রাজ্যের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা চিহ্ন। করিয়া সোমেশ্বর ভাইয়ার এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে “সুদূর” নামে অভিহিত করিলেন।

জায়গীর ভুবি বাইরাজ তৎকালীন বংশধর রক্ষা পারেকে বেদবল করিয়া “খাস” করিয়া কেলিয়া ছিলেন। রতির পূর্ব কেনা পারে। তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার অন্ত রাজ সরকারে আর্বভাব করিয়াছিল, আর্বভাব পূর্ব হয় নাই। বর্ষামুখে উত্তরের বংশ কেহ আছে কিনা কেহ বলিতে পারে না।
অভিনব মহাদেশের সূচনা।

অভিনব মহাদেশের সূচনা হলে আরো অনেকের আশার রাজধানীর শীর্ষতি সাধন করিতে লাগিল। এইরূপে সেমুহর পাঠক বর্ষক্ষণ রাজ্যের এতিষ্ঠা হইয়াছিল।

অভিনব মহাদেশের সূচনা।

অভিনব মহাদেশের সূচনা হলে আরো অনেকের আশার রাজধানীর শীর্ষতি সাধন করিতে লাগিল। এইরূপে সেমুহর পাঠক বর্ষক্ষণ রাজ্যের এতিষ্ঠা হইয়াছিল।

অভিনব মহাদেশের সূচনা।

অভিনব মহাদেশের সূচনা।
যখন কল্পনা উভয়-আধিকা অাবিষ্কার করিতে যাত্রা করেন সেই সময়ও তিনি এই স্থান দেখিয়াছিলেন এবং তাহার আহান্ত এই স্থানে আটকা-ইয়া যাইত মত হইয়াছিল। তাহার নাবিকপত্র তাহী বিপদশাখায় অভিজ্ঞত হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে তাহার। সমুদ্রের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে, এই ভাস্মায় পদার্থ নিচের অপর দিকে হয়ত যেখান শুলাদি বর্তমান আছে, এখনই আহান্ত তাহাতে লাগিয়া অমর হইবে।

কিন্তু কল্পনা বিশেষ বিদ্যমান হইবার লোক ছিল না। তিনি অসাধারণ সুদ্দ-কৌণিক ব্যবস্থা করিব। নিঃসরণ স্থানে চালিত করিলেন; এবং এই স্থান নানাবিধ সামুদ্রিক তুষা শৈলাদি সমাকলন করিলেন। উহাকে Mar de Sargaco এই নাম প্রদান করেন।

তদবধি এই স্থান সবর্গালো। সাগর (Sargasso Sea) নামেই পরিচিত হইয়াছে।

এই স্বলগালো সাগর স্তোত্রত্বীন। এখানে প্রথম বাণ্যারির প্রকোপ করিতে পারে না। সুমুখ্যক আঁকারের বেগ এখানকে সহ করিতে হয় না, উত্তেজনায় মালাও এখানে অন্তর্বিয়ার অভিনয় করে না। এক্ষণে নিঃসরণ নিঃক্ষণ অবস্থায় চিন্তিত রহিয়াছে।

বায়ু বেড়ান বন্ধনীর ধারে বাস করেন তাহার। দেখিয়া থাকিয়ে যে বিভিন্ন মূৰ্ত্তি স্তোত্রের সমবেতে নদীর মধ্যে একরূপ আবর্তের উপস্থিতি হয়; তাহার চারিদিকে স্তোত্র, মধ্যে স্বাধে হয়। পান্না, শেওলা প্রভৃতি স্তোত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে বর্ধিত এই মাধ্য যুগে উপস্থিত হয় তবে তাহার। সেই স্থানেই ভাস্মেত থাকে।

এই স্বলগালো সমুদ্র অনেকটা দেইয়াপ। ইহার পশ্চিম এবং উত্তর দিক নিয়ে প্রথম উপসাগরীয় স্তোত্র প্রথাত প্রথম ইহার দক্ষিণ দিক দিয়া।

উত্তর নিঃসরণ স্তোত্র North Equatorial stream এবং পূর্বের উত্তর প্রাক্তন স্তোত্র বহিত হয়।

এই সম স্তোত্রের সমবেতে যে আবর্তের স্তুতি হইয়াছে সেই আবর্তের এই স্বলগালো। সমুদ্রকে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার পরের কোনও বাণ্যারি প্রচণ্ড লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সৃষ্ট প্রবণতা আছে কিনা তাহা কিন্তু এখনও স্পর্শ জানা যায় নাই। তবে যতদূর জানা যায় তাহাতে অক্ষ স্তোত্রের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই।
এই স্থানে সমুদ্রের অপর দিকের বলিরা নাতাকিক হইতে স্ত্রোতের সহিত অগত বহুবিধ সামুদ্রিক শৈবালাদি এইখানে অস্থি হইয়া থাকে। এইরূপ অস্থি হইয়া থাকিতে থাকিতে এই স্থান ক্রমই বিস্তৃতি লাভ করে এবং এই সব শৈবালাদির পাতালয় কেন্দ্রের বেঁধে ক্রমশঃ ব্যচি পাইতে থাকে। এই স্থান নির্ধারিত বলিরা কদাচি জাহাজ এখানে আসিয়া আটকাইয়া পৌঁছাইয়া। আর মূল্য হইতে পারে নাই।

অনেক সময় অনেক জাহাজ পথ ভেঙে হইয়া অস্থি হয়, তাহদের আর কোনই খোঁজ পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে ঐ সব জাহাজ হয়তো এই সারগানো সমুদ্রের আটকাইয়া যায়।

এই সমুদ্রে যে শৈবালাবধি বহু বয়ন পর্যন্ত প্রবর্তিত হইয়াছে তাহারা একই জাতীয়। এই এক জাতীয় শৈবাল এত অধিক পরিমাণে অর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; আর এই শৈবালের তথ্য শৈবালও অর কোথাও এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই শৈবালাবধি তাহে নামারূপ আন্তর্যাং জীবনময়োই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সারগানো সমুদ্রের একতর নির্বাচন করবার অর বৈজ্ঞানিকগণ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের চেষ্টা ফলে ইহার সম্পর্কে কিছুই কিছুই তথ্য অবিচ্ছেদ হইয়াছে।

Challenger expedition নামের বৈজ্ঞানিক অভিযানের অধুন হস্ত Sir Wyville Thomson সাহেব বলেন যে, ঐ স্থানের যথাযথ জাতীয় বাহ্যি-প্রাণ। কখনও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। Thomson সাহেব আরও বলেন যে এই স্থানে যে সব জাহাজ জীব দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক একত্র জীবনযোগ্য। এই সব জীবের আর আপন আপন মৃত্যুর বর্ণ ঐ সমুদ্র সামুদ্রিক শৈবালের বর্ণের সাহিত সম্পূর্ণ বিশিষ্ট যায়। এরূপ না হইলে উডঙ্গীরন পক্ষের চয়ন হইতে আর আক্কর। তবে ইহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনন্তর হইত। তত্ত্ব ইহার খেয়ে এই উপায়ে মুক্তি লাভ করিয়া এই পক্ষের রূপ সংগ্রহের কবল হইতে নিকৃষ্ট পায় না।

এই স্থানের সমুদ্রের হিরতাণ, বাতাসীয় অভাব এবং বিদ্যুৎ সমুদ্র-শৈবালাধিকরণ সমুদ্র, ঐ সমুদ্র বহুক্ষে তাহারা খাপায় পক্ষে সাহায্য করে।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই সমুদ্রের ভলে এই সমুদ্র বহু ও শৈবালের পন্থার অংশ ক্রমশঃ সক্ষম হইয়া। ইহাকে শত শত বৎসর পরে
কবির কাহিনী

আমার ভুমি ছলেত নাকি, মোহনরুপে আছ কুট,-
কুলে পাতায়, হাসি-কাগায়, এমনি ধরা। চারিদিকে বাহি রুপন করিয়ি,-
পূর্বন ফসল বাণ আনা,-
চক্ষু বুজার সনে আমার বিভব সবি, যাবে চুকে।
তাঁতে আমার চুংখ কিসের, দেখে যদি পাই সে ধনে,
মরীচকর মোহ-কুঁজে ব্যপ্ত ভর-গুঝরেন,-
তেন যায় যায় না পাওয়া, ধরা যদি দেখ নিজে নিজে,
কুঁজ যায়। কুর্মরে, চারি নিশির হৃদপনে।
থাক না নেশ। চক্ষে লেগে, আধেক আমার আধ রুপনে,
মূর্তি-আলো, না-ই বা আমার ঢোয়া-তুট বুটি না।
রুপন ভরেই ছবি: তার, ফুটে যদি গানের স্বরে
কম আমার সুফল হবে,—চুংখ কোথাও রহিব না।
ষার-বীণা বাজায়ে আমার, তোর সে ভোলা যুচ্ছভাবে।
ঘুঁট আমার। বুক হয়ে শোনাও তারি শুধু ভরি।
থাকনা তবে হাস কাদা, চারি আলো শিশির মুখায়—
আমার যেন টুটে না গো গানের রাখা ব্যর্থ ধানি।

মীরহাট চন্দ্র সিংহ
ডাক্কার বৌটন।

ঐতিহাসিক কালপ্রস্তর লিখিত হয়েছেন “ইংরেজী ইতিহাসে কথিত আছে, শাম্ভার শাসন কালে সুবিখ্যাত ডাক্কার বৌটনের কল্যাণে ইংরেজ কোম্পানী বার্ষিক তিন হাজার টাকা মাত্র পেষ্ট দিয়া, বিনা মাঙ্গল বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি পান হয়।” (১) ইংরেজী ইতিহাসের এই উক্তির ভিত্তি চূড়ান্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক। আমরা প্রথমে সেই ঐতিহাসিক হয়েও উক্তির অনুবাদ পাঠকদের সমুদ্ধে উপস্থিত করিয়া পরে এই প্রসন্নী অনুসন্ধান কথার আলোচনার প্রয়োজন পাইব।

প্রথম বক্তা—‘History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan’ গ্রন্থে ‘সুরপ্রিয ঐতিহাসিক অর্থে (Orme)। অর্থে ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তাহার উল্লিখিত পুস্তকে নিয়োজিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।’

“বৌটন নামক একজন ইংরেজ সাহেবের অন্তর্গতই ইংরেজগণ এই দেশে বাণিজ্যের স্বাধীন ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৌটন ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সাহেন্দা সাধারণের এক কর্তৃক শিকিৎসার্থ সুরাট হইতে আগম্য প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং বাদশাহ অন্তর্ভুক্ত অনুগ্রহের সঙ্গে বৌটনকে তাহার রাজ্যের সুরক্ষা বিনা হয়ে বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন। বৌটন এই অদেশ পাইয়া হইয়া পণ্যার্থ ক্রয় করিবার উদ্দেশে বসন্দেশ প্রেরণ করেন এবং তাহার পণ্যার্থ ক্রয় করিয়া। উহা সম্পূর্ণ সুরাটে প্রেরণ করিয়া, এইরূপ নাম করেন। বৌটনের বসন্দেশের শাসনকর্তা এক প্রভাবশালী শ্রী অনুন্নত হইয়া পড়েন এবং নবাব বৌটনকে পীড়িতার আরোপ করেন মানসে ভাকার নিয়োজন করেন এবং বৌটনকে তাহাকে নিরাময় করেন।

এই ঘটনা না ঘটিয়া বাদশাহ দত্ত অনুমতি পান বৌটনের কোনই ফল লাভ হইত না। নবাব বৌটনকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান ও বাদশাহী সন্নায়ী তাহাকে বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং বসন্দেশ যে ইংরেজ আদিবেন, তাহাকেই বিনাক্ষতে বাণিজ্য করিতে দিবেন, এরূপ অভিলষিত হন। বৌটন সুরাটের শাসনকর্তাকে এই একক বিরুদ্ধ আগ্রহ করিয়া।

১। “অষ্টবিংশ শাবানের বাঙালার ইতিহাস”—১৬ পৃষ্ঠা।


ফৌরিয়া।

শাসনকর্তার পরামর্শাঙ্গনের ১৬৪০ সনে কোনো খালি ইচ্ছায় পণ্য-পূর্ণ চূড়ান্ত জাহাজ প্রেরণ করেন। বোটন এই জাহাজ ঘরের একাডেমিককে নবাবের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। নবাব সমান্তের সহিত ইহাদের অভ্যর্থনা করেন এবং বাণিজ্য কার্যে তাহাদের কোনরূপ আমুবিধা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সকল অন্যায় জন্যই, বর্গের ইংরেজ বাণিজ্য কেষ্টই প্রসার লাভ করিতে থাকে।” (২)

অষ্টম বর্ষ। ঐতিহাসিক ইয়ুল। ইয়ুলের ‘History of Bengal’এ বলিয়াছেনঃ

"১৫৪৬ হিজরী (১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ) সমাট জাহাজের এক কঁঠার ব্যাঙ্গলিতে আগুন লাগায় বাদসাহাজাদীর চন্দন অনেক হান পুড়িয়া যায়। উল্লবর সন্ধ্যার বাদসাহাজাদীর তালতার গ্যাবেলেল কোনকনে এই কার্যের জন্য মনোনীত করেন এবং তিনিও রথাসান্ন সত্ত্বা হয়ের ছাউনিতে উপনিষ্ট হইয়া বালিকাকে আরোপ করেন। সমাট এই হইয়া বোটনকে পুরেন পার্শব্দের অর্থান্ত আদেশ করিলে, তিনি ইংরাজীয় ত্যাগ বীবলের অলঙ্কার বৃহস্পতি দেখাইয়া ও নিজ খাত্রী বিচার বলিবানি দিয়া বাণিজ্য কার্যে পারেন, তাহাই প্রাধান্য করেন। তাহার প্রাধান্য সম্মুখ করা হয় এবং তাহাতে তিনিই মনোরূপে বিবিধতা দেখিয়া ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে তাহাই পৌঁছিতে পারেন পারেন তাহারও ব্যবসা করা হয়। ব্যবসা পৌঁছিতে তিনি পিপলি গমন করেন এবং ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তাহাই একখানি জাহাজ পৌঁছিলে, সমাটের ফার্মান অনুশাসনে তিনি বিনাঙ্কে করিয়া করিতে থাকেন।

পর বৎসরে বাঙ্গালার সামুদ্রিক ভর্তোনের শাসনকর্তার রাজমহলে পৌঁছিলে বোটন তথায় গমন করেন। তাহাকে সমানন্তের সহিত অভ্যর্থনা করা হয়। অর্থপূর্ব একজন তীর্থলোক সেই সময়ে 'পীড়িতা 'ছিলেন; বোটনের হস্তে তাহার চিকিৎসাভার নাম হইল। বোটন সহজেই এবং অত্যন্তকেল মনাই তাহাকে আরোপ করেন এবং তাহাতে যথেষ্ট ধ্বংস অর্জন করে।

(২) Sir Henry Yule বলে ঐতিহাসিক ইয়ুলের প্রথম বর্ষের কথা হাস্য করেন। ইয়ুলের 'ইতিহাস' ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে লিখিত। কিন্তু তৎপরে এই সময়ের আরো এই বক্তব্য করান। অর্থাত ইতিহাস ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে লিখিত হয়েছিল।
করেন। এই রূপে তিনি নিশ্চ এক সাধারণভাবে সম্মান উপলব্ধি করার রাজি থাকিতে সক্ষম হন। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বোক্ত জাহাঙ্গীর নিয়ন্ত্রিত হইতে পার্লিয়ন বঙ্গদেশে উপনিবেশ হয় । বোটনের প্রভূত এই সাহায্যের অংশ প্রতিবাদ সাহায্যকেও সম্ভব। সাধারণের সহিত গ্রহণ করেন, এবং ইংরেজ সাহায্যকে বালেবর এবং তুরস্কে কিছু পুলিশের অনুমোদন প্রদান করেন। ইহার কিছু কাল পরেই মিন্ন বোটন প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু তিনি যে সুখ্যাতি অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেই সুখ্যাতির বলই ইংরেজ নির্বাচন বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।”

অর্থে ও প্রতিকর্তা বর্ণনা কিছু কিছু বাণিজ্য থাকিলেও মূলতঃ উভয়েরই সাথে এক। ও এই দুই সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই অঞ্চল সাধারণের উপর প্রাণ বিন্দু। পরিবহন সহকারে এই বর্ণনা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কিন্তু বাণিজ্যিক ঘটনা কি, তৎসম্বন্ধে এ পর্যন্ত কেহই জ্ঞাত নয়। সপ্ত এশিয়া একটি অস্ত্রীয় বিষয়ক হইলে তাহার অবাধ উপনিষদে সম্ভব হইতে পারে নাই। সম্প্রতি ঐতিহাসিক কথার বিষয়ক অস্ত্রীয় বিষয়ক হইলে “ভারত আফিসের” (India office) পাণ্ডুলিপির মধ্যে একাধারে পর প্রাণ হইয়াছে। আমরা এখন এই পর হইতে দুর্ঘট যে অংশের জন্যে, নিশ্চয়ই অন্য অংশের অনুমতি উপস্থিত করিয়া।

পরে ইহার বিচারে প্রত্য হইব।

“১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাটোরিয়েল বোটন নামক সাধারণ ‘হোপওয়েল’ নামক কাজে সুস্নায়ে পৌঁছেছে। বোটন যখন সমাবেশ ছিল, তখন সমাবেশের 
কোন অসাই বলিয়া এই কমপিটিশনের প্রাচীন অনুষ্ঠানে একজন সাধারণ পাঠাইতে অাদেশ গ্রহণ করেন। সমাবেশের কর্মকাণ্ডে অন্য লাগায় তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল; তাহাকে নিরাময় করিবার জন্য বোটনকে দরবারে গ্রহণ করা হয়। সেখানে বোটনকে সমাবেশের সহিত অভ্যর্থনা করা হয় এবং দৈনিক ৭ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া হয়। বোটনকে দরবারের হীরাচারিত ধর্ম নিয়ন্ত্রক করিবার প্রাধান্য হয়, কিন্তু তিনি উহাতে সম্ভব না হইয়া সহ পরিবার গ্রহণ করেন এবং নামাজ বিভ্রম করিয়া অভ্যর্থনা সম্ভব হয়। রাজকুমার, মুসলিম তখন, রাজ- 
মহালে অবহিত করিয়াছিলেন; বোটন তথ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি যে সময়ে সমাবেশের দরবারে ধারকি সমাবেশ-কর্তার ধর্মিতা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গদেশের একজন সত্তাদাতা তাহাকে সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন; এই
সতাসদ বঙ্গদেশে এইতাগামন করিয়া বোটনকে রাজমহলে দেখিতে পান। সেই সময়ে স্যাজার এক প্রিয়তমা ডিলী (৩) অবস্থায় থাকায় বোটনের উপর তাহার চিকিৎসার ভার ভাগ হই এবং দৈনিক দৌটাকা করিয়া তাহার বেতন ধার্য্য করা হয়। বোটন অত্যন্ত সময় মধ্যেই ডিলীকে তুষ্ট করেন। এই ঘটনায় স্যাজার এবং প্রিয়তমা ডিলীর অভিলাষী কিনা জিজ্ঞাসা করেন এবং বোটনের সন্ধিকী বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বিনামূল্যে বাণিজ্যের অহ্বাল এবং দুইটি নিশান (৪) প্রদান করেন। বোটন পিপলি পৌঁছে এবং সুরাত অবিভূদ্ধে যাত্রী জাহাজের তাহ প্রেসিডেন্টের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। প্রেসিডেন্ট দুইবার পণ্য-পূর্ণ জাহাজ প্রেরণ করেন এবং বোটনও বিনামূল্যে ও বিনা বাণিজ্য কর বিক্রয় করিতে থাকেন। পরে বিজ্ঞানী নামক আর একজন সাহেব কোম্পানীর একটি রূপে তাহার উপনৈত হইলে বোটনের প্রাধান্য স্বরূপ তাহাকে বাণিজ্য এবং গুঁড়িতে কুঁটি নির্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করেন।

বালিন সর্বভূত্ত বলিয়া ইংল্যান্ডে এইসকল স্ত্রী কুঁটি ছিল। পরে ঐ কোম্পানী উঠিয়া গেলে বঙ্গদেশীয় কুঁটীর অধ্যক্ষ পল ওয়াল প্রেসিডেন্ট হইতে মুখলিপিতে যাইবার সময় স্যাজার নিশান হারাইয়া ফেলেন।

এই সময়ে “মরিস টম্সন কোম্পানী” নামে আর একটি কোম্পানী ছিল কিন্তু তাহাদের নিশান বা পরিবার ছিল না। মিন বোটনও এই সময়ে স্যাজারের পতিত হন এবং দৈনিক উল্লিখিত কোম্পানী বোটনের ভীত প্রাইস সাহায্য করিয়া পুনরায় নিশানাদি প্রাপ্ত হন।

** ***

এই হাতি দাঁড়ানি যে পত্র আমরা উক্ত করিলাম, সে পত্রখানি সম্ভবতঃ যাদু বিয়ার্ডের লিখিত। বিয়ার্ড ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশীয় কুঁটী-গুলির একটি ছিল। তাহার নতুন বোটন ‘হোপওয়েল’ জাহাজের ডাক্তার ছিলেন; কিন্তু এ সময়ে অন্য কোন প্রমাণী পাওয়া যায় না। এইখানেও দেখা যাইতেছে যে সম্ভাবের কত পীড়ার অভ্যাস বোটন দরবারে প্রেরিত হইয়াছিল।

প্রস্তুত ‘ইন্ডিয়া আফিসে’ (India office) এ সময়ে আর একখানা দলিল পাওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ ৩রা মাসাইয়ারী ১৬৪৫। ঐ সময়ে

(৩) “Concubine” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।
(৪) “Two neshanus.”
সুরাতে অত্যধিক সুষ্ণ ধরন হওয়ায় ততস্ত কৌশলের নিকট ইহার কারণ জ্ঞাতাসা করা হয়। তহতের কৌশল বলেন যে, “আশাদের বিশিষ্ট বড় ও সম্রাটের প্রধান ওয়ার আশান্ত বা অনেকদিন হইতে ভাবার নিজ ব্যাধি-চিকিৎসার্থ একজন চিকিৎসক পাঠাইতে আমাদিগকে অনযুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। আমরা “হোপওয়েল” জাহাজের ডাক্তার বেটনকে তাহার নিকট প্রেরণ করিয়া আশান্ত বা ইহাতে এত দূর প্রীত হইয়াছিলেন, যে বিং টার্নারের আগ্রাপরিভাষায় কালে তিনি নিজেই তাহাকে সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের বন্ধুবদ্ধ করিয়া দেন। সম্রাট প্রীত হইয়া। এক ফার্স্থার প্রদান করিয়াছিলেন।”

উল্লম্ব কু বিবরণে দেখা যাইতেছে যে রাজকুমার জাহানারার চিকিৎসার্থ বেটন আগ্রায় প্রেরিত হন নাই।

এতদ্ব্যতীত আর একখানি এয়ের পাখলির সাথে আর একটি বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। (৫) ইহাতে প্রেরকার বলিতেছে যে, “পারিবারে পোনের জন্য ইংরেজখানন বন্ধনে বিনাশকে বাণিজ্য করিতে সময় হইয়াছিল। নবাবের প্রতি বাণিজ্য করিতে সময় হইলে, নবাব তাহাকে পুনরুদ্ধ করিয়া, এইরূপ অতিলাগ প্রকাশ করেন। তখন তিনি নিজ বাণিজ্য জলিয়াল দিয়া ইংরাজেরা বথেড় তুটি হুমকি করিতে পারিবেন, এরূপ রাজ-আদেশ প্রাপ্ত করেন। নবাব তাহার আর্থন প্রাপ্তি করিয়া। ইংরেজদিগকে বিনাশকে বাণিজ্যের ও তুটি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন।

উল্লম্বিত দ্বীপ বিবরণেও যথেষ্ট পাচ্ছে আছে। দ্বিতীয় বিবরণে দেখিহতে পাওয়া যায় যে ইংরেজমানের বাণিজ্যের ব্যবধান প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমতে এ সমস্ত বিষয় কিছু উল্লেখ দেবিতে পাওয়া যায় না। স্থতরাং, এই দুই বিবরণ আলোচনা করিয়াও কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত উপলব্ধি হওয়া যায় না।

বেটন সম্বন্ধে আরও একখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে মোঃ হায়তে বন্ধনে লাফন্স (Lyoness) নামে একখানি জাহাজ প্রেরিত হয়। এই জাহাজ বাল্মে পৌছিলে জাহাজের অধ্যক্ষ যে দক্ষ ব্যক্তিকে হালিতে প্রেরণ করেন, তাহাদের সঙ্গে যে লিপি প্রেরিত হইয়া–

(৫) India Office Records.
ছিল। তাহাতে দৃষ্ট হয় যে অধ্যক্ষ গ্যাবিলেন বোটনের সাহায্যে একখানি ফার্স্তেন প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে আরেক করিয়াছিলেন। (৬) এবং তাহার পর ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে গ্যাবিলেন বোটনের চেষ্টায়ই মাত্র তিন সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ইংরেজ বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই চিঠি দুই সপ্তদশ প্রাচীনতম যায় যে, যে সময়ে ইংরেজ বোটনের সাহায্যে সন্দর্ভ পাইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে কথিত হইতেছে, সে সময়ে ইংরেজ কোন সন্দর্ভ পান নাই।

বোটনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আরও সন্দেহের কারণ এই যে, রাজকুমারী জাহানারা। ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থনুরুপ হন, এদিকে বোটন ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে আর্থিক প্রেরিত হন। স্থটানগুলি তিনি যে রাজকুমারীর চিকিৎসার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয় না। অবশ্যই, একখানি দেশীয় ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে, রাজকুমারীর চিকিৎসার্থ লাভের হইতে একজন প্রথিতনামা চিকিৎসক প্রেরিত হইয়াছিলেন।

বোটনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আরও অধিক ও বিপক্ষে মূলকার মতান্তর উক্ত করিলাম। আমাদের বোধহয় এ সম্বন্ধে আরও রহস্যময় না জানিতে পারিলে প্রকৃত নিদর্শনের পরিণীত হওয়া সম্ভব হইবে না। শুধু ইতিহাস আমাদের দলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না।

শ্রীনোদেশনাথ সমাধার।

(*) “You know how necessary it will be for the better carrying on the trade of these parts to have the Prince’s firman, and that Mr. Gabriel Boughton, Chirurgeon to the prince, promises concerning the same.” (Wilson: Early Annuals P 20)
বধু তুমির ভীষণ লুঠ
তন্ত্রবিশিষ্ট প্রণয়ত
স্বগীয় কালীকাল্য বচ্চালঙ্কার।

বঙ্কুন্তি বঙ্কিলাচীন কাল হইতে পারস্যরাগণের পরিত্র লীলা নিকেতন বলিয়া পরিত্র, এবং স্বামীরের আমাদের স্থান বলিয়া সর্বত্র সংশোধিত।
এই বঙ্কুন্তিতে স্বামী ধ্বনন্দন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া। সর্বশ্রষ্টার্থ বাচ্চাতীতি নিষেধের মত ধু করি যে মত স্বাগন্ধ পুর্ণক অট্টালিকাত তত স্বাদ এই প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তদীয় তত গ্রহের মত এই অধূর। বঙ্গদেশ পরিচালিত হইতেছে। বঙ্গদেশবাসী অর্থায়িতের অর্থ হইতে মৃদু পর পালনকিষ্ঠির কিয়া পর্যায়, উক্ত মহাশ্রুর নাতাহুনার নিকাহ হইয়া ধার।
উক্ত শারীর ভট্টাচার্য মহোদয়ের মত অনেক স্বাগন্ধ ধু করিয়া এক সময়ে নথিকৃত নামক মণিকপুর উপাদে গ্রহাবলী প্রণয়ন করিয়া প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন।
যেই অবস্থার ধী-শক্তি সমস্ত মহাশ্রুর নাম কাল্যানকাল বিচ্ছিন্নি।

ন্যায়বিশ্বের অন্তর্গত নেত্রকোণা। বহুকুমার অধীন শান্তার এখানে বিখ্যাত পূর্ণনন্দ বংশে উক্ত মহাশ্রু জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার।
নাম ৮ কার্তিকেশচন্দ্র পক্ষান, মাতার নাম কাল্যানী দেবী। ইনি শকাব্দিকা ১৭৩৩ শুক্ল (বঙ্গাব্দ ১২১৮) জন্মগ্রহণ করেন।

কালীকালের পিতা। কার্তিকেশচন্দ্র পক্ষান এবং পিতামহ শ্রীনারায়ণ কায়-বালী উভয়েই বিখ্যাত পদিত ছিলেন। কায়বালী শহশাণ মায়ের এখানে
সৌরভ। [১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা]

বন্ধুশ্রী বল্লভ করিয়া। এই গ্রামেই বাস করিতে আরম্ভ করেন।

তাহার সহিত তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর মাধব গ্রামে গমন করেন। ময়ূর-
বালী মহাশয় অত্যন্ত কাদর্য ছিলেন। কথিত আছে শেষ জীবনে
প্রতি মাসের ঘর আড়ালে সহকারে ইনি এক একটি কাটিল পুঞ্জ করিতেন।
মাধব গ্রামেই কাদর্যের পঞ্চনন্দ মহাশয়ের জন্ম হয়। “তিনি তথ্যবিশিষ্টের”
শেষাংশ কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তদীয় পিতার এবং বর্তমান পূর্ব
বাসস্থানের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—“কাশ্যাপ পুরুষার্থী রীতিরূপান্তর
বংশীয় রূপকার্তিক ইতিপূর্বে শাস্ত্রে পঞ্চনন্দ নাম যুগ পৌরুষপেক্ষ লাভ।”

কালীকান্ত কালীহাণ্ডী গ্রামেই কাশ্যাপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই গ্রামেই পরমহংস পূর্ণনন্দ গিরি জ্ঞাতর্থ করেন; বর্তমান সময়েও
পূর্ণনন্দ বংশীয় অনেকেই এখানে বাস করিতেনে।

বাল্যকালে কালীকান্তের পিতার নাম “কৃষ্ণচন্দ্র” ছিল, কিন্তু তিনি
দেবতে রূপবান পুরুষ ছিলেন বলিয়া সকলে তাহাকে “কার্তিক” বলিয়া
ভাসিত। তিনি একই নামাঙ্গ “কার্তিকেরচন্দ্র” নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।
কাদর্যের পঞ্চনন্দ মহাশয় দুইবার দায় পরিপূর্ণ করেন। প্রথম পরিমাণ
গর্ভ কুশাচন্দ্র নিপতন ও বিতর্ক। পরর গর্ভ কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার ও
কালীকান্ত অন্তরীতচর্চা এই দুই জনকে জ্ঞাতর্থ করেন। কাদর্যের পঞ্চনন্দ
মহাশয়ের মৃত্যুর পর কুশাচন্দ্র নিপতন মহাশয় অপর দুই জনকে হইতে পুরুষ
হইয়া বাস করেন। ইহাদের সাংসারিক অবস্থা তুলনা ছিল না।
কালীকান্তের জ্ঞাতর্থের পর পঞ্চনন্দ বর্তমান বিতর্কর্ষ হয়। বিতর্কর্ষের
পর তিনি পিতার নিকট বর্ণমালা শিক্ষা করেন এবং পরে হর্ত্র ভার্ত্তি
সৃষ্টি অধ্যয়ন করেন; কুশাচন্দ্রের নিকট ও মান্তী বিদ্যালঙ্কার
রূপ কল্যাণ বাচপতি মহাশয়ের নিকট অধ্যায় করিয়া ব্যাক্তিরের
পাঠ শেষ করতঃ নবদ্বীপে গমন করিয়া। জ্ঞাত ও সৃষ্টি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন
এবং বিদ্যালঙ্কার উপাধিতে নাম করেন।

কালীকান্ত অন্তরস্থ মহেরী ও চারিপ্রান্ত পুরুষ ছিলেন, তিনি এত ক্রুৎ
লিখিতে পারিতেন যে বর্তমান যুগের পাঠিত্যের মধ্যে এত্র ক্রুৎ লেখক
বিরল। ইহার নিখুঁত লিখিত বহুবিধ গুণ বর্তমান আছে।

ময়নামতীর অর্থত্ত শিবপুর গ্রামে বিদ্যালঙ্কার গানুলী বঙ্গে সাতরাকাংশ
কার্যালয় নামে একজন প্রসিদ্ধ সার্বোৎকৃষ্ট প্রত্যয় ছিল, কালীকান্ত এতাই শিবপুর
পৌষ, ১৩১৯। অর্গীয় কালীকাস্ত বিঙ্কলকর।

এরূপে তাহার নিকট গিয়া। নার্ত্র র্যুনঘরের মত খোল করিয়া পীয় মত স্যাপন করতঃ বিচার করিতেন। এইরূপ নানাস্থানের নার্ত্র পতিতগণের সঙ্গে আর্য্য তাহার বিচার হইত। র্যাহের তাহার শপথের সম্মুখে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি উপাধি এগুনের পর বাড়ীতে টেল স্যাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাহার ছারগণ অনেকেই বিচার পঞ্জিত বলিয়া প্রশিক্ষিত লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পাঠ শেষ করিয়া চলগ্রৈ যুগ্ম স্যাপনের পর বাড়ীতে গায়ুস্ত বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। পাঠাব্যাস্য বিবাহ করিবার জন্য অনেকেই তাহার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিঙ্কলকর মহাশয় কিছুতেই সম্মত হন নাই। সেই সময়ে এরূপ অধিকাংশ অধ্যাপকই অধ্যাপনা আরম্ভ করার পূর্বে উদ্যম-শুধুমাত্র অ্যাবপ্রকাক হইতেন না। বিঙ্কলকর মহাশয় যখনই কোন পতিতের উচ্চ প্রশংসা প্রদত্ত পাইতেন, তখনই তাহার নিকট উপহার হইত যুগ্মনের স্বতি সম্বন্ধে তাহার বিচার মত ব্যক্ত করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিক্ষুপুর, নবগীপুর, শৈলীগীন্ত্র এরূপ অন্ধকার অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, এবং সেই সময়ে বিঙ্কলকর মহাশয়ের সহিত বিচার করিয়া অজ্ঞানারূপ হইত।

এইরূপে বিঙ্কলকর মহাশয়ের ধাতির ক্রমে দেশমায় বিদ্রুপ হইয়া পড়ি। এই সময়ে তিনি কোচবিহার রাজস্থানী যাইয়া প্রথম প্রথাম পতিতগণের সহিত এক ব্যবহার্য বিচারে আপনাকার করেন। ৮ শিবগ্রাম বন্দী মহাশয় তৎকালে কোচবিহার রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি অন্য বিদেশসাহী ছিলেন। বিঙ্কলকর মহাশয়ের এই অপরাধে পরিত্যাগ দেখিয়া রাজমহল মহাশয় বিদ্রুপ ব্যবহার অনুমোদন করিলেন। এবং তাহার তত্ত্ব কিছুকাল অবস্থান করিতে অনুমোদন করিলেন।

কোচবিহার রাজস্থানী যাইয়া বিঙ্কলকর মহাশয় তাহার প্রথিত এক শেষ শ্রুতি শ্রোতিতের সাহায্যে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি র্যুনঘরের মত শ্রুত করিয়া যে সকল তক্তগুলি প্রলোত্তর ছিলেন তাহা। তিনি রাজমহল মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং মসলে অর্থভাবেই যে তাহার উদ্দেশ্য কর্তৃক পরিণত হইতেছে না তাহা বুঝিতে হইল। বিদেশসাহী মহর্ষি শিবগ্রাম বন্দী বিঙ্কলকরের গুণে পূর্বকেই বিদ্রুপ হইয়াছিলেন, এই যুগে তাহার প্রধান

* রাজস্থান বোলার অন্তরাল নাওঙাড়া নিবাসী অধিদার রাজকুমার নান্দের অধ্যাপক বন্দী গোয়া বাড়ীর ইহারই পদচ্চে। লেখক।
পণ্ডিত সমাজের আলোচনায় জন্য সাদে এই প্রশ্ন করিলেন এবং রাজ ব্রতিতাগী পণ্ডিতগণ দ্বারা পরীক্ষা। করাইয়া বিদ্যালয়ের মহাশয়কে সহ ঐ সকল এই দেশ বিদেশে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের নিকট এবং নানাস্থানের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। এই সুযোগে পুনরায় বিদ্যালয়ের মহাশয় বিক্রমপুর, নববীপ, কাশীবাগ, প্রভৃতি স্থানে পর্যটন করিয়া বীর মত প্রচার করেন ও নানাস্থানের পণ্ডিত মণ্ডলী সহিত শাত্রীর অর্থহীন ও নানাগ্রহণ দর্শন করিয়া একপাশে সংগ্রহ করিয়া “তত্ত্ববিশিষ্টে” লিখিত বুথগুলি সংগ্রহ করেন।

অতঃপর রাজ মণ্ডলী মহাশয়ের বায়ে তত্ত্ববিশিষ্ট প্রকাশ মুক্তিতে সাহায্য হইতে অর্জন হয়।

তত্ত্ববিশিষ্ট গ্রন্থালীর কেবল মাত্র “আধিকারিক তত্ত্ববিশিষ্ট” মুক্তি হইয়াছিল। ইহার পর রাজমণ্ডলী মহাশয় পরলোক গমন করিলে মুক্ত কাব্য বন্ধ হইল। যাহা। রাজমণ্ডলী মহাশয়ের মৃত্যুর পর রাজমণ্ডলী মহাশয়ের প্রথম প্রণয়ন বিরত ছিলেন না। রাজমণ্ডলীর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে লিখিত “ধ্যানবীর্যী শান্তি” এর প্রথমে এই প্রকার লিখিয়াছেন—

“প্রাণদেব নম্ভরত্য যজ্ঞী শান্তি সিদ্ধী মে।
চন্দ্রায় প্রভু রূপাঙ্গ বিশেষ শ্রাদ্ধকৃত্ত্বে॥
আধিকারিককোনো তথ্যি মূল্য ক্রিয়াচার
তত্ত্ববিশিষ্ট রূপাঙ্গ তন্তুশান্তি ন শায়াতি॥
রাজ মণ্ডলী বিয়োগের কাব্যাঙ্ক পরায়নঃ॥
শ্রীস্বর্গলোককঃ রত্ন বক্ষাঙ্গে সমাধিচিতঃ॥
পৃথিবীমাতা রামরাজাং ত্রিস্ব রাজু দ্বারা বিতঃ॥
কালিন্দকুর দগ্ধত্র রাজঃ পুত্রা সমর্পনঃ॥
রাম নারাযণদ্বাগাতস্তম্ভম সম্প্রস্তঃ॥
মূল্যসৌধের লঘু পোকে রূপান্তরন্তঃ গতঃ॥
যতৈব শরণঃ প্রাপ্য কাব্যাং তিথো বিতঃ।
তত্ত্ববিশিষ্টবিজ্ঞান মায়ের বিস্মিতগমে॥”

বাণিজ্যিক বক্তব্য মহাশয়ের অর্থের অভাবে কার্যকরী হইয়াছিল; কাব্যকাত্ত সর্বাঙ্গে রাজ্যের শুট্টান করিতেন। তিনি রাজ্যের অধিকার দুর্বলেই রাজ্যভীত জনকরে রাজ মণ্ডলী মহাশয়ের না উল্লেখ করিয়াছেন।
রাজমহীতে যে তাহাকে নানান্ত্রের প্রতি সত্য ও রাজমহীতে প্রেরণ করিয়া
ছিলেন তাহো তিনি তাহার ঋষিবাণীতে একাশ 
করিয়া গিয়াছেন। “ঈশ্বরঘটনাবিশেষ” এখনে 
বিষ্ণুলক্ষের মহাশয় লিখিয়াছেন—
“প্রাচীনতাভিত্তিক কৃষ্ণ ঐশ্বর্যকাল্যাণ হেতবে 
ত্বমিতিক মুখারে ক্ষেষঃ কিছু যা হইল সহ। 
বিচার্যার নবাদে শ্রীশ চন্দ্র উপাধিকে 
কালীকাষ্ঠ ভিক্ষু বিষ্ণুর প্রেরিতো রাজ মহিন।”
বিষ্ণুলক্ষের মহাশয় কোন বিশেষ তথ্য সম্পন্ন 
করিতে যাইয়া তাহাতে একাশ হইতেন যে 
তখন তাহার বাঘক দৃষ্টি এককারেই ধারিত না।
বিষ্ণুলক্ষের মহাশয়ের মথনে সর্বস্বাধীন বিশ্বাস 
ছিল। তিনি প্রত্যহ জলে অবগাহন করিয়া 
“অধ্যাত্ম রূপে” ইত্যাদি মনের অন্তর্বাণী 
করিয়াছেন। গোশূক্রের আলোচনা প্রত্যহ 
করিতেন, বিশ্বাসিতে পাল বসন্ত তাহার মন্ত্র- 
মোদিত ছিল; তাহ কথা জয় শুনন্দীর বিবাহ 
কালে তিনি গো বসন্ত করিতে রূপ সঞ্জ্ঞা 
হইয়াছিল; বিবাহ সত্যত্ত উপস্থিত বহু পতাকার 
অনুসন্ধান পরিষেবে এই সমস্ত পরিত্যাগ করেন। 
তিনি উপনিষদার্থে মানবকে প্রাতঃপূজনের 
ব্যবস্থা দিতেন। তাহার স্বতিত্বের নিত্য 
এইরূপ মনেক মত ছিল।

বিষ্ণুলক্ষের মহাশয় কোন হাজানই বিচারে 
পরায় হন নাই; এই তাহাকে দিগের লিখিত বলিয়াও অন্যতম হয়ন।, 
বিষ্ণুলক্ষের মহাশয়ের অন্ততঃ ছাত্র বাঘরী ধৌম নিবাসী 
৮ কালী 
প্রসাদ দিগের শ্রীশ মহাশয় বিষ্ণুলক্ষের মহাশয়ের নানান্ত্রে বিচারে 
অনুশাসারণ শক্তি দেখিয়া তাহাকে “সর্বজ্ঞ মহাদেব” বলিয়া 
একাশ 
করিতেন। বাণিজ্যকে যে এখন তিনি কোন দিন অধ্যায় 
করেন নাই বিচারে 
পূর্বপুক্তের সেই গ্রন্থের একাংশেরও তিনি অতি সংক্রান্ত সমাধান 
করিতেন।
নৌকর্ণ। [ ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

তিনি "প্রায়শ্চিত তস্বাবশিষ্টের" প্রথমে লিখিয়াছেন—

"নস্ত্রিথিকরণ পরস্পর আনন্দ বিশ্বাস করণ। প্রত্যক্ষরূপে মানুষের কালীকাঠামো হিসাবে দিন।"

এদের শেষে লিখিত ছাড়াও—"ইতি আত্মপূর্ণ পরমহং পূর্ববর্তী কার্তিকের প্রদাননামক আত্মালঘর কৃত প্রায়শ্চিত তস্বাবশিষ্ট সমাপ্ত। শুক্ল ১৭৫০। সন ২৬৫৫ মাঘমাসের পঞ্চদশ দিবস।"

বিশ্বাসঘর ভবানী উদ্ধার তস্বাবশিষ্ট" নামক গ্রহণ সংস্কারায় বচনের মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইলঃ—

"সংস্কারায় সংস্করণ অর্থাৎ তার্কিক পাত্র নামে নামিতে যাহা সম্পিত করণান্তরে সমিতি করণ সমিতি করণ এক শরীর-বর্ধন করণ বিবাহ ইত্যাদি যাবৎ তথ্য সম্পিত করণান্তরে বিবাহান্তরে বিবাহান্তরে।"

এরূপ নূতন নূতন ব্যাখ্যা অনেক স্থলেই লাগ্যু। এদিক দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে তবে সে সকল উল্লেখ হইল না।

মহম্মদিসিংহের ইতিহাস ব্যভ্যাস ও কর্তিকে এতে গন্তব্য। এদের একুশ্চি কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়

"মহম্মদিসিংহের বিরুদ্ধ" নামক গ্রহণে লিখিয়াছিলেনঃ—

"বিগত শতাব্দীতে বাংলার সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে
কালিবিভাগাকারের নাম সুবিশেষ উল্লেখ যে মহাশয, তিনি একজন অধ্যাপিত পণ্ডিত ছিলেন। ইহার
প্রণীত "অমৃতবিশিষ্ট তস্বাবশিষ্ট" এক্ষণে উচ্চ-
শ্রেষ্ঠত্ব উপর এই। এই গ্রহণে তিনি আত্ম বয়ো-
নস্ত্রন মত ভাষ্কর্য পূর্ণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে
চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

এই গ্রহণের পর মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালকার মহাশয়ের
সত্ত্ব মহাশয় মহাশয় সান্নাত করিলে তত্ত্বাবধান। সত্ত্ব তাহাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি কালীবিন্দালকীর সমস্ত অতি সমাজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার ভাষায় পণ্ডিত আমাদের দেশে খুবই বিরল ছিল।

ইহার জন্মভূমি ময়মনসিংহ, ইহা আমাদের পক্ষে মহা গৌরবের বিষয়। ইনি রঘুনন্দনের মত কথিত কাগজ পত্রে খূন করিয়া কাজ ছিলেন না, এই মত এচারের যত অঞ্চল চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় তাহার ভাষা সহায়ত জটিল ছিল। কোচবিহারের রাজকীয় তাহার পাঠাতে মুখ হইয়া তাহার গ্রন্থের মুদ্রণ ও তাহার মতের প্রচার করিয়া সঙ্গে হইত। 

এইরূপে তাহার দু'এক খণ্ড এই মুদ্রিতও হইয়াছিল। আমাদের বিখ্যাত কালীবিন্দালক্ষর আর দশ বৎসর জীবিত থাকিলে সমাজে একটা ঘোষ পরিবর্তন হইত।

বিলাদ্ধার মহাশয় যখ ময়মনসিংহের, নাহ বন্দর একটি উজ্জল রত্ন ছিলেন। কাঠিন্য় পরমহস্ত পুরুষের গিরির জন্ম হষ্ঠের পর পুরুষের বংশের ইনি একমাত্র মুখোজ্ঞান কারী সমাজ। ইনি পুরুষের বংশ অধিকতর সমস্ত করিয়া গিয়াছেন।

ধন সম্পত্তির পতি ইহার আদৌ স্পৃহা ছিল না। অনেকে ইচ্ছা করিয়া ইহার শিখন ও হষ্ঠ করিয়াছিলেন। নানা আমাদের বহু অবিদার এবং রাজত্বর্ষ ইহাকে বহু বংশোদ্ভুত দান করিয়াছিলেন।

কালী বিন্দালকীর মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন; তদীয় কীৰ্তি অন্ধাপি বর্তমান আছে। "কালীবিন্দালকীর তত্ত্বাবধান" ইহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

খুল্লনায় ১৭৮৬ (বঙ্গাব্দ ১৬৭১) সনের মাত্র মাসে বিন্দালকার মহাশয়
পরলোক গমন করেন। তিনি কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই। নিয়ে তাহার বংশাবলী প্রদত্ত হইল।

রাজাগত অন্তঃচর্চায়ের বংশধর পরমহংস পূর্ণনন্দ গিরি—তথ্যং—

<table>
<thead>
<tr>
<th>একনারায়ণ ভায়স্কীয়</th>
<th>কাজিকেরচন্দ্র পদামন</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>কৃষ্ণনন্দ নিষ্ঠাত</td>
<td>কালিকাকের বিখ্যাতলালামহর</td>
</tr>
<tr>
<td>রাজকিশোর ভট্টাচার্য্য</td>
<td>তৎক্ষণা</td>
</tr>
<tr>
<td>স্বামীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য</td>
<td>মারুমারি দেবী</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| প্রথমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | দ্বিতীয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য | তৃতীয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য | চতুর্থচন্দ্র ভট্টাচার্য্য |

স্বামীগণচন্দ্র বিশ্বাসুর।

* বিভূতিকার বহুকার বংশপূজূত বয়স্কপিকার্যের অন্তর্গত অন্তঃপুরায় কৃষ্ণনন্দ পরমং ভট্টাচার্য্য হয়। এই অন্তঃপুরে স্বামীগণ পূর্ণনন্দ গিরি—তথ্যং—

ইন্দ্রিয়ার সহিত যে কিছুতেই স্বামীগণ হইতে পারিতেন না। তিনি বিভূতিকার বহুকার বংশপূজূত বয়স্কপিকার্যের অন্তঃপুরে অন্তর্গত অন্তঃপুরায় কৃষ্ণনন্দ পরমং ভট্টাচার্য্য হয়। এই অন্তঃপুরে স্বামীগণ পূর্ণনন্দ গিরি—তথ্যং—।
নক্ষত্রের গঠনপাদান।

একজন বৈজ্জাতিক বলিয়াছিলেন;—"আমরা যে খুলি পদদলিত করিয়া সবর্ধ চলাকার করিতেছি, তাহা কোন কোন পদার্থের বোধে উৎপন্ন তাহা স্বর্ণ করিতে বঞ্চিত আয়োজনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোন কোন মাইল দূরের ছোট বড় নক্ষত্রের গঠনপাদান নির্ণয়ের জন্য একটিও কষ্ট থাকায় করিতে হয় না।"

কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। কুল শুলককুলির গঠনপাদান নির্ণয় করিবার জন্য আদর্শিক বীজপাত যে, কত কারণ নল, কত ছোট বড় যন্ত্র, কত রাসায়নিক ক্রেতার ব্যবহার করিতে হয়, তাহার বিজ্ঞান পাথকের অবিলম্ব নাই। আয়োজনের একটি ক্রিয়া এবং সংগ্রহের একটি আভাব হইলে, আর গঠনপাদান নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু কোন কোন মাইল দূরের যে মহাযুগগুলিতে আমরা নক্ষত্রের আকারে আকাশে দেখিতে পাই, একটি অতি কুল যন্ত্রের সাহায্যে তাহার আলোক বিশেষ করিয়া, গঠনপাদান নির্ণয় করা যায়। কেবল ইহাই নহে, একুশ সকাল নক্ষত্রে যে বাণ অনিয়মে, সে গুলি স্বর্ণ আছে, কি ছাঁয়াল হইয়া। ছোটাছোট করিয়েছে, তাহাও ঐ কুল বস্ত্র ধারা নির্ণয় করা যায়।

নক্ষত্রের গঠনপাদান নির্ণয়ের যে প্রক্ষয়। আজ বোয়ারন্তিক কেন্দ্রে এই উল্লেখ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে পিয়ে যায়, বোয়া পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে (১৮৫৯ সালে) এই বৈজ্জাতিক বৌখল (Kirchhoff) এবং বুন্সেন (Bunsen) প্রথমে ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। বাস্তিক যন্ত্র যখন যখন যন্ত্র তাহার ব্যবহার হইলে, এই বুঝি আমার আমার নীলালো নানাজন। নানাজন, তখন একক দেবী তাহার চিরকালের অবস্থান নোচন করিয়া এমন একটি মূর্তি দেখানো যে, তাহা দেখিয়া মানুষ অবাক হইয়া যায়। তখন মানুষ বেশ বুঝিতে পারে, তাহার আমার পরিণতি কষ্ট কুল।

১৮৫৯ সালে বোয়ারন্তিক এই নীলালোর অর্ধের অন্ত অন্ত পণ্য করিতে পারিতেন। কয়েকটি যন্ত্রকেশর যথার্থ পণ্য ইহার। অবিশ্বাস্ত করিয়াছিলেন এবং কেন সমরে কৌশল যন্ত্রকেশর উপর হইলে তাহার বলিতে পারিতেন। যে নীলালোর অর্ধের ইহার কৌশল পণ্য উপর হইলে তৃতীয় পণ্য, সেই নীলালোর অর্ধের ইহার। এই নক্ষত্রের সকল সময়ে, পরিবর্তন
করিতেছে প্রাচীন জ্যোতির্বিষয় তাহা জানিতেন না। আমাদের ভূমধ্য-কর্ণেই সে একই ব্রাহ্মণ ব্যাপী মহাকর্ষণের অঙ্গীভূত তাহা। এই সময়ে জ্যোতির্বিষয় বুঝিয়াছিলেন। যুগ্ম তারকার (Binary stars) গতিবিদ্যা এবং সূর্যের পরিবর্তনে মহাকর্ষণের নিয়ম ধরা পড়িয়াছিল। লাগ্রাজের নীহারিকা বাদে এই সময়ে অনেকে আশাবান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক অতুলন অল্প বা কারণসহ হইতেই যে আমাদের এই সৌরজগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেন। কিন্তু কোন কোন উপাদানে আমাদের অতি নিকট প্রতিবর্তী চন্দ্র, মঙ্গল বা গুরু প্রভৃতি এই উপরের সময় গঠিত, তাহ। কোন জ্যোতির্বিদেই বলিতে পারিতেন না। এত্যাহুতী এই নক্ষত্রগণের প্রাকৃতিক অবস্থা কি প্রকার এবং ভাবতে জীব বাস করিতে পারে কিনা এ সমুদ্রেও তাহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। লব্ধ পেশক্ষের ভাবে যে সকল জ্যোতির্বিদে আমরা এখন নীহারিকা (Nebulae) বলি, সেই সময়কার জ্যোতির্বিদ তাহা বার বার পর্যাবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সেগুলোকে অতি দুরব্য নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়াই তাহাদের ধরণ ছিল।

দূরবীণে বন্ধ ও ফোটোগ্রাফ জ্যোতির্বিদের যথেষ্ট উত্তম করিয়াছে। আমরা নয় কালে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তা ছাড়া যে, কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশে রহিয়াছে, তাহা। ঐ হুই যন্ত্রের সাহায্যেই আমরা জানিয়াছি। আঞ্জকাল নক্ষত্রের যে সকল মানচিত্র অতি অন মুক্তে আমরা পাইতেছি, ফোটোগ্রাফিক সেগুলিকে নিয়ূত করিয়া আক্ষিতেছে। কত নক্ষত্রের বিষয়ে যে, ফোটোগ্রাফের সাহায্যে আবিষ্কৃত হইযাছে তাহার ইতিহাস হয় না। পূর্বে মাইরা (Mira) আলগুল (Algol) এক্ষুত কককটি মাত্র নক্ষত্রকে আমরা পরিবর্তনশীল (Variable) বলি। জানিয়াছি, এক ফোটোগ্রাফির প্রায় পরিবর্তনীয় নক্ষত্রের তালিকা স্থূল হইয়া পড়িয়াছে। চলমানের যে সকল ফোটোগ্রাফে এখন প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে ছোট খাটো পাহাড় ও গুহার পরিচয় পর্যন্ত ব্যতীত প্রক্ষাল পাইয়াছে।

পূর্বোক্ত কথাগুলি খুব সত্য, কিন্তু অল্পক বিষয় করিয়া জ্যোতির্বিদের গঠনোপাদান নির্মাণ করিতে পারা আবিষ্কার হওয়ার পর দেহরের যে সকল রহস্য আবিষ্কৃত হইযাছে, তাহা বড়ই অস্ত্র। রস্মিকৃত বাবর আমাদের অনেকের ভাবে যে সকল মহারত্ন লাভ করিয়াছে, তাহা সত্যই অমূলোচনীয়।
ঘাড়া হইক রমিবিশেষ্য ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে আলোক তরের কতক-গুলি গোড়ার কথা মনে রাখা আবশ্যক হইবে।

চুইশতাধিক বৎসর পূর্বে অগণিত মহাপণ্তি নিউটন্ দেখাইয়াছিলেন, হস্তের শালালোক বা অপর কোন উচ্চল পদার্থের সাদা আলোক তে-শিরা কাছের ভিতর দিয়া চালাইলে তাহ যখন সেই কাচতলের বাহিরে আসে, তখন, আর শালালোক থাকে না। রামধনুতে যে সূর্যের প্রকাশ দেখা যায়, সেই লোহিত, পীত ও হরিং ইত্যাদি নানাবর্ণ সেই এক শালালোক হইতেই উৎপন্ন হয়। দেওয়ানগরি বা ঝাড়-লঞ্জনে যে তে-শিরা কান রুলানো থাকে, তাহারই কেহ পরীক্ষা করিলেও সাধারণ শালালোককে ঐ প্রকার বহ বর্ণ্য বিশিষ্ট হইতে প্রত্যক্ষ দেখিবেন। এই পরীক্ষা হইতে নিউটন্ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, হস্ত বা অপর কোন পদার্থের সাদা আলোক প্রক্তই সাদা নয়, তাহা রক্তপীত ও সুবর্ণীন্দ্র প্রত্যক্ষ বহ বর্ণ্যমৃত্তি বহ বর্ণমৃত্তি সমিলনে উৎপন্ন। এই সিদ্ধান্তটি অঞ্চল পণ্ডিত সাহায্যে গ্রহ হইয়া আসিতেছে।

সক্রিয় ফাঁকের তিতর দিয়া আলোক আপারিয়া সেই তে-শিরা কাছের তিতর দিয়া উহা চালাইতে থাকিলে, যে বর্ণ্যমৃত্তি পাওয়া যায়, সেগুলিকে অতি সংপাদ দেখা যায়। পদার্থের উপরে বা সেইদের গায়ে এই প্রকারে যে নানাবর্ণের আলোক রমিবিশেষ পড়ে, তাহাকে বৈজ্ঞানিকগণ Spectrum বলেন, আমরা তাহাকে বর্ণ্যমৃত্তি নামে অধিক্ত করিব। সেক্ষণ ফাঁকের তিতর দিয়া আগত আলোকের বর্ণ্যমৃত্তি রক্ত, পীত, সুবর্ণ, নীল প্রত্যক্ষ রশিমৃত্তি এক একটা স্থান নিশ্চিত থাকে। বিশ্বাসের আলোক বা গায়ের আলোক ঐ প্রকার বিশেষ করিলে, বর্ণ্যমৃত্তি সকল বর্ণ পর পর প্রকাশিত দেখা যায়, বর্ণ্যমৃত্তি কোন বিচ্ছেদ অর্থাৎ ফাঁকা স্থান থাকে না। হস্তের বর্ণ্যমৃত্তি দেখা যায়, বিন্দু বধির পরীক্ষায় মাঝে মাঝে কতকগুলি বর্ণের অভ্য হস্তপ্রস্থ দেখা গিয়া থাকে। বর্ণ্যমৃত্তি এই বর্ণ রশিমৃত্তি স্থানগুলিকে রুক্ষ রেখার নাম দেখা যায়। গত শতাব্দীর প্রথমে ওলাস্টন (Wollaston) এবং ফ্রান্যুহোফার (Franccuhoofar) নামক দুইজান বৈজ্ঞানিক বৌদ্ধবিবর্ণ্যমৃত্তি ঐ রুক্ষরেখার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আবিষ্কারকের নাম অনেকানে সহীন আজও ফ্রান্যুহোফারের রেখা (Franccuhope's Line) নামে পরিচিত হইতেছে। যেহাঁতুক বর্ষের বর্ণ্যমৃত্তি কতকগুলি বর্ণের অভ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল
বটে, কিন্তু কি কারণে সাধারণ অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র হইতে ঐ বর্ণগুলির লোপ পায়, তাহা সেই সময়ে কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যানের জন্য বৈজ্ঞানিকদিগকে অর্থ শতাধিকার এতীহাসিক করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

হাইড্রোজেন্ বাপ্প পুড়িয়া যে কীণালোক উৎপন্নকরে তে-শিরা কাঁচের সাহায্যে তাহার বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিলে দেখা যায়, হুথালোকের বর্ণচ্ছত্র যেমন অবিচ্ছিন্নে সকল গুলিরক্ষক পরে পরে এককাষ্ঠ পায়, ইহাতে তাহার থাকে না। স্থানে স্থানে একটি রকের মুক্ত রেখা লইয়াই ইহার বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন হয়।

কিন্তু সেই হাইড্রোজেন্ বাপ্প বঞ্চিত চাপ প্রভাব করিয়া পোড়াইয়া থাকিলে, ঐ মুক্ত রেখায় বর্ণচ্ছত্রই ক্রমে পাশাপাশি বাড়িয়া সৌরবর্ণচ্ছত্রের অভাব অবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সৌরবর্ণচ্ছত্রের মাঝে মাঝে কেন বর্ণহীন রস্তারেখার উৎপত্তি হয়, এই পরীক্ষা হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া সিদ্ধ ছিল।

সোডিয়াম নামক ধাতু বা সেই ধাতুলীলে কোন পদার্থ পোড়াইলে যে আলোক হয়, তাহার বর্ণচ্ছত্র রক্ষা, নীল স্বরুর্জ্জ প্রভৃতি কোন রকের এককাষ্ঠ থাকে না, কেবল বর্ণচ্ছত্রের পীত রঙের স্থানে দুইটি উজ্জ্বল, পীত রেখা দেখা দেহ।

বৈজ্ঞানিকগণ এই বর্ণচ্ছত্রের সহিত সূর্যের বর্ণচ্ছত্র তুলনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সৌরবর্ণচ্ছত্রের যে অংশে দুইটি রঙ চিহ্ন আছে সোডিয়ামের বর্ণচ্ছত্রের ঠিক সেই অংশেই ঐ দুইটি উজ্জ্বল পীত রেখা রহিয়াছে। কাজেই সৌরবর্ণচ্ছত্রের রস্তারেখার সহিত সোডিয়ামের উজ্জ্বল রেখার কোন দৃষ্ট সম্ভাব্য থাকার কথা অনেকেরই মনে আসিয়াছিল।

গত ১৮৫৯ সালে কারুকফ্র ও বুনলেন সাধারণ বিভূতের আলোকের বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য ইহাতে রক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বেগুণিয়া। পর্যন্ত রামধনুর সকল বর্ণই স্বীকৃত্ত হইয়া এককাষ্ঠ পাইয়াছিল।

আবিষ্কারকের কৌতুহলকান্দ হইয়া ঐ আলোকের পথে সোডিয়ামের অন্তর্গত বাপ্প রাখিয়া বর্ণচ্ছত্রের কোন পরিবর্তন হয় কি না, দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা গিয়াছিল, সোডিয়ামের বর্ণচ্ছত্রে দুইটি স্বল পীত রেখা এককাষ্ঠ পায়, বিহূতবলের মাঝে সোডিয়াম বাপ্প রাখায় উহার সেই অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রে ঐ পীত রেখায় এককাষ্ঠ পায় নাই। অর্থাৎ বিহূতবলের অপর বর্ণচ্ছত্র কেবল সোডিয়াম বাপ্পার থাকিয়া হইয়া পড়িয়াছিল। এই পরীক্ষার ফলে সৌরবর্ণচ্ছত্রে কেন কতকগুলি বর্ণচ্ছত্রের
স্থান থাকে বৈজ্ঞানিকের জাহাজ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, কোন বাণ্ড পুড়িয়া যে বর্ণরেখা উৎপন্ন করে, সাধারণ অন্যথায় অস্বাভাবিক তাহাই অপর অভিব্যক্তি বর্ণচ্ছেদের সেই সকল বর্ণরেখাগুলিকে হরণ করিতে পারে।

একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টা বুঝানো যাইবে। ম্যাগ্নিসিয়মু ধাতুর বাণ্ড পোড়াইয়া থাকিলে তাহার আলোক হইতে যে বর্ণচ্ছেদ পাওয়া যায়, তাহাতে রক্ত পীতাদি কোন বর্ণই দেখা যায় না। নীল ও সুরুচির কয়েকটি উজ্জ্বল রেখা লইয়াই ইহার বর্ণচ্ছেদ প্রকাশ পায়। সাধারণ বিষ্ঠাতলাওকের বিশেষে যে বর্ণচ্ছেদ পাওয়া যায়, তাহাতে একটি বর্ণও অভাব থাকে না, রক্ষণী, সুরুচি প্রভৃতি সকল বর্ণ ই ইহাতে পর পর সমস্ত থাকে।

এখন বিষ্ঠাতলাওকের পথে যদি ঐ ম্যাগ্নি-সিয়ামু বাণ্ড রাখা যায়, তবে দর্শক আর বিষ্ঠাতলাওকের বর্ণচ্ছেদে অধুনা দেখিতে পাইবেন না। ম্যাগ্নি-সিয়ামু নিঃকট পুড়িবার সময় নীল ও সুরুচি যে আলোক রেখা। উৎপন্ন করিতে পারিত, বিষ্ঠার অধুন বর্ণচ্ছেদ হইতে সেই কয়েকটি বর্ণ হরণ করিয়া লইবে। কাজেই মাঝে ম্যাগ্নি-সিয়ামু বাণ্ড রাখায় বিষ্ঠাতলাওকের বর্ণচ্ছেদ সেই বর্ণচ্ছেদের জায় কয়েকটি রুক্ষরেখাযুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইবে।

কঠিন ও তরল পদার্থ উজ্জ্বল হইলে যে আলোক প্রদান করে, তাহা হইতে অধুন বর্ণচ্ছেদ পাওয়া যায়। এবং বাণ্ড প্রাপ্ত পর বাণ্ড আলাইতে থাকিলে অধুন বর্ণচ্ছেদ দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ বাণ্ড প্রবৃত্তি হইয়া কখনই অধুন বর্ণচ্ছেদের প্রকাশ করে না। বাণ্ডমাটের বর্ণচ্ছেদ স্থল রেখা যায় হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং যখন কোনও কঠিন পদার্থ বা চাপাগুলি বায়ুবিশ্র বুঝিতে বর্ণচ্ছেদ দেখাইতে থাকে, তখন পুরুষ নিঃকট অনুমানে অনামাসেই বলা যাইতে পারে যে, ঐ কঠিন বা চাপাগুলি বায়ুবিশ্র পদার্থ নিঃকটই কোন বাণ্ডের আবরণে আচরণ করা এবং এই শীতল বাণ্ডমাটের কতকগুলি বর্ণরেখার হরণ করিয়া বর্ণচ্ছেদে বহিত করিতেছে। আমরা পুরুষই বলিয়াছি, হাইড্রোজেন, হাইট্রোজেন, আটটা এবং অন্য কোন ধাতু প্রকৃতি মূল পদার্থের বাণ্ড উজ্জ্বল হইয়া অনিতে থাকিলে, উহাদের বর্ণচ্ছেদ কতকগুলি স্থলবর্ণ রেখা প্রকাশ পায়। কাজেই কেবল বর্ণচ্ছেদে দেখিলেই বলা যাইতে পারে যে, উহা কোন পদার্থের বর্ণ-চ্ছেদ। আমার ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোন আলোকের পথে যদি শীতল
বাপ রাখা যায়, তাহে হইলে উহা আলোক হইতে কতকগুলি বর্ণনা হরণ করিয়া। ফেলে এই হরণ ব্যাপারের মধ্যে প্রশ্ন আছে, ঐ বাপ নিজের উজ্জল হইলে বর্ণনায় বসুন্ধরী দেখাইত, বাছিয়া ঵াছিয়া উহা সেই সকল রূঢ়কেই হরণ করে। মুছতাল যে এক্ষত্ত উজ্জল হইলে অত্যন্ত বর্ণনা প্রকাশ করে, তাহা বাপার হইয়া কোন কোন বর্ষের লোপে খণ্ডিত হইতেছে তাহা ঠিক করিতে পারিলে, কোন কোন বাপের প্রবাক্যকে সেপ্পন করিয়া আছে তাহা অনায়াসেই নির্ণয় করা যায়।

হর্ষ্যান্তোরের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে পীতবর্ণের স্থানে কয়েকটি কৃষ্ণরেখা দেখা যায়। ইহার মাঝে যে, পাড়িখান বাহার বাপের উজ্জল হইলেই ইহার নিজের বর্ণনায় কয়েকটি পীত রেখাযায় দেখা যায়। কাজেই হর্ষ্যর অস্ত বর্ণনাতে সেই পীত রেখাগুলির অভাব দেখিলে অনায়াসেই বলা চলে যে,— হর্ষ্যর দেহ তরলই হুইক, বা কঠিনই হয়ক, ইহার চারিদিকে নিশ্চিত সোফিমারর বাপের আবারণ আছে।

এই পীতম সোফিমারর বাপেই হর্ষ্যর অস্ত বর্ণনা হইতে পীতের রেখাগুলিকে হরণ করিতেছে।

পূর্বের প্রকারে অন্যে বর্ণনার কৃষ্ণরেখাগুলির অবস্থান নিয়ালাইয়া, কোন কোন বাপের উজ্জল পদার্থের কেন্দ্র করিয়া আছে, তাহ আজকাল অনায়াসে নির্ণয় হইতেছে। এই প্রকার সৌরমণ্ডলে সোফিমারের ব্যতীত লৌহ, হইত্ত্বোপন, কালালী, মায়া, নেথিন্দ্রমণ্ডল, গাতাসিদ্ধস্ত উভিতিতার সমালোচনা সাধারণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু হর্ষ্য নয়, অতি দুরবর্তী নক্ষত্র যাহারদের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে সহস্র বৎসর অভিবাহন করে, সে গুলিও পৃথিযোপর তাহাদের বর্ণনার কৃষ্ণরেখার স্থান পরিবর্তে করিয়া জানা যাইতেছে। আমাদের পরিবর্তে অনেকে পদার্থের অস্তিত্ব এই সকল দূর জ্যোতিষ্কের ধরা পড়িতেছে। আপার কোন কোন নক্ষত্রের বর্ণনাতে এমন কৃষ্ণগুলি রেখা দেখা যাইতেছে যে, সেগুলি কোন পদার্থ ধরা উৎপন্ন তাহা আমরা স্বভাবত পারিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই এই সকল পদার্থ আমাদের কুতুর পৃথিবীতে নাই।

কোনকি, সোভিন, গ্রথম এবং অগ্রিমেন্ট, এই পদার্থগুলি আমাদের পৃথিবীর অনেক জিনিসেই, শিরো আছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হর্ষ্যর বর্ণনাতে এগুলির চিহ্ন দেখা যায় না। এই ব্যাপারটি জ্যোতির্লিঙ্গের নিকট
একটা এই হইয়া দাড়াইয়াছে। হৃদ্যা হইতেই পৃথিবীর জন্ম, কাঞ্জেই যে সকল উপাদানে পৃথিবীর দেহ নির্মিত সৌরনেহে সেগুলির অভিশব্দ থাকারই সত্যতায়। সার নরমান্ লক্যের (Lockyer) প্রস্তু আধুনিক জ্যোতির্বিগণ সন্মিলন করিয়াছেন পৃথক, কোরিন্দ এবং কোরিন্দ প্রভৃতি সকল মূলপদার্থই হৃদ্যা হইয়া কিন্তু হৃদ্যা উভয় সে যাপি এমন রূপান্তরিত হইয়া পদ্ধতি হইয়া পড়িতেছে যে, তাহার আর নিজেদের বর্ণস্তুপ প্রকাশ করিতে পারে না। মূলপদার্থের রূপান্তর নাই, কিন্তু হৃদ্যা উভয়ে ঐ মূলপদার্থের যুগলের রূপান্তরের প্রাণ পাইয়া অনেক ঐরূপ মৌলিকভাব সন্ধিনাই হইয়া পড়িতেছে।

যাহা হউক কেবল কেশার। কাঞ্জের সাহায্যে হৃদ্যা ও নাকচারির আলোকে যে সকল তথ্য অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা বাস্তবিকই অতুল। রশ্মি বিভ্রমেয়ের এই পদ্ধত একটি আধুনিক জ্যোতির্বিগুলির প্রাণ উন্নত করিয়াছে, তাহার ইত্যাদি হয় না।

আমরা প্রবঞ্চনার রশ্মি বিভ্রমবল্লভ অপর আবিষ্কার গুলির পরিচয় দিব।

শ্রীগীতিসিদ্ধ রায়।

সন্দেশ।

১
অন্তিম এনেছে এলাজ্জ-পিড়া
এনেছে তেমারি বারতা,
ওগো প্রিয়তম জীবন-জীবন

dুমুখ-বিহীরী দেহত।
হৃদ্যার মৌলিক বাহিরিত্ব যথে
নব আগমিত—মুখ্যিত তথে,
তেমার রূক্ষ কেশের শোভে
পরাণ উঠিল চমকি’।
েন্দ্র-পিড়া গৌণে নীরবে
তেমার চুমিয়া এল কি
২
তোমারি মোহন হাসিতের মাধুরী
কুম্ভ আজিরে গোল রে
বিহৃত তোমার কণ্ঠ-চাত্রী
কথায় শিখিয়া এল রে
उদার আকাশ, বিশাল ধরণী
কেন ডাকে মোরে "সঙ্গনী” "সঙ্গনী”
তব ভালবাসা কতুত এমনি
যায় নি জানায়ে সকলে
না রুঁজি কেমন একটি রজনী
করিল নদন ভূতলে

৩
তুমি কিয়ে সখা, কালিকে নিলেন
এসেছিলে মোর ব্যুমারে,—
মুখে আছিন্ন, নারিন্দু পৃষ্ঠত
হে রাজনু, স্থে তোমারে
ভেকে ভেকে তুমি না পেয়ে আমায়
দিলে কি বিলায়ে শেষে আপনার,
মরণ-চিহ্ন রেখে যেতে মায়
অঙ্কতের প্রতি অগুতে
প্রভাতে গাঙ্গিয়া লভিতে তোমায়
সকল মরম-রেগুতে

৪
ইঙ্কি তব নিতেছি সাহিনী
তাজজি না আজি কাহারের
লইব় পুলকে লইব বরিয়া
স্বাকার মায়ে তোমায়
মেম-বালা মোর ভুবনের গলে
দিন দোলায়া আজি কুতুহালে,
নয়নের জল মুছিত আঁচলে,
তুলিন্দু বিরহ-বেদনা
ধারাহ্ন আসি তব পাঠতেল
ভুরিতে আর বেশ না

শ্রীবীর্মুক্তর দত্ত।
শ্রুত কথা।

প্রথমেই বলিয়া রাখা তাল, আঞ্চল বাহ বলিতে চাই, উহা ইতিহাসের কথা হইলেও তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কোন ফরাসী বা ইংরেজ পণ্ডিতের প্রদেশে ইহা লিখিত হয় নাই, অথবা কোন মিনহাজ উদ্দীন বা গোলাম হোসেনও ইহা বর্ণনা করেন নাই। এখনও ইহা জ্ঞানশ্রেষ্ঠ মাত্র।

জ্ঞানশ্রেষ্ঠেকে আমরা অদ্যাবধি ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবু সত্য, কিন্তু একবারে উপেক্ষা করিতে পারিনা। এদেশে একটা চিরকাল কথা আছে—“নহত্যুগলা জ্ঞানশ্রেষ্ঠঃ”—অর্থাৎ জ্ঞানশ্রেষ্ঠ অমূল্য নহে। পুরুষ-পরস্পরের মধ্যে কথা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। বিশেষত যেদেশে ইতিহাস নাই, জ্ঞানশ্রেষ্ঠ অমূল্য অলোকই সে স্থানে ঐতিহাসিক সত্য অমুহত্যাগের পথ দেখাইয়া দেয়। এই জ্ঞ- শ্রেষ্ঠই আবার কেষ্টক বিলুপ্ত মহা নগরীর স্থান জ্ঞানায় দিতেছে। আজ সেই কথাই বলিতেছে।

চাকা নগরী হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে সমন্বিত হেলার মধুপুরের অঞ্চল পর্যন্ত ভূতাত্ত্বিক অঞ্চল উচ্চ; রুহিদের মধ্যে অন। যায়, এই ভুতা-ভাগেই প্রাচীন সময়ে লোকের গাছপালি ছিল। এখন ইহার পার্শ্বভূমি যে সকল স্থানে গ্রাম ও ক্ষেত দেখা যায়, প্রাচীন কালে এ সকল স্থান অলম্ব ছিল। কোনও রাজ্য-নিবাসের উপর প্রাচীন স্থান অন্ধকার হইয়া পারিত এবং ব্যাপারের আবাস স্থান হইয়াছে। বহুব অমূল্য হইয়া যায়, তাহাতে বলা যাইতে পারে সেই মহা বিস্তার—ভিক্ষু গীর্জা বা মন্দিরী জাতির অবক্ষণ। এখনও সেই আকর্ষণকারীদের সংখ্যার বিরুদ্ধে বাছা বা রাজারাজের, মাস্তাই অপূর্বতা জাতি। এই বিশ্বাস অর্ণ্য প্রদেশের অধিবাসী। যে অন্ধিকারী ক্ষুদ্র গোড়ের পাল রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, অমূল্য হয় সেই কারণে বিদ্যকৃতই এই অর্ণ্য প্রদেশের পালরাজ্যদানী বিবর্ধন করেন।

এই অর্ণ্য প্রদেশে নির্মিত করেক রাজার রাজধানীর ভাগব্যাখ্যা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) রাজা ভগদতের রাজধানী–এই মধুপুরের অঞ্চলে অলম্বক। ভগদত সবচেয়ে এখনও অনেক গল্প ও যায়। ইনি মহা মাহাত্মা ভীর-জলে
নামের নিমিত্ত এক পুষ্টিগীতে দাবিশ তীর্থ আনয়ন করেন। এতন্ম ঐ দীর্ঘকাল বার্তাতীর্থ বলিয়া কথিত হয়। লোকে উহার জল পবিত্র মনে করে।

বার্তাতীর্থ—ধুপুর।

ভগবদ্গ নাম হইতে দুটি ব্যক্তি বলিয়া একটি রাজবংশের সংবাদ পাওয়া হইতেছে যাইতে হইতেছে।

(২) কালিদাস পালের রাজধানী—ঈশ্বর জ্যট্টার পাহাড়ে অবস্থিত। একটি প্রত্যেক দীর্ঘকালের নিকটে রাজপুতরার চিহ্ন রহিত ছায়া ছায়াছায় রহিয়াছে।

(৩) ধামরাই গ্রামের নিকটে যশোরদের রাজধানী। এই যশোরদের গ্রামের প্রতিটি বিকৃত মূস্তকে একপাই ধামরাই গ্রামে যশোরদের নামে পুজিত হইতেছে।

(৪) সাতগ্রামের নিকটে হরিকেশরের রাজধানী—হরিকেশরের দুর্গ ও পরিধি এখনও বিস্তৃত আছে।

(৫) ঢাকা বরমন্দিন রেলওয়ের প্রশাসনের জন্য ও মাতিল দক্ষিণ পশ্চিমে 'কৃষি সাধনের জিত' নামেক স্থানে রাজা শিঙ্গালের রাজধানী।
এই হৃদে এখন বড় বড় দীর্ঘ, অট্টালিকার ভ্রাণবশেষ, বড় বড় সেগুল গাছ, ও নানাবিধ সুগন্ধি ফুলের গাছ আছে।

(৬) রাজঃপুর পুরো দেশের ওং মাইল পূর্বদিকে চঙ্গাল রাজার রাজধানী। এই হৃদে দীর্ঘ, অট্টালিকার ভ্রাণবশেষ, হর্জ ও পরিষার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

চঙ্গাল রাজাদিগের সম্ভাবনা নিশ্চিত হওয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

মধু নায়ি একটি নালৌক হর্জাবশেষ পুরি চাইছে যাইয়া বনমধ্যে নিইচা হইয়া পড়ে। দৈবকল্য রাজা শিম্পাল ঐ শূন্যে উপস্থিত হন। তিনি দেখিলেন, নিইচা মধুর উদর হইতে এক অংশ জ্যোতি বাঁচার হইয়া বন আশ্মাগুলি করিয়েছে। শিম্পাল শিলাবলিত হইলেন; তাহার মৃত্যু হইল, অর্থাৎ গোন্য অধ্যাদের কোন অবশ্যই পুরুষ অবস্থান করিয়েছে। রাজা, মধুকে বিস্মিত করিয়া। পরিচর্যা বিক্ষ্পেত্র করিলেন।

মধু আনন্দ পরিচর্যা ও দানদানের করণ নিবদ্ধ করিল। শিম্পাল, মধুর ভরণপোষণের উপযোগী কিছু স্থান নিষ্কাশ্য করিয়া দিলেন।

মধুর গতে প্রতাপ ও প্রসন্ন নামে দুইটি মন্ত্র পুল অন্য এহেন করে।

কারণ এই প্রতাপ ও প্রসন্ন পালনের অভ্যুৎকৃত করিয়া তাওয়ালে সালাম রাজা হয়।

ইহাদের রাজ্য কত দিন হয়াছিল বলা যায় না। তাওয়ালে একটি জন প্রবাদ আছে যে—“চঙ্গালের রাজ্য আড়াই দিন।” এই প্রবাদ হইতে অমুকান হয়, চঙ্গাল রাজার দীর্ঘকাল হয় নাই।

প্রতাপ ও প্রসন্নের অভ্যুৎকৃত তাওয়ালে স্বপ্রস্তুত হইলেও চঙ্গালের উচ্চ বর্ণের হিন্দুর ইহাদিগকে নীচ অভ্যুত্তর বলিয়া। যে তুচ্ছ বহু করিয়া, তাহাই ইহাদের বুকিতে ভাঁটি ছিলেন। একদিন রাত্রিয় এই পরামর্শ করিল যে, চঙ্গালের ইহাদের পক্ষে ভোজন করাইতে পারিলে আর তাহার নীচ বলিয়া আচার্যদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না।

এই পরামর্শ ত্রিতে করিয়া তাহার। তাওয়ালের সম্মত চঙ্গালদিগকে নিম্নেশ্বর করিল। চঙ্গালের তাহাদের অভ্যুৎকৃত অবজ্ঞ হইয়াছিল। অভ্যুত্তরের অনেকেই আপার হই, বিক্রমপুর পরমশ্চ প্রতৃতি হৃদে পলাইয়া গেলেন।

বাহারা পলাইতে পারিলেন না, তাহারা গাণের তুলে তীর হইয়া রাজবাংলাধে
উপস্থিত হইলেন। আহারের আয়োজন হইল। ব্রাহ্মণগণ তোঙ্গের
আগে বসিলেন। কাহারও মুখে একটি কথা ও বাহির হইতেছেন।
সেকালেই বিশ্বব্যাপী অবিশ্বাস হইতেছে, “হয়, এখনই চাঙালার তোঙ্গের
করিয়া পড়িত হইতে হইলে।”

dেখিতে দেখিতে ওরতাপ ও ওরগলের পরীক্ষা ভাতের খাতা লইয়া
ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিতে অগ্রিম। কে নিষেধ করিয়া?
সম্বন্ধে চাঙাল রাজ্জয় গণ্যতম। তবে কেহ কখা কহিতে
পারিতেন। রাজপালিয়া, ব্রাহ্মণগণের পাতে ভাত দিবেন, এমন
সময়ে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যোড়হাটে বিলম্বে লাগিলেন—“দেহাঁই মহা-
রাজের, আমার একটি নানিশ আছে; অতএব তাহার বিচার হউক, তাহার
পরে রাজার পরিবেশন করিবেন।” ব্রাহ্মণের চীৎকারে রাজ্জয় ভাতের
খাতা লইয়া সরিয়া গেলেন। ওরতাপ রাজের বিজ্ঞাপন করিলেন, “বল ব্রাহ্মণ,
তোঙ্গ অভিযোগ কি; কিন্তু নিষ্ঠায় কি, কোন অভিযোগেই তোঙ্গের
ন। করি। উঠিতে পারিবে না।” ব্রাহ্মণ কহিলেন,—“মহারাজকে, তোঙ্গের
আপনি নাই; রাজা দেওৎ; রাজ-মহিবী দেবী। তাহার পক্ষে
তোঙ্গে প্রকাশ আছে। কিন্তু যদি পাটরাজী নহেন, আমরা তাহার হাতে
খাইব না। এই যে হই রাজি ভাতের খাতা লইয়া আসিয়াছেন, উহার
মধ্যে যদি পাটরাজী তিনি আসিয়াদিগকে পরিবেশন করিয়া।” ব্রাহ্মণের
খাতা গুরুনা গ্রামস্থ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া। অন্তঃপুরে গমন
করিলেন।

কে পাটরাজী, ইহার মহামাগী লইয়া অন্তঃপুরে মহা গোগাল হইতে
লাগিল। ওরতাপ ও ওরগলের উভয়ের রাজা, উভয়ের ব্রী-ই রাজী।
কেহই ছেট রাজী হইতে সম্ভব নহেন; রাজারাও কেহই আপনার উভয়ের ছেট
রাজী করিতে প্রয়োজন নহেন। বিবাদ প্রথমে বাক্যে, শেষে অরে
আর্সে হইল। হুই ভাই অখিহতে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন।
সেই আক্রমণে উভয়েই নিহত হইলেন। চাঙাল রাজ্জয় খাস হইয়া
গেল।

এই প্রথম হইতে অন্তঃপুরে এটুকু ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রথম করা
মাত্রে পাওয়া যায়,—চাঙালদিগের আক্রমণে শিশুগালের রাজ্জয় খাস হয়
এবং ব্রাহ্মণদিগের কোনো চাঙাল রাজ্জয়দিগের বিনাশ ঘটে।
বঙ্গমহিলার উচ্চশিক্ষা।

সম্পাদক বহাশর,

আমার চিরন্দন্তী কাকা কছিলেন, আমরা মাত্র একবার হতে পারি। আমরা তাকে কছিলেন, সময় সময় এখনও যে আমি তাকে আমার চোখের সামনে দেখতে পাওয়া, তার কথা স্পষ্ট জুন্ট পাই।

* একটি এশিয়া প্রচলিত আছে, যে, এই আপন কোন রায় উপর নয় শুলার্থা পাঠকে সংশয় ভয় পরিচাহন করিলে, সে তাহার প্রাণালীয় প্রায়। রায় এই প্রাণালী পুরুষ করিতে সম্মত হইয়া তাহাকে এক নিঃখাস করকলাল গ্রামের নাম বলিতে আশেপাশে করেন। পরিঃ এক বার যত গ্রামের নাম বলিতে পারিলে, তাহাই সে অন্ত হইতে আমার বলিতে থাকে:—

বল, আঠারো (বলাচিপা) পন্থা
অষ্টে, রাজা বাণিজ্যির বা (বৈষ্ণবাহিনী) পন্থা, পান বাণিজ্যির বিভাগ।
নাম না ধরলে, তার মূল্য বুঝা যায় না। বার্ষিকী এখন কন্ধী কর্জন থাকে? কারা আমার জন্য কি না করেছেন, কি না করতে পারেন। তিনি বেঁচে থাকতে হয় আবাদার, অনাদরে তাকে চুক্ত করেছি, এখন দেখছি তিনি কেমন লোকের মত লোক ছিলেন। তখন যেন করতাম তাকে চিনে ফেলেছি, এখন দেখছি কিছুই চিনতে পারিনি। তার বেহ অপরাজিত ছিল, তিনি যায়। মূল্যকালীন ছিলেন। বালিকা। আমি, কি ক'রে তাকে চিনতে চেষ্টা।

তিনি আমাকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়েছিলেন, সে সব আমি অতি যত্নে রেখে দিয়েছি। যখন করিচামার—সে সব পত্র প্রচার ক'রে এখন দূর্বল অনের অর্থ করেছেন। আমি, "সৌরষ্ট" প'ড়ে খুব সুন্ধী হয়েছি। আমি আমার কাছে হাতের লেপ পত্র কখনও হার-ছাড়া করি না। আমাদের জনক, আনন্দনন্দ, উৎসাহ-প্রস এবং শিক্ষা-প্রস তার অনেকগুলি পত্র আমার কাছে আছে। আমাদের শিক্ষা সুখে তিনি যাছা লিখে গেছেন আমি কেবল সেই পত্র গুলির নকল মহাশয়ের নিকট পাঠালেম; মহাশয়, স্বয়ং ক'রে "সৌরষ্ট" একাশ করলে এই বালিকা আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আন্তর্দ্বারে। পত্র গুলির মূল কথা ঠিক রেখে আপনারা ভেতর ইচ্ছো ব্যবহার করতে পারেন; নিবেদন ইতি।

বিনীতা

শ্রী সোণার কমল রায়।

রাজস্ব নিষ্ঠুরতা প্রতি 'বন' ও 'আঠার' নামক দুইটি পাক কাছে কোন নাম বিলাঙ্গ হইতে রাজা পার্শ্বে বসি চিপি ঘরন, পরী এই অবস্থায় 'পন্থ' নামক স্তায়ীর নাম লইয়া ঘরন, 'হতে রাজা আর পাঠ অপেক্ষা করি'। রাজা কিছু হাড়িলেন না— পাঠে প্রায় 'রমনীর' ও বিভাগের 'গোত্র' নামক প্রাপ্তের নাম উচ্চারণ করলেন; এবং রাজা যখন গোপনে তাহার নিকট যাহেন তখন রাজাকে পান পাইলার অন্য সময়ে করিতে 'বিভাগ' নামক প্রাপ্তের নাম বিদেশে অমরূপ করিলেন।

এইগুলি এখনও কেবল বাখিয়া এই কাহিনীর সমালোচনা করিতেছে। বিভাগের পান এখনও অসুস্থ। রাজা শিপুলাই ও রাজমাদের মধ্যে সুখস্বরূপ পরামর্শ ও ভাবান্তর দোষ প্রতিরূপ সুখ এই সময়ের কৌশল অধ্যয়ন কি না? তাহা কে বলিয়ে পারে? 

সোং সং।
দোণার কমল,

মা, তোমার দৌঁতি সংবাদ পাইল অতিশয় ভুলী হইলাম। কলিকাতার পথে তোমার এই প্রথম যাত্রা—রেলগাড়ি হইতে আহার। আহার যখন লক্ষ্য তুলিয়া তৈরি গজন্য চুটিল, তখন হে দুলিয়ে লাগিল, তখন তোমার বিদায়ের অবস্থা অনুভাব করিয়া লইয়াছি। আহার দলেশ্বরী হইতে পথায় গিয়া পড়িল। পথ, ধেশের পথ, ও মেঝার তিনটি বিভিন্ন ভিন্ন, অভেদ অক। দেশে তোমার সকল রহিলেন, তুমি দুই লেজের উপর আহারে চলিয়াছ।

সে জল কখনও কুপ দেখে যায়, কখনও কুপ দেখি যায় না। কুপে কোথাও পানি-বহুল আহারের কড়ি কাটা যায়। আছে; বালক বালিকা আছে; দুৰ্গা চড়ায় সাদ। দুর্গাদাস দশি বাড়িতে সাদ। দুর্গাদাস দশি বাড়িতে সাদ। এসার লোভ বিচ্ছিদ্র বিদ্যাভবনের যত সকলন চাকিয়াছে।

নীল আকাশের কোথাও চুরি এক দেখে যে তোমার মত উদাস যত তোমার আসিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে অস্তিত্বের আধারে এক পথল রুটি হইয়া গেল। হয় না, বায়নের কোলে বিদ্যা তোমার চোখের অন্ধ পড়িতে দিল, কেহ মুক্তচার না, রূপালে আপনি আপনার চোখের অল মুহূর্তি লইল।

উপরে জল, নীচে জল, চোখে জল, জলের কখন আর জল ভাজিয়া আসিয়া না।

তোমাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া। আসিয়া দুসরটা হর্ষ ও বিদ্যায় বড় উতার পাতাল করিতে লাগিল। হর্ষ এইজন্য বে তুমি উচ্চ শিক্ষার এক উচ্চ লক্ষ্য লইয়া যাইতেছ; বিদ্যায় এই জন্য বে, কিছুদিন তোমার দেখিতে পাইব না, তোমার কথা শুনিতে পাইব না। তুমি যা হারার যা, সেই হারার সেই। একজনু দুর্গা চুরি। যে মা ও মেঝের অভাব বড় বিস্ময় বাংলিত। অতিপ্রিয় তোমার তেমনি ফুল তুলি, কাকে দিব? কত ফল এখনও তেমনি রহিয়াছে, কে খাইবে? এ জীবনে এখন শুঁখ আর কখনও বোঝ হয় নাই।

দুলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমার বিদায়ের উপর হাত-পাখা ধানি পড়িয়া অবাদ। এই হাত পাখাধানি তুমি লইয়া বাইতে চাহিয়াছিলে।

তুলে নেও নাই, তুলে নেই নাই। তালের পাখা দেই নাই, তার অংশ কি?
বিখ্যাতিদায়ক সাঙ্গকে অতি সুন্দর নূনন পাখা দিয়াছেন। পাখীর পাখা আছে, সে দৃষ্টি, কুলমাটা, কুল উটের, উড়িয়া যায়। বিখ্যাত মানুষ বিচির পাখা পায়। কত যুগের, কত দুরের, কত দেশ, কত বিদেশের, কত দিনের অংশ সে দেখিয়া আইসে; কত কালের, কত গণিত বিজ্ঞানের উচ্চ শাখায় সে উড়িয়া নেতে। 

গান। 

যাহার পাখা পাখা শরীর দৃঢ়, স্বর্ণফুল শাখা। মন জন্মায়, মন নীল, ও মন তুষ্ণ হয়। এই পাখা তোমার অংশ হউক। একথাই তোমার হউক। 

তুমি মহিলা—তোমার প্রিয় নিদাদিমায়—ভবনকে অরণ করিয়া পালিয়া। 

তুঁমি ইংরেজ মহিলাদের পরিচালিত কলেজে পড়িতে হয়; তাহা তাহা না। বঙ্গ মহিলাদের কাছে পড়িতে হয়, তাহাও তাহাও না। 

সেই বাণিজ্য। তিনি অনুগ্রহ—ধন দিয়া তোমাদিগকে কিনিরা পালিয়া। ত্যাবং তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি তুমি 

তোমার মূল করুন। 

প্রার্থনা। 

হৃদয়ে রাখ, হে হৃদি—রাজ! 

জুড়িরা হৃদয় খানি, 
বায়ু জীবন, রূপক ধর 
সফল জনম মানি।
হারানিধি।

(২)

হেমলতা ভিতর বাড়ীর দালানের একটি কাছাতে বসিয়া গোল-অলুর খোসা ছাড়াইতে ছিল। যুধিষ্ঠির ফ্যাকাশ, চোখ তীর তার ভাব; — মন তার কাছে ছিল না। সে বার বার খোসা দুর্ক দিয়া বাহিরের পানে দেখিতে ছিল—পশ্চিমাকাশে পতারের মরীচি সবে গোলাপী ফুলাণ্ডঘাড়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের তখন পশ্চিমদিগকে গাছপালার দিকে হেসিয়া পড়িয়া যেন হেমলতার হৃদয়ের পানেই রক্ষফুলে গোলাক্ষণ নরমে চাহিয়া ছিলেন।

সেই কাছার একপাশে একখানা খাটের উপর শুইয়া-চপলা তখনো ভাবে—'কোম্পুট-বিলাস' পড়িতেছিল। খালো দেওয়া বালিশ হইতে কালো চুলের রাস্তি, কালিন্ধীর চেট তুলিয়া নিষেধ করা মেঝেতে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে।
সমুদ্রের বারান্ডাধাতিতে—আনন্দগীর্ম জল্লিশ সেকালে হাসিরা উঠিতে ছিল। সেখানে ছোট ছুটি সেখানে কেনার সময় পাঠকের ভালী বর্ণনা রিহার্স করেছিল। বড় মেঝেটের বর্ণ বছর আটক। ছোটটির গায়ে এই ছবি ছুটি বসন্তের আলো হওয়া লাগিয়াছে যাত। বড় মেঝেটের পর্বণে অংশ পেরে সুভিধা চারাই ছাড়ি, একটি কোষের আদান-নেদান। হাতে হরাগী হাসার মুখে সোনার বালা। —কিন্তু দেখিয়ে কালী; আর ছোটটি পর্বণে মনন্দিত নীলাঘড়ি, হাতে হরাগী ভোগার চুদি, দেখিয়ে বেশ সুন্দরী। তার চোখে ছুটি দেখিয়ে আমার বাবার বিভাগ করিতে ইচ্ছা করে! যেন বহু বাবার সম্মান করিয়া যেন এখন ছুটি চোখের সঙ্গে পরিচয় পাঠে।

চলার ‘কোঠা-বিলাস’ যখন শেষ হইল, হেমলতাত তখনও একটু চাইরায় পরেলে আকাশে মরিলীক দেখিতেছিল। হেমলতাকে চুপ করিয়া আকাশের দিকে চাইরা ধাকিতে দেখিয়া। চলার কোঠার দিয়া বলিয়া উঠিল—“কুমন্তি কাটে কাটে এ আবার কোনো দেশী নতুনী আনা, হাতে ঘুট গো!” চলার মর্যাদাবদ্ধী বাঞ্জা-বাণে হেমলতার সর্ব ভাংরী গেপ। যুগ্মের পর ছোটির চারা পাচে নাড়া পড়িলে যেমন হঠাৎ টুপু টুপ করিয়া। এক সঙ্গে কয়েক কোট। অন্য বস্ত্র। যায়, হেমলতার বাড়ি দিবার পুকুরকে তার চোখ হইতে কয়েক কোট। অন্য তার হাতের উপর আসিয়া পড়িল। তার একটি যায় অন্তর্জাতি দীর্ঘনিশ্চয় শরীরের অপরাহ্ণ যেন বাধিত হইয়া উঠিল। একবার বাপ্পু হাসির অন্ধকারে নিঃশেঃ মর্যাদানো কোনও রকমে সামগ্রীরা। হেমলতা ধীরে ধীরে বলিল—

“নস্ত্র্যুত্ত সুনি, আছি আছি হাঁ মন কোথা উঠে যায়!”

চলার চাপ। হাসির সহিত নিউর ব্যাপ বিশায়ী বলিল—“মন উঠে যায়।—পথেম ধরা বন্ধ কর, গভিন। তাল নর ছোট বউ, ও সব বিরেতরাই ঠাই আবারের ভাল সাগে না।”

হেমলত। মিত্রের ঘর বলিল—“ভালো হয়ে অার বা বিয়ে না নেই। তোমার পায়ে পড়ি—

চলার আপার হাসির। বলিল—“ভালো। বুক।” চলার নেদবী আপার বা হেফ। টুকুরা উপি ফেলে দিবি। তাই, চাঁদের তরলগঙ্গয়ের অনুজ্ঞ একটি বাহার খুলুন অনিচি।"
বরং ছুটি সহ করা যায়, কিন্তু যারা ছুটিকে অপমান করে, তাদের কথা শোনা অসহ। আবার হেমলতার চক্ষু ছুটি জলে ভরিয়া গেল, রাপ্তা চোখে কিছু না দেখিয়ে পাইয়া বইতে আলু কাটিয়ে দিয়া তার আঘাত কাটিয়া গেল। বখন রঙ্কে ও চোখের জলে তার আঁচল খানি মাথায় ছিল। গেচে তখন বারান্দা হইতে কালো মেয়েটি নাকী স্বরে বলিয়া উঠিল—"দেখ দেখি যা; পুতি অলক্ষিত আমার চি঩্তা কাটিয়ে যে।" সুন্দরী মেয়েটি তাড়াতাড়ি ভাগর ভাগর চোখ ছুটি তুলিয়া। চপলার পানে তাকাইয়া বলিল—"না কিন্তু জেনীয়া। ও বলে আমি তোর ছেড়া কাপড়ে থুকু দেবো। আমি বলে দাও দেখি থুকু। বুঝবে এখন রায় চিন্তার মধ্যে। বলে চালী, আমি তারে চিন্তা কথা—
চালী। জেনীয়া।"

পুতি হেমলতার যেমন। আর কালো মেয়েটির নাম বনলতা। সে চপলার যেমন।  

চপলা তখন বাবনিয়ার মত কটমট করিয়া বললতার পানে চাহিয়া। চাত্তার করিয়া বলিয়া উঠিল—"থুকী এদিকে আমি সে দেখি একবার।" বলতা চোখের মত চপলার কাছে আগিলে, চপলা পর্জন করিয়া বলিয়া। উঠিল—"রোগ রোগ বলি, মারা। মারা। আমার, একবার বলে খেলা কর। না সে কথা ওর কাছে চুরেন।! সারা ছুটে ধরে এককাল গুঁড়ে নেই। যত চিন্হর যেমতে মেয়েদের সঙ্গে মিলে তুই তৈ তৈ। কোথাকার শব্দ পেটে এসে জুটেছিল।" কিছুকাল চপ করিয়া। বাখি। আবার মুখে একটা বাঁটি দিয়া চপলা হেমলতার বিচে রোগ তাবে চাহিয়া বলিল—"পুতির সহায় খান। কি সুন্দর করেই গড়ে তোলা হচ্ছে, আহা তবে যাই। তুমি ওর ইহকাল পরকাল থেকে—"  

হেমলতার পাখির পুঁতলের মত বড়ীর গোড়ার বলিয়া রহিল। নির্বাক পাখির সঙ্গে মৃদু করা বড় কটিন। কিছু চপলা বাড়ির গলায় ছড়ি বাবিয়া। কৌশল করিতে কান্নি। চপলা পুতির ওরে। অন্য অন্য পুনর্জীবন কথা সবিশ্বাস তুলিয়া। বলিয়া বাইছিল, কারণ, সে সব কথা তার ভুস্তিগুলো ভালো। করা ছিল ;—এখন সব লিকিয়াদের বাড়ির নিপুণ না। নেপথ্য হইতে বলিল—"কি হয়েছে যা?"
নিপুর মারকে আসিতে দেখিয়া চপলা মুখ তার করিয়া বলিয়া থাকিল।
সে চপলার কাছে আসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"এমন করে চুপটা করে বলে আছ কেন মা? বাপার খানা কি?"
চপলা মুখটার একটা এঁথলা নাড়া দিয়া বলিল—
"বাপার আবার কি মাথা মুছু। এ বাড়ীতে রোজ করুকেক্ত, রোজ রাবণ বড়।"

নিপুর মা এ বাড়ীর নিয়া করুকেক্ত—নিয়া রাবণ বড়ের খবর রাখিক।
'তাই এ বলিল, "পুট্ট বুঝি বনকে মেরেচে?"
চপলা কথা কহিল না। "মোন সুখদ লব্ধ্য।'

নিপুর মা। তাড়াতাড়ি বনলতার দিকে চুটিয়া। আসিয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুবন করিয়া বলিল—"দাঁটা দাঁটা মাথার আবার, কে মেরেচে আবার সোঁঁকাকে।" বনলতা এতক্ষণ অভিমানে ফুলিতে ছিল।
নিপুর মার সেহাগে তার দুখ এখন একবারে উখিল। উঠিল। সে কোপাইতে কোপাইতে বলিল—"ঐ পুট্ট, অস্থায়ী। রোজ রোজ আমার মারে, কেক।" নিপুর মা বনলতাকে সেহাগ করিয়ার অন্ধ আসে নাই।
তার নিজের একটি গরজ ছিল। তাই বনলতা একটি শান্ত হইলেই সে আশেগোছে কথাটা। চপলার কাছে পাড়িয়া বলিল—
"নিপুর আজ তিনিনে থেকে জর হয়েছে মা, বিছানায় উঠে বসতে পারে না।"

চপলা। "তিনিনে থেকে?"

নিপুর মা। "তিনিনে থেকে মা, একতাপ জর, দিনরাত পীতে ঠকুঠকু রক্ষে, তোমাদের বড় চোঁদ ফেঁদা গরম জামা। টাম থাকে ত পেলে আমার। গরের দুঃখী নোক বর্জে থাকে।"

চপলা মুখ গলার করিয়া বলিল—"আমাদের কে দেয়, তার নাই টিকানা, তোমাকে কোথাকে দেবো? আমাদের সংসার মেশন হয়ে উঠেছে।"

নিপুর মা বে আশা করিয়া আসিয়াছিল, তা তো এক বনক নিটিয়াই পেল। "আজ তবে আসি মা।" বলিয়া চপলার অনুমতির আর অপেক্ষা না করিয়াই সে হংস হন করিয়া উঠানে আসিয়া পড়িল। সেখানে হেমলতার সঙ্গে দেখা। হেমলতা তখন 'তার রেয়ে পার, হইতে একটি কুটিকালের
জামা খণ্ডিতে খণ্ডিতে বলিল “দাড়াও না, নেপুর না! একটা কথাই জন
যাও না!”

ওদিকে কোন ভরগা নাই ভাবিয়া নিপুর না। ওদিকে বিড়িতে চাহিল না। সে সংক্ষেপে বলিল—“না বাড়া, নিপুর যে কাপুরিটা। উঠেছে হরিতাকুর
কাপালে আরে। যে কি লিখিছেন, তিনিই আজনে,—হরি দীনবদ্ধ।” নিপুর
মা বড় চালাক ত্রীোকক। ওদিকে ভরগা নাই, সে দিক সে বড় একটা
মাড়াই না। তবু যখন হেমলতা দেরু ডাকিল—“ওনেই যাও না। একবার。”
তখন অগতা। সে হেমলতার কাছে আসিল। হেম তখন একবার একবার
ওদিক দেখিয়া নিজের যদের ফুটজানেরের জামাছি নিপুর মার হাতে দিয়া
চুপে চুপে বলিল—“ক্যাকড়ার কাপড় ঢাকা করে জামাছি নিয়ে যাও, পরে
সায়ে নিপুরে পরিসে দিয়া।” খবরার দিকে যেন টের না পায়।

নিপুর মা চীবের মত জামাছি ছে। মারিয়া বগলে পুরিয়া বলিল—“এরেন
লরি না হলে কি এ বাড়ীতে তুমি টি কে আছ মা।’! এ বাড়ীতে বেড়ালটা
পর্যন্ত ঢেকে নাই। তোমার ভাগ। সংগাদ জোড়া হোক, তোমার হাতের
শুষ্ক লন্ডনের অক্ষয হোক।”

হেমলতার দুঃখ তখন নিঃশব্দে অঘরান্ডু রূপে তার নয়নের অর্ধে
আসিয়া যেন সহস। থমকিরা দাড়াইল।

“মা, তোমার দুঃখ। সিঁদুর অক্ষয হোক,’ বন্ধনারীর কাছে এ বড়
আলীডার নাই। এর বড় উচ্চাঙ্গলাম নাই।

কিন্তু নিপুর মা যখন হেমলতাকে আশ্চর্য করিয়া বলিল “মা তোমার
শুঁ। সিঁদুর অক্ষয হোক।” তখন হেমলতার চোখে জল আসিয়া কেন?
এই রহস্যটার মধ্যেই হেমলতার দুঃখের কাহিনীটি প্রচ্ছ। চপলার বাবী
সুরেশের মোহন বি, এল, পাশ করিয়া। কুইল হইল। হরে হুপসা আনিতে
লাগিলেন।’ কারণ, অর্থ অর সময়ের মধ্যেই তার আইন-মার্জিত প্রতিপাদ
নেকলের টাঙ্কার ধরনের চিত্রে শিকড় চালাইয়া দিয়াছিল। সুরেশের
কনিষ্ঠ ভ্রাত। নরসেন মোহন যখন চুই চুইগার পরিক্ষ। দিয়ার বি, এ, পাশ
করিতে পারিল না, তখন সে বাড়ীতে আসিয়া তার নব-বধু হেমলতাকে
সাই পাত্রের আকারে গুরু করে গুরু-চচ্চা। গরুর করিয়া দিল। প্রথম চপলাই
হেমলতাকে জোনাইল যে “এক তাই কেবল দাঢ়ার ধাম পায়ে ফেলিয়া
মাটিয়ে, আর এক তাই কেবল নির্দেশে রসিয়া বসিয়া পল্লী-চচ্চা। করিয়ে,
তাহা হইবে না।” হেমলতা কথাটা নরেনের কাছে তুলিয়া দিল। এখন প্রথম চপলার ঐবধ সুরেশের চিঠি কোনও কাজ করিল না। কিন্তু কালক্রমে সুরেশের মধ্যে বিদায় হইয়া উঠিল। বধন নরেনের সেইটি জমা গ্রহণ করিল, তখন সুরেশ তাইকে বলিলেন—“রোজ রোজ কঠিন দিকগুলি আর সহ হয় না। আমাদের এক অরে থাক। বধন গোলাবেই না। তখন আগে ধাকতেই পৃথক হওয়া ভাল।” নরেন সেদিন কিছু বলিল না। সারারাত বিছানার পত্তি পড়িয়া খালি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাকিল, “এই দালা আমার কি সেই দালা, যে আমার কলের। হইলে পর গন্ধর কঁপ দিয়া ধরিতে গিয়াছিল!” হেমলতা কাঁচ আগের সঙ্গে নরেন সদিন তার গদেও তাল করিয়া কথা কহিল না। তার পরদিন প্রাতঃকাল হইতে তাহাকে কেহ আর দেখিতে পাইল না। নরেন সেই দিন হইতে নিন্দেশন। মন দেখা গৌরের কোনো হইল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। তারপর এই দীর্ঘ ছুটি বংসের পার হইয়া গিয়াছে, নরেনের কোনও খবর নাই। বাঁচিয়া থাকিলে সে অজ্ঞতা হেমলতাকে তো একবার চিঠি লিখিত—এত তাল বাষিত তোরে। সকলে বলিল, “মনের দুঃখে নিশ্চয় কোথায় আমাদিত্ব হয়ে যেতে হয়েছে।” ছুরি বংসের পরে হেমলতার মন্দলাকাঁধিতের মধ্যে চ একজন আসিয়া হেমলতাকে প্রেমে দিয়া বলিল—“আর কেন না, শাখা ভেঙে কেল, সিঁধুর মুছে ফেল, বিধার্ণ এ সব পরা অকল্যাণ বই আর কিছু নয়।” হেমলতার জবাব দিবার কিছু ছিল না, তাদের কথা আর অবিশ্বাস করিবারও কোনও কারণ ছিল না। তবু কিণ্টই দে শাখা তালিতে পারিল না, মাঝার সিঁধুর মুছিল না।

(৩)

চপলা পোপাতীকে কাণ্ড বৃহ করিয়া দিতেছিল। একদিন সম্ভব হেমলতা গুটি মুখে ছুটিয়া। আসিয়া চপলাকে তিজ্জা। করিল “বিদ্রী খুলী কোথায় বলুম পার?”

চপলার বুকটি ধরায় করিয়া উঠিল। নিকটে বলন্দতাকে দেখিয়া তবু সন্দী সুচিত হইল। কাল পুঁতি বলন্দতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া আর চপলা তাকে পুটিতের সঙ্গে খেলিতে বাইতে সেন নাই। বলন্দতা তাই অন্ধ দেয়ে মধ্যে সেরা নাম্বরবান্ধী হইয়া একা খেলা করিতেছিল—কিন্তু
হলিগোল, ১৩২১।”

পুষ্টিকে ছাড়িয়া। আঁগ তার খেলা ভাল সাজিতে ছিল না। পুষ্টির সঙ্গে মনলাটের সঙ্গে খেলিতে আসিয়াছিল। চলান তাকে যাহি বলিয়া
দিয়াছে, “মনলাট তার মত হিস্তেকে যেনের সঙ্গে আর কিছু খেলিতে না।”
পুষ্টি চলিয়া গিয়াছে, কোথায় কে আছে। কেইবা তার কথা রাখে।
মনলাট এই অলক্ষণ হইল রহিতার হইতে বাহির হইয়াছে। এখনো
অলক্ষণ পুষ্টিকে না দেখিয়া পুষ্টিতে বাহির
হইয়াছে। তখন বেলা টিনটা। সুরাদিন রাখ। পরের অঁচ লাগিয়া
মনলাটের মূখখানি নারীদের মত লাল হইল। উঠিয়াছিল।
কিন্তু তেমন সকল মূখ দেখিয়াও চলান ঝরে। হইল না।
প্রথমতঃ সে চলান কহিল না,
যেন মনলাটের কথাই সে গুণিতে পায় নাই।
মনলাট আবার জিজ্ঞাসা করিল—“ছিদি, খুমুরী কোথা দেখেছে।
বলেছ পারে?”

চলান ঘোপানিকে কাপড় দিয়া দিয়া বলিলেন—“আমি সুরাদিন
তেঁরার খুমুরীর খোঁজে ছিলাম কিনা, সংসারে আবার কি আর কাম
আছে।” মনলাট বলিল “খুমুরী তবে আপনার বনার সঙ্গে খেলা করিতেও কি
আসি নি?” চলান রাগ করিয়া। বলিল—“এলে বুঝে আমি তারে
‘গোটেনেন’ বন্ধ করে রেখেছি?” এই বলিয়া অচল হইতে বনাত করিয়া
চাঁদির গোছাট। মনলাটের সামনে যেমন উপর ফেলিয়া দিয়া। চলান
বলিল—“এই চাঁদি নিয়ে বাঙ্গা পেটারা খানাতালান করে দেখে
যাও না।”

মনলাট পুঁতল বিয়ে দিয়েছিল। “এসেছিল ১০ কি কাজ না, পুষ্টি
এসেছিল খেলতে, না—”এই টুকু বলিয়ে না বলিয়েই, চলান হক্কর বিয়ে
উঠিল। মনলাটের কথা আর শেখ করিয়া বলা হইল না। মনলাট কাদে।
কাদে। হইল। চলানকে বলিল—“রাগ করে। না দিদি, সেই ছুপুর বেলা
থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কোথা পাও না।” চলান বলিল—“তা সে
মেয়ে কি ছুপুর বেলা ঘর ধাককার মেয়ে। এ বললেই তো আর বন্ধ
হয়ে যাওয়া। আমার কিন্তু তাই সব উচিত কথা।”

নিজে পিসি রায়ের বাড়ির রাঙ্গুনী বান্নী। তিনি ধাতে বড়ুকে
মেয়ে দিয়ে দিয়ে তখন চলানকে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত।
রাগার্জী
ধনী। তিনি বলিলেন—“কি কথা হচ্ছে তোমাদের বাড়ী!”
হেমলতার মাথায় অবগুঢ়ন তখন খিলিয়া গিয়াছে। বৎস-হারা বনের হরিলীর মত। করুণ তার চাহ হ্রদী নিয়া পিচলির পানে তুলিয়া বলিল—“পুঁটাকে সেই চূর্ণ বেলা থেকে থুক কে পাক্ষিকিয়া, দিনি!” কথাটা বলিয়া বলিতে হেমলতার কাদিয়া ফেলিল। নিয়া পিচলি হেমলতাকে সাংস্কৃত করিয়া বলিলেন—“কাথা যেখানে আরেকটি মুখে, কোথায় হয়তো বলে বেলে চোখ হয়।” বে দোপানী কাপড় নিতে ছিল, সে বলিল—“আমি তোমাদের বাড়ী আসবার সময় দেখে দিতে পৃথিবী বোঝার বড় দীর্ঘ ঘাটে বলে বলে কদল থেকে কিছুকে কুড়াচো।”

চলিয়া বলিল—“বলিনি আমি যে সে মেয়ে চূর্ণের বেলা ঘরে ধোকাবার মেয়ে নয়। আমি বলেই তো ছোট বোঝার মূছে খান। এইড়ি পান। হয়ে ওঠে। উচিত কথার বন্ধ কুড়াই।”

নিত্যা পিচলি বলিয়া উঠিলেন—“ওহাঁ, কি সর্পনাচের কথা গা—সে ঘাটে বে চের কল। যদি তুলিয়া গিয়ে থাকে।”

চলিয়া বলিল—“যে দুঃখ মেয়ে, বাগরে বাপ! তবু তাঁকি যে এ বাড়ীতে কিছু নয় নি—তা হলে কত কথাসই উঠতো। অমনিমই তো এ বাড়ীতে কথার অত্যন্ত নেই।”

হেমলতার অক্ষরূপ চিত্র দিয়া, চিত্র বর্ণ-লিঙ্কের মত মৃদুচিত হইয়া পড়িয়া গেল;—ব্যাপ্ত তখন তার মেয়ের লীলা। ছাড়াইয়া পিচলি ছিল।

ভাঙ্গা চূর্ণকুল্লার গেল। চারিদিকে লোক বাহির হইয়া, কিছু কোথাও পুটাকে পাওয়া গেল।

গাছার বলিল—“আমি তো ঠিক ছুটার সময় ওকে পুরু দিকে বেঁচে দেখিয়চ।” ধরণী বাবু—চশমা চোখ, বিল্লা তাবে বলিলেন—“হরিচন্দ্র ভাবা; একবার তোমাদের বিড়কীর পুথিত। আর গোয়ালের দুগাটা ঘাটে দিয়ে ফুল করিয়ে দেখ।” ভারত বাবু একটা সোটা নিয়াক বাইনভাবে বলিলেন—“ওরে সোটা, কে আছিসুরে। যা তো দেখিয়ে একজন বেলে আইন বকেন। এগো দেখে আর।” বিশ্বং ভাব। গোয়াল নিয়া একটা দীর্ঘ সিন্ধুর ফেলিয়া বলিল—“আহাঁ। কি হরিচন্দ্র পুষ্টিকে, ঘাটে দেখিয়া, প্রাণ কুঁড়াই।” ও বাড়ীর নির্মানদের লোকে, বস্থ করণ আংচলিক সুখের বার বার বাপ্পা চোখ মৃদুতে মৃদুতে। বলিল—“আহাঁ! মেয়ে নয় তো, বেশ হরিচন্দ্র মোহের পুথিত।"
ফরিদুল আলী

গোলাব দার্শনিকের শুনেন সংসারের ভিন্ন কোন পুকুরে জাল ফেলিয়া মরা মেয়ের সকাল করা হইল, কিন্তু কেধাও কিছু পাওয়া গেল না। তখন সকলে মনে করিল, যোগদানের বড়োজোর ঘাটেই বিভক্ত তুল্যায় কখন সময়, পুঠি পা পিছলাইয়া কখন জলে পড়িয়া গিয়াছে।

কখন যোগদানের বড়োজোর জাল ফেলান হইল—বল গাছপালা গুলি, সান্ধের মুখে, দীর্ঘ চারিপাড়ে ভিড় করিয়া দাড়াইয়া, আপনাদের গামল মুখগুলি অতিশয় দেখিয়াছিল। জোলের আলোচনা সে গোলার সরুজো আঁকা চারিগুলি অদুর্দৃষ্ট হইয়া গেল। বার বার গামলগুলি অনেকগুলি হৃদয়ে ধর্ম করিয়া অনুরুপজীবি হইয়া উঠিল, পড়িল—কিন্তু সে ছিল তারা,—সে হারানো মানিক,—

আজ যখন কোনও রেহাজালই ধরা দিতে ছিল না।

রবির শেষ আলো রেখে যখন নিঃকটিত সাদা দেওয়া সুপারি গাছার মাঝার উপরে ভালভাব মিলিয়া আসিতেছিল, তখন জল বলেন ভয় এক শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার বৃহৎ চায়ার জল গুটাইয়া জলের পাঁচে দিকে উঠিলা আলী। স্বরেন বাবু তারে পাছঠামুরীর ভাল দীঘিয়ার ছিলেন যখন শেষ দেশের শেষ কালীন বিশাদ করণ অভিযোগাটকে উপর নিরাশার নীল যবনকা বালি হলিয়া উঠিল, তখন তিনি শিশুর মত কাদিয়া উঠিলান। নব শোকের বেগে, মুখের পাঁচে খানা। খানা পড়িতে স্বরেন বাবুর রক্ষে সেই কোথায় মত অপনান শৃঙ্খলা বিভক্ত করিয়া উত্সর্গ হইয়া উঠিল

“পুঠি! মা! নবনের মৃত্তিকার তুই আমার সংসারে রাখো দিলি নে মা! এত নিশ্চিত তুই!”

“ছেলা মশায়! আমি এসেছি।”

সময়ের মত স্বরেন বাবু পোষণ করিয়া দেখেন, মেঝেমালার কুলদা বাবুর পুঠিরকে কোলে করিয়া ঈপাইয়েছেন। বালিকা কুলদা বাবুর কোল হইতে ভট্ট বাহ বলিয়া বিয়া ছেলের মাঝারীর পানে হয়েছে। পড়িল স্বরেন বাবু তাকে অপন রুক্ষের উপর টানিয়া দিল। তাই তিন পরা আরাক্ষ গালটাইতে চুদবন করিলেন, অর্থ আসিয়া যখন পৃথিবীকে আলিপুন করিল।

(৪)

শিশুদের খেলার সংসারের শোষদের খেলার সংসারের মত নিরান্ড। নয়, সে একটি প্রধানতম বৃষ্টি বায়া। বয়া অনন্য মহ শিশুর মনে শিশুদের মন্ত্রণ ত্যাগে আসেন। পুঠি যখন কলঙ্কের পুষ্টি বিবাহের মজালে হানন
পাইল না, সে তখন ধারিকৃৎ কোথায় পড়ুন ঘাটে বসিয়া বিছান কুড়াইল। নিঃসূচি চূড়ায় বেলা একলা বিছান করিল। বেলা দিকের সাক্ষাৎ—কিয় পুঠার তা ক্যাল লাগিয়ে কেন? সে নিধিকৃত্বা সেইসে মাঠের বাবুর অত্যন্ত গুলিয়ে আসিয়া তার মেয়েদের সঙ্গে খেলায় মিলিয়ে গেল। যখন তার মার, মার মেয়েদের মরা গুরু ধানি বই হয়েছন হনিয়া আর কিছুই নজরে আসিয়েছিল না, তখন সে আবার দেখে তার আপন গচ্ছে অর্থার্থে আনন্দ রসে মাতার পস্তুল হলিয়ে কুড়া বাহাইর তুলিয়া, আপন মনে খেলা করিয়েছিল। খেলায় খেলায় মিন কাটল, সচ্ছ হইল, তবু ঘরের কথা তার মনেই হইল না।

রাজিত ৯টার সময় হেমলতার একটু চেতনা। সে দেখিল সে আর সেই কাঠের মুখের উপরে ধূলি বিলম্বিত হয় না। খাটের উপর পরিক্ষার পুষ্পিয় শতক্ষ। বছরাত্রে পুঠী বুকের কাছে পরম হচ্ছে নিজে বাহিতেছে। বসে নরেন মাথায় কাছে বসিয়া মাথায় ইউ-কিলো দিতেছেন। চপলা পাথা করিয়েছে তারে। চোখে অগ্নি কোমল রেখা। এ কি বর্ষ—না চোখের ভূল? হেমলতা আরো চেতন অবহৃত একটুকূড়া মাত্র সে শৃঙ্গ শেষিয়া লইয়া আবার মুক্ত হইয়া পড়িল।

হেমলতার যখন আবার জান হইল, তখন সে সতী গুলিল স্বারের মোহন বলিয়েছেনঃ—"বইনা এখন অনেকটা স্থায় হয়েছেন, নরেন! উঠে এসো। দেখি একবার—সব দিন কিছু খাও নিতুম।"

এর মধ্যে তাহীদের তাহিত বাড়ির নরেনের পুনরাগমনের খবর চারিদিকে রাখি হইল। পড়িল। সে এখন রেখুন চিনকো র একজন ক্রিয়াপত্তার এড়াতে। এ কর বয়সগুলো পোশাক ধরিয়া। মুহূর্তে মধ্যে এই সংবাদ এসময় রাখি হইল। গেল। সুরেন বাবু যখন নরেনকে মিছুপুঁখ করিয়ে ফাঁকিয়েছিল, চপলা তখন কাঁধে পরার নীচ হইতে সকলকে বিশেষতঃ সুরেন বাবুকে সরাত! সনাতনে বলিয়া—

"আর কি ঠাকুরপাড়ের কৃতকর্মুক্তিতে জান আছে? তবে এই দিন যে কাউকে মনে পড়েনি, সে বোধ হয় মেয়ের মলিকে কেউ ভেবে করে রেখে দিয়েছিল বলে।"

নরেন হাসিয়া বলিল—"এ শাস্ত্রে তোমাদের বে হাত বন আছে যা। অন্যীর কথায় সে বোঝাই না যে। কিছু কে কাউকে ভেবে করে রেখেছিল, সে সবকে 'নোয়াল জন্ম' হবে এর পর তোমাদের আহরণে। আগে এক পেইলা চাকর করে নিয়ে এনে দেখি, বোঝি।"
বধ্য তোমির ভীষণ দৃশ্য

“বধ্য তোমির ভীষণ দৃশ্য” নামক এই চিত্রায়নে এবং সৌরভের মূখ-পত্র সমন্বয়টি উপস্থাপিত করা হল, এই চিত্রায়নে “আইন-ই-আকবরী” নামক ভারত ইতিহাসের একটি খানার ঘটনা চিত্র। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামক খানার ভারতীয় চিত্রশিল্পীর ব্যাপক আবদ্ধতা রক্ষিত হইয়াছে, ইহা। তাহার এক খানা প্রতিটিতে “Journal of the Indian Arts and Industries” এর সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বার্ডউইক এই চিত্রায়নে তাহার পরিকারের সম্প্রচার করিয়াছিলেন, আমরা তাহা হইতে ইহার আলোক চিত্র সংগ্রহ করিয়া আন্ত সৌরভের পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিলাম।

চিত্র খানার গ্রন্থ তাকাইলেই ইহা যে এক খানা বধ্যতোমির চিত্র তাহা প্রহরকে রূপিত হইতে পারা যায়। বধ্যতোমির সীমার বাইরের দর্শন সংগঠন সমালোচনা। কৃতার্থ সম আহরিগণ, হিন্দুমুসলমান, মুসলিম নির্বাচিত আপরাধিকদের মহিম ও অভিনব প্রতিমা ব্যাপক করিয়া। বধ্যতোমির হার পথে লইয়া আসিয়াছে ও খানায় খানায় রাখিয়া রাখিতেছে। উক্ত প্রায় নাটালগুলি চালকের ইমামদের কাছেও পাঠককে দলিত করিয়াছে কাহাকেও বা উভয়কে দুর্বল চিত্র ভিড় করিয়া দিয়াছে। কোন খানায় কোন হতভাগ্য সহ-বাহির এইরূপ শোভোর গতি প্রভাব করিয়া আকৃতিচিত্রের লীলা পরিষমাতে চিত্র করিয়াছে।

কি ভাবে চিত্র? চিত্র খানার নির্দেশিকা পারম্পরিক ভাবায় শিখিয়া করেক্ট প্রতিকৃতি উৎপাদন হইয়াছে। বোধ হয় তাহা। কোন প্রায় হইতে উজ্জ্বল। এই করেক্ট প্রতিকৃতি ঘাঁটি চিত্রের সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ প্রায়োগ হওয়া যায় না। নিম্নে আমরা তাহার বলানুবাদ প্রদান করিলাম।

“এবং প্রতিকৃতি হইল। ঐ অঞ্চলের জাতীয় নারীর শ্রদ্ধায় এই পালনের উপরের সহায়তা বিজ্ঞান যেন ইহা। করেন গৌর রায় শিশু বাগানের প্রতিকৃতি রাজ্যের হইতে পলায়ন করতঃ মূঢ় বিদ্যালয়ের নিকট গিয়া।
ছিল এবং সর্বদা বিদ্রোহের যার উদ্দেশ্য রাখিয়াছিল—( তাহারা ) সোভাগ্য 
রজ্জুতে ধরা হইয়াছিল। যেমন আঁকালি উজবোক, ইস্রায়েল আলী, কোশাল বেগ 
বাহারা কুরচি ( সৈন্য ) দলের মাঝে "”

চিত্র উদ্ধৃত এই করে পাঙ্কি হইতে ইহারই অবচেতন হওয়া যাইতে পারে যে,
সামরিক কেন এখানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, অবশেষ বিদ্রোহিগণ 
ধরা হইলে কিছুটা বিদ্রোহ দমন হয়। ঐ সময় রাজধানীতে এই দলেরের 
কাজগুলোর প্রায়গুলোর মধ্যে আমি তাদেরকে বিদ্রোহ দমনের ও অন্তর্ভুক্ত প্রতি-
মালোয়ার উপস্থিত আবার করিয়া বিদ্রোহ ব্যাপার করা হয়। 
ইহার পর সংক্রান্ত বিদ্রোহিগণের মধ্যে করেজন রাজ্যের হইতে পলায়ন করিয়া 
রাজ্যের পুনরায় বিদ্রোহ বহির্ভূত করে। এই পলায়নদিগের মধ্যে আঁকালি 
উজবোক, ইস্রায়েল আলী 
কোশাল বেগ পুনরায় হত হয়। ( ইস্রায়েল বেগ হস্তিন কেন্দ্র দলের অন্তর্ভুক্ত 
ছিল অথবা কুরচি সৈন্য দলের সত্ত্বে বেগ দাম করিয়া বিদ্রোহীদল গঠন 
করিয়াছিল। )

উদ্ধৃত লিপির শেষ অংশ ও প্রথম অংশ অসম্পূর্ণ বিধায়—চিত্র প্রকৃত 
ইতিহাস উদ্ধার হইতে চেষ্টা নাই। তাহা না হইলেও চিত্র খান। যে বিদ্রোহীদিগের 
পরিগণনের চিত্র, ইহা এই অসম্পূর্ণ লিপি হইতেই শেষ রূপ যাইতেছে। 

চিত্রের মধ্যে যে অসম্পূর্ণ পাঠ পায় হওয়া গিয়াছে, তাহা সত্যি। বিচার 
করিতে গেলে এই চিত্রখানাকে উজবকে বিদ্রোহ সংক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। 
আকবর সাহের রাজ্যের প্রথম ভাগে, এই বিদ্রোহ তর্ক সম্পর্কে বিদ্রোহ করিয়া 
করিয়াছিল। বাদামীর সময় উজবোক বারিনী, বিদ্রোহ বোধ করিয়া 
দেশ 
ময় বিদ্রোহ অশ্লীল হইয়া করে। বহু রক্ত পাতের পর বিদ্রোহী সৈন্ত ধরা 
হইয়া দিল্লীর হইলে এই দেশ বাহী অশ্লীল নিবারিত হয়। 

এই চিত্রখানা আইন-ই-আকবরীর বর্তমান যুদ্ধের সংস্তর শুলিতে দৃষ্ট হয় না। 
বেথুর হর দিল্লীর রাজকীয় পুত্রগামের আইনই আকবর প্রত্যক্ষায় আমূল চূড়ান্ত 
বহুতে লিখিত যে শত্রু দিল। তাহাতে চিত্র শিল্পীর সহায়তা অভিজত এই 
চিত্রখানা সম্পর্কে ছিল। শিল্পীর নাম বলওয়লী কালা—চিত্রের নিয়মের নিয়মপালন 
করিয়াছে। কালা শেষের অপর বর্ত; তিনি দিল্লীর রাজকীয় যুদ্ধের ভূত্তে 
বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

* অক্ষরাণী ইতিহাসিক আকবরীর দৈর্ঘ আলাদা হলেম সভ্যত্ব এই করে পাঙ্কির 
জন্মস্থান করিয়া দিল। সাহায্য করিতেন, যে জন্ত উহার নিকট মুত্তজ রহিলাম।
সৌরভ

১ম বর্ষ। } ময়মনসিংহ, মাঘ ১৩১৯ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা।.

অগ্নু সিন্দুর বা এগার সিন্দুর

অগ্নু সিন্দুর বা এগারসিন্দু বহুকাল পূর্বেই পূর্ববর্তী এক প্রাধান্য বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণতি ছিল। সমগ্র বা তারবিন্দের মত পৌরাণিক অভিজ্ঞন সম্পন্ন না হলেও এগার সিন্দুর বাণিজ্য ধ্যাতি বড় সামাজিক ছিল না।

“প্রেম বিলাস” নামক প্রাচীন বৈদ্য গ্রন্থে দেখা যায়—

“এগারসিন্দুর আর দগদগা ছানে।
বাণিজ্য বিখ্যাত ইহা সর্বলোকে জানে।”

দগদগা এগারসিন্দুর ৮ | ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রেম বিলাসের উক্তি অনুসারে বোধহয় ঐ গ্রন্থ রচনারও বহু পূর্বেই এগারসিন্দু বাণিজ্যে ধ্যাতি অর্জন করতঃ ‘সর্বলোকের’ নিকট পরিচিত হইয়াছিল। এগারসিন্দুর অবস্থানের প্রতি মূল্য করিলে এই স্থান বাণিজ্য ব্যস্তায়ের উপরোক্ত বিস্তার সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। পশ্চিমে বিশালকায় ব্র্যাকপুত্র—এই স্থানে আকৃষ্ট এগারসিন্দুর স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইয়া গণনা করতঃ বেদনাতে মিলিত হইয়াছে। এগারসিন্দুর নিকট হইতেই ব্র্যাকপুত্রের একপাশা “বানার” উৎপত্তি হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে। ব্র্যাকপুত্রের অপর শাখা “শাকবী” এগারসিন্দুর ব্যাপিয়া পূর্বাভিমুখে বায়া বিল বারোধার পতিত হইয়া পরে নিঃস্থায় নদীর স্ফীত মিলিত হইয়াছে। প্রতিরুপ এই প্রকল্প সংঘটিত এগারসিন্দুর প্রতি জে চারিফিক হইতেই বাণিজ্য সম্প্রসার তত্ত্ব আরোয়ার বর্ধিত হইবে, ইহার আর বিচিত্রতা কি?
কালক্রমে শস্যনদীর মুখ বদ্ধ হইয়া গেলে এবং ব্রহ্মপুত্র আপন বিশালত্ব হারাইলে, এগারসিঙ্গর বাগিজা লক্ষিত কোথা অন্যায়া পথে যাহাবিশিষ্ট করিলেন।

বারুদ ইহুদির স্নেহে ইশা খুলি, জঙ্গলবাণীর কোচরাজ লক্ষণ হাঙ্গোল পরাইত করিয়া। জঙ্গলবাণীতে রাজধানী স্থাপন করতে আপন পরিবার ও ধনরস রাখিয়া। এগারসিঙ্গরের এক তৃণচতুর্থ দুর্গ নির্মাণ করেন। একদিকে ইশারের দুর্গ এবং তহশীল কালারী যেমন নীচ ও বহ সমৃদ্ধলোক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, অপরদিকে না দিকে শাহ ব্যবসায়িক সমাজের সমাগমে এগার সিঙ্গর কাকফুল সমাকায় রক্ষিত করিয়া নিয়ত জনকোলাহল মুখ্য রহিত হইতে লাগিল। পণ্য-বিক্রেতা সমুদ্রের জন্য তৃণমূলের রাজত্ব অন্নবরণে বর্ধিত হইয়া উঠিল। এখনও তৃণ রাজত্ব ঐ সকল স্থানে পূর্ণত্ব বর্ধিতই রহিয়াছে। যে স্থানের বিপণনটি বর্ধিত বর্ধিত সহায়তা লাভ হইত। তাহাতে এখন কয়েক টাঙ্গার ফল অর্জন করিতেই রক্ষিতে মারার গায় পায় ফেলিতে হইতেছে। অতএব উক্ত জমি পূর্ববৎই রহিণ। স্থান মহাশয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এখানে না বহ আনীর ওমরাহের উপনিবেশ ছিল, জনগোষ্ঠ সহস্রকেল তাহা খোজ করিতেছে। এখানে কাজ বার্ষিক ওমরাহ আগমন করেন।
এগার জন বাসোপনাগী স্থান পাইয়াছিলেন, একজন স্থান পাইলেননা। তিনি বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন। যাওয়ার কালে তিনি বলিয়া গেলেন—

“ইহুদি সে দুর্গ”

এই স্থান বন্ধ বাস্তব হইতে দুরে রহে, এই শহর হইতেই নাকি ক্রমে এগারসিঙ্গর হইয়াছে। কেহ বলেন এইস্থান সমগ্র ভাট মুরকের ক্ষেতের দিকের মত অথবা অণুর ও সিঙ্গরের মত গোবরের ও আদরের সাব্যস্ত।
নমস্তঃ ব্রহ্মপুত্রের রূপে এই স্থান প্রাকৃতিক রূপে ত্রাং লীলা নিকেহন, বাজিয়ার কেরাকের, দীপের শেষ বিক্ষিপ্তের সমিলন স্থান—বলিয়া কেহ কেহ। এই স্থানে কেহ অগ্নিসিঙ্গর (ক্ষেতের সিঙ্গর ?) বলেন। তাগুকের বিখ্যাত ব্যবসায়ী পালকুল পালকের একটি সৌভাগ্যের পতন এইস্থানে।
এই স্থানেই তাহার। বানায়াহারের গোষ্ঠী বংশের পূর্বপুরুষের শিক্ষাত্মক গ্রহণ করেন। এখনও উক্ত গোষ্ঠী মহাশয়ের। শিক্ষাত্মক নিকট
“দশরথ এগারসিঙ্গরের গৌরব” বলিয়া পরিচিত।
মাষ, ১৩১৯ বা আগুন সিদ্ধুর বা এগার সিদ্ধু। ১০৩

ধারণা করিলে এই স্থানে তাহার সহিত বিপুল যোগল বাহিনীর ঘোরতর যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে ইশা খাঁ জয় লাভ করেন। এগার সিদ্ধুর নাম দিল্লীর বাদশাহ হইতে পথের কাঙ্ক্ষা, সকলের মনে গোরবের সহিত গৃহীত হইতে থাকে।

চিরদিন সমান যায় না। ইশা খাঁর অধিপতনের পর এগারসিদ্ধুর গোরবও ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এখন আর এগারসিদ্ধুতে তৃণব স্থান কিছুটা নাই। মসনদ আলী ইশা খাঁর কাসাবশিষ্ট লুপ্ত হইয়াছে তৃণের মাত্র বর্তমান আছে। চারিদিকে অতুল্য মুখ্য প্রাচীর, তাহার তত্ত্বাধিকারের দিকে ধূসর ইষ্টক-প্রাচীর ও পরিমার্জন

লালির দিকে যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ তার আছে। তাহাতে আলী কাল-লক্ষণ অনল বর্ষা কামান সকল সহিত থাকিত। দ্বারের সমুদ্রে সবক বিনবিগ্রহ এহোরীর আশ্রয় গৃহের লুপ্ত প্রতি প্রতি ভিতরের চিহ্ন তৃণ লোপ হয় নাই। তবে মানবের ভূমির কৃষ্ণ যে ভাবে উত্তরের বর্তমান হইতেছে, তাহাতে একথা নিঃসন্দেহ বলা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এগারসিদ্ধু শেষ চিহ্ন কেবল মাত্র প্রাচীরের উপর আপন স্বত্ত্ব সংরক্ষণ করিয়া। চিরদিন এই করিবে। এই সকল কীর্তিহিংসার সহায্যতার জন্য দেশের ভূমধ্যস্থ মহাশয়েরা ধর্মদাতার পাত্র। তাহাদের আলাময়ী শোণিত-পিপাসা প্রশমনের জন্ম করিলে প্রাণ গণে আপন সৃষ্টির স্বরূপ এবং বহ প্রাচীর কৌতুক অন্ত্য মন্দ। তাহাদিগকে উপহার প্রদান করিতেছে। ভূমির পরিমাণ রুদ্ধির জন্ম করিতে এখানে করেকটী প্রাচীর পুকুরিণী ’তরট’ করিয়া ফেলিয়াছে, মুখ্য প্রাচীর “আইলে” পরিণত করিতেছে।

নিয়তই বেষ্টন রাজার দিবি। * বেষ্টন রাজা ( বৃদ্ধিশীল কি ? ) কোচ্চিতের অধিনায়কগণে এইখানে আপন প্রভুর স্থাপন করেন; পরে এই আবলতর উত্তরের উপাদানে স্বামীর প্রদান করেন। বেষ্টন রাজার পুকুরিণীতে ২০ বিধা জমি অধিকার করিয়া আছে। এই পুকুরের পশ্চিম

* বেষ্টন রাজা পুকুরিণীর সংস্থা অংশ হইয়া বহুল অধিকার। শীর্ষক নামেককৃতির রায় চৌধুরীর সহায়ি ঐ পুকুরিণীর বিভিন্ন অংশ পরিষ্কার করাইয়া উহা রক্ষা রক্ষণ করিয়াছেন।
১। নারকিন দরবেশের দরগা। ইহা এগারসিদ্ধের পূর্বপ্রাপ্ত স্থাপিত।
  নারকিন সাধক মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি সাধারণ পাগলের মত নৃপতি 
  করিতেন। ইহাই অসংখ্যে সেখানে সাহায্য খামুর অভিজ্ঞতায় 
  অধিকারী হইয়াছিলেন। এই দরগার নিকটে আসিয়া হিন্দু মুসলমান 
  সভ্যতম মন্দির অবস্থায় করিয়া থাকেন।

২। পরিবর্তনের দরগা। পরিবর্তন নারকিনের কনিষ্ঠ ভাষ্য।
  ইনিও 
  সাধক ছিলেন। বহু সংখ্যকে উক্ত লইয়া বাণিজ্য করিতে আসিয়া, 
  সময় 
  ক্রমে ইনি গৃহতাত্ত্বিক ফলাফল হন। ইহার দরগার হানার প্রায় ৩০ 
  হাত উচ্চ। 
  দরগার অবস্থায় এখন শোচনীয়।

৩। দিগীন্দ্র সাজহানের আদলের মসজিদ। ইহার বারোপরিশ 
  এইরূপ লিখিতে দৃঢ়-আরবী অক্ষর নিয়মিত বিবরণ লিখিত আছে।

  “আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ নাই। মহামাত্র আল্লাহই কথা এই করিয়া 
  করিয়াছেন। যে জেবের ও পুনর্জীবন বিখ্যাত করে, যে একটি করিয়া মসজিদ 
  এই করে। যে পুরবীভুতে একটি মসজিদ এই করে, আল্লাহ তাহার 
  প্রর্থ্যে ফাইটাটি মসজিদ এই করেন। জেবের ইহার নিকট পৃথিবীর 
  অভিজ্ঞতায় সাহায্য করার রাজনীতি সময় এই মসজিদ নির্মিত 
  হইল। হিজরা অষ্টা ১০৬২ রবিউল আওরাজ।”

  মসজিদের ঘাট এবং ভিত্তের পশ্চিম দিকে একটি ভোক্তার বায় 
  অতি মনোহর কারুকার্যের সুপ্রীতি। ইহাকে নির্মিত হানার মসজিদ। মুনাফের 
  পাথর গ্রামের চিলিয়াছিল, গ্রামের এই মসজিদের তথ্য অন্ত সংখ্য রক্ষা 
  করিয়া সকলের জন্য বাড়াইয়া হইয়াছে।

* বারান্দার সাহ মাযুসের মৃত্যুতে আলোচনা করা বাইবে।
৪। অধিকারীর মুঁ—বেবুধরাজার পুকুরের অন্য পশ্চিমে অবস্থিত।

ইহা একাধানি তুলনিত দেবমন্দির। ভিতর প্রায় ৩২ হাত উচ্চ—দক্ষিন মুখীর মন্দির। ইহার দুই দিকে দুইটি পুকুর গঠিত আছে। বাহির হইতে তিনটি বিভিন্ন ভিন্ন মন্দির বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্তেই সিড়ি কোণ হইয়াছে; পশ্চিমের দরজায় সিড়ি আছে। ঐ খণ্ডের উত্তরেও একাধানি খাঁজ আছে। এক সময় এখানে দেববিহার স্থাপিত ছিল। এরূপ এই—মন্দির বাণীয়রামের গোপালী মহাদেবদিগের পূর্বদিকের স্থাপিত। চারিদিকে অগণ্য শিকর বিশাল করিয়া। এক বিশাল বটবৃক্ষ মন্দিরটীকে ধুলোলোকায় অবস্থিত করিবার জন্য হঁসা দিয়া উঠিতেছে। চারিদিকের ভিতর—মন্দিরের ভিতরস্থ স্থান পর্যন্ত কুঠুকের সতর্ক হন। চাঁদলে ধনিত হইতেছে।

প্রতিরোধ করে কে? * এই মন্দিরের দায়ের ইটগুলি ও কার ধর্মীয়।

বছরের কেহ একাধানি ইটখানি করিয়া গেল না। পূর্বের দিকের দেওয়ালেও কারুকার্য রহিয়াছে। বহুকালের মন্দির, কিন্তু দেখিলে মনে হয়, যেন এই সে দিন ইহা আন্তর দেওয়া হইয়াছে। হার, এদেশের সেই সকল শিল্পী আন্ত কোথায়?

বিলাড়ের সনাপতি রাজা মানসিংহ ইশলার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া
এগারোস্তর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, বঙ্গরাজের অপর তীরে টোল নামক স্থানে শিবের স্মরণে করিয়াছিলেন। মানসিংহের সঙ্গে তোলছিল, তোল নিষ্পত্ত। মানসিংহের তোল করিয়াছিল। মন্দির হইতে স্থানের নাম 'টোল' হইয়াছে ইহা অস্থায় করা যায়।

এগারোক্ষ হুর্গের অভ্যন্তরে জল সরবরাহ করিবার জন্য হুর্গের উত্তরে দুইটি বিশাল দীঘি ছিল। কাল হইতে তখন ধুস্র গিয়াছে।

হুর্গের আয়তন অতি একাং। বহুকালের বিদ্যমান উপর এই গিরাট হুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। আন্তর ওমরাহ এবং এধানপণের তিনটি চিন অঙ্গাপি বর্ধন রহিয়াছে।

*এই মন্দিরটীকে সম্প্রতি মহাদেব ঈশলারের মন্দির দুর্গ। মন্দিরের উপরের বটবৃক্ষ কাটলে মন্দিরটি রক্ষা পাইতে পারে, এই কথা নরেন্দ্রকাজী আদান দাত্ত, তিনি আদানের সহিত ঐ স্থানের কর্পচারীকে মন্দির পরিকার করিতে অনুরোদ করিয়াছেন। অতঃপৰ ঐই মন্দিরটি রক্ষিত হইতে আশা করা যায়।
এগার সিদ্ধ মসজিদ।

এগারসিদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হঞ্জন মধ্যে অলকিতে শোনিতের ফলে বহিয়া যায়। মনে হয় যেন—সুদর অতীতে কত বাণিজ্যতারী ধুল পাথা বিদ্যার করিয়া ব্রহ্মপুত্রের ও শংসনদীর বক্ত সফরে দলন করিয়া এগারসিদ্ধের পাস্তে অসিয়া অপেক্ষা করিত। মাত্রে মাত্রে এগারসিদ্ধ বন্দরের আকাশ সতত পরিরাম হইয়া ধাকিত। তাহাদের চৈনাশক্ত কেতনমালা সর্গে উজ্জীন হইয়া বাণিজ্য-লাভীর বিলম্ব ঘোষণা করিত। পাঁচ রোদ্ধের নামক্ষের সব মসজিদ হইতে মধুর 'আজান' উখিত হইত। সফলে সন্তায় হিন্দু দেবালয় হইতে শ্রী ব্যাপারের সহিত হরিধ্বনি দশকিম যখনি।
করিয়া তুলিত। ষ্ট ষ্ট ভক্ত হিন্দু মন্দির-প্রাঙ্গনে মোড়করে স্পৃষ্ট-মান হইয়া দেবতার কূপ প্রার্থনা করিতেন। হিন্দু মূসলমানের মন্দির ও মসজিদের পাশাপাশি স্বাত উদ্যান ভাবে আপন আপন ভক্তের অর্থ গ্রহণ করিত। সঞ্চায় ষ্ট ষ্ট সহস্র দীপালোকে জল স্বল্প আলোকময় হইয়া যাইত, নৃতাত্ত্বিক উৎসবে ব্রক্ষুপ্ত শিক্ষ-কণ-বাহী সংহিত দশদিকে অনন্ত বিতরণ করিত। আজিও এবাদ রহিয়াছে—

"সাজনে টোক, বাঙ্গলে এগাসিদ্রুপুর।" সাজ সঞ্চায় টোক ও গান বাঙ্গলায় এগাসিদ্রুপুর, এক সময় বিখ্যাত হইয়াছিল।

এগাসিদ্রুপুরে শোভিত এবারও করেক বার প্রথম হইয়াছে। ইপা খাঁ ও মসজিদের বুদ্ধতর পর ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গের মাঝখানে আসামরাজ ব্রক্ষুপ্ত স্তবত্তা নগর সকল জয় করিতে অগ্রসর হন। এগাসিদ্রুপুর বাড়ি ইসলাম খাঁর সৈন্য সহিত তাহার তীর্থ যুদ্ধ হয়। আসাম রাজ পরাজিত হইয়া খুদে প্রত্যাগমন করেন। সিপাহী বিখ্যাতের সময় একদল সিপাহীও এগাসিদ্রুপুর হইয়া হোসেনপুরের দিকে ও অপর দল সিপাহীদের দিকে চলিয়া যায়। আজিও বীর-মহাব্রো খাঁর মৃদুর। 'সিপাহীর গোষ্ঠে' দেখাইয়া দেয়।

এগাসিদ্রুপুরে এখন আর কি আছে? বহ জন অপূর্বিত স্থান
এখন জনপুর। তাহার বিশাল প্রাঙ্গণ ছড়িয়া এক নিশ্চিত বৈবাহ্যে বোধ করিয়া যোগ্য সন্ত্রাসক্রাপ্তির মত নিষ্ঠুর কালের চরণাহত চুঁইয়া। অষ্টম খাসরোধের অপেক্ষায় নিকাল করণ-নম্বরে চাহিয়া রহিয়াছে। পৌষ-দীপ মসজিদের শোভনাথ দীপাবলী, বোধ করিতে লাগিয়া গাহিয়া, আজ কৃষ্ণচণ্ডীর পাটিয়ালা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে বেশ একটা বিখ্যাত বিদ্যালয়, একটা মূর্ত্তির স্মৃতি ছায়া, আশানুর নীরব হাওকার। এসব দৃষ্ট দেখিয়া একটা আলোকন দৃষ্টের প্রতিষ্ঠাতা মিছ করিয়া দিয়া ছুটিয়া আসক।

মনে হয়—

বহুধর্মে ক গভর মধুরাপুরী

রূপনীতি ক গভর্নর কোষ্ঠাং।

ইতি বিচিত্র ভূমিব মনস্তির্বেত

ন সমুদ্র অপাত ইত্যাদ ধারী।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাচার্য।
বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

আগে প্রশ্ন হইয়া পরে বিবাহী ভাল, না আগে বিবাহ হইয়া। শেষে প্রশ্ন সংস্কারই ভাল। এ সময়ে আমাদের হিন্দুদের ঘরে উঠিতে অবসর নাই। তবে এ প্রশ্নের প্রশ্ন কেন? কালক্রমে সকলই ঘটিয়া থাকে; হুতাসে বিলাতি সভ্যতার হাওয়ায় আমাদের হিন্দু দেশেও আগে প্রশ্ন, পরে বিবাহের চেয়ে আসিয়া লাগিয়াছে। সমাজে সেটা এখন পর্যন্ত না চলিলেও, সাহিত্যের মধ্যে সে তরঙ্গের যাত্রা প্রতিযোগিতা অনেক ফেনপুঞ্জের সংস্কার হইয়াছে।

গল্প ও উপস্থাপন প্রধান বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে এই শ্রেণীর গল্পের সংখ্যা খুব বেশী বিকল্পে অতুলনীয় হয়। মাসিক পত্রাদিতে যে সব গল্প আজকাল বাহির হয়, তাহাদের অধিকাংশই এই ছাঁচে ঢালা।

এই সব গল্প ও উপস্থাপন পাঠ করিয়া নবা কিশোর কিশোরীগণের মনে প্রণয়মূলক বিবাহের প্রতি একটা আগ্রহের সংগ্রহ হওয়া সম্পূর্ণ সাধারণ এবং কেন কেন ক্ষেত্রে যে তাহা না হইতেছে তাহাও নহে। এই জন্যই এই বিষয়ে একটু আলোচনা করা মন্দ নহে বিবেচনায়, এই প্রশ্নের অনুচ্ছেদ করা গেল। একটা উপলক্ষ ও হাঁটু উপস্থিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল, অমৃত বাঙালি পত্রিকায় বিলাতی “It's Bits” নামক পত্রিকা হইতে এই উপলক্ষ একটি অবস্থা উদ্ভূত করা হয়। উহা পাঠ করিয়া এই প্রশ্ন লিখিবার ইচ্ছা আমার মনে হইয়াছিল।

আমার বয় দুর মনে হয়, বিলাতি প্রণয়মূলক বিবাহ আমাদের দেশের জল-বায়ুর উপযোগী নহে। চেষ্টা করিলেও উহার চারা বা কলম এদেশে ফলিতে না। তাহার প্রসন্ন এই যে, হিন্দু সমাজের কথা দুরে থাকিয়া, তাহা সমাজেও ঠিক এইভাবে প্রথা বোধ হয় প্রচলিত নাই। অন্যত্বঃ আমার ঐ সমাজ বিষয়ে যে সমাজে অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে ঐভাবে তাহাই বিলাই জানি। তাহার কতকটা সংখ্যামূলক ভাবই অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের দেশের মুখলমান সমাজের সকলের বিশেষ কিছু জানি না, তথাপি বেহুল দেখিয়া ও শুনিয়া পাই, পাত্র পাত্রী নির্বাচন অভিভাবকেরই কারিয়া ধরকে। কত্তীর সম্ভাবনা একটা প্রথা আছে বটে কিন্তু সেটা নাম মাত্র।

আমাদের হিন্দু সমাজের ত কথাই নাই, সেখানে অনেক স্থলেই পাত্র পাত্রীর কথাই কারুরা নাম পর্য্যন্ত জানেন না, পরিচয় ত দূরের কথা!
‘Tit Bits’ এর লেখক ইলেজন্ডর ও ফরাসি দেশের বিবাহের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন এবং এতচাহীনের মধ্যে ফরাসি এখানে তিনি ভাল বলিয়াছেন।

তিনি বলেন—ইংল্যাণ্ডে পাট্রপাট্রের মধ্যে উপরে একটি হইবার পরে তাহারের বিবাহ উভয়ের ইচ্ছায়। নিঃশব্দ। তথাপি অনেক স্থলেই দেখা যায় বিবাহের অনা দিন পরেই সেই প্রাণ প্রেমের বহ্নি হইলেও বিবাহের পর দ্বিতীয় প্রায় স্বাভাবিক হইলেও কাজ করতে হয়। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের বৈঞ্জনিক বিবাহের মধ্যে প্রায়ই অসাধারণ হয়। নবমোক্ষভাবে প্রকৃত পতি বা পত্নী নির্বাচন করা অতি অসহ বুদ্ধিমতী থাকে। তাহারা একেকে প্রেম বলিয়া মনে করেন, অধিকাংশ স্থলেই সেটা একটি রূপে মাত্র সাক্ষর বিবাহ মাত্র। তাহার প্রেমে পাত্র পাত্রী উভয়েই উভয়ের প্রতি একাংশ অনুসম্মত। হইয়া সেই মোহকেই—সেই সাধারণই হয়, তখন সাধারণের উপসর্গ হয়, ভাবের দর্শন কাটায়। যায়, অথা দিন মধ্যেই তাহারা দেখিলে পান যে আর চাহিদার স্বাধীন, স্বল্পের গঙ্গা, শুরু না; বাধ্য জ্ঞাতে অনেক অনেকোই যির্সন্স হইয়া পড়িয়াছে! কলকাতার স্বাধীনের কাজ করিয়াছে। ফরাসি দেশে অভিবাদন বীর্য বীর্য বিবাহের সৌভাগ্যের জন্য উপসর্গ পাত্রী বা পাত্রের অনুসন্ধান তরুণ করেন সেই স্থলে তাহারা তথা বিবাহ স্বর্গ প্রকারের সৌভাগ্যের পরিচয়ের প্রচার করেন বলঃ বলঃ পাত্র পাত্রী অনুসন্ধান করেন তবে সব পরিবারের মধ্যে বিবাহ করিয়া হইতেই বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন, সেই সব পরিবারেই আগে তাহারা অনুসন্ধান করেন। গেলে তো বয়স্ক অনেকের কথা। আর নিতাক। তাহো না হইলে অনেক্কে স্ত্রী তথা জ্ঞাত হইয়া তাহার পরে বিবাহ স্বর্গ স্বর্গ করেন। উত্তর পরিবারের মধ্যে বৈধব্য একতার পাকা হইয়া গেলে তাহার সাব মহারাজের সৌভাগ্যের পরিপ্রেক্ষ্যে প্রতি অনুসন্ধান হইতে থাকেন।

ফরাসি দেশে কাহার তীব্র গৌরব জীবনের সংসার পাত্রের সাহায্য, কাহার পিতাকে সাহায্য বদ্ধক সংসার রাখিয়া যান। পুত্রের পিতাকেও সেই তীব্র সাহায্য করিতে হয়। তাহারিকে উপায় বক্রন বীর্যি দিয়া। তাহারের সাহায্যে একবিং
হইবার মত অর্থ বর ও কথা উভয়ের পক্ষ হইতেই দিতে হয়। এইরূপ অর্থ সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ দেওয়া হয় না। সে দেশে যখন বিবাহের পর দম্পত্তিকে গৃহক সংসার পাতিতে হয়, তখন এইরূপ অবহ্না যে সমীচীন ভাবে সম্প্রস্মা নাই যাদের আর আর বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমহানাথ চক্রবর্তী।

---

মিনতি।

"দিব" বলে এদে, চাই—
শক্তি মোর যত, চাহিবার;
যাও আচ্ছে, কেড়ে প্রত্যয়,—
nিম্ন করে দিয়ো পুরস্কার!

‘বলি শুধু দিয়েছ যা’
তার বেশী দাও নি কি আর?
তোমার পুজার ছেলে
বার্তাপ্রে করি নমস্কার!
চাহি না তোমার দান,
লাহ মোর যা আচ্ছে দিবার,—
রেক্তায় ধন হোক
শপথ মোর চির-পূর্ণতার!
আমি প্রভাতের ফুল,
ছায়া হন সাঁঝের কাননে,
পূর্ণ হ’ব ঝাড় গিয়া।
স্মরণীয় আয়োজনামে বাণী!
সব নিয়ে, হে স্ন্যানের!
তোমা পরে দিয়ো। অধিকার—
ভাল যেন বাসি তোমায়,
আর কিছু নাহি চাহিবার।

শ্রীমৃদ্রেশচন্দ্র সিংহ পরিহা।
চন্ডালোক।

দেখিলেই "সৌরভে" ব্যাঙ্গিত চন্ডালোক তর্কালক্ত মহাশয়ের "স্বর্তি,"
প্রকাশিত হইতেছে। সংগত তর্কালক্ত মহাশয় তদীয় স্বর্তি এতের নাম
"চন্ডালোক" রাখিয়াছিলেন, যথা—"উশ্চ-চন্ডালোক'। তাহার জীবন
"স্বর্তিকেও" তাই আমি "চন্ডালোক" অঞ্জা প্রধান করিতেছি। সময়ের দেশ
না হউক, অন্ততঃ সৌরভের করেকটি পৃষ্ঠা এই আলোকে উদ্ভাসিত হউক।

আমি করেক দিনের জ্ঞান সংস্কৃত কলেজে পড়িতে গিয়াছিলাম; তান্ত্যের হস্তের নিয়ূক্ত তর্কালক্ত মহাশয়ের নিকট বেদানাট শাস্ত্—উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সেইবার তাঁহার সর্ব প্রথম এরূপ এরূপ পরীক্ষার পরীক্ষা নিযুক্ত হন। এই উপনিষৎগাঁথা তাহার ঘাঁটির পরিক্ষণের প্রথম মধ্যে নির্ধিষ্ট হওয়ায় তিনি আমাকে আর ঐ বিষয় পড়াইলেন না, আর একজন তাহার
খুলে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিষয়শ্রেষ্ঠর তাহাতে তৃষ্ণা হইল না।

আমিবুদ্ধি কৃষ্ণ হীরভৃত্ত দত্ত এবং প্রিয়োলী কলেজের বর্ধমান
প্রধান সংস্কৃতাদ্ধারার প্রতি আমার অনুরোধ সহায়তার প্রদান।
ফিনি সাহিত্যিক ভাষার নিকট দর্শনের দেই যে তর্কালক্ত মহাশয় সুখায়
চমৎকার রূপে ব্যাখ্যাদি করেন, তাহাতে অতিল দর্শন শাস্ত্রের তথা অজ্ঞানত হইয়া
গায়—আমরা উহা। তাহারই নিযুক্ত অধ্যযন করিতে প্রতি। তাহার অতিল
বিষয়ের নিয়মানুসারে তর্কালক্ত মহাশয়ের হস্তে অধ্যাপনার তাঁহাতে
করিতে পারেন নাই, প্রতি সময় আমাকে দর্শন পড়াইয়াছিলেন।

তর্কালক্ত মহাশয়ের পূর্বে বোধ হয় ইংরেজীতে একবারে অনভিজ্ঞ
ও টোলের পণ্ডিত কেহ বিষয়বিশেষের পরীক্ষাবার বা একত্র নিযুক্ত হন
নাই। তখন পুন্তাক সস্তা বদনোপাধ্যায় মহাশয় ভাষার চায়জ ছিলেন—
এই নিয়ন্ত্রণ তাঁহার অন্ততঃ কীট। ব্যবসা হীরহ যে এরূপের ভাষা। ইংরেজীতে
না হইয়া সংস্কৃতে হইবে। এইরূপের তত্ত্ব আচার্য বিশ্বাস, করিয়াছিলেম,
"মহাশয় এত ভাষা প্রদত্ত, ইংরেজী তাহার জীবনে ইংরেজী অনর্থে অন্যান্যে আরস্ট
করিতে পারেন।" উভয়ে বলিলেন, "বাপু এখন ক্রুদ্ধকাল, আর যে নুতন
ফিরি বিষয়বার দিন আছে যে বিশেষর ভাষা।* বিষয়বার—ভাষা।*
ইংরেজিতে বাণিজ্য করলে Humbuggism, তর্কালকার মহাশয়ের তাহার একবারেই ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই সাময়িক ইংরেজী বাক্য যথা—
“Explain,” “Write notes on” ইত্যাদি শিখিতে পারিতেন, নাম উদ্বেগত সোজ্জা কথা। এম. এ. বা প্রেমচাদ রায়চাদ বুদ্ধি-পরিশ্রম সম্পদ পরিক্ষে মিলিয়া। যে রিপোর্ট সিদ্ধিকেটে মাথিল করিতে হইত, তাহাতে সমস্ত ইংরেজী বাক্যগুলির মধ্যে তর্কালকার মহাশয়ের “শ্রীচক্রবর্তী শর্মা” এই ব্যক্তি বিরাজ করিত—দেখিলে মনে হইত যেন কোট প্যাক্ট বা চোগা-চাপ্কানাথারী ইংরেজী নিবিদারের সহভাগ আমাদের খাটি বলদেশী এই ব্রাহ্মণ পত্তিটিট চাঁপি পায়ে ও থানের চাদর গাড়ে বসিয়া আছেন।

বর্তী অধ্যাপনারীতির বিশেষ্য এইটুকু ছিল যে তিনি অতিশয় দৃঢ় পড়াইয়া যাইতেন। আমরা তাহার নিকটে নৈসর্গিক ও কাদরী পড়িতাম—নৈসর্গিক উত্তরাধিকারের দীর্ঘত্বের ১০। ১৫টি ছোট এবং কাদরী পুরুষদের ৪০। ৫০ পঞ্জিকা তিনি ঘটায় পড়াইয়া যাইতেন। অনশধরের বিষয় এই ছিল যে জ্ঞানার্থের হাত পড়াইয়া গেলেও অবশ্যক কোনও কথা তিনি বাদ দিয়া যাইতেন না—অনিয়ম ব্যাকরণ বা অলসতার ঘটিত সমস্ত বিষয়ই বলিয়া যাইতেন। গভীর মনোযোগ সহকারে ছাড়ে তাহার ব্যাখ্যাধি গোনিতে হইত, অন্যভাবে হইলেই প্রমাদ। যাইতে একবার আত্মত্ব বিষয় পড়িয়া। আরিজ্জেই সর্ব সন্ন্যাস নিরসন হইত। কেহ কেহ এই রীতির অপকর্পাতী ছিলেন, কিন্তু কলেজের সর্বোচ্চতম শ্রেণীতে ইহাই প্রকৃত রীতি—বহু পড়িতে হইবে, অথচ ৫০টি লেকচার গুনিয়ে পরীক্ষাধিকার জমিত; এতদ্ব্যত্র একটা শখ বা তাহার নিয়া চিবাইয়া অন্তরোপকার কোথায়? তর্কালকার মহাশয় মহেশাশ্বায় শক্ত মিশ্রায় হিসাবের থাকেন পর্যালোচনায় কিছু লিখিয়াছেন। এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন—বুড়ি পড়িতে সময় নষ্ট করিতেন না। ধাতনামা ইংরেজ অধ্যাপকেরাও অনেকে এইরূপ পড়াইয়া থাকেন। দাক্তা কলেজের তথা নীতন্ত্র প্রিন্সিপাল মিঃ এ, সি, এডওয়ার্ডস এর নিকট আমরা ইংরেজী সাহিত্য এই ভাবেই পড়িয়াছিলাম। তাই তর্কালকার মহাশয়ের রীতির অবহেলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

তিনি অধ্যাপনা বিষয়ে যে কেবল ফ্রাঙ্কফোর্ট ছিলেন তাহা নহে। ব্রাহ্মণ পত্রিতচিত রীতির তিনি পুনর্নিশাচূত্রে অষ্টাদশ করিতেন—রাজমান, সখ্য, তর্পণ, শিবপূজা, নিতানৈতিক রাজনীতি প্রাঙ্গণ সমস্তই তিনি করিতেন—
জগতের উপাদান।

আমাদিগের ইহীম গাঙ্গু কি কি উপাদানে গঠিত তাহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মে। বর্তমানে বিজ্ঞান বস্তুর অবগত হইতে পারিয়াছে, তাহার অন্ন বিরত বর্ণন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা দেখিয়া পাই যে বিজ্ঞানবিদগণ এমন এক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহার প্রকৃতি সাধারণ অজ্ঞ হইতে বিভিন্ন। এই পদার্থ অবলম্বন করিয়া জগতে মাধ্যমিক সত্ত্ব হইয়াছে; তাপ, আলোক ও তড়িত-বীচিমালার গতি সত্ত্ব হইয়াছে; ইহাই শক্তির আধার বিনিময় ও সৃষ্টিতে হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ধ্বনির নাম দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, জড় পদার্থ এই ধ্বনির গৌরবপূর্ণ জাত। অর্থাৎ সাধারণ জড় পদার্থ ধ্বনির প্রকারান্তু। কিন্তু ইহা এখনও শুধু অদৃশ্য নাম। ধ্বনি সর্বস্বলে বর্তমান। এখানে কেন্দ্রমও জড় পদার্থ নাই, তাহাতে এবং জড় পদার্থের মধ্যেও ইহা ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। অতএব এই ধ্বনি হইতেছে যে এই ধ্বনি জগতের মধ্যে ধ্বনির সমুদ্রে ধ্বনি, চন্দন, গাছ, নকশা, খুসতে এড়ি জড় শিখ সকল ভাস্মাণ এবং ইহা ধারাই এক ধরুণ প্রতিষ্ঠিত। তাহার একে অন্তের উপর নিঃশ শক্তি যে চালান করিতে পারে, আকারণ রূপে বা আলোক ও তাপ বিকীরণ ঘটি বা উজ্জ্বল প্রকাশেী তাহার ধ্বনি ধারাই সাধন হইতেছে। এমন কি এই ধ্বনিরই পরমাণুদিগেরও ব্যবহার কারণ হইতেছে। আমরা আরও দেখিয়া পাইতেছি যে বৈজ্ঞানিকগণ আরো খিল আর একটি পদার্থের সন্ধান পাইতে হইয়াছেন তাহাতে সাধারণ জড় হইতে তিন ধ্বনিকল্প। তাহার এই পদার্থের নাম দিয়াছেন—ইলেকট্রো।
এই ইলেম্বিয়ণ পদার্থটির এক আক্ষর্কতা শুন এই যে ইহা যদি ক্ষেত্র ধাবিত হইতে থাকে, তবেই যেন তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ঐক্যের যেমন সর্বোচ্চ ব্যাপক, তাহার মধ্যে যেন কোনরূপ রচনা নাই, তাহা টুক্কা করা যায় না; ইলেম্বিয়ণ কীভাবে সেরূপ ব্যাপক নহে। ইহার সাধারণ জড় পদার্থের মত পরমাণু আছে।
এই পরমাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া—পরশুর অনুকূল অবস্থায় বৈজ্ঞানিকের কাছে ধরা দিয়াছে। যেন ইহারা বে ধ্বনি হইয়া থাকিতেই চাই।
দেখা যায় যে ইহারা পরম্পর অকর্ষণ না করিয়া বিকর্ষণ করে। কিন্তু সাধারণ জড় পরমাণু পরম্পর অকর্ষণ করিয়া থাকে। আমার এই বিকর্ষণ শক্তি জড় অকর্ষণের তুলনায় অতিশয় অধিক। বিজ্ঞানবিদ্যা মনে করেন যে প্রত্যেক জড় পরমাণু মধ্যে কতকগুলি ইলেম্বিয়ণ বর্তমান আছে। আসল জড় পরমাণু ইলেম্বিয়ণ পরমাণু অপেক্ষা কয়েক স্থলে ১০০০০০ কোন স্থলে বা ২০০,০০০ শুন অধিক।
সাধারণ জড় পরমাণু—আসল জড় পরমাণু ও একটিকেই ইলেম্বিয়ণ পরমাণু দ্বারা গঠিত। যদি চূড়া বন্ধ করা যায়, তবে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই জানেন। আরে ইহা জানা আছে যে চূড়া প্রকার তড়িৎের একই সময়ে প্রকাশ হয়। ইহার কারণ এই যে কতকগুলি ইলেম্বিয়ণ পরমাণু বর্তমান শক্তি দ্বারা এক প্রকার জড় পরমাণু হইলে অন্ত প্রকার জড় পরমাণুতে সহস্রেই অগ্নিতে আছে। ইহার দ্বারা পরমাণুতে একটি বা চূড়া অর্ধেক ইলেম্বিয়ণ আসিল, তাহাতে পশ্চিম (negative) তড়িৎের প্রকাশ হইল এবং যাতে পরমাণুর সমুখের ইলেম্বিয়ণ হার হইল তাহাতে ধন (positive) তড়িৎের প্রকাশ হইল।
অতএব দেখা যাইতেছে যে জড় জুটি চূড়া প্রকার পরমাণু, দ্বারা গঠিত।
একপ্রকার জড় নামে অভিহিত; অন্যপ্রকার ইলেম্বিয়ণ নামে বৈজ্ঞানিক জুটি পরিচিত হইয়াছে। ইলেম্বিয়ণের বিষয় যতই জানা যাইতেছে, তাহাতে তাহাকে শক্তি কণা বলিয়া অভিহিত হয় না।
এক্ষেত্রে আমার জড় পদার্থ সচেত্নে কিছু আলোচনা করিব। বৈজ্ঞানিকগণ
রসায়নের উন্নতির সহিত ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, এই জুটি কতক পদার্থ আছে যাহাদিগকে মূল পদার্থ বলিয়া পারি। তাহাদের সংখ্যা যে টিক কত তাহা এখনও নির্দেশিত হয় নাই। তবে যে উপায়ে বিজ্ঞানবিদ্যায় কতকগুলি মূল পদার্থের অভিস্পর্শের বিষয় তদৃষ্টস্বার্থী করিয়াছিলেন। সেই উপায় অবলম্বন করিলে যারা যার, মূল পদার্থ এককের অধিক না হইবার সত্ত্বায়। আর একটি বিষয়ক বিষয় বৈজ্ঞানিকদিগের গোচরীভূত হইতেছে।
খে, কতকগুলি মুল পদার্থের পরমাণু ক্রমশঃ ভাবিয়া নাইতেছে অর্থাৎ ধর্মঃ পাইতেছে। কারণ সেই সকল মুল পদার্থ অক্ষত হইতে লোপ পাইবে। ইহার কারণ এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে পরমাণু গুলিও কুঠুর কুঠুর পরম-পরমাণু দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ যেমন ভিতর ভিতর পরমাণু সংযোগে যৌগিক পদার্থের উক্ত হইতেছে, সেইরূপ পরম-পরমাণু দ্বারা পরমাণুরও গঠন হইয়াছে। এই পরম-পরমাণু ও ইলেকট্রনদিগের পরম্পর সমাবেশ ও আকারণ দ্বারা পরমাণুর উত্তর।

যদি ঐ সমাবেশ ও আকারণ এরূপ হয় যে তাহাদের মধ্যে সামান্য রক্ষা অসম্ভব হইবে যেতেছে, তবৈ তাহার ছত্রভঙ্গ হইবে ও কুঠুর কুঠুর পরমাণুর সৃষ্টি হইবে। দেখান হইতেছে যে রেখামান ধাতুর পরমাণু সুতাসত্তাতই এইরূপ ছত্রভঙ্গ হইবে। হেলিয়ম মূল পদার্থের পরিণত হইতেছে। এই ছত্রভঙ্গ হইবার সময়ে ইলেকট্রনের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে।

এই সকল ব্যাপার হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে কঠোর্ণের উপাদান প্রথম ইলেকট্রন, বিন্দুগুলি ইলেকট্রন, তৃণপ্রায় পরম-পরমাণু। অর সংখ্যাক ইলেকট্রন ও বহুসংখ্যক পরম-পরমাণু দ্বারা কেন মুল পদার্থের পরমাণুর উত্তর হয়। যে সকল পরমাণুর মধ্যে সামান্য স্বাভাবিক হইয়াছে তাহারা ধর্মঃ পাইতেছে না।

মূল পদার্থের সংখ্যা এত অর হইতেছে যে এই অরণ্য পরমাণুগুলি কেন এক আনন্দনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ভাবিয়া পড়ে। ভিতর তাইপ্রায় পরমাণু অবাধ পদার্থ আকারণ করিয়া। যৌগিক পদার্থের অরণ্য শৃঙ্খল করিবার নানা প্রকার শৃঙ্খল পদার্থের বায়ুরী অবস্থার উত্তর করিয়াছে। এই অরণ্য সমুহ প্রজ্বলিত হইয়া ক্রমশঃ তরল ও কঠিন পদার্থের আকার প্রায় করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ কল্পনা করেন যে ইলেকট্রণগুলি পরমাণুর চতুর্দিকে প্রচুর ভাবে ভ্রম করিয়েছে। ইলেকট্রন ও পরমাণুর মধ্যে আকারণই ভাবিয়া গঠিত হইতেছে না। যে সকল পরমাণুর ধর্মঃ পাইতেছে, তাহাদের ভিতর কেন্দ্রভুক্ত ও কেন্দ্রপ্রায় গতির মধ্যে সামান্য হয় না। কিন্তু দেখা যাইতেছে ইলেকট্রন ও পরম-পরমাণু সম্পর্কে পরম্পর বিভক্ত। অতএব ভাবিয়া করিয়া যে সকল পদার্থের মধ্যে বহুসংখ্য ও আকারণ বিভাগের হেতু নিষ্ক্রিয় ইলেকট্রন। ইহার এই সমগ্র অগ্রগণ্য একতা প্রতিপাদক পদার্থ। ইহার মধ্যে অপর ছুই পদার্থের কি যে সমস্ত তাহা এখনও কিছুই হয় নাই। তবে কেহ কেহ মনে করেন যে সুতাসত্তাতই ইলেকট্রনের প্রতি বৃদ্ধি পরম-পরমাণুর সৃষ্টিকরণ ও তাহাতেই পরমাণুর উৎপত্তি।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।
প্রকৃতির অভিমান।
(একাংক নাটিকা)
বৈঠক—কলিকাতা।
আমিয়ের চৌরাস্তা।—৪৯নং বাটী।
শিক্ষিত—বাবু রমেশচন্দ্র দাস—ছাতিওয়ালা বিষ্ণুপালের এক্ষেত্র।
“মেঘনীৰোহন ঘোষ—দেওয়াই কলম বিক্রিত।
“বিধুশেখর দত্ত—পটারী কোম্পানীর এক্ষেত্র।
“হংসকুমার পালন—ঈশ্বর বৌদ্ধ কোংর মানেনার।
“শ্রামলাল মিত্র মংস্য ব্যবসায়ী।
“মধুরী বাড়ি যে টেলারী কোংর ডাইরেক্টোরী।
অধ্যাপক—কৃষ্ণনাথ ভট্ট এম. এ. সাহিতিক ও অভিভাষণ।

১২ং বাংকু।—মশারান, হেলবেল ডোলিন। The wonders of the world হইতে পড়াইল ঘাছের মূল ঠিক মানুষের মত হয়ে আছে। তা আমাদের বিখ্যাত নাবকবল ঘাছে মানুষ দর্শন হয়েছিল পাঠ। দেখ, চেষ্টা না, হংসের বোলটা—কেননা, মানুষ হয়ে ছিল আর কি? (পকেট হইতে মাছ বাছার দিল। ফস্কো অলাইনা, মুঠে লাগানো চূড়ির মত চূড়ায় করিয়া ধরায়া, সবিশ পুরোই কষ্টের কষ্ট চৰায়া; ভিলে অর কোন আপন একটো না। (মুখ হইতে চূর্ণ নামাইনা।) কিন্তু এখন—

২২ং বাংকু।—তা কি কি? মাতির তলে মানুষ জমালে, ঘাছের আগাম মানুষ ধরে, সিঁড়িতে সব চেষ্টা হয়েছে। কবল বাইরেরা, জেনাঠানো, রাস্তার, অশুকালী, আর খনন গাছের তলে—ডাকোর কলকাতায় গলাম।
চোরা বিল হতে বাচা যেত।

৩২ং। পড়াইল নি—অপরাণ গণ্ডিত হোম উইড়াসার্নান্ত ঠিক মানুষ তৈরি করেছেন। ঠিক চলে, ঠিক বলে, চাউনি টাইটাল অন্তর্বক্ত মানুষের মত—চূড়া। এরো কলের পুলে। পাড়াটা নিম্নে পালন উইড়াসার বিখ্যাতের উপর টেকা দিতেন। হর্ষের রহিতে কথা বলছিলে বিচার গুড়ে অরেখ, গুড়ে বিশ্ব কবর্ক্কির বিধাতাপুর বেছেই হয়।

দোয়েড বাবু—বৌদ্ধে কোম্বার বিখ্যাত। আর বিখ্যাত। আবা বে তাই, মনর বলেছি। ছাতার গোকালে একথা মাটি আলাতে হয়ে।
নব বার্ষিক ফুল বলে না। বিষয়টা কি?
রমেশ বাবু।—(পকেট হইতে একখানা ছবি বাহির করিয়া) এই দেখুন না, প্রকৃতি গাছে ছাড়া ধরাতে সুরক্ষা করেছেন! তেমনি ডাঁটি, তেমনি বাঁটি, বিবিশ্বাস, বাঁধানা—সব রকম। বিপাকী কাগজে নামও বেরিয়ে গেছে। ছাতা গাছের বীজ চৌদ্দ থেকে আপাতে গেছে; এখন আজাহাজ বোঝাই হয়ে আমেরিস। বীজ বিক্রেতা মুটনের মাফফত ভারতে। এসে পড়লে আর কি?

রমেশ বাবু।—ওহে, বীজের কথা তুলে ফেলেন। ফরাসী ঔপন্যাসিক—Dumas তার Sunshadia elegans.

Black Tulip এ কি আশ্চর্য তিনি বীজের কথা বলে গেছেন। নারক Cornelius Van Baele কি অসাধারণ অব্যবহার! কি পগাছ পরকাঁকা। সারিয়া Rosar কি অপূর্ব ধেম! কাল টিউলিপের বীজ আবিষ্কার করে লাফ, টাকা পুকুর, সঙ্গে কো-কো রোজাকে পরিলাভ।

রমেশ বাবু। রেখে দিন আপনার তুমি আর টিউলিপের বীজ! ছাতার বীজ এসে যে আমার অন্য মার্তলে বসবে—সে কথার কি?

রমেশ বাবু।—ছাতা না থাকলে কি মাথা থাকবে না? সতের চতুর্থী পরবর্তী যে সত্য সরুজীর্ণ ছাড়া ছিল না, তাতেও তো সে দেশে চের মাথাওরা। লেক দেখা গেছে। গাছে ছাতা ধরবে—সতের বেশু! গরীবের কঁধি বেঁচে যাবে। দোতালার অনেক, বিদেশী জিনিস মার্কো এমে বেশু করেছে; এক্ষণে তা সহে কেন? অভিযান শেষ করবেই।
মাহিনী বাবু।—তা ছাড়া না হলেও চলতে পারে। আমি ম'শায় একটা দোয়াত কলমের ছোট দোকান করে খাবি।—এই কলমে ক্ষোঁয়ের মোড়ে, প্রকৃতি দেবী আমার পেছনেও দেখেছেন। এই দেখুন—
(একখানা ছবি তাদের মত সকলের সাথে ফেলিয়া দিলেন।)

একেবারে পড়বেন।—দেখি! দেখি! Inkbottleya Scribens—এ যে দিকের

dোয়াত! গাছে ফলেছে ছেলেদের খুব জুত।
গাছে চড়বে, ফল খাবে, দোয়াত গাছবে। শেষে বিশেষ সরকায়—
গুলিও যে গাছে ধরতে আরম্ভ করলে দেখলে।
এখন যদি—এম:
‘এ, বি এ, গুলিও গাছে ফলে, তাহলে
কলকাতা ইউনিভার্সিটি—এ আলকান তুলে
দেওয়া বেঠে পারে।

Inkbottleya Scribens

হয়েনুবাবু।—আপনার যে দোয়াত কলম, সে কি বন্ধ সমস্ত?
মাহিনী বাবু।—বদ্ধসাস—এর মানে কি?

হয়েন বাবু।—তা জানেন না? একটা ভজ লোভের গাড়ীতে একটা
বেল গাছ ছিল। একটা বায়ু এনে কললোককে বলে, “ম’শায় কিছু বিপজ্জ
পেতে পারি? ভজ লোভের বহেন পূজো। করবেন? নিনু। না।” বায়ু
পালই নিলে এবং পাকা পাকা করেকটা বেলও নিলে। তখন ভজ লোভের

বলি – “একি ঠাকুর, পাটা নিবেন কথা। তার উপর বেলও নিবে রয়েছেন। ঠাকুর হাসতে হাসতে বলেন – “বিলুপ্ত – তা আমি বন্ধ সমাস। বনে করেছি।”

মোহিনী বাবু।—সমস্তে নুন না হইলেও প্রকৃতির সঙ্গে এখন যে একটা ঘোঁট বেঁধে গেছে, তাতে আর সন্দেহ কি?

বিধু বাবু।—( মাঝার হাত দিয়া ) হঠাৎ ; হায়। পাটারী। আর টেকে না।—
টেকে না। দেখে দিন দিন চাঁর কাটুতি বাড়িয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে চাতালের সঙ্গ্যা বেড়ে গাছে, হ্যারিসনরোডে, মুরলীহাটে, ঠাপুবেলে, চুনো-
গুলি—বড়বাড়ি ছোটবাড়ি, অলি-গলিতে দোকানের পর দোকান, আমাদের
চাঁর পেয়ালা খুব কাটিছিল। Cups-and-sauceri fragilis প্রকৃতির মাণ্ড
আল মূল্য।

২ম বছর।—এ যে দিকে চাঁর পেয়ালা দেখ্চি।—এখন প্রকৃতি সুস্পন্দ। গাছে
যদি এক সুইচ কুটি
ও মাঝে ধরাতে
পাটেন, তা’হলে
তারি মজা হতে।
পাড়—আর—খাও।

সুনেন বাবু।—
তা শুনেন নি?
মেজিকো। দেখে
মাঝের গাছ অনে-
ছে। কারি—
কোরমা, কাটলেট
—মূল চাপের
আর ভাবনা কি?
উইলসনের হো-
টেল একদম বন্ধ।

৩ম বছর।—এ
নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট।

Cups-and-sauceri fragilis

সবাই এখানে পারে—আর বাতি ঘামে না।

সুনেন বাবু।—আজ বেটেকটা তোমরা বড় বেমনার করে ফেলে। ফেলেন
অর আর অর আর আর আর প্রাণ; আর আর আর আর আর প্রাণ। অমি ভাই একটা গান গাইবো। ফুলের গাইছেন? — (ফরাসী হুরে গান অর্জন)।

C'est que-le ciel est notre patrie,
Notre veritable patrie puisque de lui,
Puisqu'a lui retourne notre ame,
Notre ame c'est-a-dire notre parfum. *

বিধু বাবু—তুমি তো ভারি মজার লোক হে? আমাদের প্রাণ যায়, আর তুমি গান গাছি!

হরেন বাবু।— কেন! কবেই বলেছেন: —

“জমি যেন গান মহাদেশে, াসি যেন গানের বাতাসে,
বাঁচি যেন গান খেয়ে খেয়ে।”

হরকুমার বাবু।— রেখে দাও তোমার গান টান তা আবার ফরাসী। আমি ম'শায় সবে সেবিন বিলেকে পচিশ হাজারমিনি-বাঙ্গালের অর্ডার দিইছি। এই দেখুন — প্রকৃতি আমার বিরূদ্ধেও অবিভাজন করেছেন—Pursiflora mammona.

হরেন বাবু।— অভিয়ন করেনইব। মানির অভিয়ন মানবাগ। টাকা,

Pursiflora mammona.

* বর্ধমানের পিতৃ তুষ্মি, মৌরত মৌরত প্রাণ।

বর্ধমান হতে মৌরত আসে, বর্ধমানে বিখ্যাত বৌদ্ধ।
পল্লে, গিনি—পর্তু যাঁদি গাছে ধরিয়ে দিতে পারেন—Three cheers for our benevolent—Nature! যেখান কারো তা আসামেই কর, আর অফ্রিকায়ই কর—খেজালত চের। সার সিসিলরোড্জ্স বছর কয়ে চের টাক। করে গেছেন। এডাম্স যদি এরি উপরে তাঁর "Wealth of Nation" লিখে গেছেন।—Money is sweeter than honey। পল্লার আকারে, টাকার আকারে, গিনির আকারে, গোলাকার পদার্থগুলি আকারে সার পদার্থ। এ হতেই—ধর্ষ, অর্থ, কাম, মোক্ক—চতুর্ভূজ । Mammona ঐ ইংরেজী নামটা রেখেই সর্বনাশ করেছে। বাইবেলে লিখেছেঃ—"No man can serve God and mammon at the same time."

“জন বন্ধু।—তাঁর বিদেশে এখন পেটেই থাক। পেটে থেকে পিঠে গেয়ে বস।

সহরেন বাবু।—এই আর তাঁর বাব। কি প্রকৃতি যখন গুরু করেছেন, এখন ক্রমে রুট হবে, মাথা হবে, মাংস তো হচ্ছেই; চুলোরও আর দরকার হবে না—মেঝেরা আমারে বলে চা রুট খেতে থেতে দিকি নেড়েল পড়তে পারবেন।

হাম হবু।—আমি মাছের ব্যবসায়ে চেরে কাছিরের ব্যবসায় ধরে ছিলুম।

“কক্ষার বাড় নাশক।”

—দেশে বাড় দেখিয়ে বেঁধে যাচ্ছে—বাড় ঘোড়ার বাড়, চার্টারের বাড়, যেরো মিডির—বড় মাইস হলেই বাড়। পাট হবে বেলেই কাছির ধরে ছিলুম
—শেষটা প্রকৃতি তাদের বাড় সাধনে—Plumb-bunnia ফি বানি কি—

সহরেন বাবু।—তারাকে এক সময় কেম্প্লাজ ব্যব-

সাধনের করে দেখিয়ে ছিলো। শাশি জেলেনীর শাস্তির

পর হবে তারার পৃষ্ঠ তুলল। তারপর বাচ—

Plumbunnia nutritiosa.
প্রকৃতির অভিযান

শূন্য বাবু।—আমি একক চূপ করে ছিলুম। আমাদের টেনারি কিছু আগেই তুলে দিইছি—প্রকৃতির কোন তোয়াকা রাখিনা। তবু: ই দেখুন—
সাদা, কালো, কাটা—কোড়া কোড়া রুট ধরে আছে। মনো বক্সলু শো—

Shoebootia pedestrianus.

কর্ণ জুরোকে—থিক রবারের নয়—দেখেশে Galashers বলতো। কাপড়ের দিন ওর খুব কর্টিত। দেখেদের জুরো উভাকে শোেুোে শোোে বলা থেকে পারে।

শূন্য বাবু।—শোেুেুোেোe—যুজ্জ মধ্যে হাসালে দেখেছি।

শূন্য বাবু।—আমাদের তাড়া কোন চূলু নেই। টেনারি—বোধ করবার
তুলে দিয়েছি—আরো তুলে দিয়েছি—সেটা কেটা ভেষ্ট পুনরা।
গাত্রী হচ্ছেন দেবারা, চামারেরা লোভে আর গো হত্যা করবে না। মহাপুরুষ।

স্রেন্দ্রবর্ণে মধুবর্ণ বান্ধবন। আমি বলি কি—তাহে সচাপুতি করে টাইম হলে একটি বিটার সত্য আহ্বান করা; হউক এবং একটি ডিপুটেশন ফরম করে প্রকৃতি দেবীর কাছে ধ্যানবাদ নিয়ে যাওয়া যাক।

নং বাণ।—মৃত্যু বাহু বলেন চামারেরা চামারা লোভে গরু মারবে না; 
কান্দো জুতেও আর হবে না। আপনা হতে সরবে যে সব গরু, তাদের চামারা 
দিয়ে কি হবে?

মধুবর্ণ—( মাথা চুলকাইয়ে চুলকাইয়ে তাইতো—তাইতো, তাতে 
তাবিরি।

স্রেন্দ্রবর্ণ—ভাবন নি? আমি তো বেশ, ভেবেছি। আমি বলি কি—
এই মধু গরুর চামারা নিয়ে ৪৫ তৈরি করে, বারা পরের টাকায় পোদারারি 
করেন, তাদের মাথায় রস্তা নিংহের ব্যবসায়—পাঁচ পাঁচ ৪৫।

মধুবর্ণ—কি? আমার অমাত্য আপনার?

নং বাণ।—আপনার আবার একটাই অপমান কি? গরীব উংসীর টাকা 
থেকে পেট মোটা। করে বেঁচেছেন—আপনার আবার—আপ, আপনার আবার 
মান।

( মধুসূদন মধুর পা হতে জুতো খুলে বন্ধুদের উপর আপনার উঁচ পরিচর্য 
রচির দিতে উদ্দেশ)।

সকলে।—কেছেন কি? কেছেন কি? খামন! খামন!

নং বাণ।—বিপুল মধুসূদন! বিপুল মধুসূদন!

মধু।—অপমানের উপর অপমান! ( জুতো ছড়িয়া মারা।)

সকলে।—পাহারাওয়ালা! পাহারাওয়ালা!

একে আফিকদের চৌরাস্তা, তাতে ৪৯নং বাড়ী, কোন পাহারাওয়ালা সাড়া 
দিল না। তখন সকলে জুতা হতে এক সঙ্গে অহিয়ান করিয়া মধুসূদনের 
উপর মধুর্য্যে একজনের শাইল।

( মধুসূদনের পুত্র ও মুর্তি। সকলের ব্যাপারে প্রস্তাব )।

ধবনিকা পতন।
বঙ্গ মহিলার উচ্চ শিক্ষা । (২)

চাঁদা, ২১শে মার্চ, ১৯৮১

সৌভাগ্য কলন,

মা, গত কার্তিকে তোমাকে আনুষ্ঠানিক পত্র লিখিয়াছি। প্রথম পত্রে লিখিয়াছিলাম, তোমাদের শিক্ষা, সমাজ ও সত্যতা সম্বন্ধে কিছু লিখিব। এতদিন লিখি নাই। হুঁ এক খানা পত্রে উহার কারণ ও জানিতে চাহিয়াছি। চুপ করিয়া ছিলাম। আশা সেই বিষয় গুলির একটির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাও প্রথমে নয়, দ্বিতীয়তা—উচ্চ শিক্ষিতা বঙ্গ মহিলা সমাজ।

পৃষ্ঠকের শিক্ষা ঘোষণা চোখে, দেখার শিক্ষা যেন। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া কাছে লাগাইলে পৃষ্ঠকের শিক্ষা ও দেখার শিক্ষা সার্থক হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৮৩ সনে একজন মহিলা প্রথম বি, এ, পাস করেন। এপ্রাঙ্গে এম, এর সংখ্যা পাঁচ ছাত্রী, বি এর সংখ্যা বাইশ, ভেইশতি। সমাজের উচ্চশিক্ষার বিব্যাপি প্রমাণের পক্ষে, এ সংখ্যা কিছুই নহে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি না পাইলেও অনেক মহিলা গৃহে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা রাজধানী; তথায় বহ শিক্ষিতা মহিলা বাস করেন। ভরসা করি, এম অনেক মহিলার সঙ্গে এতদিনে তোমার পরিচয় হইয়াছে, অনেক মহিলা তোমার আছে এবং তুমি অনেক পরিবার দেখিতে অনেক পাইয়াছে। এই সকল মহিলা ও পরিবার দেখিয়া। অনেক তোমার মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে। এই অবস্থায় আমার কথাগুলি বিচার করিবার, স্ববিধা হইবে। এবং এই বিচারের ফল জীবনে সফল হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ।

বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের শিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন করিয়া দিতে না পারিলেও অনেক সম্প্রসারণ করিয়া দিয়াছেন, ভাবা তোমাদের দেখিবার, শিক্ষাবার, বুদ্ধিবার এবং ভাবিবার পথ স্নাতক হইয়াছে। সকল দেশের জন্যে বন্ধু ভোলাস দেশের সম্বন্ধে। বন্ধু দিকে তাহা হইতে মণি সংগ্রহ করিবার মন শক্তি জন্মে না। 
তোমাদের বাড়ীতে দশম হেস দেখি এম একটি গাই পাঠিলে বুঝিতে হইবে না। যে, তোমাদের বাড়ীর সন্দর্ভে অন্যাঙ্গ হেস মাখন ধি জীবন করিবার সার্থক আছে। শিক্ষাই বল আর আহারই বল, যিনি তাত আমি করিতে পারিবেন, তিনি তত স্থান ও স্থানী।
(১) যদি দেখি তাক দুর্ঘটা গত্তিতা এবং বিলাপ বাসন নিতা নহেন; বদড় ঘন্টার প্রতূতি শ্রুতি আকারণ করিতে পারিতেছেন এবং এইরূপ দুর্ঘটা ও বদড় সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্যই বৃথায়াচ, বক্ষমিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইতেছে।

(২) যদি দেখি তাহার বিভাগ সকল স্থানে হেতু কাৱ্য বেড়ির সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, উনবিংশ নিকটে যাইতে অনুপরাগের উপর-দিক খুলিয়া পাড়িতেছে, এবং এই শ্রেণীর মেয়ের সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্যই বৃথায়াচ, উচ্চ শিক্ষা বক্ষ মহিলা সমাজে সার্থক হয় নাই।

(৩) যদি দেখি তাক গৃহে হস্তে আত্মীর ব্যবহারের স্থান আছে, গৃহিনী আয়ুষ্ঠে নিরহ নায় এবং এইরূপ মহিলার সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অবশ্যই বৃথায়াচ বক্ষমিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইতেছে।

(৪) যদি দেখি তাক—অর্থনীতি দিব্য দিব্যের দিকে ও গম্ভীর দিকে অধিক, গৃহ কার্য চালনক-চালন কর্মশ-শোভিত হন দীন দরিদ্রের জন্য সুখ নহে, তাহা হইলে অবশ্যই বৃথায়াচ, বক্ষ মহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হয় নাই।

“দানেনপারিষ্ঠভক্ষণেন।”

(৫) যদি দেখি তাক—অতিথি গৃহে সমাগত হইলে, গৃহ কার্যের অন্বেষে উপস্থিত হয় নাই। তাহার হস্ত অতিথির সেবায় চান বাসক্ত, তাহা হইলে অবশ্যই বৃথায়াচ বক্ষ মহিলা উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইতেছে।

(৬) যদি দেখি তাক—শিল্প সত্তান মাত্র স্তর পানের জন্য আক্ষর হইয়াছিল, জননি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া। “স্ত্রী জাতীর হইবা অবধারণ” বক্তৃতা সরায় উপস্থিত হইয়া আরামে নিম্প্রেক্ষা যাইতেছেন এবং এইরূপ জননীর সংখ্যাই অধিক, তবে অবশ্যই বৃথায়াচ, উচ্চ শিক্ষা বক্ষমিলা সমাজে সার্থক হয় নাই।

(৭) তোমাকে বাইবেলের অংশের গুলিই অতি যেতে পড়েন আরোহায়াইছিলাম। যদি দেখি তাক—মহিলা সমাজে ‘হিরোদিয়ার স্তন নাই, তাহারা অর্কোঞ্চ এবং ক্ষ্যপণ প্রাপ্তব্যবধি। উপরাধীর অন্যরূপ, তবে বৃথায়াচ—বক্ষ মহিলার উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইতেছে।

(৮) যদি লক্ষ্যে কবির তাক—পার্শ্ববর্তী কোন পরিস্থিতিতের গৃহে রোগের আক্রমণ দেখি সংক্রমণ অহিলার মহিলাগণ স্থূলে পলায়ন করিয়াছেন, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার পুরুষ বিখ্যাত জন্য উচ্চ শিক্ষা বক্ষ মহিলা সমাজে বার্ষ হইতেছে।
(১২) যদি দেখিনা থাক—আন্তর্জাতিক বিবাদের সঙ্গে বাধার অহিমিকা ও ওবিন্দী দীর্ঘতা হইয়া উঠে নাই; তাহা হইলে অসহজী বুখিয়াছাও—বঙ্গ মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে।

(১৩) যদি দেখিনা থাক—দূর্বল পোকাকুটি বৃষ্টির কারণ বাংলা ডেশে কিন্তু আলমারিতে আবাদ থাকে, সময় ও সুযোগ অসুসারে মহিলগণ তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের দৈনিক জীবনে উঠা দীর্ঘ পায় না, তাহা হইলে অসহজী বুখিয়াছাও—বঙ্গ মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা বার্ষিক হইয়াছে।

(১৪) যদি দেখিনা থাক ইংরেজীর মহিলাদের আদর্শ অনুকরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সীতা ও সাবিত্রী, গার্ভা ও মমতা, বিজলা ও চূড়ানার চরণধূলি পাইবার জন্য অস্ত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে, তবে অসহজী বুখিয়াছাও—বঙ্গমহিলাদের উচ্চ শিক্ষা সার্থক হইয়াছে।

(১৫) যদি দেখিনা থাক কোন মহিলার সমান সত্ত্বির সাথ্য রক্ষার উপযুক্ত সময় নাই, অর্থপাত তাঁহাতে বস্ত্র এবং অলঙ্কারের জন্য নিত্য মহা অন্ধকার ঘটিয়া। তাহাতে এইরূপ মহিলার সংখ্যাই অধিক, তাহা হইলে অসহজী বুখিয়াছাও—বঙ্গমহিলাদের উচ্চ শিক্ষা বার্ষিক হইয়াছে।

ইংলণ্ডের আদর্শ উচ্চ শিক্ষা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে পুরুষ এবং রমণী সমাজে এক যুগাংশের উপস্থিত করিয়াছে। এখন এই কথাই মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের নহে; সময় হইতে পারে বিলাঙ্গ ভারতের নর নারীর প্রকৃতি ইংরেজ জাতির সমাজ অনুরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। রোম মিশর জন করিয়াছিলেন, মিশির রোম হয় নাই। নর্ধিল জাতি ইংলণ্ড জন করিয়াছিল, ইংরেজ জাতি সম্পূর্ণ নর্ধিল হয় নাই। ইসলাম প্রায় সম্পূর্ণ ইংরেজীর প্রাচ্য করিয়াছিল, ইংরেজ ইসলাম হয় নাই। ইংরেজ ভারত জন করিয়াছেন—ভারত ইংলণ্ডের হইবে না। ভারতের মানচিত্র বিপর্যায় করিয়া। ধরিলে ইংলণ্ডের মানচিত্রের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে কিন্তু তোপোগালিক বিপর্যায় অসম্ভব। এইরূপ অসম্ভব যদি করিলে তাহা কখনও সফল হইবে না, তাহাতে কখনও সফল ফলিবে না।

এই অন্য বক্সে সংক্ষিপ্ত ভাবায় তোমার অধিকার বন্ধনীত অতি প্রশংসনীয় উৎসর্গ চারিতে “ইংরেজের লঙ্ঘনামূলক বিপর্যায়করণের” এবং “প্রাণনাথ কুমূহে বিপক্ষনায়” ইত্যাদি বাণ্যন্ত্র মহিলদের উচ্চ আদর্শ সরকে তোমার সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়াছি, তাহা তুমি ভূলিয়া যাও নাই।
অপ্রস্তুত।

দেবার অবকাশ। আমি আমার একটি আন্তরিক পরিবারের সহিত চাষচর হিসেবে কাজ করিয়াছিলাম।

ইহার অন্য কয়েক দিন পূর্বে চিকাগো, প্রত্যাগত একটি বন্ধুর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে আমেরিকারাবীদের সময়ের মূল্য জ্ঞান ও তাহার মূল্য বক্স বাখার বিষয়ক কটকগুলি কৌতুহলজনক প্রত্যাহ মধ্যে একটির প্রতি আমার মন বিশেষভাবে আরুক্ত হইয়াছিল। বন্ধু বলিয়াছিলেন—বলি চিকাগো স্ট্রেটে কোনও ব্যবহারকে তুমি কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমার সাথে “I am deaf and dumb” লেখা একখানি কার্ড ধরিয়া—তোমার সহিত অনর্থক আলাপে সময় নষ্ট করিবার হাত ছাড়াইবেন।

আমাদের দেশে, বিশেষতঃ এই বাঙালি দেশে, বাংলা বর্তিকে প্রক্টির বান্ধ্য অভ্যস্ত অধিক। এখানে হাত নিরাপত্তা কালে চূপটা করিয়া বসিয়া থাকি, কোনও খবরের কাগজ দেখা, কিন্তু সচে তথ্যকে প্রকৃতির মনোরম মোদিক উপভোগ করা, কোনও নিজের কথা তাহা—আমাদিগের সমাধান বিক্ষিপ্ত। বন্ধুর মুখে গলটি শুনিয়া ভাবিলাম—আমেরিকার এ বাংলা প্রথম আমাদের দেশে প্রচলন করা যায় নাকি? এরপ হইলে, দেশের জন সাধারণের একটি বিশেষ উপকার সাধন করা হয়। মনে মনে স্বাভাবিকার এবং ইহার পরিকল্পনা করা যাইতে পারে।

কয়েক দিন পরেই মুখের টাকটে করিয়া সেক্ষেত্রে হ্যাশের একটি কামড়ায় চাপিলাম।

মুখে মুখে অনেকেই প্রত্যাহারের উদাহরনের সাথে করিয়া থাকেন, কিন্তু কার্যকালে তৃতীয় শ্রেণীর কাম্বর তৃতীয় শ্রেণীর লোক ভিন্ন উদ্দরোলকের বিষয় অভিবাই দেখা গিয়া থাকে। যাই হউক, আমার কাম্বর আর দ্বিতীয় বাক্য
কত্য ছিলেন না। ট্রেন ছাড়া দিবেন, ঠিক এমন সময় একটি মহিলা গাড়ির সাহায্যে সেই কামরায় আসিয়া উঠিলেন।

আসার সহায়তার করলে অন্যহুলি ২৫ বৎসর সৌভাগ্য পোষাক পরিধানে ভদ্র মহিলা বলিয়াই মনে হইল। রোক্তা এবং ট্রেন মিল্লির কারির ব্যাপ্তায় তাহার গুণগত অধিকতর গোলাপী আত্মা মন্ত্রিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং মুখে বিবর্ণের তায় স্তূয়ার বাক্স হইতে ছিল। নিঃসন্ধি মহিলাটিকে আসার সহায়তার পাইয়া, আমি বড় বিরত হইয়া পড়িলাম। আমার কি এক সম্প্রতি, অপরিচিত কোনও মহিলার সহিত এক পড়লে, আমি নিজেকে বড়ই বিপর মনে করি। উপায় নাই দেখিয়া আমি সংবাদ পাত পাঠে মননাবিভাব করিলাম। কীলোকটি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“মায় কর্তৃক মন্দ হইল। কেমন বেঁচে থাকতে পারেন কি?—নিঃসন্ধি আমার গুণগত সুখি হবে এখানে আনতে পূর্ণপূর্ণ ১০০ টাকা নিয়ে। সেন্ডার যদি একটি সময়ের বৃদ্ধিকে পারেন।”

আমি মহিলাটির সম্মুখে আসার সেই চিঠিগুলি বদ্ধ প্রথম Deaf and Dumb লেখা কার্ড খানা ধরিলাম। মহিলাটি কার্ড খানা পড়িলা বলিয়া উঠিলেন—ও, তাই! So sorry!” অতঃপর তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

আমি মিথ্যায় আসার প্রথম করিয়া মনে বড়ই অশাস্তিভোগ করিতে লাগিলাম। পরবর্তী চলাচলে আমি একটি প্যাকেজর আসার কামরায় আসিয়া উঠিলেন।

এই সময় কীলোকটি—যুবতী। তাহেরু খুঁজি, আমার প্রথম সহায়তার কোন আয়ীর।; কেননা এ চিঠিতে মায়া গাড়িয়ার কেবল রঞ্জীর গাড়ি পথে মুদ্র বাধির করিয়া ইহার জন্ত প্রাণী। করিয়েছিলেন। যুবতী দেখিতে অতি স্বচ্ছন্দ।

তাহার পরিহিত বর্ণনায় প্রাণী করিয়া ডাকিয়া। তাহার চল চলে গোর কাল্পির উপর সুদর্শন মানাইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া সে প্রথমতঃ একটি সুকুট চিঠিতে রঞ্জীর চলের উত্তরাংশ ব্যাখ্যাত মুদ্রায় নিয়ে ছিল।

তাহার এইরূপ স্বল্প ভাবে দেখিয়া যুবতীর রঞ্জীর উচ্ছ কোট বলিয়া উঠিলেন—

“এ লোকটি বন্ধ কাণ্ড, আমার তেমনই বোঝা—ও আসারের কথা এক বর্ণ শুনছেন না। আমারা এখানে নিঃশক্তিতে বেঁচে খুঁড়ি, গলু গুজে কোনে পারি!”

যুবতী আসার প্রতি এরূপ নুতন দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর, তাহার দৈহিক তাহারের পারিবারিক নানা বিষয়ের আলাপ জুড়িয়া বিলিয়ে।

রঞ্জীর ইহার মধ্যে নিঃশক্তিতে একা অনেক বিষয় আলোচনা করিয়া ফেলিলেন; যাহা কখনও কোন অপরিচিত বাক্সের গুনবার পক্ষে নিতাংশ আপাতত।
জনক। বিষয়টি শেষ ঠিক এইরূপ প্রাতঃস্বাস্কর এবং আমি ঠিক এইরূপ বিপদে পড়িব তা পূর্বে কখনো ভাবিতে পারি নাই। শিখার আবরণে নিজের অস্তিত্ব ঢাকা দিয়া, এই অক্ষত রমণীদিগের গোপুরধার কথা শুনিয়া, আমি মনে মনে বড়ই অশ্লীল অনুভব করিয়ে লাগিলাম। আমি ইহাদের পারিবারিক সম্বন্ধ কথা অনন্ত পাইতেছি, অথচ ইহার জানেন—আমি Dumb and deaf মুক্ত ও বন্ধুর। কি লজ্জা! কি প্রবন্ধন। যদি কখনও কেন কারণে আমি ইহাদের নিকট পরিচিত হই—হায়, হায়, তবে ইহারা আমাকে কি মনে করিবেন? কৃষ্ণ প্রতারক বলিল। কি যুগা করিবেন না?

আমি জদয়ে বল সকার করিতে চেষ্টা করিয়া, একান্ত মনে সঘাত পত্রে মনোনিবেশ করিলাম।

কিন্তু একি কখনও সত্যত্ব! আমি যতই আমার মনকে বিষয়স্তরে নিবন্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, মন ততই অসংখ্য ভাবে অবাধ হইয়। উঠিতে লাগিল।

এই সময় রমণীর বাবার একটি আমার কর্ম বাইবে। গুরুতর আঘাত করিতে লাগিল, আমি কান পাতিয়া গোন্তে লাগিলাম।

রমণী বলিলেন—“লোকাকাতি নাকি তারি বেসামরি, কারো সঙ্গে মিস্ত্রি চার না।—কেবল সমাজ সংস্কার দর্শন প্রচার-স্বাধীনতার উদ্দেশ্য। কোন কাজ ছিল—এমন আপাত ডেকে জোটাবার?

বুঝি বলিল—“আচ্ছা মায়ী মা। তোমাদের সেই আত্মহিতীকে না দেখিব তাঁ করে বুঝলে তিনি কেমন লোক? এখনো তার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি।

রমণী বাবাদিরা বলিল—“পুষ্টঘটল বুঝি তোমার পড়ানন? পরেই বুঝে—লোকাটি নেহায় একটি সমাজ ছাড়া জীব। মেয়ে মায়ের স্বাধীনতা থা তিনি মোটামুটি পছন্দ করিয়ে না। বর্তমানে বিদ্যালয়ের যে মেয়েদের চলা ফেরার কেরাক করে, রকম দোষ হতে পারে, লোকাটি বলে বলে তাই বের করে অনর্কম মায়ী বাবাদিরে।

যুগ্ম—রমস্ক বাবুর বিয়ে হয় না?

রমণী—আর তুমি জানিন কেমন করে? তবে লোকটিতে বিয়ে হয় নি—কেন বা অনন্ত পাগলকে গছবে?

যুগ্ম—বেশ স্বাহী মায়ী। তোমার তো হবে। তো বিদ্যালয়ের বিয়ে দেবকের
কথা বললে, তাতে সুস্থ পাচি—উনি মেয়েদের বেশ মেয়ের চক্ষে দেখেন, তাদের শক্তিতে তার বিখ্যাত আছে; তাই তিনি দেশের নারী শক্তিকে বিপক্ষ থেকে সার্থে আনুভূতি চাচ্ছেন। মুক্তে পিছে আমি ওয়াই গুলো পড়তে এখন।

রমণী—তোমাকে কিন্তু আমি এর জন্য মুক্তের আসতে লিখি। ওয়াই বস্তু বদিন বাড়ি থাকবে, একটি আমাদের আঞ্চল হওয়ার জো নেই। কয়েকটি দিন বড় অন্যথা কাঁদিবে তোমার। তেরেছিলেন—তুমি আছ, সহকারী আছ, একদিন বরদ। বাবার বাড়ির মেয়েদের আনিয়ে একটি আমাদের কোর্স। বরদা বাবা হিটা মেয়ে বেশ গাইতে পারে—তারা হাও গাইবে। তা সে ভাববে কিন্তু তাদের জন্য ছাড়াই বাছ। কে জানতে একটা হবে, এমন আপদ এসে জুটবে।

তোমার মায়ের আলার্ম আমি মনে মেরে বাঁচি।

পরবর্তী টেলেন গাড়ি খামিলেই আমি নাড়ি। একটি তৃতীয় সেবিত গাড়িতে স্থান করিয়ে। লাইফ হাফ ছাড়লাম। তখন আমার আর এক চিন্তা হবে।

মুক্তের পরের সময় বদিস টেলেন দেখা হইব। পড়া, তবে বিপদ; পরের এমন লোক নয় যে কোনও ওজন আপত্তি ঊনবে।

বাকী পথটা এই চিন্তার আমি কিন্তু হইতে লাগলাম। নির্দিষ্ট—মালগুলি মুক্তের লাগান করা হইবারে। কিন্তু মুক্তের আমার থাকা হইবেই না।

গাড়ি মুক্তের আসিয়া পহছিল। পোড়কমসে পরেরকে দেখিয়াই আমি গাড়ির এককোণে সরিয়া বসিলাম—পরের আমাকে দেখিয়ে পাইল। সে পশ্চাদ ফিরিয়া। মাত্র আমি বাড়ি বক্কি আফিসে দুর্ঘটা পড়িলাম। তাহলাম পরের

না যাওয়া পর্যন্ত বক্কি আফিসে লুকাই। ধাবি। তার পর ডাউন টেলে কলিকাতা। ফিরিয়া বাইব।

আমার অপসারণ পর পরের ফিরিয়া যাওয়ার বিঘ্নে বিশেষ হইয়া প্লেট ফোনে আসিলাম। আমি যেই প্লেটফোনে আসিয়াছি, অমনি দেখি কোথাও হইতে পরের আসিয়া আমাকে গেপ্তার করিয়া ফেলিল।

"বাঁ এই যে তুমি—বেশ, এককোণ কোথায় ছিলে? আমি পুজুর খুঁজে হয়রান। ডাউন টেলে হংসুদ্দির আসাদের কথা—তারই গোপনীয় আছি। তা না হ'লে কি ব্যাপারটা হাড়ভাটা বল দেখি?"

আমি আমার আমার করিয়া। বসিলাম—কলকাতা থেকে একখানা টেলি পেরেছি—গুরুতর কথা—আমারে আসেছে ডাউনই ফিরতে হবে। ভাবানে বিপদ—আমিও টেলি করেছি—এই টেলিয়ে ফিরে যাছি।
রামার অন্ধক করেছে কি? ফি হয়েছে— দেখি—” অতি লেখ্য ভাবে পরেশ টেলিগ্রাফ ধানার জল হত বাড়িয়া দিল।

আমি পকেট হাত দিয়া টেলিগ্রাফ ধানা খুঁজিবার ভান করিয়া উত্তর করিলাম—”সে ফি—সে ধানা আবার কোথায় পড়ে গেল।—কাজী টেলি করেছেন।

তিনি হঠাৎ মারা গিয়েছেন। হটাৎ একটা বিপদ হবে তা ভাবিনি—ওঃ।”

”সেকি? তিনি হঠাৎ মারা গেলেন, আবার তিনিই টেলি করেছেন, কি বলে? চল যাতে আফিসে নকল ফরম ধানা দেখিযে।” বলিয়া পরেশ আমার টানের টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে লইয়ে যাইতে চেষ্টা করিল।

আমি বলিলাম—”ধাক, আমার মনটা ভাল নয়, আমার বড়া বিপদ, আমার কথা কর পরেশ। আমি কলকাতায় গোপুরে তোমার সব কথা লিখে কানার।

আমার মন বড়ই খাপাপ, এখন তোমার আমি সব কথা বলতে পছন্দেন।

আমার জীবনে আমাকে একের অনেক পরীক্ষা উজ্জ্বল হ'তে হ'তেছে।”

”চল যাতে বাসায়—সেখানে বেয়ে যা হয় বাবন্ধ করা যাবে। কাজী মরেছেন, তারপর টেলি করেছেন—কি বলে পাগল।”

আমি নির্ভার হইয়া ঠাঁড়ার রহিলাম, এই সময় আমার সচারায় সেই সব সর্বত্র মহিলার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। সে আমার সকল কথা শুনিয়াছেল—

স্বতঃ আমার অনুভূতির বিষয়। ভাবের বুঝিতে বোধ হয় অপূর্বতন বিলম হইল না।

যুবতী যুবক্ষুদ্র হাসিতে হাসিতে বলিল—”মানা ভিনিক কি রমেশ বাবু?”

সে যুক্ত হইয়া যেন আমাকে কঠোর ধিকারে আরও অগ্রসর করিয়া তুলিল।

তখন মন হইল সেই যুবতী যুবতীর বিধা হইয়া যাইত, আমি ভাবিতে আমার এই নির্ভর যুখ মূলকতা শাস্তি লাভ করিতাম।

পতঙ্গ ও দীপবিশ্বাস।

পতঙ্গ কহিছে কোথে, আমি দীপ-বিধা,
তাহ বেসে পুঁঁড়া দরি এই ছি লিখা।
দীপ কহে—পুঁঁড়া খুঁখু রাধি নিঃজ প্রাণ;
নতুন আমারে দিয়ে করি দিতে নির্ধারণ।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস ৭৯১।
সৌরভ

১ম বর্ষ। ময়মনসিংহ, ফাল্গুন ১৩১৯ সাল। ৫ম সংখ্যা।

কপিল ও সাংখ্যদর্শন।

মহর্ষি কপিল ব্যাস বামীকি প্রভতি ধর্মগণের বহিসাক পূর্ববর্তী সত্য যুগের লোক। তিনি মহাযোগী এবং তপস্বী পুরুষ ছিলেন। তপঃপ্রতিরো সগর-বংশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার তপঃশক্তি সর্বমন্দ প্রচরিত। মহাভারত, প্রমত্তগৌতম এবং অন্যান্য পুরাণে কপিল ঈশ্বরের পরম তত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত। ঈশ্বরের উপনিষদে কপিলের নাম এবং কপিলের আন পৌরব পর্যায়ে কীর্তিত হইয়াছে।* এখন কি, আর্যাবর্তের কপিলধর সত্যবাদী বিক্ষু অবতার বলিয়া কীর্তিত।

এতদৃষ্টে বুধবার উপবাসের অবতার বলিয়া কীর্তিত। বুধ সামাজিক তাংগী পরমযোগী ও তপস্যী পুরুষ। তিনি তপোবনে কামজয়, সর্বজন্তালঘু ও নির্কাশ নাট্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যে বিষয় এই যে, উক্ত মহাপুরুষ দুইটির একজনের ঈশ্বরের অভ্যেল ছিল না। ঈশ্বর। ঈশ্বরের অবতার বলিয়া কীর্তিত, তাহার ঈশ্বরের অভ্যেল অবিশ্বাস—এ রহস্যের মর্যাদাতের ক্ষুদ্র ব্যাপার নহে। কপিল বেদ মানেন, আত্মা মানেন, জ্ঞান মানেন, পাপপূর্ণ মানেন, সাধন মানেন, মুক্তি মানেন, ব্যথা মানেন, ইহার কিছুতেই অবিশ্বাস করেন না; তিনি মানেন না কেবল—ঈশ্বর।

*অধিক প্রস্তুত কপিলের প্রভাবে অনৈতিক—ইতি যত্নরতোপনিষৎ।

+ কালের আগ করীয়াছিলেন বলিয়া রূপের এক নাম মূর্তিত। সর্বজন্তালঘু কর্তা মূর্তের অগ্রে এক নাম সর্বজন।
কলিতের কাছ বুঝতেও পাপ-পুণা, মুক্ত-বন্ধন প্রভূতি সমস্তই শ্রীকার করিয়া থাকেন, কেবল ইশ্বর মনিতেই তাহার আপতি। কলিত ও বুঝ দের মতে আমরা এইমাত্র প্রেমে বেষ্টিত পাই যে, কলিত সমস্ত বেদেক অর্থন মন্ত্রকে শ্রীকার করিয়া থাকেন। আর বুঝের বেদের কর্ণকর্ণকে একোপেরুই বিশ্লেষ করেন না। তিনি বৈদিক যাগ যজ্ঞাদির ঘোরতর বিরোধী, পও হিংসা ব্যাপ্ত যজ্ঞাদি সম্পাদন বৌদ্ধমতে ঘোরতর পাপজনক।

অহিংসা বুঝের পরম ধর্ম, কারণা বিবাহ তাহার অবতারের কারণ।

বুঝের এ প্রবন্ধের সমালোচা নেহেন, তগবানু কলিতে করিতে নিরীহর বাদী ছিলেন, তাহাই আমরা সাংখ্যশাস্ত্র হইতে দেখিতে চেষ্টা করিয়া উত্তর দিলেন—ইশ্বরসিদ্ধে রেখে।

ইশ্বরেব ও ইশ্বরসিদ্ধের সংযোগ অনেক আগের নাম প্রত্যক্ষ কলিতে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রত্যক্ষের লক্ষণে এই কথা লিখিত হইয়াছে। ইশ্বরের অপতি হইল যে—ইশ্বরের চন্দ্র কলিতে ইশ্বর নাই, অর্থন সমস্তই তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কিছুই তাহার অগোচর নাই, সত্ত্বরাঙ্গ ইশ্বরের প্রত্যক্ষের বৈষয় এই লক্ষণ থাকে না। কলিতের সাংখ্যশাস্ত্রের প্রথমাদ্যায়ের ৯২ স্তুতে এইকথার উত্তর বলিলেন—ইশ্বরসিদ্ধের রেখে।

যখন ইশ্বরই অনিদ্র, তখন তাহাতে প্রত্যক্ষের লক্ষণ থাকিয়া করিয়া।

তাম্মাকার বিজ্ঞান নিষ্ঠু এই স্তুতে অভাস দিয়াছেন যে, আর স্তুতে ইশ্বরের অপলাপ করার কলিতের উদ্দেশ্য নহে, বাদীকে নিরূপর করাই কলিতের উদ্দেশ্য। যদি ইশ্বর নিষ্ঠু করাই উদ্দেশ্য হইত, তবে তিনি “ইশ্বরসিদ্ধে” হইত না করিয়া। “ইশ্বরসিদ্ধে” এই স্তুতে করিতেন।

তাম্মাকার যাহাই কেন বললেন না, আমরা দেখিতেছি—“ইশ্বরসিদ্ধে” অর “ইশ্বরসিদ্ধের উপর” একই কথা বলে। বিশেষতঃ কেবল এই স্তুতে নহে, তিনি অর অনেক হইলে ইশ্বরের অনিদ্র অবতার করিতেছেন। যথা—

“মৃত ব্রহ্মারাজ হর্তারাভবাসনস্থিতি নিয়তিরা।” কলিতে বাদীকে নিজস্ব করিয়া, তাহার ইশ্বর মৃত্যুন্নাত, কি বদন্তিয়াব? মৃত বলিয়া তাহার প্রতিকৃতি হইয়া না; যদি মৃত তাহাতে ইচ্ছা, যদি অহংরাঙ্গ বৈষ্ণবি কিছুই ধারিতে পারে না; যাহার অহংরাঙ্গ নাই, ইচ্ছা নাই, তিনি কখনও হইতে পারেন না। যাহার অহংরাঙ্গ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, প্রাণেজনা নাই, তিনি কেন হইতে পারেন না? আর যদি বল ইশ্বর বদন্তিয়াব, তবে তিনি মন্ত্রের ভাষ মায়ামুখ না; তিনি কিছুতেই মৃত্যুন্নাতে সমর্থ হইতে পারেন না।
আমারা তাত মন্দ যত কার্য করি, ঐশ্বর্য আমাদিগকে তাহার ফল বিভাগ করিয়া দেন। রাজা যে রূপ দুঃখের দমন শিথিল গলনে রাজ্যের। করেন, সেইরূপ ঐশ্বর্য আমাদের কুলকর্মীর কুল ও সংকারের শূন্য দানে অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকেন। কপিল বলেন—ইহাও কোন কাজের কথা নাই। যেহেতু, কার্য-ফল লাতের জন্য ঐশ্বর্যের আবশ্যক হয় না, ফলের প্রতি কর্ত্তর একমাত্র কারণ। * যদি যে রূপ কাজ করিবেন তাহি সেইরূপ ফল পাইবেন ইহা কর্মের শক্তি, তাহার কাজ করে—তাহার ফল পাইবে, মন্দ কাজ করে—মন্দ ফল পাইবে, ইহাতে ঐশ্বর্যের কর্তৃত্ব কোথায়?

আন্তর্করণ বলেন ঐশ্বর্যের শক্তি সম্প্রদায় রস গল্প নাই, + স্নীকুর্ত ঐশ্বর্য চক্রুয়াড়ি ইন্দ্রের গৌরব নহেন, কিন্তু অশ্বমান এমন দ্বারা তাহার উপলক্ষ হইয়া থাকে। কার্য্যদর্শনের কারণের অশ্বমান হয়। যেহেতু কুতুর্দর্শনে তাহার জনক একজন কুতুরকার আছে বলিয়া অশ্বমান হয়, সেইরূপ জগত দর্শনে জগতঃ কর্তা ঐশ্বর্যের অশ্বমান হইয়া থাকে।

কপিল বলেন—একথা অতি অনিশ্চিত; অশ্বমান প্রত্যাঞ্জ-মূলে। যেহেতু কার্য্য করে সম্পদ পূর্বে প্রত্যাঞ্জ হয় নাই, এখানে অশ্বমান সিদ্ধি হয় না। ধ্বং সঙ্কল্পে যে তাহার মূলে বহুর প্রত্যাঞ্জ হয় তাহার কারণ এই, আমারা যেখানেই যথাস্থলঃ ধ্বং এখনাই নাই, এই সংস্কারের যথাস্থলঃ ধ্বং অক্ষতিসৃষ্টি হইয়া থাকে।

এইরূপ দেখিলে দেখিতে আমাদের দুঃখ সংস্কার অমিলাতে যে ধ্বং ধাকিলে তাহার মূলে নিষ্ঠুর বলি থাকিবে। আমরা কখনও যদি ধ্বং ও বহির্ন একক সমাবেশ না দেখিতাম তবে কেবল ধ্বং দেখিয়া বহির্ন অশ্বমান করিতে পারিতাম না।

এইরূপ ঘট ঘট প্রত্যাঞ্জের কার্য করিতে আমরা সর্বদা মান্যকে দেখিয়াছি, দেখিতে দেখিতে সংস্কার অনিলাতে যে, এইরূপ কার্য্যের এক এক জন মান্যোচ্ছ কর্তা আছে, স্নীকুর্তরা অতি একটি নূতন ঘটের কর্তাকে না দেখিলেও, পূর্ব সংস্কারে অশ্বমান করিতে পারি যে এ ঘটের এইরূপ একজন কর্তা আছে; যদি কখনও কাহার ঘট প্রত্যাঞ্জ করিতে না দেখিতাম, তবে প্রথমেই ঘট দেখিয়া তাহার জনকের অমিলাতে হইত না।

† নরাগামের তৎপরতা প্রতিপন্ন করণশ্রেণী; সাধারণত্র।
* নেপালের পতিতা ক্ষালনাপত্তা; কর্তারতাত্ত্বিক।; সাধারণত্র।
† অশ্বমান প্রত্যাঞ্জমূলে মিত্ররিষ্ক।;
১৩৬

সৌরভঃ [১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

বেরুপ কুম্ভকারকে দৃষ্ট প্রমুক্ত করিতে পূর্বে দেখিয়াছি, সেইসময় মাটি জল দাত্ত প্রমুক্ত করিতে কখনও কাহাকে দেখি নাই, মূলতঃ উহার যে একজন কর্তা অচ্ছে তাহা অসম্ভব নাই হয় না। এই কথাই কপিল সাংখ্য হুঁহে
বলিয়া—"সর্বদায়ভাবাস্ত্রুম্যান"।

সাংখ্যের সকল বিপুল কালের সময় নাই, ইহারা যে জ্ঞান পদার্থ
ভাবাদির কারণ কোন প্রমাণ নাই, মূলতঃ ইহার যে ইহার জ্ঞান তাহাও অসম্ভব
হয় না। তাই কপিল আর্য্য বলিয়া—'প্রমাণাদিক্ষয়ত্তৎপ্রেক্ষা'
প্রমাণ নাই বলিয়াই ইহার সমাদৃতের সিদ্ধি হয় না।

বেদের বিভিন্ন অংশে প্রমাণ নহে, শেষ প্রতিকেই সমস্ততর বিবেচিত
করা হয় আকারে যুকসাদুর্গু বোধ করেন। কারণ
বৰ্ত্তমানে সাংখ্যায়তের বর্তমান একাকাল পাওয়া যায়, যাহার প্রথম
কলে শালার মধ্যে অজ্ঞাত হইয়া। এখান এখান হয়; তাহার
প্রথম এখান "সাংখ্যায়নারিকী" দ্বিতীয় ধার্মিক "সাংখ্যার্থ বা সাংখ্যার্থবৈজ্ঞানিক।"

"সাংখ্যায়নারিকী" ইহার প্রচলিত। ইহার গ্রন্থের প্রথমে বলিয়াছেন,
মধ্যে কপিল এই সাংখ্যায়তের আমৃত্রিক শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমৃতির পঞ্চ
শিক্ষা শিক্ষা দিয়াছিলেন, পঞ্চশীল সীমাবদ্ধ নির্দেশ নিয়া অনেকের নাই
প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বহুকল পরে ইহার শিখু প্রস্তরাগত সেইগুলির
কোন ক্ষেত্রে সংখ্যায়ন। কমিয়াছিলেন। ইহারই নাম "সাংখ্যায়নারিকী।"

সদাহারণের পরম্পরা সৌরপোদী এই সাংখ্যায়নারিকার ভাষা প্রণয়ন
করিয়াছিলেন। এই পরম্পরার দীক্ষায় প্রতিকৃষ্ঠিত এই সাংখ্যায়নারিকার
দীক্ষা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাদের সময় "সাংখ্য প্রণযন। ছিল না, এই সাংখ্য
কারিকী সাংখ্যায়নারিকী প্রণযন। সূর্য প্রচার ছিল। আমৃতি দশনের
ভাষাধিকার এবং চরম, স্থায়িত্বের দীক্ষায় এই সাংখ্যায়নারিকার বৈজ্ঞান
দশনরূপে উত্তর দিয়াছে। সাংখ্যায়নের কোন হয় কোন প্রণযনরূপে
গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে স্পষ্ট প্রচলিত হয় যে তৎকালে সাংখ্যায়নারিকাই
সাংখ্যায়ন নামে প্রচলিত ছিল, সাংখ্যায়নের নামে কোন প্রণযন ছিল না।

(আনুমতি হয় বলিয়া এই সকল ইহার অর্থ প্রচলিত হয়: অধিকাংশ পুন্তকেই অপত্তি বলিয়াছেন।
কোন প্রতিকৃষ্ঠি ইহার কথা দাখিলেও সাংখ্যায়নের প্রতিকৃষ্ঠি একোন প্রতি তাহার অর্থ
করিয়া ধারী।)
ফাতুহ, ১৩১৯। ] কপিল ও সাংখ্যদর্শন। ১৩৭

ধাকিলেও তাহা মহাযোগাযায় পণ্ডিতগণ সাংখ্যদর্শন বলিয়া বিবাদ করিতেন না। এই সাংখ্যকালিক ঐক্যের বিরুদ্ধে কেন কখানি পরিসংখ্যই হয় না, কেবল সাংখ্যব্যাখ্যাতেই ঐক্য নিষেধক কয়েকটি দৃষ্ট দৃষ্ট হয়।

সাংখ্যব্যাখ্যাতে প্রায়সংখ্য বলিয়া পণ্ডিতগণে গৃহীত নহে, তাহার আর ইতিপূর্বেই এরূপ করিয়াছি। সাংখ্যব্যাখ্যাতের ভাবে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন, সাংখ্যদর্শন প্রায়িত কালের কবলপত্তি কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে। আর নিজের কথায় তাহাই এখন পরিপূর্ণ করিবে।

স্বতরাং সাংখ্যব্যাখ্যায় যে বিজ্ঞান ভিক্ষুর কল্পিত, তাহা তাহার নিজের কথাতেই প্রমাণিত হইতেছে।

বাচ্চসংখ্যে মিশ্র সাৎ কি অমেঝত বৎসরের লোক, তিনি সাংখ্য কার্যকারী তীক্ষণ করিয়াছেন। বিজ্ঞান ভিক্ষু ভাবে এই বাচ্চসংখ্যে মিশ্রের মত ঢুকন করিয়াছেন, ইহাতে তাহার মাত্র যে নিতাঙ্গ আধুনিক তাহান্ত অন্যায়ের বুদ্ধি যায়। অভিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিলেই বুদ্ধি পারেন যে এক একটি সাংখ্য কার্যকারী অলবভাব করিয়া সাংখ্য প্রবন্ধের ২৩টি হয় রচিত হইয়াছে। অতএব অপ্রামায়িত আধুনিক একাধারে ঐহীতে কয়েকটি দৃষ্টি দেখিয়া সর্বশেষে বিজ্ঞান মহাযোগ-পৃষ্ঠত মহাত্মী কলিকে নাস্তিক চূড়ামণি বলা আমরা সমীক্ষন মনে করি না।

পক্ষায়পক্ষে তবের আহ্রোধে সাংখ্যব্যাখ্যাতে কপিলের প্রশিক্ষণ বলিয়া শীকার করিলেও, আমরা তাহাকে নাস্তিকবিশেষে অভিষিক্ত করিতে পারি না। যেহেতু কপিল নিতাঙ্গ ঐক্য শীকার করেন না, কিন্তু অন্ত ঐক্য শীকার করিয়া ধারেন। তিনি বলেন লোকে ও শাখে যে ঐক্যের কথা বলে তাহা জন্ম ঐক্য। অর্থাৎ উপাসনা বারা (যেমন) তাহার ঐক্যের লাভ করিয়াছেন।

তপঃপ্রভাতে অনিমায়ি অহরসিক্ষি লাভ হইলে ঐক্য শুক্র হয়। স্বতরাং তিনি স্তুতি প্রভৃতি কার্য সমাপ্পন করিতে পারেন। যেহেতু ব্রহ্ম। বিক্ষিত শিব আমাদের ঐক্য। ইহাদেরও কালে বিনাশ আছে, ঐক্য ঐক্যের কলিয়ের অনভিমুখত নহে।

* কালায়কভিত্তি সাংখ্যাধীন জান স্বর্ণকর।

কলায়কভিত্তি চূরেহাতি পুরুষব্যযো দিওয়াইতে।

† যুক্তায়: এসংস উপাসনান্তর বা ইতি সাংখ্য স্বর্গ।
জীবনকালীন দর্শনিকাদি সংগৃহীত ব্রহ্মের নিজস্ব কার্যকরী করিয়া থাকেন। সত্ত্ব ভূষণ নামে এই তিনি নাম গুণ সম্বন্ধে নাম প্রকৃতি বা মায়া।

প্রকৃতি জড়া; ব্রহ্ম এই প্রকৃতি যুক্ত হইলেই তাহার কার্য্যকারী শক্তি হয়, এবং তিনি ঈশ্বর পদ বাচা হইয়া। স্থটি: কার্য্যাৰ্থী সম্পাদন করিয়া থাকেন।

কপিলের মতে ব্রহ্ম প্রকৃতিপূর্ণ নহেন, কেবল প্রকৃতিই অলঙ্কৃতায়ণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম কিছুই করেন না, কেবল সাক্ষীরূপে সর্বত্র বিশ্বাসিত।

প্রকৃতি জড়া, চতুর্দশদিনের সাহায্য ব্যতীত জড়পদার্থে কার্য্য করে কিছুই, একথার উপরে কপিল বলেন—যেহেতু চূড়ান্ত অন্তর্দৃষ্টিতে চক্ষ জড় লোহের গতি শক্তি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের সামাজিক শক্তি ব্যতীত জড় প্রকৃতির ও কার্য্যকারী শক্তি করে।

অথবা যেহেতু পৃথিবী আছে বলিয়া আসম সম্ভস্ত কার্য্য করিতে পারে, পৃথিবী না থাকিলে পারিনা, পৃথিবী কিছুই করে না। সেইরূপ ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন বলিয়া প্রকৃতি স্বত্ত্বকারী, সম্পাদন করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম তাহার কিছুই করে না।

ইহাতে কপিলের নাট্যক উপাধি দেওয়া কতদুর সংগত তাহা জ্ঞাত নহে সমাজ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন। অঙ্কায় দর্শনিক আছে যাহা মানেন, কপিলও তাহার মানেন। তবে জীবনকালীন বলেন ব্রহ্ম প্রকৃতি যুক্ত হইয়া। স্থটি: করেন, এই অবস্থায় নাম ঈশ্বর, আর কপিল বলেন তাহা নহে, প্রকৃতিই স্থটি: করেন, ব্রহ্ম আছেন বলিয়া তিনি স্থটি: করিতে পারেন, সুতরাং প্রকৃতিপূত্রের যুক্ত-বস্তু হয় না। ইহাতে একটি দেখিতে পারা আর কিছুই কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিতা।

সার্থক।

মধ্যে বলেন আমি ঠাকুরের মতন কাদায়ে নিকটিত ধরা,
লয়ে উপহার তাহ নিশাচ বিরহ আবেগ ভরা।
নিকে যদি কাদি মেষের মতন—নূপের আশ্চর্যিল,
তাপিত জনের শ্রবণ পরাণ করে বন ক্ষীণতল।
বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

আমারা গতবারে ইংল্যাণ্ড ও ফরাসীয় বিবাহ প্রথার উল্লেখ করায় আনিয়াছি। আমাদের নিকট ইংল্যাণ্ড ও ফরাসীয়—উভয় প্রথার মধ্যে তুলনায় ফরাসীয় প্রথার অংশ বলিয়া মনে হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকে আমাদের বাঙালি ইংরেজি উপভোগান্তরে প্রণয় মূলক বিবাহের বিবরণ পড়িয়া। উহার লেখকের অর্থ হইয়াছে পড়ে এবং একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ হওয়াটি নিতাংশই একটি বড় বন্ধন স্বীকার করেন। মুতারং আমাদের হিন্দু শাস্ত্র কর্ত্তারের ব্যবহার। তাহাদের নিকট অতিবাহিত বলিয়াই বিবেচিত হয়।

এবিষয়ে আমাদের দেশের উপভাষার ও গঞ্জাবলী কত দুর দায়ী তাহাও বিবেচ। এইরূপ প্রণয়-মূলক গল্প থাকে সমাজের অস্তি মিলায় যে কি রূপ দোষের সংখ্যা হইতে পারে, গল্প লেখকগণ তাহা একরথ বিচের।
করিয়া দেখিলে তাল হয়। একটা আশার্দ্ধ বিষয় এই যে, ধীরাহার।
চোর গল্প সীচ হাস্য এই সব লেখকের গল্পের মধ্যে ঐরূপ তাহারের সমাবেশ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।
কবির বীরদর্শন গল্পের ক্ষেত্রে একরূপ প্রতিষ্ঠার হীন; তাহার সকলের গল্পে সরল গ্রামীণ হিন্দু সমাজের চিত্রই আমরা। দেখিতে পাই ; তাহার চিত্রগুলি অতি ঘূতার ভাবে আমাদের হৃদয়ের উপরে একটা রেখা লিখিয়া দিয়া যায় ; বিদ্রুপ তাব্বার অন্যন করে না।
আর একজন এরিয়া গল্পলেখক প্রভাতকুমার যুক্তাগাব্য মহাশয়।
তাহার গল্প গল্পের নানা নামে নানামুখে আমাদের হিন্দুরেরই চিত্র অস্তিত্ব। সে গল্পের বিনা আভাসের সরল তাব্বারই আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।
এইরূপে আরও দুই চারি জনের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু আমার আনেকেরই লিখিত ঐরূপ গল্পের মধ্য হইতে বিদ্রুপ গল্প এখন তাব্বার বাহির হয় যে তাব্বা চাপিয়া রাখা।
ধীরাহার বিলাল গল্পের অস্ত্রবাদ করিয়া। বিলালী নাম গোত্র দামিত পাত্র পাত্রগণকে উপভোগ করেন, তাহারা বলেন তাব্বার; কিন্তু ধীরাহার উহাকে দেখিয়া রবিবাদ দিয়া সাজাইয়া বাহির করেন, তাব্বার সমাজের বেশী অনিহিত করেন।
নব যুবকগণ এবং কুললীলিগণ ঐ সব পরিবারে বাহি বীণা মনে ঐরূপ কল্পনার আশ্রয় দেন। তাব্বার ফলে তাহাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।
এবিষয়ের বিন্দু আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে হইতে পারেন। তবে প্রসঙ্গতঃ
একটু না বলিয়া পারিলাম না। গল্প এবং উপজাতীয় সংখ্যাগণ ময়। করিয়া
যেন এ কথাটা একটু প্রশ্নন করেন, এই প্রার্থনা।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্র কর্তার চারিদিক বিশেষ বিবেচনা করিয়াই বৈর
নির্বাচনের ব্যবস্থা না করিযা। অভিভাবকের উপর সে তার সহায়
করিয়াছেন। বিদায়ী কৌটিতাপের ব্যবহার যে তাহা আমাদের মধ্যে
প্রবর্তন করেন নাই তাহাতে সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কিছুই নাই।

বিদায়ী উপভাবাদি পাঠ করিয়া। এই কৌটিতাপ ব্যবহার বিষয় যাহা
আমারা বুঝিতে পারি তাহাতে দেখিতে পাই যে, অনেক সময়ই উত্তর পক্ষ
উভয়ের নিকট প্রকৃত তাহে অপরিচিতই ধার্য। যান। বাহিরের খুব পরিচয়
খুব মধ্য বাধি হইলেও সেখানে সেখানে কোলাকুলির মত মধ্যে ব্যবহার
ধার্য। প্রতিক্রীত প্রতিটির চুনাঁচুন করিয়া। যৌথ উদ্দেশ্য
সিদ্ধির স্থল পাইয়া থাকেন। অনেক সময়ে কেহ কুলের মাতৃগণ কোন দুস্তু
অনুরূপ যুবকের সন্ধান পাইলে, তাহাকে বশ করিবার জন্য কাহারূপকে
কৌশলগত বিদ্যার কথিতে নানাভাবকৃত উপদেশ দিতে থাকেন। এইসব কি
হয়েচি হয় যে, পিলের মিলনের লক্ষণ? না কেবল বারি সিদ্ধির কাছ?

এইরূপ নিচ উদ্দেশ্যের কথা ছাড়িয়া। দিলেও যুবক যুবতী পরস্পরের প্রতি
একটু আকৃতি হইলে তাহাদের গুণাংশ বিচারের অবকাশ তাহাদের থাকেনা,
কষ্টতাও থাকে না। নবমোচনীয় মোহনচিত্তের ক্ষুদ্র হইয়া। তাহারা
ভিক্ষুতায় একারিষ করিয়া কুলিয়া যান, যেন করেন যে, এইরূপ যুধ চাওয়া চাওয়া
করিয়াই চিরকাল কাটিয়া যাইবে; কিন্তু বিবাহের পরেই যে উভয়ের
কতকটা উপশম হইয়া পড়ে; তখন বাস্তব জীবনে অনেক বৈধান্তের
প্রতিদিন লক্ষিত হয় এবং উভয়ে সংখ্যার হইয়া না চলিল, অল্প দিনের
মধ্যেই সংসারে অশাস্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। বৈর নির্বাচনে গুণাংশ
বিচার করিয়া। উপযুক্ত পাঠ নির্দিত হইলে বিবাহের সরোই ব্যাধিকারদি
কারণ বিবাহ বক্ষজ্ঞদের মোকম্ভ হইবার অবসর থাকিত না।

হিন্দুরামাজ্জের বলক বালিক। আবালা শিশিয়া আসিতেছে যে, পিতামহাত
বাহাকে স্ত্রী বা মাতার বালিকা একুটি করিবেন তাহাকে সহযোগ যাত।
নির্ধার করিতে হইবে, তাহাকেই এস কঠিন তালবাসিতে হইবে; তাহার
শব্দে মুখ্য খুঁতু দুঃখী হইতে হইবে; যে স্বরূপই হউক, আর কুরূপই হউক,
—সে যাহাই হউক। স্বতরাং তাহাদের মন বাল্যকাল হইতে সেই শিক্ষক শিক্ষিত হইয়া সেইরূপেই অন্তত হয়। যখন কেশবের অতিম শহর পার্থে যোগের মৃদু মধুর হাস্যচষ্টা উদাসিত হয়, যখন বেহায়, গ্রীষ্ম, ভক্তি ধারায় প্রেমধারা পরিপূর্ণ হইয়া স্বরূপ একটি নবীন আকাশীর উদ্দেশে, তখন এই কিশোর কিশোরীগণ হদরার অস্তরতম উদেশে এই পবিত্র অমৃতশালা সঞ্চয় করিয়া রাখে—কাহার জন্ত? কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের জন্ত নহে, অথচ একজনের জন্ত? হিন্দু বালিকা হদরে প্রেম সঞ্চয় করিয়া রাখে নিজের সাময়িকের জন্ত, হিন্দু যুবক রাখেন তাহার স্ত্রীের জন্ত। হিন্দুর অনুরূপ কথা যাহাকে ইহু। তাহাকেই তাহার হদরের প্রেমীণ করিতে পারেন।” কারণ সে বিষয়ে তিনি সাহসীত বিত্তিত; স্বতরাং স্বামী তালের উদ্দেশেই তাহার প্রেমপূর্ণ উপহার তিনি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, সেই সাময়িক যাহার উপরই বর্তমান, তিনিই তাহার সেই পুজো পাইয়া অধিকারী হইবেন। তাহার স্বামীর কোন বিশেষ্রূপ বা সুগন্ধের উপর তাহার ভালবাসা নহে।—কারণ বিবাহের পূর্বে তাহার বিষয়ে তিনি সমপূর্ণ অত্যন্ত। তাহার সাময়িকের উপরই তাহার ভালবাসা। স্বতরাং রূপ বা সুগন্ধ ভালবাসা নহে। তাহার ভালবাসা তাহার অনেক উপরে বস্ত্রিত।

প্রভাত বারুর একটি গল্পে স্ত্রীর মুখের একটি কথায় তিনি এই তাহার অতি মূল্যের তালে একাক করিয়াছেন। সে গল্পের বই ধারায় আমার কাছে নাই, একমাত্র তাহার বিষয়ে তাহার দেখাইয়ে পারিবাম না; তাহার অপর এই যে স্ত্রী সর্বমোচন প্রক্ষ, দিবার অপর বিবাহ দিবার অপর তাহাকে বিলিঙ্গ মাত্র পুনরায় উদ্ভব করিয়া তাহাকে কলকাতায় লইয়া যাইতেছেন। গল্পের তাহার অনুসংহার হইলে তাহার তাহাকে দেব করিতেছেন। ইহা দেখিয়া স্ত্রীর দেব বিষয়ে হইলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার সেই কথা আমার জন্ত করিতেছে?”

”স্ত্রী উত্তর করিলেন—করিবন? কুমিল্লা যে আমার স্ত্রী এই।”

ইহাই হিন্দু স্ত্রীর কথা, হিন্দু কষ্টর কথা। আমার সাময়িক যাহাতে বর্তমান তিনিই আমার বেহাল পাত, তিনিই আমার সর্বত্র; তাহার জন্ত আমি
সব করিতে পারি; তিনি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন আর নাই করেন, তাঁর সঙ্গে আমি কথা বার্তা বলিয়া থাকি—আর নাই থাকি?

এই শিক্ষার বলেই হিন্দু রমণী সত্তাধর্মে আধিপত্য হানিয়া হইয়া রহিয়াছেন। ‘বেটো পছন্দ হইবে বাছিয়া লইব’ এই ধারণা বাল্যকাল হইতে থাকিলে এইরূপ তত্ত্ব-ভাবিত প্রথম সঙ্গে হওয়া অসম্ভব হয়, কারণ সেরূপ তাব্বান এরোজনেই থাকে না; সত্ত্বার একনিষ্ঠা রূপ হইতে পারে না। অবশ্য আমি এতদ্বারা এইরূপ প্রমাণের প্রমাণ পাইতেছিনা যে বিলাতী রমণীর মধ্যে পবিত্র স্বাধীন একনিষ্ঠা প্রমাণ নাই ই। এবং ইহাও বলিতেছি যে হিন্দু রমণীগণের সকলেরই মধ্যে এইরূপ সত্তী তাব দেশীয় আমাদের ব্যবস্থা অন্ধ্যায়ী প্রথা এইরূপ একনিষ্ঠা রূপ অর্থিত বলিয়া পক্ষে বড়ই অসম্ভব; বিলাতী ব্যবস্থা তত্ত্বের অসম্ভব নহে। বিলাতী ব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা বড়ই বেশী। এ ব্যবস্থা হইবার অন্যকথা নই। কারণ তাবার উপরে মুক্ত আসিতে পারে না। তাবর সাধনের প্রতি ও সাধনার স্ত্রীবরের মতী ভাবনা; উহা যাহাতেই বিশেষ, সেই উচ্চ পাত হইবে—তাব-রূপের পাকুক বা না পাকুক। তাই হিন্দু শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন যে বামী চিরকাল সকল অবস্থাতেই—মূল হউক, কুরুপ হউক বাহাই হউক—সে আমি।

ধর্ম ও নীতি হিসাবে দেখিয়া গেলে এতদপক্ষে উচ্চতর নীতি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

তাবার নির্ধারন ব্যবস্থা অভিভাবকদের হইতে কৃত্তি হওয়া নানা একারে উন্নত পক্ষেরই মনস্কার। কেহ নূতন বা সুরুপ হইলেও চরিত্রে অতি কর্ম্য হইতে পারে। গুরুর প্রাধান্য চিরকাল থাকে; রূপ পুরি দিনের কন্ত —সুরুপ জোয়ারের কন্ত। তাহার ব্যর্থ চিরকাল চলেন। সত্ত্বার অতি- ভাবুকপশ্চাৎ পাত্র পাত্রী নির্ধারনে সুন্দী রূপের দিকেই দেখেন না, রূপ অপেক্ষা তাহারা গুলির, এবং বংশের দিকেই বেশী লঙ্ঘ রাখিয়া থাকেন। সংবংশের পুত্র বা কন্যা সাধারণতঃ সংক হইবে অশা করা যায়। বংশের মধ্যে কোন কঠিন ব্যাধির প্রকোপ আছে কিনা, তাহাও তাহারা দেখিয়েন। ২১মুখিক সাধ্য ও অন্তি জ্ঞাতির শাস্ত্র এবং মহাদেশ স্ব প্রশ্ন সহিত অন্তর্ভুক্ত পাত্র পাত্রী নির্ধারনের যে সমুচ্চে উপদেশ ও সকল প্রকৃত হইয়াছে, তাহার ধরা ও উপলব্ধ নির্ধারনে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। বস্তুতঃ অভিভাবকপশ্চাৎ বীর বীর
দাই নিপ্পন।

এখানের উত্তর পুর্ব কোণে বে উচ্চ ধীপপর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, বে ধীপপর্ণের ক্যালি সম্পা প্রাচীন মহানিধেকে আং উচ্চ করিয়া ফুলিয়াছে, সেই ধীপপর্ণের নাম জাপান। 'কিন্তু হিন্দুদের ভাষা বতস্র পূর্বে জাপান সংঘাতে জাতির একটুকু সংশোধন আইসে। ঐ সময় পর্ব্যাপ্ত সেই নিয়ে জাপান নামে পরিচিত হইল না। তিনশত বৎসর পূর্ব ইউরোপের ওলন্দাজ জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য উপক্ষে জাপানে পদার্পণ করে। উহাই জাপানের সংস্থাপন জাতির প্রথম সংশোধন। জাপান-বাণিজ্যের মূলর মূলের জিনিষ ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইয়া যায়। সেই বাণিজ্যের নামায় উল্লেখিত জাতি এই দেশকেই জাপান নামে অভিহিত করিতে দাই। আজ পর্যন্ত কোন কোন পল্লীর রুদ্ধকুল্লুর জাপান না বলে, তাহাদের
সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

dেশের নাম জাপান। তাহার জানন—তাহার দেশের নাম নিহন বা নিহন। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া জাপানর। এ সকল ব্যাবসায়ের অগ্রগণ্যে তাহার দেশের নাম প্রতিটি জাপান ( দাত নিহন ) রাখিয়াছে।

জাপান সাত্রাঞ্জ এখান ছুষত লীলের সমষ্টি। উহার মধ্যে হনসু, কিউমিয়, মিকোকু, হোকাইয়া এবং ফর্থেজা লীপ উল্লেখ যোগ্য। কতিপয় বৎসর পূর্বে তাহার সজ্জিত মূল্যের লীলের সমষ্টিতে জাপানর। ফর্থেজা লীলের সজ্জিত আপন সাত্রাঞ্জ ব্যুক্ত করিয়া লইয়াছে। এবং গত রূপতানি মূল্যের সমষ্টিতে সাগালিয়া লীলের দেশাদীর্ঘ প্রাঙ্গণ হইয়াছে। উহার সাগালিয়া লীপের নাম কারাদুঃখী রাখিয়াছে।

সমগ্র জাপান আয়তন ২০.৬২ বর্গ কিঃ অর্থাৎ ১৬৮১০০ বর্গমাইল।

উহার শতক্রয়! কেবলমাত্র ১৫.৭ ভাগ উল্লিখ ও মহাসাগরের বালোপন্তী।

অংশিত ৮৫.৩ ভাগ পর্বতার্কীর। দেশটি অন্যা কুইক ক্ষুদ্র পাহাড়, নদী, হ্রদ ও প্রাঙ্গণ পূর্ণ। জাপানর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। জাপানর নিকট জনিতায় যে, ততদিন বৈদেশিক জাতি এতপ্রক্তে জাপানর সম্পর্কে যাহ নয়, ততদিন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তাহার ইউরোপের বহুকাল-ল্যান্ডের লীলার কীর্তিতে প্রাঙ্গণ করিতেন। কিন্তু অধুনা জাপান দেখিয়া। উহার জাপানকেই প্রকৃতিভৌত বালাব্য বলিয়া বর্ণন করেন। যেঁচকে সে মনোরাম দৃষ্টি দেখিলেও এমন অজ্ঞি নাই, যাহাতে সেই অনুরাগী চিত্র বিখ্যাত অসুর্যের চিত্র পাঠকদের সমষ্টি উপস্থিত করিতে পারি।

কালিগাজর্সের সম্পূর্ণ সমস্ত বর্ণন পাঠ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কল্পনায় ধারণা হইত না।

চিত্র দেখিয়া বুঝিলাম, এখানকার মহাসাগরের বিখ্যাত নীলাম্বরাপ্ত তর্কিণ গর্জন করিয়া যখন তঁহি পর্বতমালাকে যাত্রা ত্যাগিতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে ধাক্কে, যখন নান্দিক জুড়িয়া পৰিয়ন্তির শক্তির উপর আশা স্থাপন না করিয়া পারে না। আবার আধ্যাত্মিক বন জগল এবং পাহাড়ের নিত্য অবশেষ দেখিলে আমাদের প্রাচীন মৃশুরিয়দের জন্ম হয় পাইত নাই।

মানস সরোবরের বর্ণ। তিনিভালাম—জাপানর নিকোনাহম হানে মানস-সরোবর দেখিয়াছি। করেজি মাইল পাহাড়ের ভিতর পড়ি। চলিয়া পাঁচ হাজার ফিট উচ্চ এক সরোবর তীরে উপস্থিত হইতে হইয়া কল্পনায় অতিশীষ দৃষ্টি যাহা নয়ন গোচর হয়। এই সরোবর ( চুজিজি হ্রদ) সাত মাইল দীর্ঘ এবং আড়াই মাইল প্রস্থ—চুড়িক সমুদ্রত পাহাড়ে
ফাক্টন, ১৩১৯।] দাই নিন্দন।

৬৫

পাহাড় হইতে কলকাতা হইতে ক্রমে কত জন প্রাপ্ত আসিয়া হইতে মিলিত হইয়াছে। আবার নিয় এখানে হইতে অশ্ল কতকগুলি প্রাপ্তের জন্য সরবরাহ করিতেছে। হুড়ের পার্শ্বে বাড়িগুলি মন্দির, ডাকঘর, হোটেল, বন্দর প্রতিষ্ঠিত নেয়। একটি ছোটখাটা সুবাদাম। জাপানী ভাষায় একটি ফ্রাঙ্কো আছে—"নিকে সিলাকেববা কেকো গাঁ নাই" অর্থাৎ যিনি নিকোনামক হান না দেখিয়াছেন তাহার তৃপ্তি অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। নিকোর হায় স্বর্ণ স্নান জার্গার ভেন জাপানের সর্বোচ্চ দেহকে পাইলাম। শিক্ষার্থবর্গদেশ প্রতিদিনের আরাধনা করিয়া থাকে, এইজন্যই বেহ হয়, একত্রিতবাদী তথ্য পূর্ণিকালে বিবাহিত।

কেবল মাত্র ১৫৭ তার ভূমি রূপ ও মুখের বাসোপাশী হইলেও তুলসের জাপানের লোক সংখ্যা অতিবেশী। কোন কোন জংলায় গড়ে প্রতিবার মাত্রায় একজাত লোকের উপর; আবার স্বল্প বিশেষে কেবলই পাহাড়, তথ্য প্রতি বর্গায় গড়ে ২৫ জন মাত্র।

১৮৯৭বিভাগের পূর্বের হিসাবে দেখাগিয়াছে, লোকসংখ্যা একত্বসংস্থত ১০০ হইতে ১০২ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে গাড়ির হাত কোথায় বাড়িতেছে না। জাপানের লোকসংখ্যা পোঁপোকাছা; ফরসার অধিবাসী সংখ্যা ত্রিশ লক্ষের উপর।

আইয়ু নামক এক অস্থা বর্ণর জাতি জাপানের আদিতে অধিবাসী। তাহারা নিয় অধিবাসী কর্তৃক বিতর্কিত হইয়া জাপানের উত্তর এলাকায় পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় নেন। আজ পর্যন্তও হোকাইদো অঞ্চলে তাহার দিকে দিয়ে পাওয়া যায়। তবে সত্যতা বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উহারা কোথায় সন্তাবীর উত্তর জাপানের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। আকৃতিক গঠনে জাপানের মঠিওয়ালার জাতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ভয় ঘটনের অভাজ্ঞতার বিধিসহ মাঝে উহারা মঠিওয়ালার জাতি। রাজবাড়িয়া মঠিওয়ালার জাতি হইলেও গতসমূহে অসাধারণ কৃত্রিম লাইব্রের পর হইতে, আধুনিক কোন কোন শাস্ত্রীর প্রয়োগ করিয়া এবং উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা উহারা।

এখন জাপানের ভূমিতে কিউনিউইলেপে বসতি বিদ্যার কারণ। কৃত
ক্রমে উত্তরাখণ্ডের অন্ধকার হয়েছে। বাস্তবিক জাপানের অতি প্রাচীন রাজ্য-
ধানী দক্ষিণের ছিল। এবং আজ পর্যন্ত দেখা যায় জাপানের
অধিকাংশ বড় বড় মহাদেশীয় মন্ত্রী এবং বীরপ্রাণ দক্ষিণ প্রদেশ হইতেই বাহির
হইতেছেন। পতিতে আগাছা প্রথম করেন যে, দেশত্ত্ব আরো দক্ষিণ দিকিতে বসতি বিস্তার করেন, সেই সময়ই মঙ্গোলিয়ার চীন ও কোরিয়া হইতে
জাপানের পশ্চিম প্রদেশ বসতি বিস্তার করিতে থাকে। উক্ত কালে এই
আর্য্য ও মঙ্গোলিয়ানদের সংমিশ্রণে বর্মান নব্য জাপানীর উৎপত্তি।
আকৃতিতেও কচিৎ কাভারো কাভারো। আর্য্যের হায় উচ্চ নাড়াকা ও বড়
চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়।

শৈরপুর্ণ ৬ শতাব্দীতে বর্মান রাজ্যবংশের প্রতিষ্ঠা জিয়ুতেরো।
জাপানের পরিব্রাজ সিংহাসনের অধিবাসন করেন। জাপানীদের বিভিন্ন
জিয়ুরো। জাপান শাসনের জমিবর্গায় হইতে প্রেরিত হন। এই জলই
জাপানের মিকাদো অর্থাৎ সুব্রতগণের দেশে তেতোহাসকা (দেশতার প্রতিনিধি)
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মিকাদো জিয়ুতেরোর সময় হইতেই, একত
প্রদেশে জাপানের ইতিহাস আরম্ভ হয়। কোন দেশের ইতিহাস—এই কথা
বলিলেই মনে হয়, উভয় দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শাসন প্রাণী—
এক রাজ্যবংশের পতন, অপরের অধ্যুক্তের। এক রাজ্যের হত্যা, অপর রাজ্যের
সিংহাসনের অধিবাসন, সামরিক রাষ্ট্র বিরব, যুদ্ধ বিঘ্ন, শুদ্ধ আসংখ্য লোকের
হত্যাকাণ্ড এবং রক্তমৃত্যু প্রবাহ—ইত্যাদি। কিন্তু জাপানের ইতিহাস
আলোচনা করিলে তথম কিছুই পরিলক্ষিত হয় যা। ২৫শতাব্দী ব্যাপিয়া
এই রাজ্যবংশ নির্বিবাদে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বর্মান মিকাদো
ইয়োশিষিতা এই বংশের ১২২৩ সালট। এমন পৃথিবীর কোন দেশের কোন
জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার মূলে—জাপানীদের
অন্ধাধৃত বদল, বংশবিপ্লব এবং রাজত্বকন্ড। জাপানের আধুনিক ক্রমে বিভিন্ন
দেশ ও রাজ্য নামে পরিচিত; যে কোন মুহূর্তে দেশের ও রাজ্যের দেশের বৈবাহিক বিরোধিতে উঠিয়া। তাহতে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন আজ
ঘর বনিয়া তাহার অন্ধকার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

আজ শতাব্দী পূর্বে যে জাপান সত্য জগতে অন্ধকার ছিল বলিলেও
অন্ধকার হয় না, অন্ধকারগণ যে দেশের নাম উপর করিতে অকুমিত
করিতেন, আজ সকলের মুখেই সেই দেশের নাম! আজ সকলেই সেই দেশের
ফাল্গুন, ১৩১৯। ] দায়ি নিপ্পন।

সত্যাত, সেই দেশের রীতিনীতি, শিক্ষা, রাগকৌশল, বাবসা—বাণিজ্য প্রভৃতির শেষটা একাধারে তীক্ষ করিতেছেন। আজ সেই জাপানের অধিবাসী ভারতে প্রমুখত পাঠী হুসেন দেশের অধিবাসীকে রাষ্ট্র বাজে করেছে।

(নিগ্রে।) বলিতে শিক্ষা বা সংসর্গ বোধ করিতেছে না। অধিক আর বলিব
কি, যে সময় প্রজাকুল্য জাপানে অগ্রন করে, তখন উহাদের যাহা। কিছু
সকলে জাপানীদের নিকট নূতন বিবিধ বিবেকত হইত। জাপানী বলিত
এব—স্বীকার ও প্রাকৃত ধরণের তৈজ্জ পার, আইনের প্রধান, রীতিনীতি
প্রভৃতি সমস্তই উহাদের নিকট অতর্কিত বিবিধ বিবেক। নূতন হইত; তাই তাহারা সেই
সকলেকে বোধ করে। এই অর্থে স্বীকার নামে অভিহিত করিত। আজাহ,
কল্লাঁখিনি, পাকা পরিচ্ছ চালচলন সমস্তই—স্বীকার। সহরের কোন
কোন লোকের কাছে নিম্নাক্ত, অপ্রাণিগুলি গুজাঙ্গে অনেক পাঠী লোক
ফ্যাক, শ্যামেফোক, ব্যাক্সেক প্রভৃতিকে স্বীকার বলিয়া ধাকেন।

স্বীকৃতপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথম রাজবংশের রাজ্য আরম্ভ হয়। ইহার
পূর্বের আর কোন প্রথমাধী জানা যায় না। আর বাসর বৎস রাজ্য
শাসন প্রাগাণ অনেক একতাবাদে চলিতে ধান্তে।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষ তারে চীন দেশের প্রাচীন নূতন কোনার এবং কোনার
চীন নূতন জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়
শামাজি চুইকে। রাজ্য করিয়েছিলেন। তিনি জাপানের প্রথম কৃষীশাসন
করিয়। বৌদ্ধধর্মে তাহার অচলা ভীষ্ম ছিল। তাহার চেতায় অনেক বৌদ্ধধর্ম
সামাজিক গ্রহণ করিতে ধান্তে। সমস্ত শতাব্দীতেই একত্র প্রাগাণে বৌদ্ধধর্ম
জাপানে বহুদূর হয়। এই শতাব্দীতে যেন ৫ জন উদাহ্র এবং ৫ জন শামাজি
রাজ্য করেন। আমাদের দেশের জায় জাপানেও পুরুষের চেয়ে
শ্যামেকের ভিতর ধর্মভাব প্রবল।

উল্লিখিত পঞ্চম শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের জন্য সাহায্য
চেষ্টা করেন। তাহাদের চেষ্টা এই সমাজসূচী এবং শিক্ষিত অথ সমাজ
উদাহরণে দীর্ঘ হইতে আরম্ভ করেন। আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের ইতি-
হাসে অর্থাৎ যে প্রশিক্ষণ নাম শামাজি কোনো এবং
কোনমত জাপানে ধরি ভাষা শ্যামেকো শামাজি করিয়াছেন। রাজ্য কোনো
সর্বপ্রথম জাপানে ৫৩ কিন্তুচুর নারায় সুগ্রীত বৌদ্ধ-ধর্মে স্থাপন করেন।
নারায় মৃদু ব্যাপটর রাজ্য কোনো দেশের ভিতর ভিতর স্থানে অনাধ আশ্রয়
পাঞ্জাব। এবং চিকিত্সালয় স্থাপন করিয়া সর্বজন হিতকর কার্য্যে অস্ত্র, অর্থ ব্যয় করেন। ঐ সকল কার্য্যের জন্য তিনি হিন্দুরাজ্য শিলাখচ্ছেড়ের ভায় অনেকবার রাজাকো নিঃশীলিত করেন। ইহার পর এলায় দেড়শত বৎসর কাল বৌদ্ধাধ্যায় প্রাচীন উদ্ধেশে কোন স্থানে কিংবা সাত্রী বিশেষের সেনানগর চৌদ্দ এবং সহায়তা দেখে যায় নাই। তৎপর পুনরায় কৃষ্ণিওয়ারের সময় কর্মকর্ম সংক্রান্ত এবং সাত্রীর তথ্যের বৌদ্ধাধ্যায়ের অসাধারণ প্রসারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১১শ শতাব্দীর পর্যন্ত রাজ্যের সর্বত্র কৃষ্ণিওয়ার বংশের প্রতিপত্তি বাড়িয়া। উঠায় ঐ সময়কে কৃষ্ণিওয়ার সময় বলে। ঐ সময় মুরাছাকি সিকিবু নামে অনেক ভংসমর্যাদাসহ “পেশিনোনে গায়ত্রী” নামক এক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ প্রণীত করিয়া বিতরণ করেন।

ভারতের বৌদ্ধাধ্যায়ের স্থল সম্প্রদায় ভারতের সমাজ ১ফ ও ক্রমশঃ জাপানে বিস্তৃত হইতে লাগিল। সমাজের স্থল সম্প্রদায়ে লোক চতুর হইতে লাগিল। ঐ সময় শুভ্রবল্লভ তভে একাকী রাজ্য শাসন স্থাপন করিয়া কাল হইতেই হইলে, তিনি নেপালের প্রথম রাজ্যের কর্তৃত্ব ডিপোর্টের ভবন তিনি রাজ্যের অধিকার প্রদেশের অধিকারে নিঃশীল হইলেন।

১২শ শতাব্দীতে জাপানে প্রথম জায়গাবিধান এখানে (Feudal system) অববৃথ হয়। জায়গাবিধানের ভাষায় দামোদর বলিয়া থাকে। বড় বড় জায়গাবিধান এবং প্রদেশ সংখ্যার ক্রমপর প্রতি খণ্ডে নিজেদের জীবিকার ফল বার্ষিক ১০০০০ কোটি অর্থাৎ ৩০০০০০ মন ধারা পাইতেন। রাজ্যে শাসন বৃদ্ধির প্রয়োজন এই সময় বহু রক্ষকের আবশ্য হয়। সামুদ্রিক নামক এক শ্রেণীর লোক ঐ কার্যের ভার গ্রহণ করেন। তাহারা অসাধারণ সেই সামুদ্রিক জাতীয় সমাজ ধরনের নিঃসন্দেহ করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবন সরকার।

ধনী ও ধন।

একদা কহিছে ধনী, হে ধন ভাবী !
বুদ্ধি ভিন্ন এসমারে কি আছে আমার,
ধন কহে, মিছে কথা, আমি প্রভার ;
নিশ্চয় বঁশিতেছি তোমার ধাতক।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।
সোমেশ্বর ও সোমেশ্বরী।

সুসঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সোমেশ্বর পাঠক প্রকৃতির রম্য নিকেতন গায়ে পাহাড়ের সংঘদেশে সুসঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তখন এক সরতোয় পার্কত্ত্বে প্রতিষ্ঠা সোমেশ্বরের আবাস বাটীর অন্তি দুরে, পাহাড় পুরীতে আপন যেন প্রবাহিত হইত। সোমেশ্বর দেখিলেন, এই প্রতের প্রতি ফিরাইলে রাজধাণীর অন্তে কল্যাণ সাহিত হইবে। সোমেশ্বর সেই প্রত- সমীর প্রতি ফিরাইবার অব নামা উপায় উদ্যোগি করিলেন। তাহার অন্তে চেষ্টার ফলে কলাকলি স্বাভাবিক সুসঙ্গে পাদর্শে প্রেক্ষাপূর্ব করিবার জন্ত পাগলিনী হইল চুটিল সেই পরতোয় নদী অতি বিশাল কায় হইল। সোমেশ্বরের পৃষ্ঠাভিত্তি বহন করিতেছে এবং “সোমেশ্বরী” নামে পরিচিত ধাক্কা রাজধাণীর পাদদেশ প্রকাশন করিতেছে।

পার্কত্ত্ব সোমেশ্বরী।

সোমেশ্বর রাজধাণীর উন্নতি কামনায় ও রূপচূর্ণ বিধানের অন্ত নিতে নূতন উপায় উদ্যোগে করিতে লাগিলেন । তখন চতুর্দিকের গায়ে, হাঙ্গের প্রতি অন্য পাহাড়ের জোর নিকট বর্ত্তমান থাকার প্রকৃতি ছিল বাতব কিন্তু সেই অঞ্চলের কর্তব্যের ফ্রুত ফ্রুত ভূঞাস তখনে আগাবের যাত্রা রক্ষা করিত। বহ স্বস্তি প্রতিবেশিত ছিল। এই ফ্রুত ফ্রুত ভূঞাস আপনাদিগকে জ্ঞানান্তর বলিয়া পরিচিত করিতেন *। সোমেশ্বর এই

* তখন সুসঙ্গ রাজ্য নিয়ন্ত্রিত জোরার বিভক্ত ছিল যথা (১) বগলা জোয়ার
সৌরভ।  [ ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

জোয়ান্দারদারদিকে আয়ত করিবার স্বৰূপ অবশেষ করিতে লাগিলেন। বীরে বীরে সোমেশ্বরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই জোয়ান্দারদার আস্ত সমর্পণ করিয়া সোমেশ্বরের পদানত হইলেন।

যখন রাজ্যধানীর চতুর্দিকে তাহার শাসন দণ্ড সুপরিচক্ত হইতে লাগিল তখন তিনি রাজ্য বিস্তারের মোনানিবেশ করিলেন। এই সময় তিনি খসিয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেন। খসিয়া-রাজ্য সীমার কথা সোমেশ্বরের বিস্তারে দৃশ্যমান হইলেন। যুদ্ধে সোমেশ্বর জয়লাভ করিলেন। খসিয়া রাজ্য পরাজিত হইল ও পরাজিত বীরের করিলেন না; যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এবার অগ্রণী গাংরোবাহিনী লইয়া সোমেশ্বর প্রভূত বিক্ষেপ খসিয়া-রাজ্যকে আক্রমণ করিলেন। খসিয়া রাজ্য পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। সোমেশ্বর খসিয়ার রাজ্যধানী নিঃসৃত পুজি আক্রমণ করিতে আগন বাহিনী চালান করিলেন।

সোমেশ্বরকে রাজ্যধানী আক্রমণ করিতে হইলাম। খসিয়া-রাজ্য সজ্জিত প্রার্থনা করিলেন। ৬৯৫ বর্ষাব্দে সুসঙ্গরাজ সোমেশ্বরের সাহিত খসিয়ার রাজ্যের সত্যি সংস্কার হইল। সত্যির সত্যি অগ্নিসাগরে খসিয়া-রাজ্য সুসঙ্গকে নিজ রাজ্যের সীমান্তে স্থান সমুহ হইতে নাগন্তি, নত্তাল, নসফা, বংশু প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিলেন। এই সময় সুসঙ্গ রাজ্যের সীমা বর্ধিত হইল। উত্তর নেংঞা পর্বতমালায়, পূর্বে মহিষখানাদী, পশ্চিমে নেংঞা নদী ও দক্ষিণে বৃহস্পতিবিশ্ব সমতলভূমি পর্যাপ্ত নির্মাণ হইয়াছিল।

অতঃপর সোমেশ্বর শীত্যে শরীর করিয়া বহ বিভূত স্থান বীরে অধিকার হুকুম করেন। সময়ে তাহার অধিকার এই স্ববিশাল স্থান “হোসেন প্রভাত বাহু” নামে অভিহিত হয়।

সোমেশ্বর প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী চট্টোগ্রাম হৃদঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ৭১৪ বর্ষাব্দে গর্লোক গমন করেন।

শ্রীনেবেন্দ্রনাথ মজুমদার।

(২) রাজপুর জোয়ার (৩) ভাটী জোয়ার (৪) বারসহস্র জোয়ার (৫) সুসঙ্গ জোয়ার ও (৬) উচ্চ জোয়ার।

* বিগত কাল্পনিক এই ভাবে কথিত হইয়াছে, যে খসিয়ার রাজ্য এই সকল স্থান বাহী করিয়া সুসঙ্গ রাজ্যের সাহিত এক মোকাবলী উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐ সোমেশ্বরের স্থান রাজ্য অযোধ্য করেন। অধুনা এই স্থানগুলি বৃহত্তপর্যন্ত গারোহিলের অঙ্গভূক্ত করিয়া নিয়মিত হইয়াছে।
জম্মুতিথির উপহার ।

ভোঁতার বন্দরে রণত্রি, বাণিজ্য পোত, যাত্রী জাহাজের বিড় সর্বধা লাগিয়াই আছে। চারিদিকে কর্ষের কোলাহল, ব্যবসায়ের দরদস্ত্র, ব্যস্ত লোকের ছুটা-ছাড়ার আর বিরাধ নাই। মাঝখানের কর্ষের বিরাট চেষ্টার মধ্যে প্রকৃতির পোষা স্নান। তাই বনলক্ষ্য বন্দর ছাড়িয়া দিয়া পল্লীদিকে সরিয়া আসিয়া সাগরের উপকূলে আপনার সাক্ষিক কুলে পাসায় ভরিয়া রাখিয়াছেন। বসন্তের হাওয়া লাগিয়া ইংশের ধূসর হীরা উত্তর মেঝের আবিকা চলিয়া গিয়াছে। সাগরের কুল ধরিয়া বচন ডেইজী কুলের রাশি হাসিমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কে যেন সাগরের নীল বন্দরের জরির পাড়াখানি, সোণার সম্প্রে ফুলপাতার মাথাভূত দিয়ে বন্ধনে। যুদ্ধ বাণিজ্যের মেঝে, সঞ্চের মুখে বন্ধন তুলিয়া। তার মৃদুকে সোনার তারের সাক্ষিক ভরিয়েছিল। মেঝের নাম তায়োলেট। সন্ধ্যা প্রস্তুত তায়োলেট কুলের রং মাখায়া। চোখচুটি দেখিয়া তার রং বড়া সাঞ্চ করিয়া মেঝের নাম রাখিয়াছিলেন—তায়োলেট! নাম রাখিয়া নামের সঙ্গে আপনার স্বতি মাখায়া মা তার ভর্তি চলিয়া গেছেন, যেন ওষুধ নাম রাখিবার অন্তই আসিয়াছিলেন। অঞ্চল তায়োলেটের অনুমোদন ভরিয়েছে। এমনি এক বসন্তের ফুল ফোটা। চাদরিমাখা রাথে তায়োলেট মায়ের কোলে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অঞ্চল আবার অটি বছর পরে সেই রাত্রি ফিরিয়া। যেন তায়োলেটের সঙ্গে দেখা করিয়া গাইতে আসিয়াছে। তায়োলেট ব্যাপার, অভিমানে চোখচুটি অশ্রুপূর্ণ করিয়া যেন আঞ্চল তার অজ্ঞাতিথিরকে বলিয়াছিল, “কুম্ভি যদি আসিলে, তবে মা আসিয়ানা কেন! না হয়, একটী ওষুধ চোখের দেখারিয়া সে চলিয়া গাইতে, আমি তো আর তাকে আটক করিয়া রাখিয়া না।”

২। ভোঁতার বন্দরে অঞ্চল তারের বাড়ীগুলি কুলে-পাতায়, ছাড়ে কাঁথে, পবলায় নিশাচ, গাছে-মালায় উৎসবের বেশ ভার করিয়াছে। কিন্তু বুড়িরা ফিরিয়া। তায়োলেটের হস্তের কুলের ক্ষেত্রেই তার হাত পড়িতেছিল। অজ্ঞাতিথির কারণকুলে আনন্দের মাঝে মাতৃসাইর অজ্ঞাতনিহিত গতির ব্যাখ্যায় বারবার ফুলিয়া ফুলিয়া। উঠিতেছিল; তাই অঞ্চল তায়োলেট
সাগরের নিকটে এক আগন। মনে বলিয়া মায়ের নীতিতে মজার একতানি উপহার। একটিতে একটিতে মায়ের মধ্যে বন্ধুলের মায়া গাথিতেছিল।

একটি অপরিচিত ১৪ | ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক হালিফার। চোখে নিশ্চেষ্টে তার মাযার মাযার দেখিতেছিল।

তখন সঙ্গীর পেয়েছেন দিব্য, সমূহে নিশ্চিত। বসনের মোহনপর্ষে মুক্তচারণ সেন ঘুরে চোখে ঘণ্টা দেখিতেছিল। ক্রান্তের উপকূলচিত্র ক্যানে বন্ধুদের কমলালের গাছের উপর দিয়া। চারির একতানি সোগালি রেখা। সাগরের নীল চেটার চৌদার চৌদার কিমিকির দিয়া। এলাগুলোর কুলের দিকে পাড়িদিবার যায়। অবস্থ করিয়ো মাযার।

তারালোকে তখনো ঘরে ফিরে না দেখিয়া। পাশে পাল্লো। বালকটি বয়স্ক অভিহিতবাকের মত একটি মুক্তচারণ। স্বরে বলিয়া উঠিলঃ

“রাত হয়ে এলো ঘরে যাবে না তুমি ? ”

তারালোকে নীলচেটার দেখা একটি অপরিচিত বালকের পাশে একটি চাদর। চিনি করিয়া হালিফা উঠিল। একটিতে বালকের অন্তর মুক্তচারণার তাত দেখিয়া। বালকের একটি সামালাইতে পারিলো। বেছেচারণী ছেঁক বনমৈলীর সত্তা, হালিফার বালীকাটকে চহরা। অমন হালিফা উঠিতে দেখিয়া। বালকটি একটি উচ্চিত হইল। বলিলঃ “হাসি যে বড় ! আমি হৃষ্ট তুমি ! ”

বালকের তৎসমায় তারালোকের হালিফার ফোরার। আমার উৎসরিত হইল। উঠিল। খানিককাল পরে হালিফা বালিয়া বলিলঃ

“হৃষ্ট আমি ! মায়ের ভাই, হৃষ্ট আমি কষ্ঠবন। নই ! দাদামণি মুন্ন আমার—তুই বড়ো সোহাগী মেয়ে, দিদিমণি মুন্ন—লঙ্কী বনের পাথীতা আমার ! “হৃষ্ট,” আমার কেউ থাকে না ; হৃষ্ট তুমি ! ”

তারালোকের সেনের তিরস্কার লাই করিয়া। বালকটি যে খুনী হইল না তা নয়, পরে একটি হালিফা বলিল—“যে ভাল মেয়ে তাকে এককথা একটি ঘরে বাইরে বাহুত হয়নো। তোমার যা তোমার আঙ্গ কত বন্ধুবে এখন দেখে।” তারালোকে ছোটছোট চোখে বালকের দিকে চাহিয়া বলিলঃ

“আমার বা নাই যে ! যা মরেছে থেকে কেউ আমার বকনা ! ”

বালক ছোট মেয়েটীর মর্ভের বাগানের উপর না হালিফা। আত্মাত করিয়া। ভুলি অন্তর্ভুক্ত হইল। পরে মেয়েটীকে খুনী করিয়া ফেলে দীর্ঘকালীর আত্মাতের খুলি নালাতার উপর মোলায়েম ভাবে হাল বলাইয়া। তার মন ভুলাইবার
ফাক্তুন, ১৩১৯। জম্মুতিথির উপহার।

জগত অনেক কথা বলিল। এইরূপে সেই অপরিচিত বালক ও বালিকার
মধ্যে সেই নিরাপা সন্ধ্যায় অনেক কথা হইল।

তারপর ভাওয়েলট তাহার সেই অপরিচিত সাথীটুকে আপন অক্ষরে
সংস্কার করিয়া তাহাদের মাত্রে তার জম্মুতিথির উৎসবের মাঝে
লইয়া আসিল। ভাওয়েলট নুনন সাথী লইয়া গুহে আপিলাই তার মাতামহ
ভাই কাউটকে একপাঁচি বন দুঃলে গাঁথা মালা দেখাইয়া বলিল——

“দাদামনি, এই নাও আমার জম্মুদিনের উপহার।”

রুদ্র ভাইকাউট ইচ্ছা করিয়া ভুল করিলেন। তিনি বালকের দিকে
চাহিয়া উঠার মেহে ঘরব দিলেন।——

“খাবা উপহার——কার ছেলে এটি যে?”

রিচার্ড তার পিতার নামটী বলিতে যাইতেছিল,—অথবা মূলে আপিয়া
কথাটী আর তার মুখে দুঃনিদ্র না। ভাওয়েলট আহারে করতালি দিয়া
বলিয়া উঠিল;— “ও! ভ্রু তা ধুপি জাননা, এ যে আমার ‘ভালবাসা’।
সকলে হাসিয়া উঠিল। রিচার্ড লজ্জায় লাল হইয়া গেল। ভাওয়েলটের
গোঁড়া মাতামহ তাকে কোলে লইয়া মুখ চন্দন করিয়া বলিল——

“পাপলিনীর পচন্দ আছে কিন্তু।”

(২)

বীরে বীরে কুঁড়ি হইতে দুঃলিট যেমন রং-রস-গত্বায়-সাপ্তাহিকী বিকাশিত
হইয়া উঠে, তেমনি রিচার্ড ও ভাওয়েলটের মধ্যে একখানি নেলের সম্পর্ক,
একখানি কোমল সমগ্রতা, বীরে বীরে মজার হইয়া উঠিল। অথচ
এ প্রথম খেলার—খেলের নয়। সে রচনা গিরি নির্বাকের শুদ লাভণ্য ধারা
তখনো ভালবাসার গোরীর রাগে রক্তিয়া হইয়া। উঠে নাই। ভাওয়েলট
তারের ঘর বাড়িতে রিচার্ডকে ভাকিয়া দেখাইত, রিচার্ড তাকে পক রক্তিয়া
বল পাড়িয়া দিত, কখনো ওয়ার্ডস ওয়ার্ডের কবিতা শিখাইত। এমনি করিয়া
জন্ম আরো আইটি বৎসর কাটিয়া গেল, তখন জাননাটের শৈশব নামক
অক্রে সমুদ্র অভিনবগলি শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার শীতের কুলহলী
কাটিতে না। কাটিতে পুনর্বার হৃদয় করিয়া বন্ধ লক্ষ্য দিকে দিকে
আনন্দের সাধ্য তুলির। আগ্রাস্তিতে উঠিলেন। এবারকার বসন্তের আকাশে
নীলের উজ্জ্বল—রঞ্জ বর্ষক্রম মাঝে মাঝে আরো চন্দ্রকার! পাছে
পাছে, তরায় পাতায়, দুলের দেয়ালী আপনার আপনি সাজিয়া উঠিয়াছে।
বনের পাদ্মিগুলি নুতন পালকের পোষাক পরিয়া গানের স্বরে বন্ধুবিকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। এবারকার বসন্ত কোকীলের পক্ষে শ্রাকারে দিন রাত্রির স্বপ্ন ঘুচিয়া গিয়াছে।

তায়োলেট তখন কৈশোরের নব পরিবিত যোগ্য ধনীর উপর আসিয়া সবে রঙ্খ পা ফেলিয়া ধাড়াইয়াছে! একপাঠে তার শৈশব, অপর পাঠে যৌবন; একদিকে কুলের ভরুচ্ছায়া প্রতিনিয়ীতি তরঙ্গহীন স্বর হৃদয়ের নির্মিত এবং যুদ্ধ প্রশান্ত মূর্তি, অপরদিকে বর্ধিত কুলন্তরক্ষিণী তরঙ্গীর উদ্দেশ্য-অবিব অশান্ত-ফুনিল অধীর-ুচ্চব সিংহ বিশাল তরঙ্গভঙ্গ। সৈয় শ্রবণ সন্ধিতে লাভীয়া আজ রিচার্ডের পানে তাকাহতে গিয়া তায়োলেটের চক্ষু পল্লব লাঘ হইয়া আপন।

আপনি যুদ্ধীয়া আসিয়া! সে এখন আর রিচার্ডকে তেরন সরস সরল উচ্ছ মুখ করে ভাবিতে পারে না। কঠিন আজ্জ তার বিচিত্র রক্ষা মধুর অনলাহর; অন্য আজ্জ লচার কোমলতা জড়িত। তায়োলেটের মোচা যাতাবই দুটি সরল লহদের তার চিত্তরঞ্জন লঘ করিয়া খুসী হইলেন। তিনি তাবিলেন তায়োলেট যদি সুন্দর, রিচার্ডের যে পোষ্কুল চক্ষুর সুন্দরতার রিচার্ড যদি তায়োলেটের রূপ যুব, তায়োলেট তার এরণের পাগলিনী।

রুদ্র ভাইকাউন্টকে কিছু তাদের এরণ সমর্থন করতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "ওর নাম নেশায়, তালবাসা নয়। শুধু নিষিদ্ধের বাতাসে জড়ানো হেসেন-হেনার একটি ধানি অবয়বহীন বিষ্টিত; এ কথনে। দিনের আলো সাহিতে পারিলেন। রিচার্ড নিঃস্ব দরিদ্রের সন্তান, সহ্যমাতার চাকচিকের মধ্যে হঠাৎ আসিয়া। পড়িলে ওর মাথা বিগড়াইয়া যাইবে। আগে ওকে উপার্জন করার দৃঢ় সহিতে দাও, তবে তো। ওর অর্ঘ্যের উপর মন্ত হইবে—সময় করিতে এবং হইবে। উচ্ছ হইতে নীচের মাথুষকে অস্বাভাব করা যায়, রূপা করা যায়, কমা করা যায়; তার নাম তালবাসা নয়।

আর নিচু হইতে উপরের মাথুষের নিকট ভিক্ষা করা যায়, বোসানূড়ি করা যায়, প্রার্থনা করা যায়; তারে নাম তালবাসা নয়। এক সমস্ত ক্ষেত্রে নূর না হাড়াইলে একজন কথনে। আরেক জনকে যথার্থ তালবাসিতে পারেন।"

সাগরের কুলে পেটের রং একধানি পাথর;—তার চারিদিকে বন ভেইশি কুলগুলি তার মধ্য দল বাড়ায়। যুটিয়া উঠিয়াছে। মাথার উপর একটি চেঁদীগাছে ফুল সবে ধরেছিল। তার শাখা হতে একটি পরগাছা পাঢ়ুর
ফাক্তন, ১৩১৯। ] জন্মতিথির উপহার। ১৫৫

বেগুনি রং এর ফুলে ফুলে ভালী শীত খানি ফুলের বেগুলির মত বসমতের মৃদু পবে হুলাইয়া দিয়াছে । সমুদ্রে তীর-তল হালী নীলসাগরের বিরাট মূর্তি—সদযে তার তরঙ্গের ছদ্মবেশ উচ্চাস, আর বনতু সমাকুল তীর কুঞ্জরেখায় মৌনাছিদের বৃষ্টি শুরুর গীতায়নমনি । পাথর খানির উপর রিচার্ড ও ভায়োলেট পাশাপাশি বসিয়াছিল। তখন বেলা পড়ায় আসিয়াছিল; রোদের আলোতে আর তেমন গোর ছিলা, চারিদিক নিঃক্ষণ। ভায়োলেট রিচার্ডের হাতঢাকির উপর আপন কিশলয় সদৃশ করণভাবে খানি আবেশে তুলিয়া দিয়া। হাসিয়া বলিয়া—“দাদামণি বলেন, রে ভার্কির মালিক হবে, তাকে কেবল নিঃরেফের্মিক হলে চলে না, কিও সংসারধো হতে হবে তাকে। উপার্জন করার কৃত্ত আগে তাকে সহিতে হবে, নৈলে নে কথনও সদৃশ করতে শিখে না।”

রিচার্ড বলিল—টাকার লোতে আমি তোমায় তালবাসি ভায়োলেট। আমার তালবাসা বনের পাথরের তালবাসার মতো টাকা পর্যাপ্ত ধারায়নার। ভায়োলেট—“দাদা বাবু হেরে বলেন ‘তোর যে ধান্য হবে তার খালি তালবাসে নিস্তার নাই। তার ভার্কির মালিক হওয়ার যোগ্য হওয়া চাই।’”

রিচার্ড—“তালবাসার সঙ্গে আমার বিষয় বুঝি! তাদের ছাড়নার মধ্যে যে তীর হছাড় ছুটে পালানো সম্ভব! একজন হুনিয়ার যা কিছু সব নিজের করে সুখী। আর একজন নিজের যা কিছু সব পরকে বিলিয়ে দিয়ে সুখী। বিষয় বুঝির সঙ্গে তালবাসা খাপ খাবে কি করে? ”

ভায়োলেট—রোদের ঐ এক রকমের খেয়াল আর কি! তর কতেগেলে তারা চটে যায়। তা তুমি একটা কিছু কাজ হাতে নিয়ে দেখাও না কেন যে, তুমি নিজে রোন্ধার কতে শেখেচে। তবেই তো সব চুকে যায়।”

রিচার্ড—“তাতে বেশী কি হবে?”

ভায়োলেট—“তা হইলে রুদ্ধী নিবিয়া রাজ্ঞী হবে।”

রিচার্ড—সে জন্য ঠাণ্ডা উপার্জনের কথা কেন ভায়োলেট, মৃদুতর কথা ও সহিতে রাজ্ঞী আছি। কিন্তু তাতে যে রুদ্ধী রাজ্ঞী হবে, তা কে বলে তোমায়?”

ভায়োলেট—“সে নিজের মৃদু আমায় বলেছে, তাতেই তো তোমায় এখানে আমার সঙ্গে দেখা করে লিখেছিলাম।”

ভায়োলেটের হাত দুহানি আপনার কাপ্তন অথবা স্পর্শ করাইয়া একটু মান ছিয়া রিচার্ড বলিল :—“বদি কপালে থাকে তবে হবে, নচেৎ হবে
না। কিন্তু তুমি যে আমার ভালবাস, সেই আমার জীবনের সব চেয়ে গৌরবের জিনিষ।”

তায়লেংট—“ও কথা বলোনা, ডিক্কু! দাদা বাবু আমায় ঠাট্টা করে বলে, মেয়েদের ভালবাসা নাকি শাপনের নেশা—খালি হাওয়ায় বাড়ে।”

( ৩ )

একটি তুষ্টিলের অধ্যক্ষের পদভার গ্রহণ করিয়া রিচার্ড্সকিউসেট আঁজ দুই বৎসর হইল বাঙ্গালীর রাজধানী কলিকাতা সহরে বাস করিতেছেন। যশু তায়লেংটের কলিত ভালবাসাটিকু রুকে করিয়া কর্ষের উত্তেজনার মধ্যে সে আপনাকে সমগ্র ভাবে বিসর্জন দিয়াছে। উপার্জনের কষ্টের মধ্যে যদি তার ভালবাসার ব্যথা নির্ভর হয়, সেই আশার ক্ষীণ, অতিক্ষীণ, উচ্চ বেশের স্বভাবানির সহিত তার জীবন মূল ভবিষ্যৎ এক হতে গায়। প্রতিমাসে দুইবার করিয়া বিলাতী ডাকে তায়লেংট তারে চিঠি লিখে, রিচার্ড্স সারে রাত আসিয়া।

কাদিয়া—তার পর তা ডাক কাগজ লিখিয়া—বিলাইয়া, সেহ—বাসনায়, পেশ—উৎকীর্ণ, অগ্রে-চুম্বনে—চিঠিপত্র করিয়া। কাদিয়া করিয়া দাকে যত্ন নির্জন অতি সাবধানে ডাক বাংলা ফেলিয়া দিয়া আসে।

তায়লেংটের চিঠিপত্র তেঁন সোণার সম্ভাব্য মুখে চকবাক বহু বিস্তৃত বিবরণ নির্দিষ্ট হয়। আর রিচার্ড্সের চিঠিপত্র তেঁন শরবিজ সাদরের মর্ম্মেত অক্ষম গীত বক্ষান। 

এখন করিয়া দুইটি চির তৃষিত প্রশংস হস্ত সংগঠনের দুই কুলে বনিয়া একজন আরক্ষ জনকে ডাকাতার্ক করিয়া অতিক্ষীণ হইতেছে। যেমন অক্ষু অহিয়া নীল নিত্তু সাপের তরঙ্গ সংক্রম বারি রাশি।

সেদিন মাঝের শেষ—দিনটা কিছু মেঘাচ্ছন্ন ছিল; তাই এখন কুহলী জালে সমাচর আমাদের শ্রমল্পত্ব বিভিন্নীকরণের সম্ভাব্যত বহু ছায়ায় একাধীন মুখ। মুখ। ছবির মত নিত্য অপরিহার্য দেখাইয়াছিল। সে'হায়মায়' বন কুঠুর হইতে একটি অদৃশ্য কোনো কুঠুর কুঠুর তান বার বার কুহরিত হইয়া অদূরবর্তী বসন্তের আগমনীর বাণী বাজা ছিল। আঁজ বিলাতী ডাক আসিবার কথা।

তাই রিচার্ড্সের চিঠিত আজ তারি একরূপ। বিশেষতঃ তায়লেংট গত ডাকে লিখিয়াছে আঁজকে ডাকে সে উইকেটার চিঠিও পাইতে পারে। হয়তঃ এই চিঠিতেই তিনি তার কাছে তায়লেংটের ভরফ হইতে শুরু। বাঙালীর পাকা প্রস্তাব করিয়া। তাকে দেশে থাকবার আর হানি কাঁঠা। পাঞ্জাবেন।
ফাস্তন, ১৩১৯। ] জ্ঞাতিধির উপহার ১৫৭

আর কয়েক মুহুর্ত! এখন সে ডুউইলের অধৃত মাত্র। হয়তঃ আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে ভারোত্তরের পত্রীকৃত জারি সায়ারের উত্তরা-বিকারীপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। এই কয়টি মুহুর্ত যেন কত যুগের ব্যবধান!

সন্ধ্যার পর ৭টার সময় ডাক আসিবে। চাপরাশিক ডাক লইয়া আসি অসিতে রাক্ষি ৮টা বাজিয়া যায়। আজ এতক্ষণ দৈব ধরিয়া বাধিতে বসিয়া অপেক্ষা করি রিচার্ডের নির্দেশ অসম্ভব বোধ হইল। সন্ধ্যার বন্ধ কুমারার মধ্যে রাস্তার ল্যাল্পা পাটে নিশ্চয় বাড়িগুলি সাত বাড়িরা আসিরা উঠিতে না উঠিতেই রিচার্ড কোনারেল পোষ্টফিসে আসিয়া হাঁটি।

তখন সে খানে ‘window delivery’ তে বিলাতী ডাক লইয়াছে পরে সাহেব মেম, আদর্শ চাপরাশি, শরিফ বেসরকারী লোকের হাট বসিয়া গিয়াছে।

এমন সময় বিলাতী ডাকের আগমন হচ্ছে একটি বাজিয়া উঠিল। রিচার্ডের মেন হইল সে ষষ্ঠাঙ্কন্তু যেন গিঁতায় শুভবিবাহের পর তাহার মতই মধুর আওয়াজ দিয়েছিল।

পোষ্টফিসের জানালা দিয়া ডাকের চিঠি বিলি আরাম্ব হইল। সমাগত জনসাদের মাঝে একটি ছুটি ছুটি পড়িয়া গেল। কত সাহেব টেলিফনের উপর লাল ফিতায় বাংলা আফিসের ফাইলটি দীপোঞ্জল ল্যান্ডের সামনে রাখিয়া দিয়া গিয়াছে। কৃত্রিম চিঠিচিঠির অগ্র উদ্ধৃতি হইয়া। কার বার্ষিক তারিখের দিকে আধা সায়ার অপেক্ষা করিয়ছিলেন। কোথাও লোকের বিশেষ সংবাদ দাতার পত্রখানির জন্য সম্পাদক ধরের কাগজ থানি এখনো গ্রহণ দিতে পারেন নাই, তাই ডাকের দিকে তাকাইয়া আছেন। কেহ দাতারের পত্র ম্যানচেটারের বাজার দর জানিতে অসিয়াছে। কোনও মেনের ফুল হইতে অসম্ভব হইয়া গোলি পর্য্যন্ত পেশাক আসিতেছে। মেম সাহেব তাই ছুটি করিতেছেন। টেলিফনের দরজায় কলক্যান্ড কলরো মধুর হয় চিঠি। অনিশ্চিতে—কোন সাহেবের দেই মুহুর্ত আশায় আশায় হাতেঅানার চুটক ডঃকেন ডঃকেন ছাই করিতেছিলেন। এরা সকলকেই চিঠি পত্র লইয়া তির ভাল্লা। চলিয়া গেল। এক চিঠি পাইল না ততসাগর রিচার্ড। ভাইকাউন্টের পত্রে ভারোটের সহিত তার নিভেয়ে পাকা এর্ডাব পাইল আছার অপেক্ষায় কাঁচা ছোট গ্রামের মত ঠোঁট করিয়া ভাল্লা গেল। হাউয়ের উচ্ছল আলোক রেখা কুস্ত করিয়া উর্দু উইটের ধারিকের তরে নীল।
দৌরভ। । ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

আকাশে রঙ বেরকের সুলায় ফুটাইয়া দিয়া চোখের নিমেষে অন্ধকারে বিলাইয়া গেল। স্বপ্ন ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে আজ তার বুকের পাঁজরে ভাঙ্গার কলিজা পর্য্যন্ত ভাঙ্গার। যাহি হয়েছিল। তবু চোর করিয়া স্বাভাবিক স্বপ্ন ভাঙ্গে তাছুক, তাহে ক্ষতি নাই। স্বপ্ন এমন ভেঙেই থাকে। কিন্তু ভায়োলেটের চিঠি আজ অসিল না কেন? এমনতে। আম কখনও হয় নাই। তার কোন অসুখ করে নাইতে?

চিঠিতে যখন ক্ষুধাহস্ত করিয়াম পদে শৃঙ্গ নয়নে রামায় বাহির হইয়া আকাশের পানে চাহিল, তখন কুয়ালার মাঝে শীর্ষ চন্দ্রালোকের মায়ের মত পরম নেহে তার পাপ্তার রজুরীন মুখখুল চুম্বন করিয়া তার মনোভূত, শ্রোতার বেণী। অপসারিত করিয়া কিছু কলোকের দিকে চন্দ্রালোকের ইলেক্ট্রুলাও আজ আর তার শুরুর হায় তরিলনা, আজ তার অরোপ বাড়ত শীতল হইলনা। সে যখন শূঙ্গ হাতে ক্লান চন্দ্রালোকের কান্না রাজ পথে বাহির হইল, তখন তার মনে হইল আজ তার মত দৌন, তার মত রিষ্ক, তার মত হতভাগা, আজ কোন পথের তিয়াপাড়ি নয়। সে করিয়া গুহুনের মত বাড়ীর দিকে চলিতেছে। শুরু চলিয়াছে, চলিতে হইবে—তাই চলিয়াছে। অতচ হাতিয়ার যেন কোন লক্ষ্য ছিলনা, এখনো ছিলনা, বা উৎসাহ ছিলনা। নানা পথে মাতালের মত দুরিয়া যখন সে ঘরে ফিরিল, তখন রাত্রি ১১টাই। ঘরে ফিরিয়া স্বাভাবিক যেন আজ আরে। উতোল হইয়া। উঠল। আজ যেন মনকে বুঝাইবার সে কিছু পাইতেছিল না। এই বড় কর্ম সহল সংসারে জীবন যাতার এত খুটিনাটির মধ্যে, সে যেন করিবার মত একটা কাঞ্জ হাতের কাছে পাইলন। হতাশ হইয়া একুণ্ঠ মানাল। খুলিয়া দেখিল,—আজ অম্পাই চন্দ্রালোকে নিন্দিতের অগভি নিত্যান্ত ছায়ায়। চারিদিকে নির্যম শৃঙ্গ। মহাশৃঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গ। বিকল্প। হইয়া। অপনিশরে মহুষ্ঠ। মান হইতেছে। তারাপূর্ণ যেন কুহেলার হুমকে যেন বশ কুল চোখে পুষ্পিত পাপ্তার নীল বুকের দিকে চাহিয়াছিল। রাস্তার কুতুর গুলির কাক। অওয়াজের হেদ রাতির গতিরত। যেন গতিরত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ তার অন্তর শৃঙ্গ, আইম্পাই নিলে। ক্রুদ্ধের অভিসার। নীরবতা শৃঙ্গতর মত তার বুকে আসিয়া বাজিল। আঁধাটাড়ো সে আনালার সাধি, বাজ করিয়া দিয়া সন্ধীন শীতের ২র নিরুপায় তাকে আপনার গৃহ শয্যা ধানিতে লুটিত হইয়া পড়িল।
ফাল্গুন, ১৩১৯। ] জন্মতিথির উপহার। । ১৫৯

অন্যতমের মধ্যেই বিচারের চির করণায়ী নিত্যজ্ঞনী নৰ্ত্তকৃত তন্ত্র চোখে অপার দেখার পরে বৃলাইয়া দিয়া তাহাকে অপার শাস্ত্রই কোলে বৃলাইয়া লইলেন। শেষ রাত্রিতে রিচার্ড কুমারের রাজ্যে এক অন্ধকার শয়ের দেখার পাইল।
তার বোধ হইল, যেন দেশ-কালের বাণাবির অভিকর্ম করিয়া সে এক রাত্রিতে জীবনের উপকূলবর্তী সাগরের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। জেখানেও যেন নাগর দেশের নির্গমতিত্ব বুদ্ধি নীলকাণ্ঠ আকাশ, নাগর দেশেই চাহরের কন্তক রেখা খান তখন যেন ইংলিশ চারণের নীল জলে দোবে করে।
উপকূলের বায়ুচক্রিত বঙ্গ ডেইলি গুলি সব অজ্ঞ যেন আকাশের তারার মর উচ্চ প্রভাত। খেটের রং জেখানকার সেই পূর্ণতা মৃত্যুশব্দ পাখার খানার উপর রিচার্ড পা হুলাইয়া বসিয়া আছে।
বুদ্ধ ভাইকাউট সাক্ষরনেত্র ভার-বিস্বাস করে লজ্জাতৃষ্ণ। অজ্ঞ-সুখী বিবাহের বেশে ভুলিত ভাবোলেটের হাতখানি রিচার্ডের হাতে তুলিয়া দিয়া। যেন বলিলেওঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁঁ

রিচার্ড গায়ের কথা খান। উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া। এরূপ শিবে বিচারার উপর বসিয়া বিষয় বিশ্লেষিত নেত্রে দেখিল—সত্য। সত্যই ভাবোলেট। তাহি সেই ভাবোলেট—জন্ম শ্বাসায়ের পরিচিত, অনন্ত কালের পণ্যের অর্থালিনী—তাহি সেই ভাবোলেট।

ভাবোলেট রিচার্ডের উইলার কামরার ভিতরে, দারের রুদ্ধ কলারের ক্ষে, হই হাতে পরদার দর্শন উদ্দীপ্ত করিয়া দাড়াইয়া। তার মাথায় উপর তরল মনুষ্যের ওড়া আলুষচিত চুলের উপর হইতে বৃলিয়া পড়িয়াছে।
গায়ের কাছারি সাদা। সাদাতের পাতলা সাদাগ্রামের জায়েট, পারে সাদা সাদা ঘাঁটে দারের শুক্ত হইয়া আসিয়া পারের সেকে অসহ হইয়া বুলিয়া পড়িয়াছে। যেন পরদার আড়ালের তুলনায় তার অক্ষরের অনুষ্ঠান যৌগ আলো হইয়া গিয়াছিল।
হই হাতে তার রিচার্ডের উপহারের চুলার চূড়া দুগ্ধাঘ্ন। চুলের মুখের কাছে হীরার মূল চূট, তেমনি উচ্চল টকমল করিয়াছে। তার সত্য অসৃষ্টিতে অপরাজিতা মর সেই অপরাজ রপ্ত।—সেই অসময় মাথা চাহিন। তবে এবার তাহে যেন কোনমত একটা অজ্ঞাত সহিত বিচারের ছায়া জড়ানি।
“এসেছো, তুমি এসেছো ভয়ালেট। আমি তো খালি তোমার চিঠি-
ধানার আশে পথে পানে চেয়েছিলাম। আজ তার বেশি কিছু তো চাই নি!?”
ভয়ালেট বীণার কঠিন বলিল:—“এসচিত, সত্য এসচিত প্রিয়তম!
সব বন্ধন পিছনে ফেলে দিয়ে এসছি।”
রিচার্ড শয্যায় বসিয়া মাতালের মত তার বিহন কঠিন বলিয়া উঠিল :—
“তবে আমার কাছে এসো, অমন দুরে ছাড়ার মত দাড়িয়ে থেকোনা! আমার
হাতে হাত রেখে আমার পাশে এসে দাড়াও!”
ভয়ালেট কোমল কঠিন একবার বেদনার করুণ হৃদয় পালিত করিয়া
তুলিয়া বলিল :—“না, প্রিয়তম, আমি তোমার মনের উপর মন রেখে
ঠাড়ালেঃ, হাতে হাত দিয়ে দাড়াবার আমার আর শক্তি নেই।”
রিচার্ডের মুখে আর কথা সরিল না। রিচার্ড উত্তরের মত উচিত হাতে
আলিঙ্গন প্রসারিত করিয়া ভয়ালেটের দিকে ছুটিয়া আসিল।

ঋষিদের নিশ্চিত বাংলা যখন তাহার শীতল হাত রিচার্ডের মাথার উপর ধীরেঃ
বুলাইয়া তার মুখে। অপরনোদন করিয়ামিল, তখন সে দেখিল ধারের
কপাট রুদ্ধ; পরদার দ্বার খানি আপনা আপনি মুখ হইয়া রহিয়াছে। আর
সেই পরদার লুটিত ঝালঝালের উপর—সে ভু-লুটিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।
সারা বিপদে বেদনা, রুদ্ধ কপাটে মাথা লাগিয়া। কপালের জায়গায় জায়গায়
চিরিয়া। রক্ষণ হইয়া গিয়াছে। চেতনার সঙ্গে সঙ্গে গত গতন্ত্রীর এক্ষণে
বগধান তার স্বাতন্ত্রতা অফুর্ত ছবির মত উন্মুক্ত হইয়া উঠিল।
হারের কঠিন ফাকে তখন এক্ষণের সাদা আলো কামারের ভিতরে আসিয়া
পহনিয়াছে মাত। বাহিরে গাছে গাছে পাখীর পানে প্রভাতী নহবতের
রস্রা বাজিয়া উঠিতেছে। এমন সময় কামারের বাহির হইতে শোনা
ডাকিয়া বলিল :—“তার সে বেলাতে কে খবর আয়া জুহুর।”
রিচার্ড কল্পিত করে হারের হঠাৎ খুলিয়া পাগলের মত বেহালের হাত
হইতে টেলিগ্রামপাঠিনি ছে মারিয়া লইয়া। একবার পড়িয়াই আবার ছিমুল
নৃত্তনৃত্ত মত মুখ্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।
টেলিগ্রাম ’করা হইয়াছে—ডাকের হইতে গত রাত্রি ওটার সময়।
টেলিগ্রাম করিয়াছেন—ডাকির রুদ্ধ আইকাউট। তাহাতে লেখা এইরূপ—
চূণার ভর্মণ।

চূণার ছোট হইলেও বড় মনোরম ও আস্থাকর সহর। তাই আমি চূণারকে খুব ভালবাসি। প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে আমি একবার চূণার গিয়াছিলাম, আমার ভর্মণা চূণা দেওয়ার অভিলাষে স্বীকৃতির চূণার যাত্রা করিলাম।

১৩২৮ সালের ১২ আষাঢ় অপরাহ্ণে বাঙ্গা, ব্যাগ, বিহানা, টব, বাল্টি প্রভৃতি গৃহশালার খুর্কু নাটি আমার গরুর গাঢ়ী বোকাই করিয়া শক্তিকরণে হাওড়া টেলে পৌঁছিয়া রেলগাড়ীতে আশ্রব লইলাম। সন্ধ্যার আগামে ভীষণ চিংকারে বংশিবিনন্দ করিয়া হস্ত হাস শঙ্ক টেলখানি চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে রজনীর অশ্রকার ঘনত্তুত হইয়া আগিল; এরিকে শীত ও নিদ্রাদেবী হঁসনে বেঁধে পরম্পর কেন্দ্রয়া আক্রমণের চেষ্টার কৃত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমার অত্যন্ত শর্যচরণ! করিয়া গুহর পড়িলাম।

এক এক টেলেন গাড়ীর ধামে, আর গোলমালে যুথ ভঙ্গিম। যার বর্ণ, কিন্তু 'রিজার্জ্য' গাড়ী বলিয়া। তাহাতে নিদ্রার বড় বেলি একটা ব্যাপার আইতে পারে নাই। নিদ্রাদেবী একেবারে প্রভুত্বই বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা উঠিয়া হাট মুখ লইলাম। এরিকে কোয়ানার আবরণের তত্ত্ব হইতে ধর্মের গাও পালা ও মন্দির ক্ষেত্রের উপর উঁচি কুঁচি ঢিয়া উঠিলেন। তখন দূর্বল পাহাড়গুলি নেমের তায় তরঙ্গায় যেয়া মাটিতে লাগিল। এক্তির মনোরম বৃষ্টি ব্যাঘ্র খুঁষ্টি শরীরে আমি যেন নূতন বল-লাগি করিলাম।

টেলেনের পর টেলেন পার হইয়া শো নদীর সেতু দেখা দিল; একবার পড়িলাম।
ঋকাঙ্গে সেতু নাকি ভারতবর্ষে আর নাই। উগু দৃষ্টিগোচর না হওয়া। পর্যন্ত নদীটির সমদ্রে এরূপ অবিভূত বলিয়া ধারণা হওয়াই সত্ত্ব পাত, কিন্তু প্রত্যক্ষ হইলে সেতুটির অভিজ্ঞতা অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। নদীতে জলের সম্ভাবন দেওয়া বিবং কেবল বহুল ব্যাপার বলিয়াই প্রতীতি মান হয়। খাঁশা হউক সেতুটি পার হইতে যথেষ্ট সময় অতীত হইয়াছিল তাই। শব্দ আরও কতকগুলি টেনসেনের পর ‘মোগলডারাই’ আসিয়া গাড়ি থামিল। সেখানে আমাদের গাড়ি হইখানি কাটিয়া রাখিয়া, শত তো আরেকদের লইয়া টেনসেনের ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমরা বানায় সমাপন করিলাম। তত্ত্ব আমাদের গাড়িও চূরা রাখিয়া চলিল। চূরার টেনসের কাছাকাছি আসিলেই ‘ফোর্ট’ দেশে গেল। আমার মনে চূনারের পূর্ব যথিত অগ্রগতি হইয়া উঠিল।

আমার যখন চূরারে পৌঁছিলাম, তখন বেলা দু’প্রায়। খাঁশা স্বাত্বিক দেওয়া। আমাদের বাস্তবতা দেশের সৈন্য ত্যাগ রাও; এদেশে বেন উদ্দেশি ধারণ করিয়া একে হইতে অতি উল্লেখ্য করিতেছে। আমার তাহার একে হইতে হইতে একায় চড়িয়া বাঙ্গলার দিকে চূরিয়া গেল।

আমার সঙ্গী সকলের সেখানে নুন যাত্রী; কেবল আমার সকলের চুনারের পূর্ব পরিচয় ছিল। কাজেই আমি পথ প্রার্থনা পথ মূর্ধ দেখাইতে দেখাইতে চূরিয়া। রাত্তার চুরিয়াকে কতকগুলি খাঙ্গারি বা পাথান গড়। কোথাও কতকগুলি কোথাও গড়ে আঁধার আলাইয়া দিতেছে। কোথাও তাহার। প্রকৃতি থায় একে চুরিয়া খুনর ত্যাগ কোথাও বাহি। স্পষ্ট করিয়া। রাখিতেছে, কোথাও কে দালানের দিকে, পিলার, টালি প্রভৃতি প্রস্ত করিতেছে। কোথাও শিল মেড়া ও দেখিয়া কোথাও দেখাইয়া করিতেছে। অপরদিকে বন্ধু করার কৃত্তি ও আমার নিষ্ঠার সরিয়া ভিতর দিয়া বালুকা। পূর্ব নদীর ক্ষীণ রেখা দেখা যাইতেছে।

টেনসেন হইতে সোজা। কতকগুলি আসিয়া রাত্তারে চুরিয়া হইয়া গিয়াছে। একটি ‘ফোর্ট’ দিকে, অপরটি টিকেরের দিকে। টিকেরে মুখলামনের কারনের উপর বড় মুর্ধ কুটি মসজিদ। ঐ স্থান হইতে মসজিদের গুম্বারের উল্ল চূরা দেখা যাইতে থাকে।

আমাদের এক ফোর্টের রাস্তা ধরিয়াই চলিল। রাস্তার দু’আধনি দেখামায় আছে; মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কি দেবত, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করি।
ফাল্গুন, ১৩১৯। ]  চূরার ভর্মণ।  ১৬৩

dেবি নাই, কেবল একটিতে হশ্শনামাজীর মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এইবার আমাদের গাড়ি একেবারে ফোটের সমুদ্র দিয়া চলিল; তবে উচ্ছ দৃষ্টিতে সকলকে ফোট দেখিতে দেখিতে চলিলাম; উচ্ছ পাহাড়ের উপর একাড় গোটাই বেষ্টিত ঘরগুলির দিকে দৃষ্টি মাটিয়ে মন উহার ভিতরের দৃষ্টি দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ক্রম ক্রম আমাদের গাড়ি নিয়ম গাড়ী হইতে লাগিল। এই রাস্তাটি উপর হইতে চালু হইয়া জাহাজীর্তীর নামিয়াছে। এইবার পথিত পাবনী পঙ্কা দর্শন লাভ হইল। এখানকার গঙ্গার পরিসর কলিকাতার গঙ্গাপূজা কম নয়, তবে প্রভেদ এই যে, এখানকার তার গভীর নহে এবং তীর্থ, লক্ষ্মী, দুৰ্গা প্রভৃতির উৎপাড়নে গঙ্গাদেবী কর্মজাত বসন পরিধান করেন নাই,—নির্মল নিন্দল শুধু বলের আর ধ্যান-ধ্যান করিতে হইয়াছে।

রাস্তার নীচ দিকে গঙ্গা, অপরদিকে কয়েক খানি দেয়লাল; তার পরেই সারি সারি বাঙ্গলা গলি দেখ। বাইতে লাগিল। এক নম্বর, দুই নম্বর করিয়া চার নম্বর 'ক্যানেন্টমেটের' বাঙ্গলার ওয়ার্ল্ড। উপস্থিত হইলাম। এটি আমাদের অন্তৰ্গত বাড়ি বলিয়া প্রথমেই আমাদের ধাক্কিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

পরদিন আমরা বেড়াইলে বাহির হইলাম। সেখানে বেড়াইবার পক্স সাহেব কোয়াটারের ফোটের নিক্ষেপ ও গঙ্গার ধারের রাস্তাই প্রস্তুত। দৌড়ের বিষয়; বংশী, নৌকার ক্ষেত্রের আড়ালে গঙ্গ। লুকাইত; রাস্তা হইতে আর তাহার ভর্ষণলীলা দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহেব কোয়াটারের সমুদ্র ও প্রাঙ্গণ যুদ্ধ দিন আছে; সেখানে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি খেলা হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণের যুদ্ধ দিনে কয়েকটি ইষ্টক স্প্যাক আছে; ভুনলাম যে সকল সম্ভাব্য অস্তম চিতায় সহস্র গিয়াছেন, উহার মূলতই শুভ্রতি তৎপুরূপ বিশ্বাস। ঐ হাটি “নন্দী স্থান” বলিয়া পরিচিত রহিয়াছে।

সাহেব কোয়াটারতের প্রায় আড়াইশ সকাল তিনশত মেন ও সাহেব বাসকরে; আহারের মধ্যে অধিকাংশই বুড়ি—সৈনিক বিভাগের পেশোন থাকে। বোধ হয় ব্যাপ্তিকর হানি ও পাচাইয়া দাওয়া। মূলত বলিয়া অবসরময় জীবন এখানেই কাটাইয়া গর্ভাবনে গমনের প্রতিকৃতি। করিয়া আছে। এখানে গোরস্থান হাট। পুষ্পান্তর গোরস্থানের সীমানা শেষ হইয়া যাওয়াতে আর একটি নূতন করা হইয়াছে; সেটি প্রায় পূর্ণ হইয়া। আসিয়াছে।
ষৌরভ। ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

এখানকার অধিবাসীরা সকলই হিন্দু স্থানী; বাঙালী বাসিন্দা নাই। কষ্ট গীত ঝুঁকে বহ বাঙালী হাওয়া পরিবর্তনের জন্য এখানে আসিয়া থাকে। চূড়ার ভূমি, মাছ মাছি ও তরি তরকারী এটির পরিমাণে পাওয়া যায়। ভূমি ঢাকায় বার চৌদ্দ সেক্টর, এক একটি ছাগল ও আড়াই সেক্টর, তিন সেক্টর ঢুক দিয়া থাকে। বঙ্গুরা ও জনা এখানে প্রধান শস্ত্র; চাল কিছু দুর্যুলা, দাইলের মধ্যে অড়হেড়ের দাইলেই। উৎকৃষ্ট। এখানকার অধিবাসীরা এক বেলা বঙ্গুরার ভাত খায়, এক বেলা জনারের ময়দা হইতে রুটি আশ্রয় করিয়া খাইয়া থাকে। রামধান নামে আর এক ক্রাফ শস্ত্র, আছে, তাহা তাহজিয়া খুব আশ্রয় করা হয়। ছোট, বড় সকল প্রকার মৎকী: এখানে স্কুল। ইলিস মাছ এক পয়ঃসায় একটি পাওয়া যায়। ভোড়া, পাঠা, ছাগ অক্ষরিত মাছ তিন আনা। চারি আনা সের। মুরগী, গিনি কাউল অক্ষরিত ও সংখ্যা পাওয়া যায়। গুহাইয়ারা এই দর পাথী পুষ্পিয়া থাকে, ব্রীলোক, পুনর্দিন সকলই খুব পরিশ্রমী। তাহারা মিলিয়া কেহ কেহের কাজের, কেহ ফের বাগান কাজ, কেহ মাছ ছাগল ও পাথী চাকাইয়া বেড়াইয়া থাকে। সেখানো বেলা ব্রীলোকের। দুঃখে এক ছোড়া জাতা লইয়া মুখামুখি হইয়া বসিয়া গম পেশে, ও জাতা দুরাইতে দুরাইতে পরিশ্রম লাগায়ের জন্য সংহার স্বর তিলিয়া গান গাইবে থাকে। ইহাকে তাহার "গানের গাওয়া কথাই।"

চূনারের দর্শনীয় স্থান ফোট, রাম বাগ, আচার্য কুঠা, দুর্গাবাড়ী ও মসজিদ। মসজিদ তার সান্নে সোলামালীর দর্শি নামে প্রসিদ্ধ উহা লোক। সেই থাকিতে দেখিতে দেখিতে নির্বিচিত স্থানে। তাহার পক্ষা দিক বেষ্টন করিয়া কুলকুলের আহারের অন্যান্য ধারা বহিয়া থাইতে থাইতে থাইতে। মসজিদের ছাদে ছাদাইলে শীতল সমীরে মুক্তের পথ থাইর হইয়া প্রাণমুক্ত হইয়া উঠে। সেখানে স্থান। বেলা এমন গাজীর মুর্তি দেখে। দেখে যে, মাধবের মন ভক্তি তরে তরেনের চরে নত হইয়া পড়ে। বাণিজ্যিক ঐ স্থানটি ঈশ্বর চিতার উপমুক্ত বটে। মুসলিমেরা যখন মহান পলাড়িতে আরম্ভ করে, তখন কি যে একটা মহান ছবি হইয়া পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহা কেবল অমূল্যতার বিষয়, তাহার প্রকাণ্ড নহে। মসজিদ ও তোরণ ধারের প্রতি খোদাই করা কার্য বহু পুরাতন বলিয়া তাহার সৌন্দর্য স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথ্যান্তত ঢাকা। অধির ছায়া কোন ও কোন স্থান তাহার
ফাংনন, ১৩১৯। ]  চুণার ভ্রমণ।  

লুপ্ত সৌন্দর্যের সাধ্য প্রদান করিতেছে। মসজিদ প্রাঙ্গনের চূড়াদিকের প্রস্তরের প্রাচীর গুলি লোহ নির্মিত জাল বলিয়া আম হই। চুণারের এই মসজিদ ভারতীয় স্থাপত্য শিলায়র এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

চুণার ফোর্ট একটি পাহাড়ের উপর স্থাপিত। পাহাড়ি বিকোনা কারে আভিভাবিক হইতে উথিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। উহার পাদ দেশের দেশে ভাগই আজকে ধারায় বেষ্টিত। ফোর্টের উপর বসিয়া গঙ্গার পর পারের দৃশ্য, তরঙ্গলালা ও হর্ষাঙ্গ দেখিতে দেখিতে আম বিস্মৃতি উপস্থিত হয়। ফোর্টের অপর নাম ‘চৌল গড়’। কবিতা আছে এইখানে গুহক চৌলারের রাজধানীছিল। বাদসাহী আমলে এই ফোর্ট স্থাপিত হইয়াছে। ফোর্টের ভিতর গাত-সংলগ্ন একটি সিরিড়ি ও কৃত্তকগুলি ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সিরিড়ি নিয়গামী হইয়া কত্তুর গিয়াছে, তাহা দৃষ্টি গোচর হইল না, কেবল চামচিকার বিকট হর্ষাঙ্গই অনুভূত হইল। গুনলাম ঐ সিরিড়ি বাহির নামিলেই একটি সুবঙ্গ পথ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পথ রাজধানী সিন্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, চুণার গড় হইতে গোপিয়ের সংবাদাদি ঐ পথেই প্রবেশ করা হইত। একে কত্তুর সত্য তাহা এ পর্যন্ত কেহ সাহস করিয়া সিরিড়ি বাহির নামিয়া গ্রামণ করিতে পারে নাই। এখন আর গুহকাল বা বাদসাহের দৃষ্টি বিশ্ব ছিল না। কেবল একাশ লোহ কবাট ও চূড়ার প্রাচীরই তাহার অঞ্চল গোর্ণের সাধ্য প্রদান করিতেছে। এখানে চুণারের ধারা ও ভূতনাথ দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে। এখন সবখানে শিখ-চন্দ্র সংশোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে।

তাহাতে দশ বৎসর বয়স হইতে পূর্ণ বয়স শতাধিক কয়েদি আছে। তাহারা সকলেই এক একটি শিক্ষাপ্রদ কাছে নিয়রক্ত রহিয়াছে। ছোট ছেলেরা লেখা পড়া করে। বর্ষাদের তাত বোনা, বেশের ও কাঠের কাঙ্গ, চামড়া চ্যানিং, লোহার কাঙ্গ, পাথরের এবং মাটির জ্ঞান প্রাপ্ত করা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। চুণার সং-শিল্পের জ্ঞান বিক্ষুপ্ত। এখানে মূৰ্ত্তি কুলদানী, দোয়াতদানী, ব্যাঙ্কেট, নানাধর সুন্দর সুন্দর রেলনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্বকালে আমাদের দেশে এক একাকি চুণারী সাধী প্রচলিত ছিল; বোধ হয় তাহা চুণার হইতেই আসমানী হইত। পাদঘাত সোকা করিয়া ফোর্টের পিছনে গেলে একাকি সুন্দর একটি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সময় সাহু সমাজারী আসিয়া ঐ স্থানে বাস করিয়া থাকে।
চূরা হইতে বিশ্বাচল পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় পাহাড়ের মধ্যে দুর্গা বাড়ীর পাহাড়ী দুর্গ। তথ্যতাত্ত্বিক অনেক খুশি গিরি আছে। দুর্গা বাড়ীর পাহাড়ের শুক্তিশালী দুর্গামূর্তি স্থাপিত এবং পাহাড়ের উচ্চ প্রাচীরে একটি ডাক বাংলা আছে। প্রতি বৎসর শীতকালে বেনারস ক্যান্টনমেন্ট হইতে সাত অট শত গোরা শিক্ষা এবং জুড়ানীগী এক সঙ্গে আসিয়া পাহাড়ের নীচে ছাউনি করিয়া শিক্ষা ও কুচ কাওয়াজ করিয়া থাকে।

“আচার্য কুমার” বিষয়ে অস্ত্র একটি কিছুদিন আছে, তাহা বিখ্যাত বোধ হইল। “আচার্য কুমার” দুটি পুনরিতোষ্ট বহি মঞ্জুর আছে, তাহার নির্ভরে মানুষের নিকট আসিয়া খেলা করিতে থাকে; হাত দিয়া ধরিলেও পলাইবার চেষ্টা করেন। সেখানে অনেক গুলি দেবমূর্তি স্থাপিত এবং ঐ মন্দিরের প্রস্তরের কারুকার্য্য ও মনোহর। পোশাকের পুরপুর্ণ। রূপিতে সেখানে একটি মেলা হয়; তাহাতে দেশ বিদেশ হইতে বহ্নিতরী সাজর সমাগম হইয়া থাকে।

অমরা এইসব দেখিয়া শুনিয়া এরূপ দুই মাস কাটাইয়া চালীতে মৃদু প্রীত সেখান হইতে বেনারস রওনা হইলাম।

শ্রীনিবাসমূহারী যোগ

প্রথম সমালোচনাঃ

চেলনের কৃত্তি গল্পে— শ্রীমুকুল চন্দ্র শাস্ত্রী— প্রকাশ। প্রকাশক— আপতৌষ বাইরের চাক। ডাকার কার্যন ১৩ পেশী ১২৪ পৃষ্ঠা। বাল বোধ করা।

শাখা মহায় বাঙালা সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি এই গল্প দায়া কোনো মত্ত বালক বালিকারের আগে নীতি শিক্ষা বীর্য বপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন উহার সাবধান সার্থক হইয়াছে। পর বলিলে রূপকথা এবং রূপকথা বলিলেই রাণুপ্রতী ও রাজ কাঞ্চের উৎকট প্রেমের বিকট চিত্র সর্বসাধারণ মনে পড়ে। একদিন এই রূপকথায় বাঙালার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠা ক্রমে গতিহীন ; এখন সে মিন কাল নাই অকল প্রতা দেশ কুর্গিয়া বসিয়াছে হুঁদুর তেলিন রূপকথা হিতে বিপরীত হইতেছে। মূলের বিষয় সুপরিচিত শাখা মহায় তাহার এই পর গুলিতে সেই অপক প্রেমের সাবধান। রহিয়ান নাই। গরুরুলিতে রানির ধর্মরূপ রহিয়াছে। এতেকটি গল্প এক একটি নীতির হয়। বাম বালিকার হাতে হাতে এটি পুনরায় পাইয়া দিয়া।
চন্দ্রালোক

দ্বিতীয় অধ্যায়

পর্যাপ্তদেশে প্রাঙ্গণগুলি।

সংখ্যক কলেজে পড়ার সময়ে ধর্ষ ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন অথবা সামাজিক রীতি-নীতি বিষয়ে কোনও সনদেহ উপস্থিত হইলে মধ্যে মধ্যে
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতেও যাইতাম। চোরবাগানের রাজকুমার মরিকের
বাড়ীর সমুদ্র দিয়া একটি ছোট গলিতে তাহার বাস। বাড়ীটি ছিল—ঝুঁপঝুঁপ বিতল গৃহ।
কিন্তু চির্ট ও অভ্যাগত প্রায়শঃ পরিপূর্ণ থাকিত।

ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চুলাশালী পণ্ডিতের যুক্তি ও তর্কগুলো তেমন
পছন্দ করেন না; কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এবিষয়েও অসাধারণ ছিল।
তিনি তাহার বক্তব্য কেন মদনঘাটী করিতে পারিতেন এবং নানা গল্প ও
উদ্ধৃত দ্বারা উপদেশ বাক্য চিত্রে পৃথক যুক্তি করিয়া দিতেন। আরম্ভ
পরে, আত্মীয় কর্তা যে সকল ছাত্র এল, এ, ই-এ, পড়ালোক কর্তা
গিয়াছিলো, তাহাদিগকে আমি প্রায়শঃ উপদেশ দিতাম, ধর্ষবিষয়ের কোনও
সংশয় উপস্থিত হইলে তপ্রীকে দিব যেন তাহার। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শরণা-
পর্যন্ত হন। ইহাতে চুই এক জনের উপকারে হইয়াছিল।

* ধর্ষ তাহার এই নূকুর গ্রন্থাগত যে মদনঘাটী তাহার বাড়ী ছিলো—
এখনও তাহা তাহার উপাধিকারিগণেরই গভীর আছে৷
পৌরোধ। [১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

শুনীল দীর্ঘশীলঃ সাহায।

তাহার একটি গলা অথবাও মনে আছে। কথা হইয়াছিল উপবাসায় বড় নিয়। যুবকবৃত্তান্তেই তাহা অবশ্য কর্তব্য কিনা। তিনি বলিয়াছিলেন ।

“ধর্মাবলম্বন বা তাহ ইত্যাদি কৃতন কার্যা যাহাতে শারীরিক ও মানসিক বলের অর্ধেক, তাহায় যুবকালেই সম্ভাব্য ; বার্ষিক শারীরিক শক্তির সংখ্যা সংখ্যা মনেরও বল করিয়া আইসে। একজন আকৃতি সাহের দরবারে একথা উঠিয়াছিল। একজন বৃদ্ধ অমাত্য তদ্ভাবনা তাহার নিজের একটি কাহিনী বলিলেন—"একদা যখন আমি নবমূর্ক, গতীর অর্ণুরের মধ্য দিয়া শিশু অষ্টাদশের যাইতেছিলাম ; হইতে ত্রিলোকের আর্তনাদ শুনিলাম। তৎক্ষণাৎ শঙ্কার অমৃদ্রণ ঘটিয়া উপদ্ধিত হইয়া দেখিলাম যে, একটি শিশুকার মধ্যে বহুমূল্য অলসার পরিহিত। পরম সুন্দরী কিশোরী আর্তনাদ করিতেছে ; তাহাকে দরিয়া লইয়া দেখিয়া তাহাকে অলসারদিকে খুলিয়া দিতে বলিলাম।

আমি অন্ন অব্ভাষে দৃষ্টিগোচর বিনষ্ট ও বিদ্যতাত করিয়া বলিলাম—ভয় কি মা, বল তোমার বাড়ীর কোথায়, সেখানে নিরাপদে পোড়াইয়া। দিতেছি। অতঃপর ত্রিলোকটাকে আপন আশায় নিয়। গোলাম—তাহার আনায় ঝঞ্ঞ প্রভূত অর্থ পূর্ণকাল বর্জন দিতে চাহিলা, তাহা গোলাম না করিয়া চলিয়া আসিলাম। কিন্তু, আমায়াম বলিতে কি—এখন এই রুদ্ধ বয়সে মনে হয়, সেই সুন্দরী রমণীরকে আমি বহুদে নিজ বাড়ীতে আনিয়া ফেলিয়া পারিতাম। অথবা তাহার অভিনিবেশ প্রকাশের অর্থার্থ অনন্তজ্ঞ নিজের কথা উপকার হইত।" আমার প্রতি ও বাঙ্গালীর সন্ধিরলে পোড়ায় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপরের মর্যাদা মর্যাদা উপলব্ধি করিতেছিল।

সর্বাঙ্গকরণে ছাত্রহিতৈতেখন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বহিভক্তঃই ছাত্র বৎসল ছিলেন। এই কুড়ি ব্যক্তির এরূপ তাহার সহজতার শক্তি করিলে আজিও চক্ষে অন্ত আইল। একটি উদাহরণ কৃতজ্জ্বল প্রদান করিতেছি। তখন সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া আসিয়াছি, নানা কারণে সংস্কৃত সাহিত্যে এষ্ঠ, এ, দেওয়া ঘটিল। কিন্তু মহামহোপাধ্যায়ের পদপ্রাপ্তে বসিয়া চিরদিন যে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, তাহারই স্বতিষ্ঠ শ্রদ্ধা—একটি উপাধি এহের বাসনা হইল। কিন্তু বিনা পরিক্ষায় উহা এহের অভিলাষ ছিল। তাই মনে করিলে বৎসল পূৰ্ণভাবে মহামহোপাধ্যায় শ্রীরূপ এসমূহ বিদ্যার্থী মহাশয়ের ঘায়। উৎসাহিত হইয়া। সার্থক সমাজের উপাধি পরিক্ষা দিয়ে কৃতপক্ষে হইলাম। কিন্তু
ইহাতে এক বিপতি ঘটিল—সম্প্রদায় বিশ্বাসের অন্যরাশ যাতে সার্বভৌম সমাজের কার্যনির্বাহক হয়—আমি টোলের অধ্যাপকের ছাত্র নয়—সেইসময় আমাকে পরিচালনা দিতে দিবেন না, এই মতবাদ প্রকাশ করিলেন। তখন মনেরে তর্কলিক্ষর মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিলাম, তিনি উত্তরের জনাবিলেন "আমি টোলের অধ্যাপক; আমি তোমাকে সাট্রিফিকেট দিতেছি"। তৎসঙ্গে সেই আমি যে তাহার নিকটে সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি পড়িয়াছি এতক্ষণে এক প্রশ্ন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহার টোলে থাকিয়া পড়িয়াছি কিনা, ইত্যাদি নানাক্রম প্রশ্নের আরুন দর্শনে পরিকাল দিয়া বলিয়াই কাটু রহিলাম। ইত্যাদি মহামুখে সাধারণের ৩ মহেশচন্দ্র শাহরায়, মহাশয় টোল পরিদর্শনে ঢাকায় আসেন; সার্বভৌম সমাজ হইতে তাহাকে অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তাহাতে তর্কলিক্ষর মহাশয়েরও ভাগ্যময় হয়। সভার কার্য শেষ হইলে একে সমস্ত তর্কলিক্ষর মহাশয় একেকের 'কর্মালে' সম্বন্ধে পত্তিমণ্ডলীর নিকট প্রার্থনা করেন, যাহাতে তাহার এই অস্ত্রি ছাত্র উপাধি পরিলক্ষিত প্রদানে অধিকারী হয়। ৩আরসহিত মহাশয় হইতে সমর্পন করাই সেই সভাতে এই নিঃসরণ হইল যে সংজ্ঞ বি, এ, পরিক্ষেত্রী ছাত্র উপাধি পরিলক্ষিত হইল দিতে পারিয়ে কিন্তু কোনো রূপে পুনরুদ্ধারভাবে অধিকারী হইবেন।

বিশ্বাসঘট, বিশ্বাখাত।

তর্কলিক্ষর মহাশয় পরিচ্ছেদ বা মহাশয়ের মধ্যে বিলাসিত। বিশ্বাসঘট ছিল; ছাত্রদের সঙ্গে একইভাবে আহার-বিস্তারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু টোলের চালিত তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতেন; চিকিৎসা করাইতে তিনি বড় চিকিৎসা দিয়া সিদ্ধান্ত সাধন অথবা তৎক্ষণাৎ ডাকান বা কৃত্রিম ডাকাইতেন; মাত্র তিনি তবে তিনি কলেজের সমস্ত অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া। তবুও বোধ করা হয় যে একেও ডাকাতিয়া গেলে প্রচুর বয় বিধান করিতেন। ফলকথা তিনি বিশ্বারঘট অনিবার্ণ না। তাহার বাড়ীতে আহার ব্যবস্থা ছিল নয়, নিশ্চয়ে বৈতেন বাবার এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যত, পরিক্ষা হইয়া এবং ব্রাহ্মণপ্রতিপত্তিকে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে নানাবিধ হইতে প্রত্যুষ্ট অনুপ্রাঙ্গণ করিতেন; তদমূলক উপরপুরূপ অপেক্ষাও পদক্ষেপ অনুষ্ঠান রাখিবার নিমিত্তে এবং ধর্শ ক্রিয়াকলাপদিগের অনুষ্ঠান জন্য ধরুমতী করাতাকে অপেক্ষা সম্প্রতি বিবেচনা করিতেন।
নিঃসন্দেহে, মাত্র অল্পের জোরে তারামুখের কিছু বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

তবে গভীর সুদৃশ্যে অন্য বার্ষিক পর্যায়ে কতকগুলি কলকাতায় বেড়াইয়া গিয়াছিল। তাহার বিষয়ের অভিনয়ে দেখিয়া সে দিন অভিনীত হইয়াছিল।

বিলাত যাত্রার আয়োজনের তাহা সুমিপাত হইয়াছিল ছয় বছরের মহাশয়। তাই এ ঐ স্থানের আয়োজন প্রথম উপন্যাসের ভঙ্গীতে বিশ্বাসী হইয়া ছিলেন। ঐ ঐহিত্যের পরিতীনের সম্ভাব্যতা বলিয়া সম্ভাব্যতা বলিয়া দেখিলে তাহার কথা নাই।

তাহার তোলা বলিয়া উঠিলেক প্রণয় একটু গাঢ় হইয়া পড়িয়াছিল।

তাহার মহাশয়ের বিশ্বাসের পূর্বত্ত কোনো খোঁজ করিলেন না। তাহার কথা নাই।

বহুল কাঠারিতি মুদ্রণের ক্ষেত্রে দলের মধ্যে ছিলেন না।

সে দিন তাহার সর্বশেষ কলকাতার বিজয়নগরের দিকে।

তাহার প্রতি জ্যুতি মুগ্ধ বাঁধিয়াছে।

বাঙ্গালের ছায়া গণ্য।

শরৎকুমার সাহিত্য হাসিয়েছিল, বাঙ্গালের ছায়া গণ্য।

ক্ষুদ্র চয়ন করিয়া ক্ষুদ্র ঝড়াইয়া দিব, একটা বড় পাণ্ডুর বিষয় যে এই তেজের কথা বাঙ্গালের ভাষা বলান হইয়াছে।

ধন্য অমৃত মাত্র।

শীতলনাথ দেবশর্ম।

প্রেমিকা।

তুমি না বাসিলে ভাল কহিব ক্ষুদ্র-তাহে যে রাত্রির কথা?
মন যে সকল ভাল বসে—তাহা বেশে বল ভাবে।
ক্ষুদ্র চয়ন করিয়া ঝড়াইয়া দিব, গণ্য করিয়া বলি নির্মাণ তুলিয়া নিব।

অমৃতানন্দের দাস গুপ্ত।
বাঙ্গলা ভাষা।
বাঙালীর পরিবর্তন।

সংসারে সর্ববিষয়ের পরিবর্তন অপরিহার্য্য এবং অনেক স্থলে বাঙ্গালীয়। কেননা! পরিবর্তনের অভাব দ্বারা জনীন শক্তির নির্দিষ্ট মূল্যবোধকতাই সৃষ্টি হয়। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার পরিবর্তনই শুভলক্ষণ বা উন্নতির পরিচালক নহে। সর্বলাভী শব্দের উচ্চারণাঙ্গোলিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই সাধারণ বিধির ও বিশেষ বিধি আছে। যে সময় শব্দের উচ্চারণের সর্বকালে একমাত্র সে সকল শব্দের উচ্চারণাঙ্গোলিত হইলে কোনরূপ গোল যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। হিন্দী ভাষা যেখানেই প্রচলিত আছে সেখানেই বিষ (20) এবং বিধ (গুলে) এই দুই শব্দের উচ্চারণ—বীষ। সুতরাং লিখিত হইয়া থাকে বীষ। আসামীর সর্ব্বপ্রকার মাসকে মাহ এবং হাইকে হাই বলে। সুতরাং প্রে দেশে মাহ হাই লিখিতে দেখা হয়। কিন্তু যে দেশে প্রায় সমস্ত শব্দেরই বিভিন্ন বিভিন্ন উচ্চারণ, যে দেশে প্রায় শব্দের একটা উচ্চারণ আদর্শমণ্ডল ধীরত হইয়া সাহিত্যিক বাঙালী গৃহীত না হইলে দেশের লোকের সম্পূর্ণ (একজন সংসাধন হইতে পারে না)। নাগা দিগের দেশ এক গ্রামের লোক আর এক গ্রামের লোকের ভাষা বুঝিতে পারিত না। গাম দিগের দেশে এক গ্রামের লোক আর এক গ্রামের লোকের ভাষা বুঝিতে পারিত না। জনগণ তার মধ্যে সে সমস্ত অপরিসমাপ্ত ছিল; সমস্ত মাঝা মুখের কোনও চলমান। কিন্তু শুনিয়াছি যে অপরাধী নাগা দিগের ভাষা আদর্শ ভাষা বলিয়া গৃহীত হইবার পর, তাহাদের মধ্যে অলঙ্কার একটা প্রকৃতি হইয়াছে। ওজন ও ভাষার বিভিন্নতা বিভিন্ন বাঙালীর। যে নাগাদের অনেকে বহু উচ্চ স্তরে অবস্থিত তাহা নহে। কলকাতা ও পূর্ববঙ্গের লোকের মধ্যে বঙ্গ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণত একজন সৌন্দর্য ছিল, তাহার উল্লেখ না করাই তাহ। ভাষাতেও অভাব—এক জেলার ভাষাগুলি অন্য জেলার ভাষাগুলি মিল নাই। আমি প্রথমের একটু অবস্থান করিয়া দেখিয়াছি যে সেই স্থানের গ্রামের লোকের পরষ্পের মধ্যে কথোপকথন আমি বুঝিতে পারি নাই। পরবর্তীতে কিন্তু সমস্ত শব্দের উচ্চারণ ধাইয়া দেখিয়াছি যে তাহাদের কথাও বুঝিতে পারি না। যখন অবস্থা এরূপ এবং যখন সমস্ত দেশে একজন স্থানের একটা ইচ্ছা সাধারণের মনে প্রবল হইয়াছে, তখন যে সকল শব্দের উচ্চারণ
দেশভেদে বিভিন্ন সকল শব্দের যে বানান বহুদিন হইতে যে আকারে সাহিত্যে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, যা যে বানানের সহিত বুৎপত্তির সাদৃশ্য আছে, অথবা বঙ্গভাষার বাহিরে সেই শব্দের যে বানান প্রচলিত আছে, সেই বানানই বর্তমান সাহিত্যে গণ্য করা উচিত। নতুন ভাষার বিভিন্নতাও অপ- গমিত হইবে না, বঙ্গভাষা জাতীয়তাও সংগঠিত হইবে না। তবু চারিটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাপিক। বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব পদে কলিকাতায় খাওয়ানো করানো অভিসর্বত্রী উচিত হয়। কোন কোন শব্দে খাওয়ানা, করানা, কোন কোন শব্দে খাওয়ান, করান এবং কোথাও বা ( যথা পূর্ববঙ্গ) খাওয়ান, করান উচিত হয়। সাহিত্যে বহুদিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়েছে—খাওয়ান করান ইত্যাদি। নাতরাং বর্তমান সাহিত্যে ও তাহাই থাকা উচিত। এক শব্দের ওৱা, উই, উপকথা, লুন, লোনা, প্রভৃতি শব্দ অন্য দেশের কোথা, রুই, রুপকথা, লোনা, লুন প্রভৃতির রূপে উচ্চারিত হয়। এ সকল শব্দে ও বহুকাল হইতে প্রচলিত বানান ওৱা, উই, উপকথা, লোনা, লুন প্রভৃতি বর্তমান সাহিত্যেও গণ্য করা উচিত। বঙ্গভাষার বাহিরে অর্থের পক্ষে ওঠা শব্দ এবং আসামে উই শব্দ প্রচলিত আছে। লুন ও লোনা শব্দের সহিত সংস্কৃত লবণ শব্দের কিছু- ঐক্য আছে। নাতরাং অভাবোধ করি, বর্তমান বাণিজ্য সাহিত্যের নেতৃত্ব এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

কোন কোন শব্দের উচ্চারণ বঙ্গভাষার সর্বত্র একরূপ। এইরূপ শব্দের বানান যদি উচ্চারণাস্বীকারী করা যায়, তাহা হইলে রোধ হয় কাহারও আগতি হইতে পারেন না। কিন্তু এরূপ দুই একটা শব্দের বানান পরিবর্তন করিয়া অবশিষ্ট গুলিকে অপরিবর্তিত রাখিয়া দিলে কার্যের সাধারণ থাকে না বলিয়া অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন সমর্থন করা যায় না। "কি" শব্দ বঙ্গের সর্বক্ষণ এই "কী" রূপে উচ্চারিত হয়। সেই অধ যে 'ভারতী' ও 'বাঙালীর কোন কোন শব্দের লেখক কী লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা কি কেবল "কীর" ইকার ই রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি? যত একাকার বাঙ্গালা বা সংস্কৃত শব্দ আছে, সে সকল শব্দেরই ই এবং উ হুলে আমরা ই এবং উ বলিয়া থাকি যথা কি, ই, বি, ছি, ঝি; যা, কারু, ও, কাঁঁ ইত্যাদি। তবু অক্ষর বিভিন্ন যে সকল বাঙ্গালা শব্দের একটি মাত্র স্বর উচ্চারিত হয় এবং সেই স্বর যদি ই বা উ হয় তাহা, হুইলেও আমরা সেই ই এবং উ হুলে ই এবং উ উচ্চারণ করি। তবু অক্ষর বিভিন্ন যে সকল সংস্কৃত শব্দের শব্দের অক্ষর সংখ্যা.
উচ্চারিত হয় কিন্তু বাঙ্গলায় হয় না, সে সকল শব্দের ই এবং উ ও আমরা ঈ এবং উ রুপে উচ্চারণ করিয়া থাকি, যথা কিন, বিন, হিন, শিব, বিল, বিশ, দিন, তিন, শিম, চিল, তিল, মিল, চিল, শিল, শির, শিম, ভিড় ইত্যাদি এবং ওড়, ওড়, ওঠ, উট, মুট, ভুল, কুল, ভুর, বুক, পুট, বুট, শুর, দুল, খুন, কুল, বুন, হুন, গুল, চুল, পুর, শুধ ইত্যাদি।

ঝং কে আমরা রি রুপে উচ্চারণ করি বলিয়া ঝং কে রি রুল। কেবল যে সকল হই অন্য বিশিষ্ট সংক্রান্ত শব্দে ই কার বা উ কার ভিন্ন অন্য ব্যাপারেই নাই, সেই সকল শব্দের ই, উ এবং ঝং রুপেই উচ্চারিত হয়, যথা নিচ, উং, ঝং ইত্যাদি। অতএব দেখা গেল যে—যে সকল শব্দে কেবল একমাত্র ই বা উ আছে এবং অন্য ব্যাপারেই নাই, সেই সকল শব্দের অধিকাংশই আমারা ঈ এবং উ শুলে ঈ এবং উ উচ্চারণ করিয়া থাকি।

স্বতঃস্ফূর্ত কেবল কি কে কী রূপে বদলাইলে চলিবে কেন? যদি কেহ বলেন যে “তবে যত শব্দে ঈ এবং উ ঈ এবং উরূপে উচ্চারিত হয় সে সমস্ত শব্দের ই বা উ শুলে উচিত”—তাহা হইলেও আপত্তি আছে। যে সকল শব্দ পৃথক থাকিলে আমরা তাহাদের ঈ এবং উ কে দীর্ঘ রূপে উচ্চারণ করি সেই সকল শব্দে বিভক্তির চিহ্ন বা অন্য শব্দের যোগ হইলে তাহাদের মধ্যে উচ্চারণ হইয়া পার্থিক্য যায়, যথা “ছিদি,” “ব্রাহ্মণ,” “ছাড়িনু,” “ছিনি ছিনি,” “ছিনের,” “ছিনি,” “ছিনের,” ইত্যাদি। স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণানুষ্ঠানী বানান করিতে হইলে এক শুলে বী, বী, দীন, এবং আর এক শুলে দ্বি, দ্বি, দিন লিখিতে হয়। এরূপ করা উচিত কিনা, তাহা যাহারা কি কে কী তে পরিবর্তিত করিয়াছেন, তাহারাই তাহাদের দেখিবেন।

কলেকোটা অশ্রুক প্রচলিত বাঙ্গলা শব্দ।

অনেক বিষাণু লেখকও কলেকোটা শব্দের ছুটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রথম ও মনঃকেরের শ্বাস আমরা স্পষ্ট এবং মনঃকেরে দেখিতে পাই। যেখানে চেতন লিখিলেই হয়, যেখানে শীতল বর্ষাস্নাত ঠাকুর মহাশয় সচেতন লেখেন। যেটা ঠিক শীতল পক্ষান্ত নিত্যগী মহাশয়ের মুখে স্থটিক করিয়া দেন। ইতঃপূর্বে কলেকোটা মাস ধরিয়া সজ্জিতনীতে লিখিত হইত—ইতোপূর্বে।
বাঙ্লার অন্য ভাবিকতা।

কে হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং কর্ষে তাহার সমাপ্তি। স্নেহের ভাষার নাতালিক কম এই যে বক্ষের প্রথমে কর্ষ, পরে ক্রিয়া এবং অবশেষে কর্ষ থাকিলে। কিন্তু বাঙ্লার “রাম বধ করিয়াছিলেন রাবণকে” না বলিয়া বলিলে হইলে—“রাম রাবণকে বধ করিয়াছিলেন।” লেখাতেও এইরূপ অন্যান্য ভাবিকতা আছে। ক+আ অথবা 1=কা ইহা নাতালিক কম।

ক+ই বা কি এবং ক+এ বা এ=কে হয়। কিন্তু ৫ এবং ১ কোন যুক্তির বলে পূর্ব বর্ণের পূর্ববর্তী হয়?

উল্লেখ্য পাঠ।

কেবল যে বাঙ্লার এই এক উন্ট পাটা হয় একব নহে। ইংরেজিতে লেখে what, where, whence ইত্যাদি কিন্তু পড়ে hwat, hwere, hwence ইত্যাদি। এখানে এই যে ইংরেজিতে সংশ্লেষনের উপযুক্ত আছে কিন্তু বাঙ্লার কি এবং কে ব্যবহার ও ব্যাপ্ত হয় কোনকালেই যথাস্থানে অবস্থিতি হইবে না। কোন কোন শব্দের উচ্চারণ আমাদের উদ্দেশ্যে হয় না বলিয়া বানান উন্ট বোধ হয়, কিন্তু একসকল স্ত্রী বানানের দোষ নাই, আমাদের উচ্চারণেরই দোষ। যথা আমরা হকে হই এবং জিঙ্কে জিঙ্কে বলি। (পূর্ব বঙ্গে এবং মিথিলায় আবার জিঙ্কে বলে।)

কলিকাতা অঞ্চলের অশিক্তিল লোক বাঙালিকে বাঙালা, বাঙালিকে বাঙাল বলে; বঙ্গদেশের সন্ত্রাসী নুসনী নতুন এবং আধুনিকে অশিক্ষিত বলে। কলিকাতা নিবাসী এক বিখ্যাত বিখ্যাত গণিতাধ্যাপক দোয়ানের দোয়ান এবং গাড়োয়ানের গাড়োয়ান বলিয়েন। একদিন তাহার এক সহায়নক তাহাকে উন্টরল অশিক্তিল উচ্চারণ করার কারণ জিঙ্কে করিলে তিনি বলিয়েন—“হঠাৎ বেইভে পড়ে।” পুর্ববঙ্গে আচা কাগজার আটা কাগজার বলে। অশিক্তিল বিদ্যমানীল রূপালকে উরমাল বলে। ইয়োরোপে Thiaca কে Ithaca বলে। কি নিয়মে এবং কি কারণে এইরূপ উন্ট পাটা হয়, তাহা বুঝা যায় না। হয়ত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিশ্বানিধি মহাশয় নিয়ম ও কারণ উত্তরই অবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীবীরেন্দ্র সেন।
মনোমোহন সেন

হে স্নেহ! প্রিয়বক্তা! প্রিয় কবির।
কি মোহ জানিতে তুমি হে মনোমোহন!
নন্দনের ছন্দে গড়া স্বখ সুপ্রভ,
মন্দার মদিনা দিয়া ভুলাইতে যম!
রোগে শোকে শত দুঃখে ব্যখা বেদনায়,
তুলিয়াছি সর্বদূঃখ তোমার মিলনে,
মৃত্যু হইয়াছে প্রণ বিশ্ব মমতায়
কি জানি কি মোহ মৃত্যু স্বপ্ন ঘাগরণে!
সেই মোহ সেই মৃত্যু। সেই বিপ্লব,
সেই আজ আমার হন্দি মৃত্যু, মূহূর্ত।
কি শোক দুঃখ রুখিনার কি ব্যথা,
মিলন বিয়োগ তবে একই সামান।
জীবনে সরণে তবে কিছু নাই ভেদ?
মায়ে ভূল ব্যখান! ঐ টুকু খেদ।

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র দাস

নারী

সোনার কমল,

মা, হ’রের পাখা খানি তো অনেক দিনই পাইয়াছ। উপাধির পাখা খানি
পাইতেও অধিক বিলম্ব নাই। অধ্যান এবং অভিজ্ঞতায় তুমি বেশি অগ্রভাব
হইয়াছে তাহাতে বন্ধু-মহিলার উচ্ছিষ্ঠ-সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে আলোচনার পথ
সুগন্ধ হইয়াছে। সেই আলোচনা আর্ত করিয়া পূর্বে তোমাকে আমার
অনেক একটি বিষয় বুঝাইতে হইতেছে—নারী কি?

বিখ্যাতিতে নারী এক অপূর্ব বস্ত। গীত গোত্রের মতে “শকুল”
বলিয়া জগতের যাহা কিছু সুস্মর, যাহা কিছু সর্বক্ষণ, সমন্বয় বলা হয়,
তাহার নারী বলিয়া সমন্বয়ের এক বিশ্বযুক্ত নির্ভরের দিকে অনুশীল
নিষেধ করা হয়।
The page contains a mixture of Bengali and English text. The English text is a translation of the Bengali text, discussing themes such as gender roles, nature, and the divinity of life. The page references works by authors such as Charlotte Brontë, Jane Eyre, Lamartine, and Shakespeare. The translation is a reflection on the equal treatment of men and women, as well as the importance of nature in the lives of both genders.
Schiller এবং Andrew Lang কুতু卜 Joan de Arc তোমাকে মন দিয়া পড়িতে অনুমোদন করিল। সব দেশের মহিলাদের চরিত্র অধ্যয়ন করিতে বলিতেছি, কেন না পূর্বে এক পত্রে লিখিয়াছিলাম—সমস্ত করিতে হইবে, সাহায্য কিছু আমাদের বিবর্ধন করা সম্ভবপর নহে। এই সকল পড়িয়া নারী সংস্কে তোমার যে ধারণা হইবে উহাই তোমার পক্ষে নারীর বর্ণালয় ধারণা,—তোমার মত তথ্য দিবে নারীর অতি ভূয় সুন্দর প্রতিক্ষ্য।

সামাজিক তুষ্ণ ব্যথা করিতে অসম্ভব দেবতাধিকারের দৃষ্টি বৃথাইবার অন্য যেন উমায়। সহজাতীয় রূপে আবির্ভাব হইয়াছিলেন, তিনি এই নারী। সিদ্ধ পুঁতে সুর্য, মূর্তি হরিলা—তিনি এই নারী। দীপ্তি-রূপক-পুষ্পক-হস্তে—তিনিই এই নারী। "Administering Angel thou"—তিনি এই নারী।

কোথায় কোথায় যুগ্ম হইতে যে "না" নাম উচ্চারিত হয় তাহ। কবরে কু বা কদাকার নহে। মা নাম খেতে রূপ অন্তেরে সুন্দর ও মধুর। যেই না, তিনিই এই নারী। "মার্জনা" ও "খ্যাত"—আমে যা, পাছে যা, তিনিই এই নারী। বিজ্ঞানচর্চা, অন্তর্কর্তা গঙ্গাজল মায়ের পাদদেশ বায়াছিলেন; না ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন—"কে গঙ্গাজলে আমার পা ঠেকালি।" বিচরচন্দ্র বলিলেন "মা তোমার চেয়ে কি পঙ্ক বড়।" বিজ্ঞান-সেবিতা, স্বচ্ছ-নর-রক্তিতা মা এই নারী। পুরুষ এবং প্রকাশে—সৌধ এবং সৌন্দর্য। হাতুড়ি—যা দিয়া পিঠে তার বলই অধিক, না,—নেহাই মহাতের উপরে রাখিয়া পিঠে, তাহার বর্ণনা ও মহামায়া অধিক। এ পরীক্ষা। সৎসাহের তত্ত্ব লৌহাগারে নিত্য হইতেছে, তোমারা তাহ প্রণিধান করিও। "মা দৈবী সর্ব ভূতমাতা হইতে আরাথ করিয়া "শান্তি রূপেন সংহিতা" চরণে চঞ্চু সমাপ্ত করিতেছি। সেবার কল নারী। তোমার কত মহিষী আমি তার কি বুঝি, কিনা। বুঝাইব। মায়ের রূপ ব্যথা? তোমার অমুকলীন রূপ দর্শন ধরিয়া দেখিলেও রুখিতে পারিবে না—নারীর সর্ব কি। দর্শন রূপ ধরে, গুণ ধরে না।

তোমার কতই, পুরুষ পরিচারক মান। কেশবচন্দ্রের কথায় বলিতে গেলে "Man is always in the objective case governed by the active verb woman। পরলোক-শ্বাসানুসারে কাকা সতর্কতে এই প্রার্থনা করেন—নারী হইতে যেন সংসারে কোন আশাজ্ঞা হৃদি না হয়।

তোমার চির শ্রেষ্ঠশুভ কাকা।
নীলাতঙ্ক

বঞ্চলার নৌলের চাষ এক কালে চাষী প্রজার বিভীষিক। উৎপাদন করিয়া দিয়াছিল। তৎসময়কাল চিত্র অঙ্কিত করিয়া নৌকারণ নাটক করিয়াছে। এর মায়ার প্রাণ দীর্ঘনিশ্বাস মিঠাই বাহাদুর নৌকার দিগের চক্ষু শুল হইয়াছিল। বর্ষমান সময় চা কর দিগের উৎপাদনের কথা শুনা যায়, কিন্তু নৌকার দিগের উৎপাদন তার চেয়ে শতগুণে বেশী ছিল। ময়মনসিংহ জেলার দুই একটি নৌকার সাহেবের কাহিনী বিবৃত করাই বর্ষমান প্রবেশের উদ্দেশ্য।

এখনও ওয়াইল্ড ( জি, পি, ওয়াইল্ড ) বা ওয়াইল্ড সাহেব তাদের প্রাণী বিলাসী সাহেব ছিলেন। তিনি ঢাকার বাস করিয়েন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ঐতিহ্যে জেলায় তাহার নৌলের কুঠি ছিল। এই সকল কুঠিতে নৌল প্রস্তুত হইত, নৌকটির মায়েরাজার একজন সাহেব সাহিত্যে পরিচিত। তাহার অধীনের দেওয়ান, নায়ের ঐতিহ্যে উপাধিক্রমী জীব হইতে কুঠি পাইকেরা পর্যন্ত লোকের উপর দৌরান্না করিত। ইহাদের আলায় কাঢ়ই ধন প্রাপ্তি নিরাপদ ছিল না। ফ্রাঙ্কপুলে, মেহেনেন, পুরা ঐতিহ্যত নবীনীতে নৌলকুটি ছিল।

নৌলের বীজ বাঙ্গলায় হয়না। উহা ইয়ুরোপ ঐতিহ্যত দেশ হইতে আনিত হয়। তাহীর চরভূমিরতে নৌল বপন করা হয়। প্রথমে সমাজে চাষ করিয়া পরে বীজ বপন করিতে হয়। চাষের সময় একমাত্রে বহলাঙ্গল একজন হইয়া নিঃশ্বাস করে। এই সকল লাঙ্গল নিকটবর্তী প্রজাদের নিকট হইতে অবরদগী করিয়া লওয়া হইত। তার পর নৌল গাছ কর্তনের সময় আর একজন জুলুম। যখন জলিতে একটি একটি করিয়া জল হয়, জল গাছের মূল যখন দ্বিজাইয়া দেয়, তখনই তড়াতাড়ি করিয়া গাছ কাঠটা ফেলিতে হয়। জল ২৪ দিন গাছের মূলে জঞ্জ। ধারিণী গাছ নষ্ট হয় ও মাল কয়েদ যায়। এই সময় তহীন-তাড়া গাছ কাঠটির জুলুম করিয়া লোক নেওয়া হইত। নিঃসম্পর্কীত পরিবারের তথা নিঃসার ছিল না। পাণ্ডবী তাহাদিগকে নৌলের গাছ কাঠটা দিয়া গাছ হইত। যাহারা লিখা পড়া জানিত, তাহাদিগকে নৌলের আটি বাং ও চাকরের হাঁড়ি। ইত্যাদি লিখার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইত। এই সময় সহাবাকৃত লোক একক কুঠিতে বসিয়া আহার করিত। সমাজে নাত্র আহার পাইয়া রাত্রি দিন হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিতে হইত। বেতন মোটেই দেওয়া হইত। এই সকলকে নৌলের কৃষি।
নীলতলক।

২৫৩

বেগারেরা প্রায় আসিয়া হাজির হইলে একমুখি চিড়া ও এক টুকরা গোড় দিয়া কাজে লাগাইয়া দেওয়া হইত—তাহারা চিপিটক উদরগাছ করিতে করিতে বেগার খাটিতে থাকিত। ইহাপর বেলা ২টার সময় অন্নাহার ও তৃষ্ণা সক্ষায় কিন্তু পরে আবার অন্নাহার। একটা বৃহৎ উদাম গৃহে রাত্রি শয়নের ব্যবস্থা হইত।

নীল গাছগুলি আঁটি বাঙ্গাল। আনিলে, তাহা চুড়িকে পাকা দেওয়ালের ভিতর আবহ জল ভিজান হয়। তারপর এগুলিকে বড় বড় লোহার তুক্তা ও তীর দিয়া চাপ দেওয়া হয়। তারপর নল দিয়া জলটা চাঁড়িয়া দেওয়া হয়।’ এই জলটা দেওয়া হয়, তারপর ঐ জল বড় বড় কড়াতে আল দেওয়া হইলেই নীল হইল। এই নীল তুক্তায় চালিয়া কাঠ।

কাঠ প্রস্তুত করিতে হয়, পরে এই সকল কাঠ সমুদ্র বোঝাই করিয়া কলিকাতা প্রতিষ্ঠা হয়। এই সকল কাঠ অতি তাড়া তাড়ি সম্পর্ক করিতে হয়। এমন সময়ে পড়ে যে সারাদিন ও রাতি কমাগত কাট করিতে হয়। তখন কুটির ম্যানেজার হইতে পাইক পর্যন্ত সকলেই কর্মে ব্যস্ত থাকে।

নীল কুটির কোন দেওয়ালের একশনা পর আমার হস্তক্ষণ হইতাছে, তাহা বেগারী হাল লওয়ার ও পরের জমি জবরদস্তী করিয়া চাপ করিবার আদেশ পত্র। দেওয়ান এই সকল জমি চাষের সময় যাহাঁ উপস্থিত থাকিতেন। জমির মালিককে তাহারা খানানাটি মাটি দেওয়া হইত।

দেওয়ান মহেশচন্দ্র দে ওরফে মহেশ দেওয়ান নে চিঠি দিয়াছিলেন তাহার অবিকল পাঠ নিয়ে এসেছিল হইল।

"চক্কু নাম।—

পারান সরদার জানিবা—

৬৩ গ্রামের ২৩ মজুমদারের ৩১:৬৫ পুর গ্রামের জমিতে নীল চাষ হইতে। তুমি দশ কুড়ি লইয়া হাজির থাকিবু।”

এই চুক্কুনামায় মহেশ দেওয়ানের দণ্ডকথা আছে। কিছু সক্রিয় দেবিয়া নামের পরিচয় করিবার সাধ্য নাই! সাহারা এই সকল হাল ও লক বেগার আনিয়া দিত তাহাদিগকে সরদার বলিত। ৬৩ গ্রাম অর্থাৎ বেগারি গ্রাম, ২৩ মজুমদার,—গোপীনাথ মজুমদার ৩১:৬৫ অর্থাৎ চার মধুপুর গ্রাম। দশ কুড়ি অর্থাৎ দুইশত হাল—কম কথা নেহ! ইহা! পূর্ব
দিনেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত। কেহ বেগার দিতে অপমান—সরদার
এইরূপ দেওয়ানের কাছে এতদি করিলে তাহার উপর “বিষয় হকুম” জারী
হয়; তৎপর লাঠিয়ালের তাহার বাড়ি চড়াও করিয়া তাহার সর্বস্বাস্ত করে ও
তাহাকে বাধিয়া কুঠিতে হাঁকিয়া করে; এবং অপরাধ বিচেনায় সে
কুঠিতে কয়েদ পাকে। সুতরাং এই সকল লাঙ্গরের ভয়ে কেহ আর বাধা
দিত না। এই সকল শৌর্য শেরুপই হউক না কেন, কুঠিয়ালের অত্যাচার
সর্বব্যবহার রূপে চলিত। বাল্যীয়ার ভোলানাথ চাকলাদার ও
বেঁচামরির গোপীনাথ মজুমদার বাড়ী শেষ দিগকে রক্ষা ও অগ্নিজুড়ো উপরের
হইতে লোককে বাড়াইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া, প্রতিনিধিত্ব কুঠিয়াল
সাহেবের সঙ্গে লড়াই করিয়াছেন। এই সকল করিয়াও দেশে শাস্তি অন্তর
করিতে পারেন নাই। তাহারা সর্বস্বাস্ত হইয়া পড়িলেন। কুঠিয়ালদের
বিরুদ্ধে তাহাদের হইয়া কেহ হঁটী কথা বলে এমন লোকে তখন তাহারা
পাইলেন না। ভোলানাথের ও গোপীনাথের লোকেরা কুঠিয়ালের লোক
পাইলেই মার ধর করিয়া তাড়াইয়া দিত। সময় সময় খণ্ড যুদ্ধে হইত।
এই সময় দেশে মুঝরাই জমী দিয়া জমিদার, তালুকদারের লাঠিয়াল
রাখিতেন। জমী, বাড়ীর খাড়ানা দিতে হইত না, প্রত্যেক মত রায়তের
জমিদারের হইয়া লাঠিয়ালী করিত। এবং এইরূপ খণ্ড যুদ্ধে বহু লোক
হত ও অহত হইত।
ওয়াইজের নাম এই সময় এইরূপ আশ্চর্য করার হইয়াছিল যে,
কুঠিয়ালের বাড়ী বালিকাকে। ওয়াইজের নামে অধুনায় মাত্র অকুল ধরিয়া চূপ
করিত। শিশুকে ওয়াইজের নীলের গান ওনাইয়া ঘুম পাড়াইবার ব্যবস্থা
হইত। আগামীবারে নীলের গান ও সমাজের তৎকালীন অবস্থা
বিরুদ্ধ করিত।

শ্রীরামকৃষ্ণকুমার মজুমদার বিচারভূষণ।
অতৃপ্ত আত্মার অনন্ত ধ্যান
(ভৌতিক কাণ্ড)

চাকার ৪৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে অগ্রে লেখা রামনিবাস’ নামে একটি বড় পাকা বাড়ী আছে। গত আধিন যায় সংবাদ পাইলাম—এই বাড়ীতে গ্রাম চুরাহ বিশেষতঃ বিজয়া দশমীর দিন নানা ভৌতিক কাণ্ড হইয়া থাকে। ভৌতিক কাণ্ড দেখিবার কৌশুক কাহার না আছে! আমি অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়াছি। প্রেত-তুলনের অনুচ্ছেদে আমার এক প্রধান কার্য। রামনিবাসে বাইবার জন্ম প্রস্ত হইলাম। সাক্ষী রাশিয়া দেখা সুন্দর। সুন্দর লইলাম জিতেন্দ্র ও পরশুকে।

প্রতীয়মান আমাকে কিছু জলবোধ করিয়া আমরা তিনগুলি এক খান। ভিটিই নৌকায় চলিলাম। বাল রাশিয়া বাইতে হয়। বালে খুব মন্ত; এক জন মার্ক। এক জনেই ভিটিই খুব চলিল। আমরা ৮ টার সময় রামনিবাসের ঘাটে পরিগত হইলাম। বালের বাঁকটী সিঁড়ি বাড়া হাসির মতন বাড়া—সাড়ে ঘাটে উঠিয়াছে। আমরা ভিটিই হইতে নামিয়া ঘাটের চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম—পূৰ্বের পারে আকাশ যুক্ত, দাইয়ে বায়ে বহু দুই বিশ্ব সতর্ক সংগতের মতন ধানের খোদ মূলে বাতাসে একবারে বেলে যেতেছে। পাঠান দিকে একটি অগ্রসর হইলাম জুড়ার মার্জি সারি সারি অক্ষে আচার্যদিত এক নিশ্চিত ছায়া যুক্ত প্রশ্ন পথ। পথে পথে সমানো। প্রতি পাথরে “রাম’ নাম বোধ। পরেশ পাথর গিয়া পা ফেলিয়া চলিল। আমি নির্যাতনের উদ্দেশে বিপরীতে সাবধান হইলাম চলিলাম—নাথে যেন পা। পা পড়ে। জিতেন কোন দিকে দুর্গ-পাত না করিয়া তাহার হাতের থাটিকা পাথরে ধরিয়া ধরিয়া গিয়া। কলকাতা চলিল পরেশ বললেন—এক হাজার পাথর-এক হাজার দুই সেন্টার ৩০ দিন চুন করিলে ৩০ হাজার। পাথর। তখন আমরা এক কার্যে আদিয়া পরিস্কার হইলাম বোধ হইতে চলিল যেন আমরা একটা টানেল পার হইয়া আসিলাম। সমুদ্রে তাল পাড়ের সারি সাথায় পাগড়ী অভ্যন্তরে মত দাঁড়াইয়া আছে। উপস্থিত ব্যবধান রাখিয়া তার পোড়ার সারি নাগের তারপর চৌপা; তারপর কাশ্য; তারপর করী; শেষ পুকুর হস্ত পদের। প্রচুর হেঁট হস্ত পদে ফুটিয়া ধরে ধরে লাল হইলাম।
২৫৬

সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ]

আদিতেছে। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন শত সহস্র বাদবীর খেত—
সন্ত মুখচিবি আত্ম তাপে অর্কম হইয়া উঠিতেছে। বাদী বন্দনায়
আমরা কিছুক্ষণ তমায় হইয়া কর্যহোঁকে দাড়াইয়া রহিলাম। এই স্তুল পরের
সারি দুই তাপে ভিক্ষ করিয়া একটি পর্যন্ত গথ। এই গথ অগগর
কুইলেই রামনিবাস ভবন। একান্ত বিষ গোথ। কিন্তু স্থানে সংকে কোন
সম্পর্ক নাই। শেওলার সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই স্ত্রীলিখিত উপর
দিয়া অথচ রুক্ষের একটি একান্ত শাখা বিশাল দৈত্যর মন্ত্র হাত বাড়াইয়া
আছে। দোতালার কপাট জমালা সব বন্ধ। সমুদ্রের আকাশে উপস্থিত
হইয়া কোন জন মানবের সাহা পাইলাম না। ভৌতিক শক্তির ক্ষয় রেন
এখানেই সূক্ষ্ম হইল। শরীর কাটা দিয়া। উঠিতে শাখায়। আকাশের
দক্ষিণ দিকে একটি অগগর হইয়া একটি সংকীর্ণ দ্বারারর মধ্য দিয়া। দেখিয়াম,
ভিতরের দিকে প্রাপ্তির-আটা আকাশের কয়েকটি লোক কথা বার বার
বলিতেছে। উঠিয়া পুঁথি দিতে দেখিয়া এক জন বুদ্ধি আসিয়া আমাদের
সমুদ্রে দাড়াইলেন। রুক্ষের পায়ে ক্রম, গায়ে গোরিক বন্ধ, কাঁচি গোর,
শীতল দৌষ্ট এবং শুদ্ধ। তিনি বলিলেন 'এই দিকে আসুন।' আসুন বলিয়া
আমাদিগের জুড়ার দিকে বার বার তাকাইতে লাগিলেন। আমরা তাহার
উদ্ধেশ্য বুঝিয়া জুড়া খুলিয়া। ফেলিলাম। এক জন ভূত আসিয়া জুড়া
যখানেণ রাখিয়া দিল। বুদ্ধি অগ্রবর্তী হইয়া। আমাদিকে ঐ আকাশের
কুইলায় গেলেন।

রামনিবাসের সমুদ্রের আকাশ যেমন পাথরে সাতা, ইহাও তেমনি। মধ্য
স্থানে একটি সমাধি। উহার চারিদিকে ছোট বড় ফুলের গাছ। অন্যের বসিয়া
কয়েক জনের লোক রূপ চন্দন হস্তিতেছে। সমুদ্রে অনেকগুলি তামার টাট।

বুদ্ধি বলিয়া 'হুক বংশের হইল রামশরণ বাবুর অম্পতি হইয়াছে।
তাহার আদেশ মতে আঞ্চ কুমারী-পৃথক। আপনারা সান আহার করুন।
যে অস্ত আসিয়াছেন কয়েক তাহা দেখিতে পাইবেন।'

এক জন ভূত টায়োলিয়া। এবং তিন জানি কোচান নুতন বুঝি
আসিয়া দিল; টায়োল মাখা হইলে ঐ আকাশের পাশের পুকুরে লইয়া
গেল। পুকুরটি ছোট হইলেও অতি সুন্দর। সান করিয়া। আসিয়া
দেখিয়া ঐ সমাধির চারিদিকে নানা রঙ্গের শাড়ী-পরা চার হইতে চৌদ্দ
বছরের কুমারী সকল এক এক আসনে বসিয়া আছে। প্রত্যেকের সমুদ্রে
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। অতুল্য আত্মার অনন্ত ধনি। । ২৫৭

এক একটি দীপ ও ধূমচূরি। দুপুরের সূর্যদেখা ভাস্মশিখা, বেড়া বেড়া। আকাশে যেন কাহার উদ্দেশ্যে উড়িয়া যাইতেছে। দীপ গুলি সুন্দরী আলোক এবং এই সুন্দরী কুমারীদের পাশে বলিয়া। অতি মলিন দেখা যাইতেছে।

মৃত্যু আসিয়া প্রত্যেক কুমারীর পায়ের তলে ভঙ্গি সহকারে সগ্ধ রুক্ম-চন্দ্রনাথকে। এক এক ধান টাইট পাতিয়া দিলেন, কপালে রুক্ম চন্দ্র মাখাইলেন। প্রতোকের পায়ে সুলপত্রের অঙ্গি এবং প্রতোকেকে এক একটি পুরুলের ভোজ্য দিলেন। সঙ্কোচে অনেক কুমারীর মুখ সুলপত্রের মতন লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। রুক্ম সাত বার সমাধি প্রদক্ষিণের করিলেন। কুমারীদিগকে একবার। এক জন ভূপে একবার বাহা ও একটি কোটা লইয়া আসিল। রুক্ম কোটা হইতে সোপার অনুভূরিতে বাহির করিয়া খাতা দেখিয়া ১০। ১২টি কুমারীর হাতে পরাইয়া দিলেন। কোটার অনেক সাহিতের অনুভূ ছিল। বাড়িয়া দিলেন—সকলেরই আশ্চর্যে উত্তম মানাইল। আমি একটি অসুস্থ চাহিয়া লইয়া দেখিলাম—ছাঁদে লেখা। সেই। রুক্মর দিকে আইতেই তিনি বলিলেন—“সব কথা পরে হইবে।” এই বলিয়া। তিনি সমাধির সন্ধ্যে সাতবার এবং কুমারীদের সন্ধ্যে এক বার প্রণাম হইলেন। বার বার পড়িতে লাগিলেন—“যা দেবী সর্ব ভুতের দেহ রূপে সংহিতা।”

রুক্মকে অন্য কোন মস্তক পড়িতে জনিলাম না। ইহাই সত্যসত্য এক মাত্র মস্তক। এক জন ভূপে একটি সোপার কোটা লইয়া আসিল। টাইটের চন্দ্র তখন মুকায় গিয়াছে। রুক্ম প্রতোকে টাইট হইতে চন্দ্রনাথের পুলি ঐ কোটা তুলিয়া লইলেন। কোটার উপর এক টুকরা কাগজে লিখিলেন। দুইমুখ বর্ষ চৌ কাঠিক ২৩১৪।

ইহার পর সব কুমারী আপন ছাড়িয়া। উঠিল; রামনবিনাদের উপরের তলায় ভোজনার্থ চলিয়া গেল। আমরা জগৎসেবের জন্য যাহা পাইলাম তাহা প্রচুর ও উপাদান। অন্যান্য করিলাম কুমারী-ভোজন কুমারী-পৃথিবী অনুরূপেই হইয়াছে। কুমারীগণ আহার করিয়া,আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। আমাদের মধ্যকার আহারও অতি উত্তম হইল। আমাদের অন্য একটি কাঁথা নির্ণীত হইয়াছিল। আমরা বাইয়া। সেখানে বিষ্ণু করিয়ে লাগিলাম। রুক্ম একবার আসিয়া বলিয়া।
গেলেন—“মাঝিকে ধানার পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।” জিতেন ও পরেশ
দুইজিনের পড়িল। আমার নিত্য আসিল না।

খন ৩৪ দুল বলি আছে। তখন আর ধুলন-বারু আসিল উপস্থিত
হইলেন। বৃষ্টি আমাদের পাচ জনকে লইয়া প্রথমতঃ উপর তলায় গেলেন,
হরির জানালা দিয়া দিলেন। মোটা অতি প্রশংস। ঘরের সময় আমাজন
পত্র অতি পুরাতন। পুরাতন ভাটের পুরাতন ঠাং দিয়া বাণ দিয়া বাণ।
দেয়ালে একটি বাজন-চড়ি—উহার যেহেননির বানিস চটী। পিছাই। এক
দিকের তাকে সারি:সারি ছোট বড় চটি জুতা—কত কালের কলিকাতার ও
কটকের। হাফ রুট ও ভুল রুট জুতা। বাঙালীর ও বিলায়ের সারি সারি সাগর
রহিয়াছে। অতীনকে কতকগুলি ঢাল, তরায়াল, তীর তুর ও সড়কী। এক
গাছে একটি আলমারিতে কতকগুলি শিশি ২, ৩, ৫, ৬, ৭ করিয়া নদীর দেওয়া।
শিশির মধ্যে কিছু কিছু ধুলা। একটি সোনার কোটায় এক গাছি চুল এবং
একটি সোনার তার। একটি বায়ে কতকগুলি ভুকনো চুল। দেয়ালে
রামশরণ বাবুর একখানা তৈল চিত—সুষ্ঠিত স্ন্যুতর, বার্ষিকেও সৌরশ-
চিত্রের অপচয় হয় নাই।

তখন এই সম্য হইয়া আসিয়াছে। বৃষ্টি আমাদিগকে ছাটে লইয়া
গেলেন। প্রশংস হতে একখানি স্ন্যুত প্রশংস আসির পাঠ। আমরা পাচ জনে
ংংংংংংংংংংং উহাতে মূখ দেখিতে লাগিলাম। আসির স্ন্যুতে স্ন্যুতে বেয়ে
রামশরণ বাবুর মূখ দেখিতে লাগিল। পরেদের এবং অপর ছুটি বাড়ুর
মূখে খুব তলের চিত। অনুরে গাছের পর গাছের সারি; মাত্র উপর জন
পরিবিত অথবের শাখা। আকাশ ক্রমে অল্পকাল হইয়া আসিতেছে। আমার
নামিয়া নীচে আসিব, আমি সময় মধ্য মধ্য করিয়া জুড়া। পাঠে বেয়ে
একখানা রাণের জরায় উড়িয়া আসি।। দৈহিকের মত অথবের শাখাটা সঞ্চোঁড়ে সম্ভন
নচিয়া উড়িল। একটা অনির্মিত তীরে ছাট হইতে মকুর বেগে পুরুষের আকাশে
হাঁটিয়া গেল। পরেশ তখন কপিতেছিল। আমি তাহাকে আমার মুক্তের
কাছে টানিয়া লইয়া। এই সময় নামি স্ন্যুত ভুকনো গেল—

শক্তী ( অস্পষ্ট ) উড়িয়া।

( অস্পষ্ট ) মনে তুলে লবে॥

( অস্পষ্ট ) মা আমার, যখন বাড়ী গেল পরাই।

কুপা করে ( অস্পষ্ট ) রাণা চরণ হচ্ছানি।
অধ্যায়, ১৩২। আত্মার অনন্ত ধর্মি।

অন্ধের ভালো আবার নড়িয়া উঠিল। অলক্ষণ পরেই ঐরূপ স্বরে ওঠা। গেল “শেষের সে দিনে (বুধ গেলন) উঠিয়ে পুলকে আসিয়া।”
তারপর কাঠের কাঠ। অবশেষে
ধর্মি—মা—মা—মা—
উত্তর—বাবা—বাবা—বাবা; কাকা—কাকা—কাকা
বাবা, কাকা শক্তের বর ভিতর হইয়াও একেও বড় মধুৰ। মা-মা-মা অতি সক্রিয়।

আবার ডাল নড়িয়া উঠিল। আবার ছাতুর মাঝে হইতে লাগিল। আবার তীর ছুটিল। ছাতে লঘুত্তের কাছারও গাঢ়ে কুলাইল না। আমরা শুনি কোৰা গলায় রুদ্ধকে বলিলাম “নীচে লইয়া চলিন।” রুদ্ধ দোকানায় দেই কামরায় লইয়া গেলেন। কামরায় বাঁধি অলিতে ছিল। আমরা উপস্থিত হইব মাত্র বাঁধি ঠাঁচ নিবিরা গেল। রুদ্ধ আমাদিগকে পাশের একটা ঘরে লইয়া গেলেন। সে ঘরে বাঁধি ছিল। বাঁধিতে ভয় গেল না; সকলে আহরণ।
কি আশ্চর্য! বড় কামরায় মেঝেতে দেখিলাম রামরেণ বাবু দাড়িয়া—
তার এক হাতে সোণার তার, আর এক হাতে কালো। চুল। আঁধারে কাল
চুল ও সোণার তার দেখিতেছি কি করিয়া? কিন্তু দেখিতেছি।

রামরেণ বাবু চুলে ও তারে হাত ফের করিতেছেন। আর বেশ অতি
নির্বিশেষ হইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, সোণার তার মূল্য, না কালো। চুল মূল্য
তৎপর কিছু দেখা গেল না। অলক্ষণ পরে একটা আলাদারীর কোমাট
খুলিয়া গেল—একটা শিশি খুলিবার শব্দ হইল। খস খস শব্দ হইতে লাগিল
কিছু মাথার মতন। কয়েকটা শব্দ ওঠা গেল—‘খুলি’ ‘চন্দনে’, ‘পদচিছ’।

রামরেণ বাবুর বাবুর চুল। আবার তাকে দেখা গেল। কাটের চুড়ি
পর। গেলে দীর্ঘ একখানি হাত, রামরেণ বাবুর মুখের উপরের আলু থালু
বাবুর গোল্প সরাইয়া দিতেছে। সহসা ধর্মি হইল—‘মা—মা—মা
উত্তর—বাবা—বাবা—কাকা কাকা কাকা এই যে আমি।’

পরেশ ও অপর ছাপু বাবু মৃত্যু হইয়া পড়িলেন। কিন্তু না পড়িলেও
প্রায় সংসারি। হৃষ্টত ঐ বড় ঘরের বাড়িটা আলিয়া উঠিল। এদিকে
রুদ্ধ দাড়িয়া তাহার হাতে কম্পল হইতে তিন জনের চোখে যুত কলের
ছিটা দিতে লাগিলেন। কিন্তু অরণ পরে উহাদের চেতন হইল। ওদিকে স্পষ্ট
দেখিতে পাইলাম ধপ্প করিয়া একটা মৃদু আসিরা মেঝেতে পড়িল।
২৬০

সৌরভ। [১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

এগুলো হাইলা দেখালাম—কার্তিক মাস, কিন্তু বুড়ি তরা পাকা আম। আশ্রয় হইল গেলাম। কলিকাতায় হোসেন ব্যা এবং চট্টগ্রামের বেদানা সম্বন্ধে অনেক বৈষ্ঠ অ দিনে অ রোলায় আনি দিবার কথা শুনিয়া ছিলাম। আমার উহা মনে পড়িয়া গেল। তামা তুষু মাঝার, এই ছায়া। ছায়াই বা কি করিয়া বলিব? আমি ঐ আম ভুলির করেকটা বাইয়া পরেশ, জিনেত ও অপর দুটি বারুকে দিলাম। রুপ নীলম। তিনি সকলকে তাড়াতাড়ি নীচে আমাদের ওইবার ঘরে লইয়া আসিলেন, বলিয়া গেলেন 'কোন ভার নাই।' রাত্রিতে পরেশ প্রতি ভাণ্ডির আহার হইল না, তাহারা গুরুষীয়া রহিল।

রাত্রি যখন দশটা তখন রুদ্র আমাকে দাকিলেন—আহার প্রস্তুত। খাইয়ে বসিয়া এই তোষিত কাপো সবকে রুদ্রকে অনেক এম করিয়া লাগিলাম। তিনি সুগন্ধি এক গুলিরা রামনিবাসে এই সব তোষিত কাপু সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সব কথা বলিবার সময় হইল না।

আহার করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শুইলাম। রুদ্র বলিয়া গেলেন—'ঘরের বাতিটা যেন আলাম থাকে। নিবাইবেন না।' আমার এক রঙ্গ তুষু গুম হইল না। মাঝে মাঝে শুনিয়া লাগিলাম—'মা—মা, কাকা—কাকা—কাকা, বাবা—বাবা—বাবা, এই তো আমি'। অনেক বার এইরূপ শুনিয়া ঘড়টা খুলিয়া দেখিয়া লাগিলাম পনর মিনিট পর পর এইরূপ ধনি হইতেছে। তখন দশমীর চন্দ্র অন্ত গাছায় হইয়াছে। অন্ধকারে এককে ওদিকে 'মা—মা' কাতর কাদার আকাশ যেন ছায়া ফিলিল; বাতাস পূর্ণ হইল।

গেল একযে করিয়া এনম মধুর 'মা—মা' ধনি আমি আহার শুনি নাই। সে ধনি ঘরের মধ্যে আসিয়া পাোচিল। আমাকে আকুল করিয়া ফিলিল। আমি কাতরে লাগিলাম। পাঁচ আমার কান্তার উহা আপিয়া উঠে, এই আশ্রয়ের বালিশের উপর পড়িয়া মুখ ঢাকিয়া রাখিলাম। তার পর আর বরণ নাই। পরদিন ঘরে রুদ্রের বিশেষ অসুরাধে মধ্যকে আহার করিয়া

আসিয়া। তিন জনে দাকায় ফিরিয়া আসিলাম।

রুদ্রের মুখে রামনিবাসের যে ইতিহাস শুনিয়া। আপিয়াছি আপিয়া বাচে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

———
সাহামায়ুদের মসজিদ

সাহামায়ুদের মসজিদটি যার দুই শতাধিক বৎসর পূর্বের নির্মিত একটি একাধিক মসজিদ। মসজিদের সমুহে বিভিন্ন পাক। অধিন। প্রবেশ পথে ইটক নির্মিত বৃহৎ চালাহ দ্বার। অধিনার চালাহের অন্তর্গত দেওয়াল। সমুহে পুরনো থি। এবাদ কেন্দ্র নির্মিত স্থানের বিভিন্ন অধিন।

সাহামায়ুদের অধিকাংশ ৫২ প্রথম মসজিদ সাহেবের ১১৪৫ সনের ২৩শে মাঘ তারিখে, ঐ মসজিদের ব্যায় নির্ধারণ অগ্নিপথে হইতে দেওয়া শাখা জমির যে দিলি দেখাইলেন, তাহাকে মাত্র /১।

এককালে সাড়ে সাত গণ্ডু জমির উল্লেখ আছে। তমিলনাড়ু সাহেব, শাহ
মায়ুদের সময় এই আঁকাইছড়া বৎসর পূর্বের বলিয়া নির্দেশ করেন। ঐহাদের পূর্বে পূর্ব মসজিদ নাকি ঐহাদের সকলেই শতাধিক ছিলেন।

সেখ শাহামায়ুদের কারিষী কৌতুহলোদ্ধাপক। সেখ শাহামায়ুদ অভি
দরিদ্র ছিলেন। তাহার দেবীর আহার নির্ধার হওয়ার কষ্টকর ছিল। সেই
সময় এক শতিন্ট মিমি বসন, মাঘার জটা, মূলে প্রাঙ্গণ, নিকট-বৃন্দ বাজার হইতে সম্প্র ব্যবসায়ীদের পরিবার ও ইত্তত নির্দিক্ত মালের নাড়ি ভুলি কুড়াইয়া আপন বুলিতে করিয়া। লাইফ কোপার চলিয়া।

দাবিত, কেহ জানিত না। একদা শাহামায়ুদ অবশ্যে এই পাগলের অস্ত্র করিয়া। এক নিবিড় অরণের ভিতর উপনীত হন। পাগল সোহনে

* সাহামায়ুদের বংশায় এইরূপঃ

সেখ শাহামায়ুদ

<table>
<thead>
<tr>
<th>আধিকারিক</th>
<th>আলোচনাইতে</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>করা</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>কারিগিঃ</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ভবিষ্যতে (৬৫ বৎসর বয়স)
এক গাছ নিয়ে বসিয়া আপন হাড়েতে সংগৃহীত মাছের নাড়ুছড়ি পাকে।

করিতে আরও করিলে শীতকাল ঐ হাড়ি হইতে নির্গত গঙ্গে অরণ্য
আমোদিত হইয়া উঠিল। শাহমাযুদ্ধ গুপ্তভাবে দাওকি। এই অনাবাদিত
পূর্ব সৌরভ প্রাপ্ত হইলেন। শাহমাযুদ্ধ আর লুকায়া রহিলেন না। ভক্তি-
ভরে সেই ছয়শতী মহাপুরুষের পায়ে লুটায়া পড়িলেন। সেই মহাপুরুষই
এভাবে নারকিন দরবেশ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। নারকিন শাহ
মাযুদকে দেখিয়া অপমান হইলেন। তিনি তাহাকে তিনটি পদান্ত করিবা-
মাত্র শাহ মাযুদ পরায়ণ করিলেন। দরবেশ ডাকিয়া কহিলেন—"তিনপুরুষ
পর্যন্ত তোর অতুল ঐখানে থাকিবে।"
শাহমাযুদের অক্সিক ফিলিগ, তিনি বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া উঠিলেন। তাহার বৃহৎ নৌবহর বহির্ভূত দেশে বাণিজ্যবাদ্যার পরিচার করিল। ফ্রান্সের সাহিববলিয়াছেন—"স্নানর বনে শাহমাযুদের এক একাড় লবণের গোলাব্য ছিল। ব্রিটিশ সরকার ঐ গোলার মালীকের অধিকার করিয়া বিফল হইয়াছেন। ক্যাসাডে পড়িবার ব্যয়ে, কেহ শাহমাযুদের ওয়ারিশ বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিল না।" এবং আছে, শাহ মাযুদের লোক একাড় নৌকার সাহিবদিগকে খাওয়াইতে চাহেন। এক বিধবা মাতা তাহার খাওয়ার জারিয়া করিয়া দেওয়া হয়। তাহার মীরত কঠোর অমোলনিতে ৫ মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শাহমাযুদের মৃত্যুর পরও নাকি বহির্ভূত তাহার বাণিজ্য লাভ অচলা ছিল। তাহার পুত্র আমিরজনের শেষ অবধি শাহ মাযুদের প্রধান বাণিজ্যশাস্ত্রী চর্চাপুরের শাখা শঙ্কনামীর হাটে বুড়িয়া যায়। তাহার সুরক্ষা মালী নাকি বহির্ভূত পর্যন্ত দলের নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত পরিচিত হইয়া শাহ মাযুদের বাণিজ্যীয় ঘটন করিত। যাহারা ঐ মালী দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেহ কেহ অচ্ছন্ন জীবিত আছেন। প্রধান তরী সমস্ত পর হইতেই বাণিজ্য লাভের চাঙ্গার হইয়া উঠে। দল হইতে পুনঃপুনঃ লুকিত হইয়া। শাহ মাযুদের বিপুল ভর্ষ্য নিষেধিত হয়। মসজিদটি এখনও তাহার নাম রহ্য। করিতেছে বাটে কিন্তু কালের পূর্বে নিপীড়ন কোন মুন্ডতে তাহার লয় পাইয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই; তাই আমিরা সম্বন্ধে তাহার প্রতিকূল রাধিবার চেষ্টা করিলাম। বহ অনুসন্ধানেরও মসজিদ গাঢ়ে কোন লিপি পাওয়া গেল না।

শ্রীপূর্বচন্দ্র তেজারাচ্যু।
রামায়ণী যুগের রাজনীতি।

প্রাচীন ভারতের রাজ্য শাসন-নীতি কিছু আদর্শে পরিচালিত হইত, রাজ্যের অবয়বাদের তাহার বিভূত আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। রাম চিত্রকূট আশ্রমে ভর্তকে এমনই কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন; প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কঠোর উল্লেখ প্রচলিত হইয়াছিল, ইহার আলোচনায়—তাহা সম্প্রতি প্রণীত হইবে।

কিংবদন্তি লোককে মন্ত্র নিয়ূক্ত করিতে হইবে; কি কাজা অপেক্ষা সম্পাদন করিতে হইবে, কি কাজা অপেক্ষা সম্পাদন করিতে হইবে। কোন কথা গোপন রাখিতে হইবে, তথা তৎসম্বন্ধে রাম ভর্তকে যেমন করিতেছেন—“বৎস তুমি ধীর, শাল্ক, জিতেন্দ্রিয়, কুলীন, ইঙ্গিতসহ ও আশ্রম লোকদিগকে মন্ত্রে নিযুক্ত করিয়াছ ত শ্রীবর্ধ ভিষার, নীতি পরায়ণ অমাত্যের যথেষ্ট মন্ত্র। সংগোপনে রক্ষিত হইয়াই রাজাদিগের বিজয়কর কারণ। তুমি একাকী কিংবা বহুলোকের সহিত ত মন্ত্র কর না? যত্নের বিষয় ত গোপন থাকে? যাহা অনাধীন শাস্ত্র অবচ বহুলোকের, এই রূপ কার্যের অমূল্য ত সর্বাঙ্গে করিয়া থাকে যাহা সামগ্রী রাজ্য ত তোমার আনুষ্ঠানিক কাজা সকল অবগত হইয়া থাকেন? যাহা এখনও করা হয় না, ঐ কাজা ত তাহাদের নিকট অপ্রকাশ রহিয়াছে? মন্ত্রের সহিত মন্ত্র। কোন তুমি যে কাজা গোপন রাখ তাহাত কৃতকর থাকা কেহ জানিতে পারে না?

সহশ্র যুর্থের উপরে করিয়া একটি পত্তিকের যুদ্ধ বৃহৎ বিচ্ছি হইলে বিজয় হারাই ত সাধন হইয়া থাকে। সহশ্র যুর্থ যারা পরিবর্ত থাকিলে কোন ইচ্ছা হইত না। একজন বিদ্যুত অমাত্যই রাজ্যের বহ পরিমাণে শীতোষ্ণতা করিতে পারে।”

রাম কর্মচারীগণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে ভর্তকে বলিয়াছেন—

“বৎস, হতেগনের ( কর্মচারী ) ব হ মর্যাদার রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ব হ কাজা রাখিয়াছ ত? বহ সকল অমাত্য-পূর্বানুক্রমে অমাত্য কাজা করিয়া। আসিতেছেন এবং উচ্চতর, উৎকোচারাই নহেন, তাহাদিগের হয়ে প্রধান প্রধান কার্য্যের রক্ষা করিয়াছ ত? এজন্য পূঠ কঠিন শাসনে নিপীড়িত হইয়া তাহার অবধারন করে না?

“বৎস, সামাজিক ( সাম—দান—কেহ—সেই ) এন্যের-কুশল-রাজনীতিতে,
ব্যক্তিগত ব্যক্তি ব্যর্থ হয়। আমি না করি, সে রাজ কর্তব্য। ঐ সকল বাক্য কর্তব্য বিনষ্ট হইয়া থাকে—তুমি ত তাহা অবগত আছে? যদি মহাশীব, ধীর, স্বাধীন ও অস্ত্রগত—তুমি এইরূপ লোককে ত সনাপতি করিয়াছ? যাহারা বলবান, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ও লোক-পূর্ণ তাহারুগে ত সমান করিয়া থাকে।”

সবকালে সর্বদেশে আত্ম-বল ও সেনা বল রাজার অতিপার্শ্ববর্তী বল।

"প্রাণন প্রধান আত্মি। তোমার প্রতি অপরুপ আছেন ত? তাহার তোমার কথা প্রাণধি করিতে প্রস্থত কি? যাহারা জনপদ বাসী, বিপ্লবুদ্ধি ও অন্যুক, প্রতুলপন্থী ও উচিদিক। এইরূপ লোককে দৌভা কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছ ত?

"ভরত, বিশ্বকর্মা যথা ব্যক্তি—যথা (২) মহাত্মা, (২) পুরোহিত (৩) যুবরাজ (৪) সনাপতি (৫) দৌবার্কা (৬) অত্যন্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ (৭) কারাকান্ত (৮) ধনাধিক (৯) রাজার প্রকাশ (১০) রাজার বিজ্ঞান (১১) মগর ধারিক (১২) ব্যবহার নির্ণয় (১৩) ব্যবহার সভার সংস্থা (১৪) অবসর বেতনরায়ী (Pensioner) (১৫) নগরাধিকার (১৬) আচারিক (১৭) সীমান্তরক্ষক (১৮) দূররক্ষা এবং বিশ্বকর্মা (থানা নিজস্ব বাসিন্দা পক্ষে দেশন জনের আচরণ অবগত হওয়ার জন্য, প্রত্যক্ষ ধ্রুব নিষ্কম করিয়া। উৎপত্তি রাখিয়াছ ত? যে শক্ত একবার চুংক হইয়াও পূর্ণ আশ্রয় আমি হইয়াছি এইরূপ লোক দূরত্ব হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিও না।"

ক্ষেত্রকর্তা ও খাল খনন (Irrigation) দ্বারা তুমি আজ করিবার সমক্ষেও রাজাদের তখন অনন্যোদেশ ছিল না। যাহারা Irrigation-কে আধুনিক প্রথা বলিয়া ধন করিয়া, তাহারা রাজের উক্তি লক্ষ্য করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন; রাম বলিতেছেন—"ভরত, পূর্ণপুরুষের শাসিত রাজ্যের মূল নীম। পূর্ণ দেশ কর্ষিত হইতেছে ত? দেশ সম্পূর্ণ পূর্ণ আছে ত?"
সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

কর্ণগণ বৃত্তর জলের উপর নির্ভর করিয়া নাই ত? রাজ্য ত উপরে শুষ্ক? কর্ণ ও পশু পালন্তে ত তোমার রূপ। হইতে বক্তি নহে? তীহার। ত ম খাদ্যবিশার কর্মধ্যে পালন করিতেছে? তুমিও তাহাদিগের ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে ধর্মরীতি প্রতিপালন করিতেছে ত? তোমার অধিকারের লোকের খাদ্যবিশার রক্ষাকরাই তোমার কর্ষেব।”

প্রচীন ভারতে রাজনীতি কেন্দ্রে ব্রহ্মকের অধিকার ছিল না। ভারতের রাজপতি সকলেই বুকল ও রঞ্জীর। এ সময়ে রাম ভারতে বলিয়াছেন—“ব্রহ্মকের তোমার তথে সাধারণে আছে ত? ব্রহ্মকের প্রতি তুমি যথাচিত সমার প্রদর্শন করিতেছে ত? ভারত, ব্রহ্মকে সমার করিয়া, কিন্তু বিশার করিয়া ব্রহ্মকের নিকট বং কথা একাধ করিও না।”

পূর্বকালে রাজ-রাজ্য রূপ পূর্ণ ভারতবাসীর নিকট অবিচিত ছিল। দেশের নিকট রাজ্য যুক্তভাবে আসা দেশ করিয়া নিজেই সাধারণের অভাব অবিচিত ধৃত। রাম তাই ভারতে বলিয়াছেন—“তুমি রাজ বেশ পরিধান করিয়া নতুন মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাক ত?” এরূপ দিন পূর্বকালে প্রাতঃকাল করিয়া রাজপতে পরিবর্তন কর ত? কৃত্রিমা নিকটে তোমার নিকটে ব্যপার করিয়া, না তোমার একাধ করুকে না।

“বৎস, নির্ভরে দর্শন ও ভয় অনুর্ভব এতদ্বেষের মধ্যে রীতি স্থান।

এ রীতি অবিচরের উৎকৃষ্ট পথ।

“হর্ষ সকল ধন-ধান্তে, জালন্ত, অগ্নিধর্ম এবং শীর্ষ ও যোদ্ধাগণে পূর্ণ আছে না?”

এইরূপ আর বায়নের কথা। রাম বহির হইলে—

“বৎস, তোমার ব্যাপক আসার বেশী নহে কি? অপারতো। অর্থ বিতরণ না? দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে, অত্যাগত দ্রাক্ষণের পরিধানের, যোদ্ধাগণের প্রতি ও মিহিঙ্গের প্রতি ত তুমি মুক্ত হন?”

বিচার ও বিচারক সম্বন্ধে রাম বলিয়াছেন—“খর্ত্তনাত্রবিং বিচারক দ্বারা দেশ সম্প্রাণ না করিয়া ত তুমি কোন নির্দেশকে অর্থের প্রাণের শালিল প্রদান কর না? আন্তের অপহর প্রবাহসহ দ্রব্যক করিয়া ত ধনলোকে মুক্তি প্রদান কর না? ধর্ম বা দর্শনের বিচার কাছে তোমার অমাত্যের। ত নিরপেক্ষ বিচার করিয়া থাকে। বিচারপ্রার্থীর যথা বিচার না পায়, অথবা নির্দেশ অবিচারে বা বিন্দু বিচারে কষ্টতে করে, তবে তাহাদিগের নেতা}
হইতে যে অংশ বিন্দু নিপিত হয়, তাহ। সেই অধার্থিক, বোহো-বিলাপী
রাজার পুল ও রাজ্যের পাদ সকলকে বিনষ্ট করে।

“বৎস, তুমি বালক, রূপ, নয়ন ও প্রশ্ন প্রশ্ন লোকালিকে ত বাক্য
ব্যবহার ও অর্থে সিদ্ধীষ্ঠ রাখিয়াছ। গুরু, রূপ, তণ্ডুলী, দেবতা, অতিথি,
চেতনা ও সিদ্ধ রাষ্ট্রকে ত নষ্ঠার করে। তুমি ধর্মীয়। অর্থকে ও অর্থসার।
ধর্মকে এবং কামারা এতদূরে যেতে নিপিত কর না। যথাকালে ত
ধর্ম, অর্থ ও কামের সমস্তকে সেবা করিয়া ধাক। বিভাগু প্রাক্ষে। পৌর
ও জনপদবালীদিগের সহিত তোমার ভূতাকাঙ্ক্ষ। করিয়া ধাকন ত?

রায় রাজকন্দোল উর্ধে করিয়া। বলিতেছেন,“তুমি—নাঃকিতত, নিধ্বংসকান, অননরধান, ক্রোধ, দীর্ঘদৃষ্টি, অতিরিক্ত, অসাধুসাধু, অলঁক, ইত্যাদি
সেবা, রাজ্যের প্রশ্নজীবন বিষয়ে একাকী চিন্তা, অনর্থকালীনের সহিত পরামর্শ,
কর্মবৃত্তান্তে নির্দেশ কার্যের অনারস, মর্যাদা, প্রতি কার্যের অনারস,
এবং সমস্ত শক্ত সহিত এককালে বলবক্তা। এই যে চুরুঢ়ে রাজকন্দোল তাহ। অর্থে আছ ত এবং তাহ পরিহার করিছ ত? নাঃকিতে রাজকন্দের
সহিত ত তোমার সংশ্রব নাই। এই সকল পুত্তরানী বালকুলী ব্যক্তির
ধর্মপূর্ণ বিদ্যমান ধায়। সেহেতো কেবল রুগ্র জগতা। অর্থ উত্পাদন করিয়া
ধায়৷”

অতঃপর রাজার অর্থসম্পদ কর্মস্বরূপ সময়ে রায় বলিতেছেন,“বৎস, ধর্ম, অর্থ, কাম এই তিব্বকঃ সাম, দান, ভেদ, দন্ত এই চুরুঢ়ে; জল হুৰ্গ, গরি-হুৰ্গ; মেঙ্গু হুৰ্গ, শস্ত্র শুষ্ম প্রবল ঐতিহ্য ছুৰ্গ এবং ঐতিহ্যকে অগম্য
ধামন ছুৰ্গ এই পঞ্চ হুৰ্গ বা পঞ্চ বর্ণের ফলকল্প জানিতে পারিয়াছ ত?

“বামী, অমাত্রা, রাজ্য, হুৰ্গ, ক্রোধ, বল ও স্মৃতি এই সপ্র বর্ণের ( বা
সম্পাক রাজ্যের ) এবং কুমার, বাণিজ্য, হুৰ্গ, সেহেতো, কৃষ্ণ-বন্ধ, ধনী, আতার, কর্মনাম ও সৈন্যনিবেশ এই অষ্টবর্ণে ফল রুক্তিতে পারিয়াছ কি?

“তুমি দশবর্ণের—( যুগ্য, অক্ষোদেশ, দিব-নিষ্ঠ, পরিবার, জ্যো-স্বা, মেহদী, নৃত্য-গীত-বাচ্চ, হুৰ্গ। যেমন এই দশবর্ণের কামজন্দোল দশবর্ণ ) ফল
অর্থে আছ ত? তৃণী, বাংী ও দূরদুরতি এই রোধিতে তোমার অবতার
আছে তো?

* কোনোকেত জীবন্ত, জীবন্ত, বোধ, ইত্যাদি, অন্তত, সাধু দণ্ড, বাসুদেব ও নিশ্চিন্তাকে
কোনাকেত এই অষ্টবর্ণ।
২৬৮

সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

"বৎস, ভুমি তো হিতার বিদ্যুতি নও? বলা সময়ে জাগ্রত হইয়া রাজ্যের শেষে অর্থাগমের উপায় সকল ত চিহ্ন কর?

"ইশ্রুয় জয় এবং সন্ত্য, বিগ্রহ, যান, আসন, সৈন্তি ও শত্রুর এই ষড়গুণ সকলের বিদ্যুতি তোমার দৃষ্টি আছে কি?" দেব (১) ও মানুষ (২) বাসন, রাজ্য, (৩) বিশ্বত্বর্গ, (৪) প্রকৃতি বর্ণ, (৫) অর্থ, মিত্র প্রচুরতা ক্ষািক মণ্ডল, পক্ষ বিচ রণ যাত্রা, দুর্গাধিন যোগি-সন্ন্যাস ও বিগ্রহ এই সমুদ্রের ভূমি
তোমার দৃষ্টি আছে ত? ভুমি বিদ্যুতি কর্ণের ত অনুষ্ঠান করিয়াছেন? এবং কিয়া কলাপের ফল ত উপলব্ধি হইতেছে? শাস্ত প্রাসা তো গিঁতি হয় নাই?

"আমি যে একাঃ বলিনশ, ভুমি এইরূপ বুদ্ধির অগ্রণী হইয়া চলিতেছ
ত? এই নীতি আমাদের এবং ধর্ম, অর্থ ও কামের পরিবর্ধন।"

রাম করিতে এই নীতি প্রাচীন ভারতীয় রাজ্য-নীতির মূলমন্ত্র। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের কোন কোন নীতি ভিন্ন এইরূপ উচ্চ রাজনীতির
চর্চা এপ্রকার কোন সত্য জ্ঞাতি করিতে পারে নাই। এই নীতি পরবর্তী
কালে ব্যাপক পূর্বতন "সমাজতত্ত্ব" এবং চারিতাত পূর্বাঃ পূর্বাৎ অর্থাৎ পূর্বাঃ পূর্বাঃ করিয়াছিল। বর্তমানে পৃথিবীর যে কোন নীতির পক্ষে এই নীতি মনুষ্য
সমাজের গৃহীত হইতে পারে।

(১) দেব বাসন—অর্থ, জল, ব্যাপি, হরিিক ও বলাক। (২) মানুষ বাসন—রাজ্য কর্ষ্টি
চাহার, তািক, শাসন, রাজ্য, ও রাজনীতির এই পক্ষ ব্যাপ্তি হইতে উৎপত্তি হয় মানুষ ভয়।

(৩) পশ্চা পক্ষের অল্প বেশ্বর কর্ষ্টি চাহার, মানী হইয়া অধিনীত, কুচ্ছ ও ভীতকে
হইতে কেতে পরিবর্তী রাজ্য।

(৪) বালক, বুদ্ধিমান, ভূলাবিদ্যুত, তীর্থ, তীর্থ জনক, লুক লুক জনক, বিজ্ঞান
প্রকৃতি, বিচার, অভ্যাস, বহিঃপ্রকাশ নিম্নলোক, দেব-ব্যাপি নিম্নলোক, দেবতারক, হরিিক
বাসন, বলবাণী, আধিপত্য, সম্পত্তি, যুদ্ধ প্রায় ও অসন। পূর্বতন এই বিশ্বাস যুগের সহিত
কর্ষ্টি সংগ্রহে করিয়াছেন।

(৫) প্রকৃতি বর্গ—সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, চর্চা, কোয় ও দুই এই পক্ষ প্রকৃতি।
সাহিত্য সেবক

অক্ষুন্ন চন্দ্র সেন।

চাঁদা জোলার অস্তার্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার বায়রা গ্রামের বৈষ্ঠ বংশে ১৮৪৭ খ্রিঃ অন্দে অক্ষুন্ন বাবু জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম বাঘচন্দ্র সেন। ১৮৬৮ খ্রিঃ অন্দে তিনি চাঁদা স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রিঃ অন্দে তিনি একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে সেনের কলিয়া শিক্ষাবিদ্যায়িত কর্মীর কার্যক্রমে (Education clerk) নিযুক্ত হন এবং দেশে স্কুল সর্বোচ্চ প্রশিক্ষক ও অধ্যাপক পদাধিকার পায় এফিসিক্যাল ইন্সপেক্টরের কার্যক্রমে উপাচার্য হয়ে। ১৯০৬ সনে পেশন গ্রহণ করার আগে সেনের স্থায়ী ভবন ছিল।

শিক্ষাবিদ্যা প্রস্তাবের কর্মী অক্ষুন্ন বাবুর `কবিতা কল্প', `শিক্ষা-সোধান', `নীতি কবিতামালা' প্রচ্ছদ করে বায়া স্কুল পাঠা পুনর্বর্তী রচনা করেন। ১৮৮৮ সনে 'জলভাগলি' নামক কবিতা এক পাখা সামাজিক উপলক্ষ্য প্রচারিত হয় । ঐ সাক্ষাৎ বিশ্বাসের সমিতি 'জলভাগলি' উল্লেখ দেওয়া অক্ষুন্ন বাবু সাহিত্যী-লোকনায় উত্সাহিত হন। ১৮৯২ সনে (১২৯৮) তিনি 'ছেলে খেলা' নামে বালক বালিকাদের জন্য এক খানা নীতি গ্রহণ রচনা করেন। ১৩০১ সনে ত্রিহর ক্ষেত্র কবিতা গ্রহ `কীর্তির' প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে-১৮৯২ সনে বঙ্গল লাইব্রেরীর সমাবেশ ত্রিহর সাহিত্যিক গোপাল সাহায্য করেন। এই সময়ে অক্ষুন্ন বাবুর সহিত বিচার উপস্থাপনা করেন। ১২৯৮ সনে তিনি বলেন—"এটি বড়ই আশংশীয় বিষয় যে, পূর্ববর্তী অক্ষুন্ন বাবুর কবিতা গ্রহণ করেন এবং অক্ষুন্ন বাবুর সহিত আলাপ করা বলে তালি বাঙ্গালা গ্রহে লেখন নাই। অনুসন্ধান করিয়া কোরেল নামে পাদপুর নামক এক খানা পুনর্বাচন পাওয়া যায়।" সাহিত্যিক মহাশয়ের এই অনুমোদনে অক্ষুন্ন বাবু পূর্ববর্তী অক্ষুন্ন সাহিত্যিক লোকনায় নীতি গ্রহণ এবং পূর্বের পাখা বালক নীতি হিতে জন্য এর সংগঠন করিয়া তাহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। তাহার পূর্বে আর কোন ব্যক্তিও
পুরুষ-বদনের এই গৌরব উদ্দেশ্যে সন্তোষ হয় নাই। ঈহাসিক উপদেশ এবং প্রদত্ত পথে কার্য করিয়া শ্রদ্ধে শ্রীমুন্ত দীপনেশচরণের সেন বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য রচনা করিয়াছেন।

অক্তর বাবু এনিয়টিক সোসাইটিতে সংগৃহীত পুরুষ গুলি গ্রন্থ করিলে ৮ জনকীমাত্র ওষ্ঠ মহাশয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাহার সংগৃহীত অন্তঃপুরা পাইবার জন্ত তাহাকে অনুরোধ করেন। ৮ কালী প্রসন্ন ধোপ মহাশয় এই কথা জানিয়া ভদ্রানির্মুত স্থল ইন্দুমোহন দীননাথ সেন মহাশয় বাঁচা অনুরোধ করাইয়া পরবর্তী সাহিত্য সমালোচনার নতুন দ্বারা প্রকাশিত করিবেন বলিয়া—তাহার নিকট হইতে তাহার সংগৃহীত করেক ধানা প্রচীন পুরুষ লইয়া যান।

এই পুরুষ গুলি সমস্তে অক্তর বাবু আমাকে ১৯০৮ সনের ৭ই ডিসেম্বর খে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—“কথা থাকে যে গ্রন্থের পুষ্টকের ভূমিকা, রায় বাহাদুর স্বামী লিখিয়া বাহির করিবেন। 'নৈশব' চাপা-শেষ হয়, ‘মায়াতিনির চক্রকলা’ শেষ হয়, সঙ্গী মহাতারত ও গ্রন্থ শেষ হয়, তবু রায় বাহাদুর অনবসর অগুজ ভূমিকা লিখিয়ে পারেন না; অনেক পীড়া পীড়ির পর “নৈশব” উচ্চ শ্রেষ্ঠ ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। ‘মায়াতিনির চক্রকলা’ ছাপা হয়, ভূমিকা। অভাবে প্রকাশিত হয় না; মহাতারতের কতগুলি ফর্ম। গ্রন্থ হইতে ‘খেলা’ যায়।

এই সময় রায় বাহাদুর ভাইয়ার সংশ্লনে পরিষ্কার করিয়া, প্রচার কার্য ও শেষ হইয়া যায়। তিন ধানি পুষ্টক ছাপা হইয়াও প্রকাশিত হয় না। লাতনের মধ্যে গো বর্ধ হয়, দুই তিন ধানি হইত লিখিত প্রচীন ও প্রাচীনপ্রত্য পুষ্টক আর পাওয়া যায় না। তাহার মধ্যে অমূল্য রক্ষ সংগৃহীত মহাতারত, ঈহাসিক আমার জন্যে অসহায়ত লাগে, আমি নৈশবে অভিকৃত হই। সাহিত্য ক্ষেত্রে হইতে বিদ্যায় প্রবেশ করি।”

অক্তর বাবু বঙ্গ বদনে পুনরায় সাহিত্য চর্চা মনোযোগ দিয়াছেন। বিগত ময়মনসিংহ সাহিত্য প্রিয়সম্মেলনের পূর্বে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—“অবার কেন সত্যবর্তী বাবু ( ঢাকা বিভিন্ন সমাপদক) ও আমানি আমাকে চান্নিয়া নিতেছেন তাহা জানি না।”

বাই দিককে, এখন তিনি পুনরায় প্রচীন বাঙ্গা সাহিত্যের সমক্ষে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।
শ্রী অধ্যাপক মহন্তের অনুক্রম।

১৮৬৬ সালে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে বৈষ্ণব বংশে অন্ধ বাবু জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম বর্গিয়া তারতম্য মহন্তের। অন্ধ বাবু ১৮৮৪ সালে সকলের আকৃশ স্ত্রীর জ্ঞান হইতে এস্টেট পুস্তক করিয়া পনর টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ সালে প্রিন্সিপাল কলেজ হইতে বি. কোর্স বি. এ. অনার (প্রথম বিভাগ) ও ১৮৮৮ সালে ইংরেজীতে (দ্বিতীয় বিভাগ) এম. এ. পাস করেন। ১৮৮৯ সালে বি. এল. পাস করিয়া একবৎসর বিশার মাসনালের কলেজে প্রিন্সিপালের কার্য করেন। তৎপর হইতে মহম্মদিন ওকালতি করিতেন।

১৮৮৬ খ্রিস্তাব্দে ইহার সংগ্রামকে “সাহিত্য শ্রেষ্ঠালী” নামে তিনি বাবা শ্রেষ্ঠ প্রকাশিত হয়। ইনি “চারুবিহারীর” এটার হইতে লপট বৎসর কাল উহার পরিচর্যা করেন। ১৯০৫ সালে তাহার সমাহরণকে মহম্মদিন হইতে এলার সম্পদ সাংস্কৃতিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

অন্ধ বাবুর সাহিত্যের সম্পদের সাংস্কৃতিক সমাহরণ ছিল। তাহার নেতৃত্বে মহম্মদিন প্রদর্শনী সম্পাদনা ও সাহিত্য সমিতি উপলক্ষে সাহিত্য ও শিক্ষা প্রস্তুতী হইয়াছিল। তিনি মহম্মদিনের অনেকগুলি শিক্ষাকৃতির সহিত সংস্থা আংগেন।

অন্ধ বাবু তাহার সৌক্রষ্ট বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবীর গবেষণার জন্য ও প্রস্তুতি লাভ করিতেন। সাংস্কৃতিক পরিচালনা অবিচারের জন্য তারতম্যী গবেষণার জন্য তাহার 'পেটেন্ট' আছে। Stearate of Metals ও কুটিল লাজুক গবেষণা চায় নিধি। মোটামুটি আলোচনার জন্য তিনি এসার্যের মোটামুটি ইনির পূর্বের” প্রাপ্তি হইয়াছে।

শ্রী অন্ধের সম্পদের নেতৃত্ব।

অন্ধ বাবুর পূর্বপুরুষ করিদাল জেলার অন্তর্গত করিদাল গ্রামে বাস করিতেন। নৌকার মৌসুমে তাহার পূর্বপুরুষের সেই পেটেন্ট সাংস্কৃতিক পরিচালনা করিয়া নাই। জেলার কুমারখণ্ড নামক স্থানে কাউয়ার বাস করিতে থাকেন; সেই হইতেই তাহারা পশ্চিম বঙ্গবাসী। তাহার পিতার নাম ধর্মানাথ মেহরা মাতার নাম সৌদামিনী দেবী।

অন্ধ কুমার সুরক্ষায় ১৮৪১ সালের ১লা মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার অভিযোগের পর তাহাকে মৃত বলিয়া পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু একটি বিলাতী ধারার
২৭২: সৌরভ। [১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা]

রূপায় তিনি পুনঃ জীবন লাভ করেন। তাহার পিতা মধুরানন্দ রাজসাহী গবর্ণমেন্টের কর্পচারী ছিলেন; তাই, অক্ষয় কুমারও তথ্য নীত হইলেন। ১৮০১ সনে বোম্বাইয়া গবর্ণমেন্ট কৃতার্থ তাহার ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮০৪ সনে হইতে তিনি সংখ্য শিক্ষা করিয়ের আরম্ভ হয়। ১৮৬৮ সনে অক্ষয় বাবু প্রেক্ষিত পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগের সর্ব প্রথম হান্ন অধিকার করিয়া ১৫৯ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তবে বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৫ সনে হইতে রাজসাহীতে ওকালতি করিতেন।

"বিষয় বলা" এর লেখা কান্তাল হরিনাথ অক্ষয় বাবুর সাহিত্য গুড়। এখন প্রথম অক্ষয় বাবু হিন্দুরচিতা ও প্রেরণাত্মক লিখিতেন। এই সময় তাহার “সময়সংহ” এত বাহির হয়। ইহার পরে অক্ষয় বাবু নানা মাসিক পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন। সাধনা, সাহিত্য, ভারতী প্রত্যিতে তাহার সিদ্ধান্ত-উদ্দেশী, সীতারাম, বৈরাকিশোর, রাধী তথাপি প্রকৃতি ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি প্রথম বাহির হয়। অতঃপর সেগুলি পুনঃকরণে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১১ সনে কবির রবীন্দ্র নাথের সাহায্যে তিনি ঐতিহাসিকচিত্র নামে একখানা চৈতন্যর সুচিত পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকা তিন সংখ্যা মাত্র বাহির হইয়াছিল। অক্ষয় বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক।

নবজীবন সময়ের নানা মাসিক পত্রে তাহার ঐতিহাসিক ও নব্য বাহির হইতেছে। তিনি রাজসাহীর বলছেন অস্ফলতার সমিতির এক জন প্রধান সভ্য। তাহার নেতৃত্বে “গোর রাজসাহী” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের সম্পদ রূপ হইতেছে।

অভিমানী।

ভয় বক্ষঙ্গা তার, যাত্নার তারে, অথবা ছুটি অঞ্জন পশ্চাৎ;—
তবে সে যে কারে। কাছে জানাইতে নারে, অভিমান এখন প্রবল।
কেউ যদি বেচে তারে, সুধায় কুশল,
নীরবে অঞ্জন রশিয়া চালে সে কেবল।
শ্রীনারায়ণকুমার ঘোষ।
সৌরভ –

জন্ম দিনের উপহার।
সৌরভ

১ম বর্ষ। ময়মনসিংহ, আয়াত, ১৩২০ সাল। ৯ম সংখ্যা।

টেনিসনের তুলিকায় রমণীর কার্য্য ক্ষেত্র।

বিলাতে সাফল্যের মুখ্য অধিকার লক্ষ্য করিয়া ভারতের সামাজিক শাস্তি রক্ষণ অভিযোগ দিবার সংগঠন হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপীয় যে ভর্ত্তি উঠিয়াছে প্রোচনা তাহার প্রতিষ্ঠান হইতেছে। এই কুলকরণ-প্রিয়তার পানে নানা কারণে এদেশে বহু আবর্জনা সংঘটিত হইতেছে। রমণীর কার্য্যক্ষেত্র কি, ইহা স্পষ্টরূপে একটি না করিলে পত্তিকায় ভারতবর্ষের 

খুব সংসার অপরিচিত পৃথ্বী হইবার বিশেষ সম্পর্ক।

ইংল্যান্ডের জীবনীত রাজনৈতিক অধিকার সংস্থার পালিয়ামেন্টে সহযোগ এখনও একমণ্ডল হইতে পারেন নাই। সভায় উপস্থিত বিদেশের পক্ষে এক দিকে ২১৯ জন এবং অপর দিকে ২৬৬ জন। আর ৪৮ জন সভায় মহিলাদিগের হস্তগত করিবার দিন বহু দূরবর্তী নহে। মত-সাধারণে এরূপ স্বষ্টর বিদেশের সংস্থাসংঘটন কিনা ভাবিবার বিষয়। প্রধান মন্ত্রী মিঃ এন্ডারউইথ, ইংল্যান্ডের রমণী-সমাজ এরূপ বিদেশ চাহেন কিনা তা বিষয়ে সন্দেহ করিয়াছেন।

আমরা রাজনীতির অংশীদার হইলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না। রমণীর কার্য্য ক্ষেত্র সম্প্রতি ভারতের এবং ইংল্যান্ডের প্রাণের কথা কি, আমরা সংস্কারে তাহার অংশীদার করিব। বৈশাখের সৌরভে আয়াতের একজন বালক "নব পত্নিকায়" নবনারীর প্রতি বিদেশে নারীর কার্য্যক্ষেত্রের পরামর্শে এক মানচিত্র অক্ষর করিয়াছেন। কিন্তু তিনি একত্রে তাহা কোন পথ নিদেশ করেন নাই। বৃক্ষচতুর্দশ 'নবীনা ও প্রাচীন' এবং "তিন রকম" বহু কথা বুঝাইয়া গিয়াছেন। আদর্শ 

মাতা হইবার অংশ ভারী হুইত। খুল, কলেঞ্জ, সভা সমিতি এবং গৃহ পরবর্তীর শিক্ষা এই দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া চলিলে নারী-সমাজেই 

বহু বিপদের আশঙ্কা আছে। ভূতলতর্কের চিরদিনই এই লক্ষ্য।
রাম সীতা উপবিষ্ট। অতঃপর মূনি উপবিষ্ট। মূনি গর্ভবতী সীতাকে আশীর্বাদ করিলেন “কেবলম্‌ বীরগ্রন্থো ভুষ্যঃ।” কালিদাস উমাকে তাহার শেষব হইতে যেহেন, যোবন হইতে পতি-লাভে তপস্যায় এবং তত্ত্বঃ পরিণের কুমারসম্বরের দিকেই লইয়া গিয়াছেন। কবি বিধাতার মৃদু উমাপরিণ কারে এই আশীর্বাদ অনিত করিয়াছেন——“কলযাণি! বীরগ্রন্থো ভবেত।” কেবল কবির কথা নহে, ভারতীয় সংহিতাকরগণও এই উদ্দেশ্যই বিবিধতা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের মূল বিধান ইহার পরিপূর্ণ নহে। কবি টেনিসন তৃতীয় “গ্রিন্সেস” কবিতায় রমণীর কার্যক্ষেত্র সমক্ষে একটা কুঠার মৃদু বলিতেছেন——

“Come down, O maid, from yonder mountain height :
What pleasure lives in height (the shepered sang)
In height and cold, the splendour of the hills ?
And come, for Love is of the valley, come thou down
And find him ; thousand wreathes of dangling waters smoke
That like a broken purpose waste in air.
So waste not thou ; but come ; for all the vales
Await thee ; azure pillars of the hearth
Arise to thee ; the childern call and I

টেনিসনের কথক নারীকে পর্যন্তের উচ্চপুরুষ হইতে নিয়ম উপত্যকার গৃহস্থালিত এবং সহায় সত্ত্বরিত মধ্যে নাবিকীর জন্য অন্ধকার করিয়েছেন।
মূলতঃ তত্ত্বাত্মতি, কালিদাস এবং কবি টেনিসন একমত। পুরুষ পর্যন্ত; নারী
নদী। পর্যন্ত উচ্চ, নারী নিয়ম। ‘উচ্চ’ এবং ‘নিয়ম’ এতদৃশস্বরূপ মহিমায়
কোন এভেদ নাই। জন্ম এবং উভয়েরই তুলা মূল বর্ণ ভক্তির
মহিমাই অধিক। নদী অকুল, অগাল রঙ্কারকে লয় আপন হর—সাগর কত
গভীর। উপায় ধরিল সাগরের গভীরতাই উচ্চ।। নারীর সেই মায়া
মহতার উচ্চতা কে পরিমাপ করিয়ে পারে। কার্যক্ষেত্র সমক্ষে পুরুষ এবং
রমণীর দৃষ্টির দৃষ্টি কি করণ আছে ? ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের নারী জাতি
সমক্ষে উভয়ের প্রাপ্ত উদ্দেশ্য সমুহে লইয়া অগ্রসর হইলে কোন দেশেই
সাগর পরবর্তী কোন রূপ অশাস্তির কারণ থাকে না এবং নারী জাতির
কার্যক্ষেত্রেও পাঠ রূপে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।
অতৃপ্ত আত্মার অনন্ত ধরনি।
(ভৌতিক কাঙ্গের মৌলিক কারণ।)

বালিশের মাঝা রাখিবার পর আমার একটু ঠাণ্ডার নতুন হইল, ঘুম হইল না। তোমার পালামীর প্রথম কলযামেই নে তাহা ভাবিয়া ঠিক। অতি মটি সত্য বিচিত্র ছিল। আমি এখানে দেখিয়া সেকেল বাহির হইয়া পড়িলাম। গত রাত্রিতে বিধায় পিয়ানো হইয়াছি। চুহ রাত্রি পরিণত আমাদের নিকট করিয়া লোক গুলি তখন গুমাইয়াছিল। পাকে অর্ধ লোক দেখিলাম না। অন্যান্য আমার উদযাগিন মূর্ত্তি দেখিলাম। রাস্তায়, বোধ করি এদের অনাবৃত অনেক পরে লোকের বসন্ত ছিল। বিচিরপাড়া নামে একটি পাড়া আছে। ঐ পাড়ার পশ্চিমাংশক হইতে আগত করলে দেখি তিনি চারি পুরুষ হইল মাঝে করিয়া থাকেন।

রাম পানি বোড়াইয়া রামনবিনার দিকে আসিয়াই দেবিলাম, যেই বুক কুল তুলিয়া ফিরিয়াছিলেন। তিনি আমার দিকে চাহিয়া দিবারাইলেন, বলিলেন “আমার সহায়তায় আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।” তাহার নাম উদযাগ মিশ্র, যোগ আত্মায়ণ সত্য পরিণত হইলেন। বুক হইলে বুড়িকায় এবং বলিল। মিশ্র ঠাকুর আমাকে ভাবিয়া রামনবিনার একবার বলিল, বলিলেন- একটা কুঁড়ী তালা কুঁড়ী আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখিয়া করিতে বলিলেন। যে যাহা কুঁড়ী হইলো অতি সুখ, সাদাস। একটা পালকের আসলালিত নাম রচনা পাঞ্জি ভালো করা যুক্ত। অনেকগুলি ফল ও ফল কুঁড়ীতে গুরুভাব আছে। একরাশির দেয়ালে চাল চন্দন মাঝে কাজের যুগল পদ চিন্তা আসিলে মাঝে অট্টা। এই সব দেখিতে দেখিতে, এর সময় মিশ্র ঠাকুর একটি লোকের মিষ্টি কুলিয়া একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন- ‘আপনার চারি ধরা সাদাস, কোটা তালা চুলকা তো সাদা, খাইলালো সাদা দেখিয়াছি।’ সাদা চুল এবং সাদা পাঞ্জি দেওয়া এই সব সাদা অতি উন্মত্ত মাঝায়াছে, আপনার নন্দিত সাদা হইতে বলিয়া আপনার এতে আমার কেমন একটা বিশাল হইতে পিয়ানো, তাই আপনাকে এই দীর্ঘ পাপ পড়িতে দিলাম। “পড়ুন, যা বলি গুড়ু”!

মিশ্র ধরণি রামনবির মিশ্রের উত্তর। উত্তরটি মিশ্রের স্বাক্ষর। রামনবির মিশ্রের অক্ষর শাস্ত সমাপ্ত আর সমাপ্ত বুঝিয়া স্বাক্ষর করিলে। এইরূপ আমার ঠাকুরের ভিতরে একটি একটি শাস্ত স্বাক্ষরের জন্য সাদাস। যে যাহা সূচিত করিয়া হইয়াছে সেই সাদাসের সমূহকে প্রতি বৎসর বিধায় দশম দিন কৃষ্ণর-ভোজন এবার। অথবা মিশ্র পানি পড়িয়া বলিয়া ‘এননি কি ভক্তাণী করিয়া বলুন’। তিনি উত্তর দিয়া স্বাক্ষরের মিশ্রের সাদাস একটি বড় হুমকির মুখের পর্যন্ত সরাইয়া দিলেন। যে যাহা পানিতে পানিতে পড়ালি-সুরভি উজ্জ্বল উদযাগ হইল একখানি বুকু একটি পল্লীকার
নৌযোগ। [ ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ]

তত্ত্বচিহ্ন: অহা কি চুক্ত! এতবা চিত—চাহিন শান্ত নীতি নিঃস্বলেখী ; কি অ! কুশ্চন্দে কোণের ছলে রুপের রাজন্য! কিবা অথবা!—পগদন বিকৃতারী অযুত্তা; কিংবা গৌরাব!—হেয়নেদের জুলকি অপুর্ব ব্লুম্য। কিংবা চিহ্ন: সরল পরিত্য নীর্মী পঁাচনা কলিকার কার সোনা গাছিতে। বুদ্ধি কচুত বন পঁচি কুলম বাম অন্য আচ্ছাদন কর্যয় বন ভাবে বাম দেহার্থে এলাইয়া পড়িয়াছে। শিশরের-মূলক হুমায়দার বাম বাণ কুল চুল্ল আসকে হয় হে বন্ধনে কোণে রক্ত ধরে। তিনত অনুপল পরিধেয়ে আচ্ছাদিত, চুক্তী চম্পক কলিকার ক্ষয়ে নোটা পাগিতে। রুদ্ধ কচুত বন্ধ আখার হইয়াও এই চিতের জুলকে মন কোন দৌড়ের প্রতি করে না। আমি এক্ষমে অগ্নিঘট নিখরাই দিখায় এই মুখার্মণি নির্ভর কবিতোছে; বৃদ্ধ সাধারণ হইতে ফুলগুলীর রুপান্তরই এই চিতের চারিদিকে সঞ্চালিত দিয়াছেন আমি তাহার দেখিতে নাই। পূজিতকে পূজা। চিতে হইতে চূড়া ফিএইয়া আমি বিস্তীর্ণ করিলাম “আপনি এখনও উইলের একটি মেন নাই”। তিনি বলিলেন “পর বলহি প্রথম” বাঁশলাস দেশে কুলনু বাস করাতে বুরুম ভাবা বাঙ্গালাই হইয়া পাগিতেছ। আমি তাহার ভাবায় সঙ্গে আমার ভাবা বিশায় সমস্ত সুবিধায় লিখিয়া দিলাম।

তিনি বলিলেন লিখিলেন “১৪০২ হত্তাখ্তে চারায় দখন সরফাই কী শান্ত করিত, তখন আমার পিতামহ এ রামসঃ মিশ্র আনাহার ওনা কোলা হইতে আমি এখন বাস স্থাপন করেন। ঐ সে মিশ্রের বাসিন্ধায় আলিলেন, ঐ পাড়ায় আমাদের আগে অনেক আছেন। আমার পিতামহের শ্রীরী বুধ বল ছিল। তিনি তাঁর নিকেরে নিক্ষ-রস্ত ছিলেন। তৎসম চারা অবাধী বিনাই পাকরার আজানার রহিয়ুলা নাকে পিতামহের নিকট পারিচত বীরাস করিতে হইত। আমার পিতার নাম রামরাধ মিশ্র। আমার এক তাই ছিলেন রামবজন বাগু। রামশরণ বাগু তাহার পুত্র—আমার আত্মপুত্র। বাঙ্গালায় আমি বাঙ্গালির সঙ্গে মিশির আমাদের উপাশিত নিশ্চিত হইতে বারুতে, বারু হইতে রুক্ত আমিসার পড়িতে। কেনার বারু আরাচ রাঙ্গাহারে দেখিতেছেন আমি আয় বাঙ্গালা হইয়া পিশিযার শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর নিকেরে নিক্ষের শিরন গত রূপে দেখিতেছেন। তাহার ভাব মূখক অধিক দেখা গাইত না। ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। দশ বৎসর হইল ভাবায় সন, ১ বৎসরের একটি মাত্র কায় রাঙ্গার পরলোক পুল করেন। রামশরণ এই কচুত কিছু নাতার ভাবে পাই বৎসর পলায় করিয়াছিলেন। নাম ছিল কুশমন। না মৃত্যুর পরিবর্তে দেখি এক কাঠা ছালে এ জীব হইয়া পাড়িয়াছিল দে তাহার কক্ষালীলাশীলা হাতে চূড়া সুনিিত না। আমি চূড়া হলিয়া রাগিতে বলিলে সে মোহার চূড়া হলিয়া ফেলিল। কাচার চূড়া ছিল। আমি বলিলাম ‘না এই চূড়া তোমার বড় বলে, উত্তর হলিয়া ফেল।’ না আমার বলিলেন ‘না বোঝা, তাকি হয় মোহার বিঘাইছে, হলিয়া ফেলিলে সে চাকাকারী বিঘাই কুচি করিলাম দেখিয়া। সে দুঃখ করিবে। করিয়া নিই। আচ্ছা হাতে পরি।’ এই কাচারের চূড়া শীঘ্র হাত অপানি দেখিয়াছেন। বার বছরে
মনের ফুল হঠাৎ বর্ণে চলিয়া গেল। আমি বিজাপুর কণ্ঠের মৃত্যুর কিছুক্ষণ থাকি।

দিনের মনে পড়িল আমি শষিনি। তার মনের সত্য তার দায় না, তার দায় ত দিন গয় না। যখন করিবার জন্য তারের মৃত্যুর সতের মনে পড়িল আমি তারের নিয়ে সে কিছু দিন পরে একটি পাশাপাশি মত ফুলিল। কয়েক বছরের উপর তার বেশ মায়া অন্ধিনা শেল। আজানি ভবিষ্যত নামে এক রাজ্য বাস করিতেন, এমনবাদ বাস করেন বলিলে হয়। বাচ্চা পার সমুদ্র রাঙ্গের বর্ণ ছিল। তার এক্ষণে মেরে রাজ্যের নিকট অন্ধিনা পড়িল।

একজন এই মেয়েটি রাজ্যের নিকট কুমারের একবার ফটো তৈরি। তার নিকটে মেরের একবার মাত্র ফটো ছিল; সে নিজের সে ইরাকে দিয়া কিনিল। মেয়েটি হিজাবের হাতে লইয়া আনন্দে আনন্দে মুখ দেখার মত দেখিতে লাগিল।

হিজাবের দেওয়ার রাজ্যের কাউঁচিলের। এই সময় আহ্বান পড়িল বলে হইলেঃ-'বাবা, আমি এই মেয়েটির দিনে অফিস করি, তুমি কেন না, তোমার মেয়ে আমি এই মেয়েটির মধ্যে রহিলাম। আমি এই দেখে, এই মেয়েই আমি। আমাকে ঘুম থাকিয়া ইরাকে তুমি মেয়ে করিও, তোমার রাজা।'-তঁহাই সেই হইতে রাজ্যের প্রাঙ্গণ শুরু হইল।-আমি বিজাপুর কণ্ঠের কিছুক্ষণ থাকি।

বিজাপুর শত্রু হইবেন না শষিনি। মেয়েটি রাজ্যের নিকট আসিলে, তুলনা নিয়া মায়া পড়িল। রাজ্যের এই ফুলের সমুদ্রে মেয়েটাকে ফুলের উত্তর রাখিয়া তুলিতে দুর্দান্ত করিতে লাগিল। মেয়েটি করিয়া এই মেয়েটির মুখের বিলায়ত। মেয়েটি ফুলের পত্রে বাস দিল; এবং বিলায়তের অধিকাংশের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

মেয়েটি দুর্দান্ত হইয়া, শোভা বাড়িত তার মুখের। সে দেখিয়া তার ছবি করিতে, করিতে দেখিয়া বাস দিল।

মেয়েটি একে করিলে তাকে সব বিলায়ত। মায়া বড় চুরি হইত।

মেয়েটি মায়া তৈরি হইতে, শোভা বাড়িত তার মুখের। সে দেখিলেন তা রাজের ছবি, করিতে দেখিয়া তার বড় বিসর্জন।

জানিনা শুনিব ভিজায়ার মধ্যে এই শুনিব না হইতে অতি শুষ্ক পুরুষ হইল। এই মেয়েটির অর সে দিনে ভিজায়ার মধ্যে এই শুনিব না হইতে কত চন্দ্র, কত করিব, কত পান পারি হইতে লাগিল।

সেই হইতে এই মেয়েটির উদ্যত করিয়া সে রাজ্যের বাসায় না মেয়ের মায়ারায়। হইয়া উঠিল। তার মনে কুমারীপূজার সময় বাসায় দেখিয়াছিল, রাজ ইহার পর এই ফুলের বৈষ্ঠ প্রস্তাব করেন। বাপানান কত ফুল, কত পুফিয়া, কত রাণী, কত মূল, কত পদ্ম। এই ফুল সব যে মেয়ের হইয়া রাজ পার দেখিলে তার মনে ফুল ছড়াইয়া রাখি আর এই মেয়েটি তার পত্রের দতন পার কিছুই এই ফুলের উপর ফুলিয়া চালিয়া আইসে।

আপন হাতে সে, কত ফুলের কত রকমের রাজা থাকিল। মেয়েটিকে আশ্রয় করিয়া রাজ করিয়া গাইল।

চন্দ্রমেয়ার পাপ্পা পাপ্পা মৃত্যু শেষ করিল। ইহারই হৃদের শব্দ কাল রাজে শষিনির ছিল।

পাপি কেবল তা নয়, মেয়েটির রাজা পার রক্ষা দেখিয়া ছিল। সে আপন গয় ও মায়ারা মাযাত্সি। ( সে দেওয়ানের পদচিন্তা দিতে নিদয়েশ করিয়া মনের ) ঐ পদচিন্তা ঐ মেয়ের। আমি কি ভাবি এই মেয়ে—মায়া! মায়ার নয় গো! মায়ার নয়! ঐ মেয়ের সে মনে যায় আছে, যদি মেয়ের যায় মায়ারূপ, ওগুলো—সে ঐ মেয়ের।
রামকৃষ্ণের তবে রুদ্র মাতা বর্ষমান। হঠাৎ তাহার মাতুলের পুত্র হইল। সে নেত্রে হাত, মা হাত। সে ভাঙ্গের দিন নেনেটি বলিল "দেব এই আমি তা হইল তোমার ঘরে রহিলাম।" এই সেনের সাধুদের কাছে তার বাবু পাড়ালু কাজ করুন, কাজ করুন সর্বসমুয়। কাল রাত্রে শিক্ষাগুলোতে যে খুলা হেরিয়া ছেন সেই সব নামও এই সব নেনেটির পাচার হয়। সে চুল গাছ দেখিয়া ছেন চুল কাফার, চাতার তাহা লেখা নাই। উহার সঙ্গে একজনো সোরার তাহার আছে তাহাও আপনি দেখিয়া ছেন।

বন্ধুর বাচ্চার উদাসীনের সত্তা লোক। তাহার তীর্থ কর্ম। তিনি বৎসরের
সময়ে অনেক সময় এইসমস্তে পালিত। সিঙ্গালের বাড়ি হইলে কিন্তু নাই। প্রতিবেদনকারী
বিধায় হয় নাই। সেনেটি এক বর্ষকালে তাহার শিত। সাধুদের সঙ্গে এইসমস্তে চলিত।
নেনেটি চুরি তার হইল মন্ত্রণ অতি বড় হইল পড়িল। উত্তরে পত্র
চলিত।" আমি কিস্তাকে করিলাম স্মরণ করুন বাবুর পত্র অপার নিকট আছে? তিনি বলিলেন
"দেও বাবুর গাছা দিয়া: পাড়ালু দিতেছি এই খুলে।" আমি অনেকগুলো পত্র
পাড়ালু। একবার নেনেটি দেখিয়া রামকৃষ্ণ অতি কঠিন হইল পড়িল। একবার নেনেটি
লেখা হইলে যত্নে পাচার তো হই। অগ্রাহ ন অতি কঠিন হইল। পাড়ালু।
বালিকাটি একজন উদ্ধত করিয়া উহার দেখে লিখিয়াছেন "কাকা, আমি নিজের হই
নাই, নিজের অপার সঙ্গ দেখা হইবে।" একটি অন্যতম বিষয় এই—"এই নিজের হই
নাই হইলে দেখা হইলে ভয়ের সঙ্গে ঠিক মুহুর্তের হাতের ভাস। দাক্ষ। দেখা—"বাবু। ইহাকে নিজের
বলিয়া করিও না, আমি যেমন তোমার নিয়ে, এও বলিয়া তোমার নিয়ে। লক্ষ্য করিলাম।
বিশ হঠাতে বিষয় প্রকাশ করিয়া। এই দোহার লেখা বুঝিয়া দিলেন।

বৃষ্টি তৎসম বলিতে লিখিতে দাসগুলি "নেনেটি অপার হইলে আর ফিরিল না। রামকৃষ্ণ
তবে অতি বিন্যাস নদে কুহুক্ত অকালের দিকে বড় অকাল। খাড়ি—এই নদে করিয়া
রুক্তি হইল সে কোন কোন সুরে দেখিল চারিটি, এরূপই হইয়া নামিয়া আসিয়া।
ক্ষুদ্রন সে নারীর আমি একদৃষ্টি দেখিলে, নেনেটি রুক্তি নারী হইল করিয়া। উৎজান
আমিয়ে, ক্ষুদ্রন অকাল, সে আকাশে তাহা হইল কূট্টির আছে। সেলাম তার।
কালে দেখিয়ার অকাল হাতে এক অকালে অপার পাঠিয়াছিল তাহা আপনি কাল সুখায়
দেখিয়াছেন। তাবদ্ধার ভাবনা রাম অতি অনুষ্ঠান হইল পড়িল। সে একবার। অতি
পরিপালন সাধু কিনিয়া রায়ছিল; ভাবিয়া হার। তাহা অর তাহাকে পুলুল হইল না।
( দেওয়ালে চুম্বাছ। পুলুল দিয়ে নিরাপত্তা করিয়া। ) এই হাই সোপার চুম্বাছ। পুলুল হাইআই
রায়ছিল, ভাবিয়া—হার। তাহা অর তাহাকে তার শেষ হইল না। নেনেটি পদের নত সন্দে গৌণে সুলু পুলুল পালাসিত। রাম, বাবানে অপার হাতে যদিও একটি গৌণের
গাছ পুলুল ফুলের সন্দে সাহিত দিয়াছিল। পরীর চর্বিল হইলেও লালিত তাব দিয়া। সে
বাবানে বাই। দেখিয়া, গৌণের ইঙ্গি হইলেও, সুলু ফুলে। ভাবিয়া হার। তাহাকে
আর সে ফুল দেওয়া হইল না। সুলুটি ফুল। রাম অতি কলে বাবানে বাই। সে ফুল
হইল আলিন। সাধুর উপর রায়। সাধুতে আলম্বন রণ দিতেছে। তাহার কাছে
অষ্টম, ১৩২০। ] অতৃপ্ত আত্মার অনন্ত ধরনি।

সোনার চুড়ি রাখিল। সোনা বল কুকুর করিতেছে। মেহেটী তাকে সব মুলি দিয়াছিল।

রাম রূপার কোটায় তাহা রাখিয়াছিল। সে মুলি ও কোটা কাল হাটে আপনি দেখিয়াছেন।

এই সময় সথায় করিয়া সে নেন দিয়া চক্ষে দেখিতে পাইল মেয়ে ঐ সাদৃশ ও চুড়ি পরিয়া ঐ সব গৌণাপাথর হতে লিয়া তার নিকটে আসিয়া দঁড়াইল।

রাম উচ্চ গলায় কি আনন্দে কি আনায় তার সত্ত মেয়ে সত্ত মায়ার নিকট এক সব পাঠ করিতে যাইল, তার চুলন্ত হল পাথর পড়িয়াছিল।

সে পড়িতে লাগিল:—

গদি বল যাও যাও মা, যাও কার কাজ হয়।

গদি বল হাব্দা হাব্দা মা আমি না মাঝিয়।

চরণে লিপিতে নাম, আঁচড় গদি যাই শ।

হুমিতে লিপিয়া বৃহি নাম, পদ দে গে তোহ।

মীন হয়ে বল বল মা। নেন তবু বল মা।

নায়কের মা আমার বধন বধনের পরাশ।

রূপাকের দিয়া মায়া, রাঙ্গা চরণ দুন্ধানি।

সেখানে সখানে বাঁশ মা, বিপনে বিপনে।

সত্তায় মিষ্টায় যেন মা মা বলে তাকে।

“এই ভুলই কেয়েকটি ভাসা কথা কাল রাগে শুনিয়াছিলেন।

রাম কাবীর আর পাইল, পাইল আর কাবীর।

আমি ভুলে বাধিরে দঁড়াইলা।

ছরাকে পারিশালাম না, কাবীরে লাগিলাম।

সে আঁখার পাইল:—

তেএ গেছে সে আনন্দের হাট।

ধুলো পড়ে চান্দে আনন্দের মাঠ।

সত্যের সত্যের অসাজ একেক রহিবে মাঠে পড়িয়া।

সত্য বরধিণী চুনো মা, উহারে; অসাজ পরধে পালকে সে পাল উঠিয়ে অপলক আগিয়া।

“আনন্দ হয় গন গন কিন্ত কই তার মেয়ে, কই তার মা। ভুল বল ভুল।

রাম মেয়েটীকে না দেখিয়া আঁকাড়া কাবীরে লাগিল।

চুনোরে চির করাইতে চাহিল।

হয়র? ফেটে তার কাজ নাই।

এখানে লিপিতে উত্তর পাইল না। কিছুদিন পরে

(এই চিত্রে তারে নিরীণ্ডণ করিয়া) অপন হাটে তার।

ফ্রেট অনুপারিয়া সে

এই তেজচিত্ত তৈরী করাইল।

এইখানে এঁতে করিল।

নিয়া এমনি সুন্‌লে সাক্ষা

খান।

আবে বুঝিয়াছেন এই শেখার নাম সেব।

চাচাপাড়ির মেয়ে—এই মেয়ের নাম

সেখানে।

অংশীতে সেখানে নাম কোলা দেখিয়াছেন।

“দিনের পর দিন গেল। মায়ের পর মায়ের গেল।

মেয়েটী আর লাগিল না।

রামনেত তখন শব্দ। বিয়ারে।

আমাকে দাড়ীয় লইয়া নে এক উইল করিয়া।

এই সৌনি উইল নিয়াছে।

পীড়িত বরধিণী শালীক আমি।

তখন দাড়ি উষ্ণ দিন আছি।

মনে করিয়াছি সেখানের সব দিয়া এক কিলে চালায় ধাঁস।

শুনিয়াছি চাকর এক দল পরাপকারী ছক্কা আছেন, তাহাদের কেষ উষ্ণ হইতে পারেন না কি?

আমি বলিলাম ‘তা পরে বলিয়েছি।

রামশরণ বাবুর শেষে কি হইল।’” রাখ বলিলেন।

এক দিন বড় পরে, হুগর বলিয়া সেই সময় ভিক্ষায় দুইয়া বাচ্ছার করেছে।

স্তূরে রাজ বলিয়া লাগিল।

“না, আমার, আমার আমার, অভীতের ব্রতি আমার,

বর্ষের বিখাস আমার, কবে আলিসি না, কবে দিনি না। তেজ রাজ।

চরণ ত্রয়ী—গায়ের
সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।

তরো” এই বলিয়া কাহাকে দেন ধরিবার অন্ত হাত বাড়াইল। হাত অর্ধ হইয়া পড়িল গেল। ওঠা দেখ কাহাকে ডাকিয়া চাহিল। ওঠার ডাক আর রুটিল না। চোখ বেল কাহাকে দেখিতে চাহিল, চোখের লক্ষ আর পড়িল না। সব পেরে।

“আমরা তাহাকে পশ্চাদে লইয়া গেলাম। পেশ পশ্চাৎ করিয়া তাহাকে চিতায় চুলিয়া বিলাস। কাঠ সাগাইলাম। হায়ঃ তায়! সে আমায় মুখানাল করিয়ে, না। আমি তার মুখানাল করিয়ে দাইছে। এর সম্বন্ধে কোনো হইতে আঁকাশ হইতে কি পাতাল হইতে আঁকাশে পশ্চাদে সেখা উপস্থিত। আলু বালু তার মুখ। আলু বালু তার শাড়ি। তার খায়। সে একটা ডেট্টেলিল। ঐ ডেট্টেলিল চিতায় পোশাক রাখ উঠিয়া বসিল। ঐসুনি তার শাড়ি ধান সূত্র। সে চোখ চাহিল—সেই হাসি হাসি মুখ। মুখ হইতে আঁকাশে ঐ শাড়ি পোশাক হইতে মুখ। অন্ততঃ তাহার মুখ হইতে বিনস্ত বার ডাক যা, যা। সাগা সরে না নাম— সে নামখ পাথর পেল, বেশায় বনে, সেই যা নাম। রাম সোহার দিকে হাত বাড়াইল। সেনা, কাকা বলে সেই তাত চুটি, রাম অনন্য চিতায় পড়িয়া গেল। এই বার সব পেশ।

’শাবাস বস্ত্র কাঠ আওন দিল, চিতা বালিয়া উঠিল।’ কথ্যটির মধ্যে: সাত একাদশ হইয়া গেল। মূলটি কোসো দিকে দিয়া কোসো দিকে অট্টালির হইল গেল কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। বলিতে শরীর শিরিয়া। উঠে, বাহারা এখনও সেই পশাদে সরা পুকুরে যায় তাহার। এখনও কামন কামন প্রদিদে পায়, সেই চিতায় ধারে সেই চিতারায়ে কে দাকিতেছে?

না—না—না; কে উড়ি দিতেছে—কাকা কাকা কাকা—বাবা বাবা বাবা।

দায় কার্যে শেষ করিয়া বাড়ি রিয়া আসিয়া তাহার দরে দেখিতে পাইলাম—এক দানি গেল বলা আছে “মূলটি সেনা বাসি কিছু আইস তাহা হইলে ধানু হাইর চোরায় তাহাকে এক প্রকার বাড়ি দিলো ফুলো বাগান রাখিয়া বাগান হইলো। ঐ উঠিলের সঙ্গে এই আকাশ চরম পর।” কতু কুলীল দেবার আগ সজ্জন পাইলাম না। এখন এই জঃ পোশাক এই অনন্য পালি হইল আমি এক আছি। অনুষ্ঠ আমার অনন্য পালি ঐ পোশাকে, অনন্ত সেইরাই অনন্য পালি এই রামির্মায়ে। কাপড়ে গ্রহন, আরে গ্রহন, আঁকাশে বাতাসে জলে হয় এ পালি অনন্য কালের অন্ত দেশে মুক্ত হইল গিয়াছে। এ পালিকে কলা ও কলুকুপুলী ফুটবার, কলু পশ্চাদে পাইলাম, কলু পার্শ্বিক পাইলাম, কলু কলুপুলী ফুটবার, কাপড়ের চিতায় কলু আঁকাশ নদীর কলু কলুতাল, কলু বাতাসের কলু বিপুল গ্রহণ, কলুপুলী কতটি। সময় ব্যবধানের প্রতিকৃত করে, কলুমন করিয়া।

জলিয়। কলাম করিয়া বলিয়া, কলু পশ্চাদে এ শেষে কলু চারু পড়ে।”

তথ্য ও আমি; শুন। সে কলু রামপ্রণ বায়ুর ডাক সেই কলু হইতে উচ্চ পালি আমিতে লাগিল না—না—না; আর এই কলু আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম নেবার সেই বাঘুলিতে বিন্দুমায় চিত্রিত অন্তর প্রদীপ্ত হইতেছে, আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম— সকল উঠি আমিতেছে:—কাকা কাকা কাকা, এই বে আমি।
গৌরক্ষনাথের পূজা।

গৌরাণীকর যুগে বৈদিক দেবতাদিগের মানুষকে করে হইয়াছিল ; অর্থে দেবতার। স্বপ পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সময়ে—বিশেষতঃ বৌদ্ধ তারকাদিগের যুগে—মানব বুদ্ধ, বোধিসাত্বা ও সিদ্ধ পুরুষগণ দেবতার পথ লাড় করিয়াছিলেন; দেবতার মতই সিদ্ধ পুরুষগণের পুজো প্রচার হইয়াছিল।

গৌরক্ষনাথ, বীরনাথ, একাধ প্রভূতি নাথাধ্যু গোসিপিণ তারিক বৌদ্ধ বা জৈন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। গৌর দাসনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত করিয়া ইহার বিভূতি লাড় করিয়াছিলেন। নাথ গোসিপিণের মধ্যে গৌর-নাথই সর্বপ্রাপ্ত বিখ্যাত। ইনি গৌরঞ্জিদের মতা ময়নামতীর গুরু ছিলেন। বাঙালীর অনেক মন্ত্র গৌর গৌরক্ষনাথের ‘দোহাই’ আছে। এই দোহাই হইতেই তাহার প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়া যায়। বাহার অন্ত্রয় হইল আলা দুর হয়, তিনি যে দেবতা হইবেন, তাহাতে আর আন্তর্গত কি? সদাংশের অলঙ্কার মত, গৌর গৌরক্ষনাথের অজ্ঞা ও হাতীরী চতুর্থী অজ্ঞা, বাঙালীর হাত্র অন্ত্রা, সুস্নায়, দীপাহারের মানিন্ত্র। চলিত।

একাধে তুমি প্রেমের উৎপাদ করিয়া ধানযার, গৌরক্ষনাথের দোহাই বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। একাধের ওখার। দাক্ষার নাম লইয়া রচনা ও কথা আরোপীর ব্যবস্থা করিয়া, মন্ত্র ভাঙিন না, দোহাই দেয় না। পুরুষ বাঙালীর মন্ত্র লোগের সকল সঙ্গে গৌর গৌরক্ষনাথের সিদ্ধ-সর্বাধার করেই বিলুপ্ত হইয়ছে।

কিন্তু নব্য গৌরাণ। না ভাবিলেও পালির গৃহীত ও রাখালগণ একনও গৌরক্ষনাথকে বিভূতি হয় নাই। গৃহীত ও রাখালের নিকট গৌরক্ষনাথ গৌরকারী দেবতা। গৌরক্ষনাথের রূপায় গৌর বাঁচে, গাঁই বিয়ার, অগ্রহীয় গৌর-বংলের নর্থে তারকের প্রাঙ্গণ আনন্দে ভরিয়া উঠে। ত্রমায় যাহার গাঁই আছে সেই গৌরক্ষনাথের 'ধার' ধারে। বৈশাখ মাসে যাহা হীরার মধ্যে কীর্তির লাড় করিয়া প্রত্যক্ষ গৃহীত—বাহারের গাঁই বিয়ার্যাচে—গৌরক্ষনাথের 'ধার' শোধ করে। গৌরক্ষনাথের 'ধার' শোঁই, গৌরক্ষনাথের পূজা। এ পূজায় নবীনতা নাই, ফুল, চন্দন, বিষ্ণু পত্র, তুলনা বা তুর্কার প্রয়োজন হয় না। এক মাত্র, কীর্তির
লাড়ুই এ পৃথক সকল উপকরণ। রাখালগণ ইহার পুরোহিত, 'হেচ্ছ' ইহার বীজমাত্র। যদিও 'পর্বন' বৈশাখেই পৃথক করা—ইহার মত সমুহের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বৈশাখ মাসের যে কোন মিন সঞ্চয়-কালেই পৃথক হইয়া থাকে। গৃহস্থ কীর্তির লাড়ু মিনিই এক্সট্রা করিয়া রাখেন। লাড়ু পুলিংয়ের আকার টিকিটকির ভিতরের মত। সর্পাকারে পড়ার সকল রাখাল গৃহস্থের প্রাণের সমূহে সমূহে হয়। একজন রাখাল বা কোন প্রাচীন রূপক, গোরক্ষনাথের 'রণ' গাইতে থাকে। রণের এক একটি চরণ বলা হইলে, সকল রাখাল সমূহে 'হেচ্ছ' বলে। 'রণের পরে নাচাড়ী গাওয়া হয়। এই 'রণ' ও 'নাচাড়ী' গোরক্ষনাথের আদেশ পূজা ও বিস্তৃতনের মত। রণ গাইতের সময়ে রাখালগণ সমূহে একখানা পিঠের উপরে পর্ব একগাছি দড়ি ও একখানা 'লাড়ু' রাখিয়া দেয়। এই লাড়ুকে তাড়িকে গোরক্ষ দেবতার এভিনাম বা চিহ্ন বলা যাইতে পারে। 'রণের' ও 'নাচাড়ী' গান সম্পূর্ণ হইলে কক্ষগুলি কীর্তির লাড়ু গোরক্ষনাথের উদেশে আড়াইবার * মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর অধিষ্ঠিত লাড়ু গুলি ধারালিয়ে হাতে হাতে দেওয়া হয়। যে লাড়ু গুলি মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়, উহাও রাখালেরাই লইয়া যায়। অধিকাংশ রাখালই হাত মিয়া। এই লাড়ু তুলিয়া লয়, কেহ কেহ চিৎ হইয়া পা। ও হাতের উপর ভর করিয়া মুখ্য মিয়া। এই ভু-পতিত লাড়ু তুলিয়া থাকে। এইরূপে লাড়ু তুলিয়া সাধারণ নাম 'বাকের লাড়ু দাওয়া।'

লাড়ু খাওয়ার পরে, একজন ভ্রাতীর সমুদ্র রাখাল গোরাল ঘরে এবং করিয়া 'অকো' দেয়। মুখ, অজ ফাঁক করিয়া। 'অ-ও' শব্দ করিতে করিতে হাতের 'তালু মিয়া। মুখের উপর অন্ধে আত্মা আরাম করিয়া যে শব্দ হয়, উহার নাম অকো। গোরালের রাখালের 'অকো' দিয়া বাক্ষ্য দণ্ডায়মান রাখাল জিজ্ঞাসা করে—

tোয়া কে?
আমরা গোরাকের রাখাল।
গেছিলি কোথায়?

* এখন দুইজনের সে পরিসংখ্য লাড়ু কলিয়া দেওয়া হয়, ভুট্টীর বার ভাতের
 অর্থেক দিতে হয়। ইচ্ছায় নাথ আড়াইবার লাড়ু দেওয়া।
গাই বাছুর আশীর্বাদ করবার।
দেখি কি কি?
বারশ বল দেরশ গাই।
বাছুর কত লেখা জোখা নাই।
ভেড়া গরতে পারাইরা মারুল
আপ হুইলা দে বাড়ীত খাই।

এই উভয় দিয়া গোয়ালেরের রাখালেরা দরজ খুলিয়া বাহির হয়।
উহারা বাহির হইতে আরসী করিলে বাহিরে দৌড়াইয়া রাখাল উহাদের
গায জল হিটাইয়া দেয়। এই প্রেহে গোরক্ষরের ধার পোদ হয়।

'গৌরুনাথ ঘাটকরে কুকু মাত্রেই ভয় ও ভঙ্গি করে।' গৌরুনাথ
কে, তাহা উহারা আজে না, কিন্তু ইদী রুঠ হইলে গরু বাছুরের অকল্যাণ
হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে। 'রণ তে গোরক্ষনাথ ঘাটকরের মৃদু
"হাতে লড়াই, মাথায় টিক।" একছেলে গোরক্ষনাথের ধারী মৃদুর কথা নাই;
রাখালের গোরক্ষনাথ মৃদুত্ত মন্তক বা অভিভূতরী নাহেন, উহার মাথায়
'টিক', হাতে গো-রঞ্জকের গত লড়া বা লড়াই। এই রাখাল দেবতা নদীর
কুলে 'পিপক পারেন' (?). রণর মধ্যে গোরক্ষনাথের বর্ণন। বাণীরত
পাট, বাণ ও ধানের কথাই আছে। গো-পালন করিতে এ তিনটিরই
প্রযোজন। পাট হইতে লড়াই, বাণ হইতে লড়াই, এবং ধান হইতে 'বড়
পা঳া যায়।

রণ।

রণ রণ হেচ। ফুলকু রণ হেচ। ফুলের কড়ি হেচ।
নয় নয় বুড়ি ", " তাই দিয়া কিন্নেলাম " কপিলেখরী ", 
হাড়ি হাড়ি "আজে পানাইলে "
ছিটা ফোটা "গিরেতে পানাইলে " হাড়ি হাড়ি "

* রণ শব্দের অর্থ বিন্যাস করা গেল না। ইহা গোরক্ষনাথের পুধার ইতিহাস
ও মন্ত্র উদারই বলার বিচার। রণর সখা একারটি। এবশেষে রণর শেষেই-
"বল রাখালরা সাব রুড়িয়া"—এই রণ বলিতে হয়। "সাব রুড়িয়া"—অর্থ বুঝা গেল না।
এক বানের ছুই হেঁচ গোঁড়ে খায় হেঁচ এক বানের ছুই হেঁচ
বালুরে খায় " এক বানের ছুই " গ্রন্তে খায় "
আর একবানের ছুই পাইয়া দই " মিলা দি "
তাহি দিয়া লাগায় চি মোনবাতি হেঁচ বল রাখালরা শান শুভমর।

২
সাত পাঁচ রাখালে তুইলা মাটি হেঁচ। হাট বসাইল সিভুইলা। হাটি হেঁচ।
অরে অরে সিভুইলা ভাই " আমার গোরের সিভুইলা চাই "
তেরার গোরখে কেমনে চিনি " হাটে নন্দী মাথায় টিক "
গাঁজের কুলে পাতর পিক " পিক পাইরা পাইরা তুইলা মাটি "
হাট বসাইল কুমাইলা। হাটি ইত্যাদি— বল রাখালরা শান শুভমর।

৩
শান শুভমরি শুভ সাঙ্গে,
বাঁটু রুনইল বাঙ্গল তাল
জগত মালে রাণী খণ্ড
সোনা হেড়া ভুর্ধ ভুমা।
গুরু খাইল লাগল চুন
বিকরমপুর পাইরপাড়া
বোড়ায় বোড়ায় মুঁজব
" গোরখের শান শুভবি "
বল রাখালরা শান শুভমর।

৪
মানী বলে সুইদ্যা নোর কথা নোন—
বনধ পার্টু অস্বর
বনধ পার্টু করুল গোড়া
বনধ পার্টু করুল মাধ্যমি
বনধ পার্টু বাঁও খেলায়
আগা ফালাইয়া গোড়া ফালাইয়া
গুলে ফালাইলে হইব রূহা
ধূর্ভা সোহায় দিও রেট্র
পার্ট বলে সুইব বড় বীর
গুক বাঙ্গল গুর ধির
গোরগুণাথের পূজাঃ ২৮৫

৫

বাণী বাণী আরাইন্দা বাণী হেচ্ছ বাণীর জন্য কার্থিক মাস হেচ্ছ
গোরগুণ গোলোন হাতে দোঁ বাণী কাঠিল পূরের গোর 
আগা ফালাইলা মিল মালী তাই দিয়া বানাইল শুলের ভালি
গোড়া ফালাইলা মিল মালী তাই দিয়া বানাইল শুল আটি
হোট নড়ি উপরে দোঁ নড়ি চাহে এই তাও
সোণার নড়ি বিন্দুল গুণে রাখাল ছোড়াইল গোরগুণের পুঞ্জে
বল রাখালরা শাব শুভই

৬

গোরগুণের রাখালব বজ্র বাটা তাইঞ্জা আইল কুঞ্জা কাটা
গোরগুণের রাখালব বজ্র বাটা তাইঞ্জা আইল চেউরা কাটা
বল রাখালরা শাব শুভই

৭

রাখালের মাধায় সোণার জটা খসাইয়া ফালাও কুঞ্জা কাটা
বল রাখালরা শাব শুভই

৮

এই গিরিহান উদয় নাট গরদন করুল পূর্ব ঘট
বল রাখালরা শাব শুভই

৯

ধান কাটি কাটি হেচ্ছ পারাইয়া নাড়া হেচ্ছ
ই পারাইয়ার আপদ বাইক উত্তর পাড়া
বল রাখালরা শাব শুভই

১০

উত্তর চক হেচ্ছ বগা চরে হেচ্ছ
চরক বগা পিউড়া পানি
আঙ্গ গোরগুণের নাড়ু বিলানি
বল রাখালরা শবে শুভই

১১

আমুল গোরগুণাথ হাতে হাতে হেচ্ছ
বসুল পাটে হেচ্ছ
বলাদ বাটে
বল রাখালরা শাব শুভই

াচাড়ী।

হেচ্ছ—আইল গোধন গলুলা আইল বল,
হাতধানি নড়ে চড়ে যুগ যুগান্তর।
হেঁচে গোয়াল কামাইতে নারী করে ছিন ভিন না
তার বাড়ী দেখে ধাবে সত্যের আঁধার ঘন হয়।

"শিন মনেভারে গোবর বিলায়,
পালের পরম্বাদ গাই গাবর (১) ফালায় (২)
হস্তিনী শখিনী চিতানী পাদিনী নারী চারিশ্র,  
চারী নারীর চারী বাধান তুম দিয়া মন।

"হস্তিনী নারীর যেমন পালেগোয়া মোটামুটা
সাবাহ্য খাবিয়া চুল, চোর চুইটা নাট।

"হস্তিনী নারীর যেমন হাতীর মত ধাও,
তোর রাইয়ের ভাত ফুঁ দিয়া উড়ায়।

"তোর রাইয়ের ভাত ফুঁ দিয়া উড়ায়,
তোর কলসীর জল ত্রাসেতে গুড়ায়।

"হস্তিনী নারীর যেমন হস্ত মারাত চুল,
দেও খাইল ভাতের খাইল, খাইল খুঁড়।

"খুঁড়া খাইল ভাতের খাইল, খাইল নিজ পতি,
লাফ দিয়া। উঠল গিয়া বাপ ভাজনের বাড়ী।

"বাপ খাইল, মা খাইল, খাইল জ্যোৎ ভাই,
তবু সে হস্তিনী নারী হাসিয়া বেড়ায়।

"খুঁড়া মাতৃনিয়া। হাতে নারী চোখ পূকরাইয়া চায়,
খাট পালঙ্ক ছাইরা লম্বী পলাইয়া যায়।

"মাচিত খাইকা কথা কয়, দ্বারে খাইকা ঘুনে,
সংসায়ন ছাইরা লম্বী হাত হাত করে বনে।

"ইহ সব নারীর কথা তুম দিয়া। মন,
শখিনী নারীর কথা কহি বিবরণ।

"শখিনী নারীর যেমন হাতে শখ বাজে,
কালরাত্রে খাইল পতি নাকের ঘোষে (৩)
খাইল পরিয়া নারীর না পুরিল আশ,
ছয় মাসের কারে নারী করে সরবনাশ।

(১) ফালায়—ফেল। (২) ফালায়—ফেল। (৩) ঘোষে—ঘোষে।
হেছ—ইহ সব নারীর কথা জন দিয়া মন,
পবিত্রী নারীর কথা কাহ বিবরণ করেন।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।

dুঃখ হেন হন নাই আই পৃথিবীর উপরে,
কড়ার সিদ্ধ দে না পড়বার পারে।
হেঁচ—গাই থাকে ঠাইরে বাচ্ছুরী আন ঠাই,
রাত্রিকালে মায়ে ছায়ে দেখা তুনা নাই।

হেঁচ—আগাপায়ের সনের বাচ্ছুরী বাঁধিও
পাঁছা পায়ের সনে ছাণ্ডটি লাগাইও।

একবার দুধ আগে বসহাতে দিও,
তিনবার দুধ শেষে গোনায় গোহাইও।

একবার দুধ যদি নড়িনামা হয়,
চোরা থবল। বলি পাঁজর তাকিয়ারে চায়।

কিল থািয়া গাছারে কাপড়ে পড়ল যা।
আপনি হইল চোর আপনার দুধের কারণ।

দুধ বেচিয়া বেওয়া আনুষ পয়লা কড়ি,
পরবর্ত বেশাবে আমরা গোরের পূজা করি।

যতছিল রাকালগণ দিয়া নিমন্ত্রণ,
পরবর্ত বৈশাবে পূজা করলাম আরত্ন।

বার সব নারীগণ তের নাহি পুরে,
সেইসব নাবীরা আইসা গোরের পূজা করে।

যতছিল রাকালগণ বসিল সারি সারি
পরবর্ত বৈশাবে মোরা গোরের পূজা করি।

মেঁষে ছিল গোরের নাথ মর্দো দিল হাত,
তাহার পরস্পর বৈশাবে রাখে হাতে হাত।

শ্রীরাসিকচন্দ্র বসু।

একটি গোলাপের শাখার জন্য।

শ্রেষ্ঠদেশের কান্থল কানো। পাহাড় বেয়া। একটি সহরের আদ্যদেশে,
ছোট একটি বরণ। তোল রোগার মত বছু তার জন। সে বরণের পাদে
ছোট একটি কুটির। তার উপর একটি লতা—লতাইয়া। উঠিয়া। পাতায়
পাতায় ছাঁড়ি ঢাকিয়া দিয়া যেন একখানি সরুকুল রঙের জাল বুনাইয়া।
রাধিকাবিদ্যা। রোগের বোঝে—তার উপরে লাল লাল কুলনগ্র ফুটিয়া উঠিত, আবার সঙ্গী বেলা তারো পরিয়া গিয়া করণার জন্য তারী বাইত।

সে ছুটির মত সকালে কুটীর খানির মালিক পেওলা। সহরের নিকটেয়ের সারির মত মাঝখান বাণিজ্যে পেওলার জন্য তার বুড়ো বাপ ছাড়া আর কেউ ছিল না। এবং এই সত্যের প্রচেষ্টা ব্রহ্মের নিবিড় চূড়া এই আর তার কোনও সহজতা ছিল না! বুড়োর বুকের মাটি অনেক দিন নিঃশব্দ গিয়াছে; কারণ পেওলা নায়রের চূড়া ছাড়িবার অণুই তার মাকে হারাইয়া ছিল! বুড়োর চোখের ক্যাক্তিতে নির্ভর গিয়াছে, কারণ সেই হইতে কান্তিয়া কান্তিয়া সে অত্যন্ত হইয়াছিল। বুড়োর চোখের মাধিক, অঙ্গলের নিধি, অঙ্গের মেঝে—পেওলা। আর তার কেই নাই—কিছু নাই।

পেওলার বাড়ির কতকগুলি ছুটের গোরু ছিল; পেওলা রোঝ সকালে সহরে বড় লোকের বাড়ীতে ছুট বেচিত, তারপর চুড়াটি ঘরের কাজ সারিয়া লইয়া, গোলকগুলি পাড়াপাড়ির কথার ঘাঁটির উপর চরিতে দিয়া। নিজে অল্পই গাছের ছায়ায় বসিয়া সেলাই করিত, বই পড়িত, কখনো বা ঘুমাইয়া পড়িত। বুড়ো ভর একলা ঘরে বসিয়া, শীঘ্র করে তার পুরাপুর বান্ধী কলম করিয়া চুড়ায়র উপর বুলিয়া। তার বুড়ো নোবনের প্রেমাধিনীর মিয় সঞ্চালিত বারবার বুলিয়া। ফিরিয়া বাঞ্জাইয়া। বাঞ্জাইয়া। সায়তাবের চোখের জলে ভাসিত। তার সাধের প্রেমাধিনী পরলোক হইতে তার দেহ-হীন হৃদয় লইয়া, হৃদয়-লীলা হৃদয়, নরন-হীন দেহ লইয়া, তার জমা শরীরের, বড় সাধের গাঁদি শুনিবার জন্য নিঃসৃষ্ট চুপকে সেই অদ্ভুত কাছে আসিয়া বসিত কিনা কে জানে।

ছুটি এবং নিউনের মাঝে, সৌন্দর্য লতায় কখনো পেওলার চোখ ছুটি মনে নাই—নেন বর্ণের হরিল যেন তারি কাছে দৃষ্টি মাঝখান শিখিয়া গিয়াছে! এক কথায় বলা যায়—তার রূপের উপর ছুটি, তার ছুটির উপরে রূপ! "কর্ম উপরে গলার বসতি—তাহাতে বসিল তার।" হরিয়া খামি যেন তার একটি ভাবে তারা চোখ লাইনের সনেট। ছুটি লাইনে তার প্রেমের বন্ধন্ত, বাকী শুধু অবশ্য।

ছুটি বিচিত্র আসিয়া, রোজ সকালে যে আঁকা বাঁকা রান্না নাইনি ধরিয়া পেওলা গোরু চরাইতে যায়, তার বাড়ির গোরু, একধানা বাগান বাড়ী। মাজারের কালে আবলুসের তেরী পেওলার ঘরের একধানা বিচিত্র
২

সে দিন সকাল বেলা পেওলা তার ছুদের গোল্পুলী লইয়া চরাইবার কথা গোঁধর খিলে আনমনে চলিতেছিল। চাঁদের কী বেশি তখনা আকাশের এক কোণে পড়িয়াছিল; এেলের শুরু আলো, মুক্ত চুহানো নাবণী দারাতে যত নৌ পাপড়ের গাছ আলার উপর সবে ঠুক্রাইয়া পড়িয়াছে! পেওলার মাঝার চুল চুরার ধরণে বাড়া। পরে রঞ্জ আলা শিয়লিচা চাঙ্গানো সাড়ি—গায়ের উপর জাপানী সাঁটনের রুপ। অতিনওয়ালা আলিয়া। চোখে তার ফুম ঘো, মুখের উপর ঘরের আলো ছায়া মাথায়।

সে যেন সত্যি—সত্যি বাঁধবের সীমান। পার হইয়া কোন এক মধুর ঘরের দেশেই বর্ধমান চলিয়া যাইতেছিল।

আম পেওলার গোল্পুলি রামায় চলিতে চলিতে সেই বাগান বাড়ীর ফটক খোলা পাইয়া গোলাপ কুজে প্রবেশ করিল। পেওলা তখন কি জানি কি তারের দেশায় বেঁধা, তাই সেও গোল্পুলির পিছনে পিছনে সুল বাগানের মাঝে আলিয়া উপস্থিত হইল। সে যে কি করিতেছিল, কোথায় যাইতেছিল, সে দিকে গড় একটা খেলার ছিল না। তখন গোলাপ গাছে বাঁধরা দিয়া জল চালিতে চালিতে মঞ্চান মুখ টিপ্পিয়া হাসিতেছিল।

কারণ মুখার্জন সুল সুলের কুমার আম পাতিয়া রাখিয়াছিল সে নিজেই।

বাগানের মাঝামাঝি আসিয়াও যখন পেওলার সুল তালিক না, তখন মঞ্চান গোলাপ গাছের একখানা কুঁড়িধরা ভাল আলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে পেওলার সমুহে আলিয়া গাড়াইলে—পেওলার ভারের ঘরের কাটিয়া
গেল! এ কি আশ্চর্য! সে যে মাঝে যাওয়ার পথ ছাড়িয়া একেবারে বাগানের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে! পরের বাগান, বহুলোক গোলাপ গাছে তরা, তারি মাঝে—কি সুখনাম! আর গোপুরগুলি ফুল শুকিয়া তুকিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে! পেওলা চূড়া গিয়া গোপুরগুলিকে ফিরিয়া আমিতে চাহিল, কিন্তু তখন মঘুন তার সম্ভবের পথ একেবারে অবরোধ করিয়া দাড়াইয়াছে! সে হাসিয়া দেয়াল দিকায় চলিবার ক্ষমতা পেওলার ছিল না। মঘুন যদিও সুখের পয়সামালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেই আসিয়াছিল, গোরুতে পর তখনের বাগানের চালপালা তারিত্ব চূড়া পরমাণ করিতেই ছিল এবং সেইটাই যে নিবারণ করা। দরকার, সে দিকে তার কিছু মাঝে আগে দেখা গেল না!

মঘুন বলিলেন—“তুমি কে গা? আমার দুর্লভ বাগান অনন্তকের লোকসান করা দিচ্ছ?”

পেওলা লাল হইয়া মাটির পানে চাহিয়া বলিলেন—“বড় অভাগায় হয়েছে, এখন গোরুগুলি বের করে নিচ্ছি।”

মঘুন একটি রাগের ভাব করিয়া বলিলেন—“বল কি তুমি! এই দেখ তোমার গোরুতে আমার অত স্থলের নিচের দুরত নগ্ন গোলাপের কুড়ির কচি ঠাল খানা। কেননা তার ভেজ গেলে দেখে দিয়েছে!” এই বলিয়া মঘুন গোলাপের ভাসিয়া টাল খানা পেওলার মুখের কুঁড়ি ছাড়া আসিয়া ফিরিল। তার চুচুটাটা পাড়া পেওলার মুখে গাছ ছাড়িয়া গেল। কুঁড়ি পাড়ার লাল সুদৃশ্য ছায়া খানি তার মুখের উপর বালিয়া গাছ, গোলাপের কোমল গন্ধ ভরা। পেওলার তার স্বদেশে গিয়া বিষ্ক ফিরিয়া করিয়া উঠিল।

পেওলা তার হাত ঢাকানি চোর করিয়া নির্দোষের কুলু কুলু নায়কের মত মুক্ত করে বলিলেন—“বড় অভাগায় হয়েছে মহাশয়। যখন আর উপায় নেই, দেও করে পথ ছড়ে দিন, গোরু সুল। ফিরিয়ে রিয়ে যাই ন।”

মঘুন বলিলেন—“বেশ তো মেয়ে তুমি! আমার অত দামের ডাল খানা। ভেজে দিলে, তার পর বলুখ—উপায় নেই—চমৎকার কিন্তু!”

পেওলা লাগে লাল হইয়া গিয়া গাছ কষ্টে বলিলেন—“এ যাত্রা মাপ করুল আমায়!”

“মঘুন মাধুর বাঁধ। রেশমী কুমার খানা খসাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—“না সরাতাঁতুধি মিঁট কথায় সুরত্ব হয় না! আমার কৃতি পূরণ করে—তবে আমি বেদে পাবে—নৈলে না!”
পেওলা তার গলব কল্পমূল আরক্ষিত করিয়া টাছীৱাংড়ি কাঝরের হটা গোলার কুল খুলিয়া লইয়া। বলিল—“তবে এই নিন আমার কাঝরের কুল টাছীৱাংড়ি। এর দৈর্ধ্য দিয়া মতে। আর কিছু নেই আমার।”
মঘ্নাল ঝাড়া দিয়া বলিল। উঠিল—“মিছে কথা।”
পেওলা তার সাঝের নত গলা খানিকে তেজের সহিত একটা নাড়া দিয়া বলিল—“মিছে কথা? গরীবের মেয়েরা মিছে কথা কয় না।”
মঘ্নাল একটু অপ্রস্ন হইয়া বলিল—তা যেন হয়। কিন্তু ও একলক্ট হইতে কাঝরের কুলে তে। আমার গোলাপের সাঝের দাম হবে না। নুতুন ও কি দিছ আমার?”
পেওলা ফলতে নত কলম করা ছোট চারা গাছকারীর কম নীচু দিকে চাহিয়া চূপ করিয়া রহিল। মঘ্নাল নিজঝুমের পাঝা ভাঁশিয়া দিয়া বলিলেন—“আচ্ছা বেশ, দাম দিতে না পার—সাঝা নিতে রাজি আছে। বেশ করি?”
পেওলা হাঁপ চাহিয়া বলিল—“একশে বার ; যে সাঝা আপনার খুসী!”
“তবে চল ঐ ডাল তাঝার গোলাপ গাছের কাঝর—আজ কাঝর মোকদ্দমায় সেই আমার বড় সাঝী!”

৩

জুষে দেই ডাল তাঝ। গোলাপ গাছের কাঝর আমি ঢালিয়া লইল।
পেওলা গাছটা খুব বেশিয়া খাড়া হওয়া তার আক্ষরের কুল। আর্টিনের নাড়া লাগিয়া গোলাপ গাছ হইতে কতকগুলি রাখা পাপড়ি বুর বুর করিয়া মঘ্নালের পাঝের কাঝরে পড়িয়া গেল।
মঘ্নাল বলিল :—“খে সাঝা আমার খুসী—দেখো, কথার নড় চড় হবে না তো?”
পেওলা ঢাখ নাড়া দিয়া বলিল—“না।”
মঘ্নাল বলিল :—বেশ কথা। তবে শুন। আমার হুকুম। এই ডাল। গোলাপের ডাল থানা দিয়ে তোমায় আমি বেশ করে চাউকিয়ে দেওয়া।
পেওলা শিহারিয়া উঠিল। অপমানে লজ্জায় রাগে তার চোখে জল আসিতে চাহিল। হায় পুরুষ এটি নিত্য। তার এত লাঘনা, এত অপমান, শুধু গোলাপের একাঝা। তাঝা ডালের কথা। একক্ষণ সে বেশ কথা। বলিতে ছিল; এবার যেন আর তার গুড় ফুটিতে চাহিল না।
পেওলাকে চূপ করিয়া খাড়া ধাকিয়ে দেখিয়া। মঘ্নাল হি হি করিয়া
হাসিয়া উঠিল। সে হাসির চক্ষে নিকটস্থ আর একটি গোলাপের ভালে বসা একটি গোলাপের ভালে বসা একটা দয়েল পাখী তবে ডাল কাপাইয়া। উড়িয়া গেল। সে হাসির চক্ষে পেলার মনের সকল ছিন্ন ছুঁড়ি হইয়া গেল। সে কঠিন হইয়া, মঘলানের পানে গোলাপের শাখার মত তার কোমল হাত ছুঁচাছ বাড়াইয়া।

দিয়া বলিলে—"এই নিন হাত বাড়িয়ে দিচি, একাগ্র হ'ল যা বিয়ে আমায় শীতকালীয়ের শীতকালীন বিয়ে করে দিন।"

মঘলান পেলার কোমল হাত ছুঁচাছি মুখে মত আপনার হাত ছুঁতনির উপর তুলিয়া লইয়া বার বার সে চুঁড়ি পরা। মোহ বের। বন্ধ হন্দর হাত ছুঁতনি বুরাইয়া। ফিরাইয়া। সৃষ্টি চোখে দেখিয়া। লইয়া বলিলে—গোলাপের সে ভালপনা ভাল। পেলে। এ হাত ফুজি তার চাইতে নরম নয়। তোমার হাতে হ'ল যা মারুলে, তুমি আমার বদর। গোলাপের ভালী ভালের ব্যাপে চেপে পারে না।"

পেলার হাত ছুঁতনি টানিয়া। লইয়া বলিলে—তবে আপনার যেখানে খুঁটী যাকান।

মঘলান খুঁকির সহিত বলিলে—তবে কথা বলো, কথা। দিয়া পরে তেবেও না কিন্তু।"

পেলার খুঁকি ছাড়িয়া বলিলে—"আসানীর সাক্ষাৎ সব সময় তার নিজের খুঁটী মত হয় না।—আপনি বা হয় করুন।"

মঘলান হাসিয়া বলিলে—"তবে লীলাও, তোমার ঐ রাজা গাল চুটি দেখিয়া গোলাপের ভালন নরম—সেখানে তোমার অজ ছুঁরা সইতে হচ্ছে।"

পেলার ছুল ছুল চক্ষে বলিলে—আপনার কৃষ্ণর জন্য আমি আজ সবি সইতে রাখি আছি।

মঘলান পেলার দিকে আরো একটি অঙ্গর হইয়া বলিলে—"তবে ঠিক সোজা হয়ে লীলাও—গোলাপ গাছ সঙ্কাত।"

পেলার পাঁচ যুক্তে গোলাপ গাছের নিকট সোজা হইয়া। চোখে বুঝিয়া লীলাইল। তখন উপরের আকাশে তুলিয়া প্রবর্তন তরঙ্গ তুলিয়া। একটা ছোট চাকর পাখী ক্ষতিক জলের গান গাহিতে গাহিতে উড়িয়া। যাইতে ছিল।

মঘলান পেলার অরুণ রাজা গাড়িতে চুল্লি পেলের চুল্লি যুক্তি করিয়া।

দিয়া হাসিয়া বলিলে—"তোমাকে দিবার যত সাঙ্গ এর চাইতে কঠিন কিছুতেই হতে পারে না।"
পেওলা বনের আহত হরিণীর মত এক লাফে যাবায়া গিয়া বলিয়া উঠিল কতনা ধীরে সাজা দিতে হয়। দিন, আমার একলা পেয়ে অনন্য ব্যবহার করা আপনার থিক হয়নি।

মঞ্চান পেওলার মুখের পানে তিলাধীর মত করণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলঃ—“এর জন্যে আমার দোষী মনে করে। না। তুমি। ভগবান বুদ্ধের সাক্ষী, আজ থেকে এ রূপের মালিক আমি। তুমি আমার।”

পেওলার মঞ্চানের সবধানি কথা বিখাস করিল না। মেয়েরা কথনে পুকুরের সবধানি কথা বিখাস করে ন। তার বড়ার রঙ্গম তখন আশা ও ভয়—গর্লির মত নৃত্য করিতেছিল। সে একটি হটবার তার দেখাইয়া বলিলঃ—“আর কেন! অপমারের উপর আর ছলনার দরকার নেই—এবার দয়া করে পথ ছেড়ে দিন।” বলিতে বলিতে সে করেক পা। সমুদ্রের দিকে অগরহ হইল। মঞ্চান আবার আশারা তার পথ রোধ করিয়া দাড়াইল। তারপর সে তার অগ্নিগোলাপ ফুলে তরিয়া লাইয়া, তুষিত করতে বলিয়া উঠিলঃ—“দোহাই তোমার!—গোলাপ ফুলের দিব্য আজ আমার আমার কঁাকি দিয়া না।”

পেওলার চোখ ছটি একটি ছল ছল করিয়া উঠিল। সে মঞ্চানের দিকে চাহিয়া বলিলঃ—“আমি যে গর্লি, অনন্ম হাঁকী, তুমি যে ধনী।”

মঞ্চান আবেগ কমিয়া কোমল সেহের পরে বলিয়া উঠিলঃ—সেখানে তোমারে আমাতে দেখা—সেখানে কাঙাল ধনী নেই—সে রাজ্যে সবাই সন্তান।

পেওলা তার চোখ দিয়া মঞ্চানের অস্তরধানি গোলাপ পুরীর মত পড়িয়া ফেলিল। দেখিল, সেখানে অধর্ণের লেখা—আমায় সমর্পণ। তখন বিজয়ী সেনাপতির মত পেওলার মুখানি গোরে উঠি হইয়া উঠিল। কাঙালিনী যেন একমুহূর্তের ইন্দ্রজলে রাজ্যরাজীর মত গীরা হেলাইয়া হাসিতে। চোখে মঞ্চানের মুখের পানে চাহিল। সে চাহিয়াই লেখা ছিল—রণ্যরের পোষণপত্র।

তখন গোলাপ বনে সূলোৎসব—সবলের মাতাল হাওয়া লাগিয়া গোলাপের ভালে ভালে তারি রকমের একটা মাতামাতি পড়িয়া গেছে।

শ্রীমুন্দরেশচন্দ্র সিংহ।
অদৃষ্ট।

সেই ধৃতু—আজো বিরাজিত, মনে হয়—আলোকে অঞ্চল, 
সেই হাসি—হাসিচ্ছে প্রকৃতি, মনে হয়—অগ্নিত্রয় হাসি, 
সেই আমি—খণ্ডনো জীবিত, মনে হয়—বর্তনের সংঘাত, 
—নাই সুখু সেই অনুভূতি। নাই স্তেম, ভালবাসায়িনী।
এই আসে, হাসে, চলে যায়, অলোক অবিধাজ গেলে অবিধান; 
সেই হাসি—হাসি কিন্তু হারে, আসে পাছে, গুঁড়ি দৈর্ঘ্যে।
চেয়ে থাকি—দৃষ্টিহীন চোখে কি যেন কি নয়। এক দিনে বুঝা লিপ্ত হাতে?
চেয়ে থাকি—দৃষ্টিহীন চোখে, কি যেন কি নই। কি ছিল কি হলো। অনুভূতি মূর্তি?
কি করিলে? হায়রে কপাল। অনেক আমি আর এই আমি—
অন্যদিক আকাশ গালাল।
শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ি চৌধুরী।

রামায়ণে রাজ-দৌষ।

রাম আদশর রাজা, তাই তিনি ভরতের নিকট নীতিক্ষণে ভরতের অবলম্বনীয় রাজনীতি গুলিয়ে উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি ভরতের চরিত্র জানিতেন, তাই তাহার নিকট রাজা কুনার্থ পরায়ণ হইলে রাজ্যের যে কি অপকার হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা অনুভূত করেন নাই। বিভিন্ন রামায়ণে তাহা অনালোচিত রহে নাই। মহাকাব্য রাক্ষা বংশ ধ্বংসের সঙ্গে সেই অনাচারনীর নীতির আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার ফল প্রভাব দেখাইয়াছেন।

রাজা অশচিরিত হইলে প্রজার অকল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রামায়ণে 
এই বাক্যের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অসৎ রাজার প্রকৃতি ও 
কার্য কলাপ অনিশ্চিত করিয়া শিষ্ট প্রজারও অসৎ উপায়ে ধর্ষ, অর্থ, কাম 
নালন করিয়া থাকে। (এখানে ৫০) তাহার ফলে অকলমৃত্যু বিষয়বিক।
রাজার প্রধান কার্য প্রথম পালন। এই প্রতিকূলচারী রাজার পরিণাম সম্পর্কে জটিল রাজকে বলিতেছেন—

রাজ্যের পাল্লিত্তে শক্তি ন তীর্থে নিশাচর ।

নভাতিতে ভূলেন নাবিনীতেন রাণুক | ১১
যে তীর্থমত্তে সর্বোৎসর্গ হইতেন ।

বিষয়ের রাজ্যের শক্তি মন্দ সর্বরথের । বদ্ধ | ১২ ( আর্যাবর্তী ৪২ পৃষ্ঠা ।)

“প্রজাগণের নিত্য প্রতিকূলকারী, অধিনিয়ন, তীর্থমত্তাব রাজার কথনই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন না। পরদৃষ্ট রক্ষণ দাতা মন্ত্রীর সহিত অন্তর্গত সাধারণ চালিত রক্ষণের ভার নিত্যের বিনষ্ট হইয়া থাকে।”

রাজ্য শান্তিতে শান্তাবরণে সাহায্য করিতে বলিলে, শান্তিতে ব্যাপ্তচারী রাজার পরিণাম সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

তথ্যমস্ত কার্য বৃত্তান্ত ধার্মিক পায় অর্থঃ ।

আশায় ধর্মন উপাদান স রাজ্য হইত দুর্দশ | ১ ( আর্যাবর্তী ৩১ )

“তাহার তীর্থে ব্যাপ্তচারী ন্যূন রাজ্য আধির ব্যবস্থা ও রাজ্যের সহিত নিত্যে বিনষ্ট করিব বাধে থাকে।”

ফলে—হইয়াছিলও তাহাই। আমরা এই প্রেরণে রাজ্য-দোষ গুলির আলোচনা করিব। পাঠক তাহা হইতে রাম করিত রাজনীতির সারা ভাব গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কুস্তফলের নিবারণ ভঙ্গ হইতেছে। তিনি উত্তরায় রাজ্যকে তাহার রাজ্য দোষ গুলির উপরে করিয়া বলিতেছেন—যে বৃত্তি কর্ষ্যে বিশেষ নিষ্পত্তি হইতেন তাহার কর্ষ্যে দুঃখ হইতে হইতে না।

“তাহার রাজ্য কার্যায় য়ন্ত্রপতি দশান।

নদ সম্পাদণে পদার্থচিহ্নিতর মতি মূল।” ৩০ ( লক্ষা ১২১ )

কুস্তফল অর্থাৎ বলিয়াছেন—রাজ্য কর্ষ্য সমুদ্রের অঞ্চল পদার্থ রূপে না, তাহার নীতিজ্ঞ অর্থাত সামাজিক তন্ত্রোত্তরায় নিত্যের নিয়ম। যে বৃত্তির বর্ণ অধিক, তিনিও যে অস্ত্রপ্রশস্ত করিবেন—তাহা

বৃহৎমান বৃত্তি দুর্দশ হইতেও বল্লভ শক্র দ্বিতীয় নিদ্রিত করিয়া ধাক্কে।

এবং সেই ছিল যারা বল্লভ শক্র শক্তি নষ্ট করে। বৃহদং বল্লভ ব্যাপ্তিকেও স্বভিজ্ঞ নীতি পরায়ণ অধিক্রনের পরামর্শে কার্য করিতে হইবে।
রাজ্যের কৃত্তিকৃত রাণাকে বলিতেছেন—"যিনি মন্ত্রণের সহিত কর্মসূচি অন্তঃপুর, পুরুষ ক্রমসম্পর্কে, দেশকাল বিষয়, বিপন্ন প্রতিকর্ম ও কার্যক্ষেত্রে—এই পাঁচ একার মরণ করিয়া কার্য করেন, তিনিই যথার্থ নীতিপথের অনুসরণ করিয়া গাইয়েন। রাজ্যের যিনি অম্ববাদের সহিত মানবির কার্যকার্য বিচারে প্রতী হন, তিনি স্বীয় দৃষ্টিতে অম্ববাদের মনোবাধি পরিশ্রান্ত হইতে পারেন এবং তথ্যা কে ই বা যথার্থ মিথ্যা এবং কে ই বা কে যে তোষায় দৃষ্টির আহাও বুঝতে পারেন। যিনি সাম, দান, ভেদ, বিঙ্কম ও পুরোস্তে পঞ্চ একার মরণ, নীতি ও অনুশীলন এবং ধর্ম-অর্থ-কার্য নিয়ম সর্বাপেক্ষা করিয়া কার্য করেন, তিনি কখনই বিপদগুল্ম হন না।"

রাজ্যের কত্ত্ব নিজ কুর্মমঠের দেশেই নষ্ট হয় না। রাজার মনে কুর্মমঠের পাঠালেও অনেক স্থলে সংযুক্ত শ্রীশক্তিতে সেই অঙ্গে প্রাপ্ত কুর্মমঠের কার্যকরী, হইতে সম্রস্ত হয় না। কৃত্তিকৃত রাণাকে সশীলগুলির বিষয় আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—"রাজার সর্বকাল তত্ত্বাত্ম ও সংযুক্ত অম্ববাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সাহায্যে নিজ ইচ্ছা সিদ্ধ হয়, এরূপ কার্য্য-করণ করিবে। অম্ববাদের বিষয় পরিচিতি শাস্ত্রান্তন্ত্রে যে সকল পুরুষ পুরুষ পারের মর্ন না জানিয়া বাচাইয়া বসতঃ যে সকল কথা বলিয়া দায়, বিপুল ঐতিহ্যবাহী নরনিদীয়ের পক্ষে, তাদৃশ শ্রুতির জন্যই বাক্যা-নূতন করিয়া করা সম্ভব হইতে নাহ। যে সকল কার্য্য-প্রক্ষেপণ গৃহাত্ম বসত মনের নাত বলিয়া বর্ণনা করে, তাহাদিগকে মরণ কার্য্য হইতে দুর করিয়া। দেওয়া উচিত। ভারতের আর্য্যের বর্ণ কুর্মমঠ; আপনি প্রভু হইলেও আপনাকে উৎসাহ করিবার জন্য আপনার হিরা অকার্য্য সকল করিয়া গাইয়া গাইয়া। এই সকল দেশের আপনার মনোযোগী সকলে, আপনাকে কৃত্তিকৃত পুরুষ দেশের কর্তৃক মিলিত হইয়া অম্ববাদের রুপে। মুখ্য আপনার মনোযোগীর সমক্ষে বিশেষ করিয়া আজা উচিত।"(অন্তর্ভুক্ত)

রাম করিয়া বৃহত্তন্ত্রে প্রায় অধিকাংশ হইলে মনীক্রিয় ও অম্ববাদের সমক্ষে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিবার কথা আছে। মনী, পরিচয় করা রাজার একটা প্রধান পূর্ণ এবং রাজ্যের রক্ষণাধিকৃত, একটা প্রধান সহায্য। রাম পুনঃ পুনঃ ভূতকে এই কথাটই বলিয়াই ছিলেন।

... মুখে প্রধান এবং সত্য কথা বলিলেই যথার্থ হিন্দুর কার্য্য করা হয় না। কৃত্তিকৃত ইত্যাদি আপনাদের রায়বাদের হিন্দুর কার্য্য করা হয় না।

বিশ্বাসঘাতক দুর্বলতা দিয়া, রাজ্যের বিরাগজনন হইয়া-
ছিলেন; সূর্পনখার সেইরূপ উপদেশেই রাবণ শীতল হরণ রূপ পাপে নিমজ্জ হইয়াছিলেন। সূর্পনখা রাবণকে উপদেশিত করিবার জন্য তাহার রাজ-দোষ সকলের উল্লেখ করিয়া তাহাকে প্রচুর উৎসর্গ করে।

সূর্পনখা বলে—”যে রাজা, তুচ্ছ হৃদয়ভাগে আসস্ত, বেষামারী ও বৃক্ষ একদিন তাহাকে শুধু মধ্যস্থ অধিক শয়ন অনাদর করিয়া থাকে। যে রাজা স্বর্গ কার্য্যাবস্থান করে না, তে রাজা রাজ্য ও সকল কার্য্যের সহিত বন্ধ অনুভূত হয়। অধ্যাত্ম তাহার কার্য্য ত ফল প্রদদ করিয়াই না, সকল সঙ্গে সেই অকৃতকার্য্যের জন্য রাজ্য ও নট হয়। যিনি এই অনুষ্ঠানের অধিন, নাহায় দর্শন অতি দুর্বল এবং যিনি চর প্রেরণ করিয়া রাজ্যের কোন অম রাখেন না, এজাগ দুর হইতে তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে।

যে রাজা দ্বিতীয় বিদ্যান, ও নীতি বিদ্যান, তিনি নীচ ব্যক্তির ভুল। রাজ্যর চর্চারা দুর্বলতা হৃদয়ের বিভূতি দর্শন করিয়া পারেন বলিয়া তাহার।

‘দীৰ্ঘচক্ষ’ বলিয়াও উক্ত হন। অর্ধ্যাত্ম, তীক্ষ বস্তু, এমন, পরিক্র্য ও শুধু ভূতি বিগুটপেল্ল হইলে এজাগ তাহাকে রক্ষা করিতে যত্নবান হয় না। যে রাজা অমোদনায় ও কৌশল পাঙ্কর এবং যিনি অপনানায় যেন যেন বিচ্ছিন্ন বলিয়া। যেন করেন এবং দাঁহাকে কেহই এরূপ দেখে পারে না। (অমেন্দের এরূপ দেখে মানেন না), বিপজ্জন সময় তাহার অনুষ্ঠানগণ তাহাকে বিনাশ করে। যে রাজা নিজে কার্য সম্পন্ন করেন না, এবং তঞ্ব উপনির্দেহ হইলেই উত্তেজন হয়, তিনি অচলাং রাজ্যাচার ও নীল হইয়া তুষার পড়ি হন। নিত্বাদেও খারি নীতি নেতার অনুজ্জল থাকে, বাৱাহ স্তুষ্ট এবং এরূপ কথা না হইয়া কার্য যাহা বজ্র হয়, সকলের সেই রূপান্তর পূর্ণ করে। মহারাজ, তুষ্ম অমেনের অবমান্যনাকারী, বিভাগকর, দেশ কাল বিভাগে অসমর্থ এবং দেশ গুণ নির্ভরে চিত নিবেদে অসমর্থ; স্নীহাং সুখি অচিরেই রাজ্যচাহ হইবে।” (অর্ধ্যাত্ম ৩০ সর্গ)

সূর্পনখার এই সকল উল্লেখ হইতে কেহ রাবণকে রাজনীতি অনুভূতি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সূর্পনখা অপেক্ষা, এমন কি আমর্ক রাজা। রাম অপেক্ষা রাবণ কম বিচ্ছিন্ন ছিলেন, এমন অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

সূর্পনখা কেবল রাবণকে উপদেশিত করিবার জন্য এই উৎসর্গ তীক্ষ বক্ষ বাণে তাহাকে বাণিজ্য করিয়াছিলেন। ফলে তাহার কার্য্য ও সিদ্ধি হইয়াছিল। এক সময় কীকোরীর মুখ হইতেও এমন দর্শন-নীতির উপদেশ বাণির হইয়াছিল, যে
সে কর্মকাণ্ডের আদর্শ রাজন্য দশকের শৈশন নামে অভিহিত করিয়া রাষ্ট্রের দুরায় পুনর্গৃহে নিন। বিচারে বনে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কৈকীরায় থুমে যে ধরন্তীতি' ও সুর্পর্শার বৃদ্ধ যে রাজনীতি বাহির হইয়াছিল, তাহার অন্যায় সাধনের কূটনীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুর্পর্শার উক্তি হইতে তৎকালীন সমাজের প্রচারিত রাজ-দোষ সমুদ্রের অত্যাবসান পাওয়া যায়, তাহ এই অংশ উভূত করা হইল।

রাজনীতি সর্দারদার কূটনীতি। মহাত্মা রামের উপদেশের তীব্রতে সেই কূটনীতি প্রচ্ছদ রহিয়াছে—ইহা পাঠক চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন। রাবণ এই কূটনীতি প্রভাবে মর্দে অমরাবতী সংস্থাপণ করিয়াছিলেন।

রাবণ রাজনৈতিক কূটতে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমন কোন নিদর্শন রামায়ণে নাই।

"অতি পাপে নষ্ট পাইল লক্ষ্য রাবণ।"

রামায়ণে ইহাতে প্রমাণ অভাব। কেন না? পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা ও পর্যাপ্ত বলপূর্বক প্রচেষ্টা তৎকালের সেই অনায়ার্থ রাঙ্কস সমাজের ধর্ম বলিয়াই রামায়ণে কষ্টিত হইয়াছে।

রাজ্যের রাঙ্কস তীৰ্থ সর্পহে ন সংশয়।

মনে যে পরগ্রাম হরণ সম্প্রদায় বা ॥ । । ॥ (মূল ২০২)

রাবণের ব্যক্তিগত গভীর সম্বন্ধ হয় হয়—রাবণ মূর্ত্তি বাঁচে, কিন্তু তাহার অমূল্য অপি ধীর, তিনি সর্বদা সাধারণে লঙ্কক নিজ বল পর্যালোক করিয়া নিজের। (লঙ্কা ৩)।

অষ্ট বিভীষণ বলিতেছেন—"দশাধন বেদ বেদাঙ্গ পারগ, মহাতপ ও অশ্ব হোতালি কার্যের বিধান অন্ধুতায়।"

উৎপাদন পাতন জগতের বাল্ক্যান্তিক ধর্ম। এই ধর্মের বাল্ক্য নিয়ে মহাত্মার নেপথ্যের পতন এবং ইহাতে নিয়ে বিচিত্রবীর্য রাঙ্কস বংশের ধ্বংস হইতেছিল।
মৃত কুকুরের সন্ধাতি।

“পৃথিবী না হইলে কাহাও উদ্ধার হয় না।” এই কথা। পালিলির মহাযোগী অতি অল্পক্ষের একুশটি করিয়া বলিয়াছেন, অন্য কোন সেকারির কোন পাতি মরিয়াছেন কিনা জানি না। আমরা কিছু ভাবিয়া দেখিলেই এই বাক্যের সত্যতা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া পারি। জ্ঞান জগতের কোন বস্তুই উদ্ধার সাধন হইত না, অথবা জ্ঞান গৃহিত না, বধি তাহা কোন না কোন রূপে জীব-জগতের অঙ্গীত্ত না হইত। জীব-জগৎ তিন ভাগে বিভক্ত। মনুষ্য, মনুষ্যতের গাঢ় এবং উত্তরে। এই তিন শ্রেণীর জীব বধের ইচ্ছা পূর্বক বা অনিচ্ছায় জল, লবণ, বায়ু, হাতে প্রতিষ্ঠা করি বস্তু জ্ঞান পূর্বক সে অঙ্গীত্ত করিয়া যায়, তখন সেই সেই জ্ঞান বস্তুর জ্ঞান অপরিণত হয়—তাহ। জীব রাশির মৃত্যুত্তর হইতে অধৃতিক কালের জ্ঞান যুক্তি বা উদ্ধার লাইত করে। এইরূপে মৃত্যুত্তরায় প্রতি নির্ভর হইতেছে।

যদি, পাণি, লবণ পরিপূর্ণ যে সকল জ্ঞান বস্তু উত্তর হইয়া, একজন করিয়া অবর্ত রুক, লতা, শাখা প্রভৃতি যাহাদের পরিণতি হইতে সেই সমুদ্র রুক, লতা শাখাদি মনুষ্য ও অন্য জীবজগত। ভক্ষিত হইয়া অঙ্গীত্ত হইলে উচ্চতর ক্ষুদ্র হইলে হইয়া বলা যাইতে পারে। ইহার জ্ঞান এবং জ্ঞান বস্তুকে ভক্ষণ করিয়া অথবা অগ্রে অঞ্চলে অঙ্গীত্ত করিয়া মনুষ্য সেই জ্ঞান ও বস্তু উদ্ধার সাধন করিতে পারেন অথবা বায়ু কুকুরাদি দ্বারা ভক্ষিত হইয়া বা অঙ্গীত্ত তাহাদের অঙ্গীত্ত হইয়া সেই জ্ঞান ও বস্তু সক্ষমতির পরিবর্তে অথবা অঙ্গীত্ত প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপে মনুষ্য নিঃস্থ দেব দেবার নিঃস্থ করিলে দেবী লাইতে পারেন। ইহাই মৃত্যুদের মুক্তি।

কিন্তু এই গুরুত্ব বিষাদ আমার আলোচনা নহে। আমার স্বজ্ঞানে আলোকিত ইযোগোপো ও অমৃতময় মৃত কুকুরের ক্রিয়া সন্ধাতি হইয়া পারে, তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবণের উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

মৃত কুকুরের অবস্থি ও বসা আল দিয়া তাহাতে শোভা পাইল কার মিশাইয়া। লইলে মেরু শক্তি ( Sugar of fat ) বা মিসরিনু প্রদত্ত হইয়া উহাতে কিংকি লেবুচারক ( Hydrochloric acid ) মিশিত করিলে Smelling salt প্রদত্ত হইয়া মিসরিন দিয়া আরও কতগুলো পরিষ্কার হইয়া পারে। ইহার লেবুচারে নাগারে, দিয়া মনুষ্য শরীরে এবংলাই সুগতী।
করে। রিসিনের যোগ করিয়া অতি উৎখুঁত সাবান অপ্রতিভ হয়, তাহা দিয়া আমরা হাত মুখ একালন কবিয়া সমুচো লাড় করি। রিসিনের সুখ্রুত কার্মাইন (Carmine) মিশিয়া করিয়া অস্তারের জন্য উৎখুঁত মথম প্রস্তুত হয়। তাহা লাগাইয়া মহিলার গঢ় ও ওঠের বর্ণ সোন্দর্য সৃষ্টি করে।

কুকুরের চর্চা, শিয়া ও অস্তি হইতে জেলাটিন (Galatine) নামক বস্তু প্রস্তুত হয়। এই জেলাটিন দিয়া জলি নামক মোরকা প্রস্তুত হয়। চিনি শোধন করিয়া হইলে কুকুরের অস্তি পোড়াইয়া সেই অস্তির অঞ্চল দিয়া টাকিয়া লইতে হয়। শুভ্রাস্ত কুকুরেরই কিয়াদগন চিনিতে মিলিত হইয়া গাকে; সেই চিনি আমরা চা কাফি, মোহনতোগ পিঠকাড়িতে ব্যবহার করি।

কুকুরের চর্চার জুট ও দৃশ্য। প্রস্তুত হয়, তাহা আমরা পরিয়া খাই। সম্প্রতি এই আদেশ ছিল যে, আশ্রয়ীনি সম্পূর্ণ কুকুরকে গলি করিয়া মারিয়া।

সেন নলীতে কেলিয়া দিতে হইবে। বহ সহ কুকুর শব্দ একপ্রকার সেন নলীতে নিক্ষেপ হইত। মূর্তব্যাসাপেক্ষা তুলিয়া লইয়া তাহাদের চামড়া ছাড়াইয়া।

"ছাগ-শিপ্ট-চর্চ-নিমিত" দ্বারা প্রস্তুত করিত এবং অতি মাংস অর্থ দিয়া সাবান ও বাতি প্রস্তুত করিত।

নানানেন এবং আদান সেন খাইয়া গমন যুগ্মক ও কুমকে আর্বিন্দ করিতে ধান তখন অনেক কুকুর সাংগঠনিতে তাহাদের দলের লোকের উদ্দেশ্য হইয়া ছিল। ভারতবর্ষের এবং বর্তমান কর্কু সহান্তে কুকুর অবলূপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে।

শ্রীবীরেন্দ্র সেন

সাহিত্য সেবক। (২)

শ্রীচুরতরণ চৌধুরী তন্মুখি—১২৭২বঙ্গাব্দের ২৩শে মাঘ শ্রীবীরেন্দ্র সেনের অন্তম যখন গ্রামের প্রাচীন জগন্নাথ বংশ অচূর্ত বার জমা অর্জন করেন।

তাহার পিতার নাম ৩তম চৌধুরী। অচূর্ত বারু বাল্যকাল হইতেই পৌঁছানীর সেবায় নিয়ত। তিনি বাঙালি, বিস্তার ও জীবন প্রায় অশিক্ষাগত পরিকারেই বীর্য সাহিত্যের সমন্বয়ে এসময় লিখিয়া আসিয়াছেন।

বীর্য-সাহিত্যের তাহার রূপবার্ত সর্বনাক্ষ সহ্য। বীর্য-সাহিত্যের সমন্বয়ে তিনিই যখন লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তিনিই অচূর্ত বারু। সাহায্য এই পৃষ্ঠার
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সামরিক পদে এবং প্রচার ব্যতীত তিনি করেনকথা। মূল্যবান গ্রহণ করেন করিয়াছেন। ১২৯২ সালে তাহার প্রধান পুস্তকা 'ভক্তি নিজস্ব প্রকাশিত হয়। অতঃপর কমে শ্রীমান রহোনাথ পাদের জীবনী (১৩০০), শ্রীমান গোপাল ভট্ট জীবনী (১৩০২), শ্রীমান হরিনাথ জীবনী (১৩০৩), শ্রীমান ঈশ্বর পুরী (১৩০১), সাবা ঝবি (১৩০২) শ্রীমহেতু চরিত (১৩১২), শ্রীমানের ইতিবৃত্ত (১৩১৭) ও মাধবশ্রী (১৩২২) একাধ করেন। শ্রীমহেতু চরিত এক রচনা করিয়া তিনি শ্রীবুদ্ধবন হইতে একটি বর্ণ পদক পুরস্কার গ্রহণ হন। ১৩০৬ সালে শ্রীমানের মানিক পত্র 'শ্রীমান করণের' ব্যবহার হইতে অচ্ছন্ন বাবু তাহার সমাজ নিয়ূক্ত হন। এই সময় তিনি বৈষ্ণব সমাজ হইতে 'গোপনিষদ' ও অতঃপর 'ভক্তিসাগর' এবং শ্রীবুদ্ধবনের পুনর্গত সমাজ হইতে 'ভবনিধি' উপাধি প্রাপ্ত হন। অচ্ছন্ন বাবু এখনও সাহিত্য লেখায় নিযুক্ত আছেন। "শ্রীনিবাস লীলা লহরী" নামে তাহার একধরা পুষ্কর ছাপা হইতেছে। তিনি তাহার অক্ষ কৌশল "শ্রীহরি লেলার ইতিবৃত্ত" উত্তরাঙ্গ গ্রন্থে লিখিত উদ্ধোচ করিয়েছেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ওব্ব—নিবাস ছোট বিদ্যাসাগর, পিতার নাম শ্রীমুকুটমেশচন্দ্র ওব্ব, জন্ম বৈষ্ণব। এর, এর, এল পাশ করিয়া রূপপুর ওকালতি করিয়েছেন। "রূপপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়" এক লিখিত থাকেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ওব্ব—মানিক পত্রের লেখক। এটাইন নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর; বর্ষায় নিবাস কলিকাতা। অঙ্গুলি বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এস পাস করিয়া এলাহাবাদ কবিরহিয়েটে কার্য্য লইয়া থাক।

এই স্থান হইতে ১৩০৩ শ্রীমানের ভারত গবর্ণমেন্টের নির্বাচন ভিক্ষু অতিষ্ঠমানে—ভিক্ষু গমন করেন। তাহার ভিক্ষু অবিভাজন সম্প্রদায়ের চিন্তাকর্ম সুচর্চ এবং 'সৌরেত' একাপ্ত হইবে। বঙ্গ সাহিত্যে এই শ্রীলীর এবং এই নুতন। অঙ্গুলি বাবু এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সিঙ্গাপুরে কার্য্য করিতে চাহেন এবং প্রবন্ধে সাহিত্য ভঙ্গ সাহিত্যের চর্চা করিতেছেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৮৮২ শ্রীযুক্তের ১৩ই মার্চ ঢাকা। জেলার অন্নকথা মূলগল্পের আধীন দেওত্তম একাদশ অঙ্গুলি বাবু কর্ম গ্রহণ করেন।

পিতার নাম শ্রীমুকুট মহিমচন্দ্র বিদ্যাবনোদ। অঙ্গুলিবাবু জামালপুর ( গোপনিষদের দৃষ্টিতে ) হইতে ১৮৯৬ সনে আরবী শহীদ পরিক্ষা পাশ করেন ও ঢাকা কলেজে হইতে এফ; এ পাশ করেন। কলেজ ছাড়িয়া ১২০৪ সনে শিক্ষকতা।
গ্রন্থ করেন, অতঃপর শিল্প একাউন্টেন্ট জেনারেল আমন্ত্রণে কর্মী নিযুক্ত হন। সম্প্রতি বেহার ও উড়িষ্যা এলাকার একাউন্টেন্ট আমন্ত্রণে কর্মী করিয়ে তোলা। পাঠা অবস্থায়ই তিনি কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজস্বল লিখিতে আরম্ভ করেন। 'প্রতিশ্রুত তাহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

'ছোটের চন্দ্র', 'সর্কায়া', 'শাক্তিসিংহ', 'কুঞ্জ', 'ভগীরথ', 'দ্বিজোৎসনা' সহ বালক বালিকাসিংহের উপযোগী কতিপয় গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন।

শ্রীঅনন্তবর্ধন গুহী—১২৫৫ সালে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বেলতা গ্রামে অনাধুনিক বাসু অজ্ঞাত হয়। তাহার পিতার নাম শুক্রভট্টাল গুহী। অনাধুনিক বাসুর বি, এল পাশ করিয়া ময়মনসিংহ ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ময়মনসিংহের 'বাঙালী' মাসিক পত্রের একজন লেখক ছিলেন। ১২৮২ সনে 'ভারতমিহির' প্রকাশিত হয়। 'ভারতমিহির' তাহার চিন্তাগ্রন্থ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'চারুমিহির' প্রতিষ্ঠায় ইনি একজন প্রধান উত্তোলক এবং লেখক ছিলেন।

শ্রীঅনন্তকুলচন্দ্র গুহী—শালী—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোরিগুর্গার গ্রামের বৈধ বংশে ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ২রা অর্থনীতি অনন্তকুল বারু জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতা শালী নবকুমার গুহী—এক জন সাহিত্য সেবী ও সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। অনন্তকুল বাবুর সহোদর ও অভুলানন গুহী এক জন সাহিত্য সেবী ছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠায় 'নারীকলা', 'মোজতী', 'আধুনিক' প্রকৃতি পত্রের এক সময়ে বেশ পাতার ছিল। বালকাল হইতেই অনন্তকুল বাবু সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। গোল বৎসর বয়সে শারীরিক সমাক্ষেপ ব্যাকরণ তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেন। এই সময় তাহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি পিতার কর্ষ-গণিত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পণ্ডিত গ্রন্থ করেন। তখন হইতেই তিনি 'দাক্কাগোলটে' নিয়মিত রকমে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। সতর্ক বৎসর বয়সে শারীরিক সুরক্ষা হইতে সাহিত্য শাস্ত্রে পরীক্ষা করিয়া 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর গবেষণায় উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'কবিতাসী' উপাধি প্রাপ্ত হন ও কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে জ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া যান। সংস্কৃত কলেজে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া অনন্তকুল বাবু কবিরাজ শারীরিক সন্তানের কবিরাজ (পরে মহাসাহা হোপাল্ডার) মহামায়ের নিকট অনুমোদন পান অধ্যয়ন করেন ও 'কবিরাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৩০১ সালে ঢাকায় আসিয়া 'শালী'
উপায় গ্রহণ করুন। কবিরাজি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি কবিরাজি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া “বাদবর”, “ভারতী”, “নবগুণা”, “মধুর”, “আরক্ষি”, “উৎসাহ”, ইত্যাদি বহু মাসিক কাগজে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। ২০১৭ সাল হইতে ভারত সম্পাদকতায় শিশু-পত্রিকা “ভোপলিতা”, বাংলা হইতেছে। “আমুরকন্দ হিসেবে” ভারত সম্পাদকতায় প্রথম বাংলা বিজ্ঞাপিত হয়েছিল৷ “চণ্ডীপুরের নবন গল্প”, “গল্প গান” গ্রন্থি গ্রন্থে তিনি লিখিয়েছেন৷ এখনও তিনি অধিকাংশ সময় সাহিত্য চর্চায় অভিজ্ঞ করিয়া থাকেন।

একবার অসংখ্য প্রসারণ—শ্রীলুক্ষ অক্ষরমুর্মীর মৈত্রীর-জন্ম ১৮৬২ সালের তৃতীয় মাস। ভারত সম্পাদনা ফুলকুম্বে ১২২১ সালের ২ লা মাসে হইয়াছে৷

প্রতিশোধ৷

তারা সবে হেসে ঘরে উঠল সহল৷
শিশুরা জগতি কাঁদি জনম বাসরে৷
ভাবীল সে, একি নীলা! এ কেমন হাসা!—
নেহারি নবন পার্থ বন্ধু কারাগারে৷

নিয়তির নোট বাহি কাল সিদ্ধ পানে৷
বন্ধীরে শিশাল প্রেম নবনী যৌবনে৷
তার পর যথা বৃদ্ধ বেশে পশি রঙ্গত্বে
অভিনয় করে গেল “নিশার বপন”৷

বন্ধীঝালে ঘেমে গেল, মিঠার উৎসব—
মৃত্তিকা করে যুতি পর, দেখু। দিল ধীরে
নিষ্ঠায় তট প্রাঙ্কে, জাগিতি তৈরি৷
বেঁধে কাগুল, নীল উঁচি পুরু৷

যেহে ঘরে মৃত্তিকা পরি করিল কম্পনে
হরিল চক্ষু সৌম্য হাসি দেখাঘোল দিল শবে৷
কহে যেচে,—সহে নাই?—কোথা কথনে
অমায়ে কাঁদিতে দেখে, হেসেছিল সবে৷

শ্রীদিগন্তচন্দ্র সিংহ, বাংলা৷
সঙ্কীর্ণ 

ভারতে তোমার আজি জনগণের  
ঈশ্বর আর ঈশ্বর!  
এখন রহন - এখন দৌহার  
জিনিল কোটি কোটি অন্তর।  
গৃহ সিংহাসন সবার উপরে  
তার কাছে সব গরিমা তুচ্ছ-  
এ আলোক রূপ, আলোক জীবনে  
উদিলে আঁখারে ভাগ্র!  
আছিল ভারত বিধায় রাজ্য,  
বরাহ দিয়ে করিলে শাসন;  
শাসনে করিলে সুখ;  
কত রাজ্য রাজ্য এতাপ-ঘরে  
লহেব কাল। পাঠাল-ঘরে;  
নবনুষ নিয়।  
ভারতে আসিয়া  
অমর হ'লে অমর!  

শ্রীপ্রমথনাথ রায় দৌহুরী।  

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।  

চিন্তা! —শ্রীরক্ষিত বহু অধীত। ঢাকা ও লাইব্রেরীর হইতে প্রকাশিত।  
মূল বাণী ২০ আলাদা, সাধারণ কাগজে রীতি। এই বাণী ২০ আলাদা।  
হুপতিত মনস্ক যারু সৌভাগ্যের পাঠকদের শ্রদ্ধাটি অপরিচিত নেহন। তিনি  
‘কালাপাণ্ডা’ অনুভূত এই প্রবন্ধ ও বাঙালি পাঠকের ভূতি সাধন করিয়াছেন। এখন তিনি  
প্রতী সাধারণ হইতে সত্তাচিত্ত আহরণ করিয়া বাঙালার সীপা পাঠা এখনের অন্যাব পূর্ণ  
করিতে ব্যতীত হইয়াছেন। পাঞ্চালী সম্ভাটের একান বস্ত্র যাদবের সমাজেকে বিপর্যাজ করিয়া  
কেরালির বিলাসের বিলাসের বিপর্য্যয় সর্বাঙ্গী আন্দোলন। হইয়া হাত যাদবের দিকে  
কোটির চলিয়াছে; এই সময় যিনি দাণ্ডন সত্তার চরিত্র গুলি ফুটাইয়া তুলিতে সময় হু ও  
তাহার সমাজের গুণ ফিরাইতে সাহায্য করেন, তিনি সমাজের পাপবাদের পাত। চিন্তার  
আদর্শ চিত্র রসিক যারু অতি সক্ততার সাহায্য অর্জন করিয়াছেন। লেখকের ভাষা চিন্তা  
চরিত্রের বহনই নির্ভর ও মতো বাঙালার পরে তাঙাহ চিন্তার আদর বেলিনে  
আমরা স্বপ্ন হইব। এখন কেবল কানী স্বপ্নের চিত্রও সম্পূর্ণ হইয়াছে।  
বাঙালার বেগম —শ্রীবন্ধাস বধুপাঠার্গ অধীত; একাধ্যক্ষ শ্রীগুসাহা  
চট্টোনাথার—কলিকাতা। মূল ২০ আলা। আকার চলক কার্তিক ১৬ পাতা ৬৪ পৃষ্ঠা।  
এই বাণী পাঞ্চালীর কারণ নিষেধের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পাঞ্চালীর নিষেধ চিত্র  
নির্দিষ্ট পরিচিত হইতেন; লুটর বাঙালির চরিত্রের উপর বাণীর স্বপ্ন হুও নির্দিষ্ট করিত।  
একাধ্যক্ষের চিত্র একাধ্যক্ষ করিয়া বাঙালার ইতিহাসের এক  
অধ্যায় পূর্ণ করিয়াছেন। এখন অনেক ব্যক্তি কথাও আছে, ভাবাতো সত্য। এক্ষে  
সত্যিত্ব, চাপ-কাপ উত্থিত
ধর্ষ্য-সমন্বায় লিমিটেড
সমবায়-সৌধ, কোর্পোরেশন প্লেস, ধর্ষ্যতলা, কলিকাতা।

ধর্ষ্য-সমবায় সনাতন ধর্ষ্যালোকিত অর্থ্যেতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত
এবং যৌথ প্রশাসনী অবলম্বনে যাবতীয় পূর্বকার্যায়, গৃহ ও
ভূমিপতি কিছু অংশাঙ্গীত সংস্থান, কৃষি, শিল্প,
বাণিজ্য ও শিক্ষাবিষ্কার ইহার সকল।

এই সমবায়ের কার্য-প্রশাসনী সম্পূর্ণ নূতন, সংস্থানাধিক পক্ষে নিরাপদ,
অনুরূপ এবং সাহায্য ইহার সংস্থান পক্ষে বিধান সকল সরল,
উদার এবং গৃহস্তের সর্ব্বসাধারণ হিতকর।

প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০ টাকা মাত্র, এখনও পাওয়া যায়।

প্রথম বৎসরের লাভ মূলধনের উপর শতকরা ৭৩ ৬টাকার অধিক
হিতকর এবং শতকরা ২৫ ৬টাকা হারে বিতরিত হইয়াছে। দ্বিতীয়
বৎসরের লাভ মূলধনের উপর শতকরা ৫০ ৬টাকার অধিক হইয়াছে এবং
শতকরা ২৫ ৬টাকা হারে বিতরিত হইয়াছে।

নির্দেশিত আট প্রকারের সংস্থান এই সমবায়ে প্রদান করিয়া আছে এই:

১। সাধারণ সর্ত-সংস্থান (Ordinary Debenture Policy).
২। যুক্ত সর্ত-সংস্থান (Composite Debenture Policy).
৩। বন্ধু-অংশ সংস্থান (Bond Share Policy).
৪। পণ্য-সংস্থান (Economical Supply Policy).
৫। গৃহ-সংস্থান (Housing Policy).
৬। সম্পত্তি সংস্থান (Land-Development Policy).
৭। আশনিত সংস্থান (Guarantee Policy).
৮। যৌথ সংস্থান (Collective Policy).

এন্দোগার কর্তব্যানির্দেশ বহ এখন এখানে। তাহাদের পার্থক্য ও
কার্যালয় নিরমাণ বিষয়ে অনুযায়ী হয় এসেছে।

eকেওয়া ও অপরপর তথ্য কলিকাতা, ধর্ষ্যতলা, সমবায়-সৌধ,
ধর্ষ্য-সমবায়ের মূল-কার্যালয়ে অত্যন্ত।

কলিকাতা, ধর্ষ্যতলা, সমবায়-সৌধ,
লা বৈশাখ সন ১৩২০ সাল।

শ্রীঅধিকারচরণ উকিল

ধর্ষ্যতল।
সৌরভ

ব্র্যাগীয় রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ।

Asutosh Press, Dacca.
সৌরভ

চন্দ্রলোক।
চতুর্থ প্রবন্ধ।

পরমতে সম্মাননা।

তর্কালঙ্কার মহাশয় কেবল অগ্নিবাহ্য দিতেন না এমন নহে; অন্য সকল যার বীর্য ব্যবস্থা মিল না দেখিতেন, তবে নিজের ‘মত বহাল’ রাষ্ট্রীয় জাত জেদও ধরিতেন না। যাহা তো ব্যবস্থা শাস্ত্র যুক্তি সজ্জিত হয়, তজ্জন্ত অপর বিশেষত্ব যুক্তির সমানতা ভাবে করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। আমার দুর্গাপ্য যুদ্ধ: একজন প্রৌঢ়ী পোশাকের অন্তর্গত রূপতে করিতে হইয়াছিল। আমি আদেশের পরামর্শে মাসিকগুলি করিয়া পাঠ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু আদেশ দিতে বাক্তির মৃত্যু হইতে সংবৎসর মধ্যে তের একটি মলমাস ছিল; সে কথা অনবর্ণনা বশতঃ কাহারও মনে উদ্বিগ্ন হয় নাই। যাহা হউক; পরে যখন বুজ বাজির হইল তখন সংবৎসর বিবিধ প্রকারে যাহা হইল; পতিত মহাশয়ের কিছুটি করিলেই চলিবে। পণ্ডিতেরা গিরা এই কোনও 'এক অমান্যতায় করিব' যে যে কাহারও করিয়া। কলিকাতা গগলাম—তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ও বিষয়টি বাঁলাম। তিনি বলিলেন—আমার বোধ হয় তোমার সমস্ত মালিক পাঁচটাইয়া করিতে হইবে। যাহা হউক, যখন একজন বড় পশ্চিম ব্যবস্থা দিয়াছেন, আমি অতএব পূর্বসূর্যবৈধ মহাযোগীর কৃণাধার হইয়া—মহাশয়ের অধিকত কি 'জানিবার নিমিত্ত চিঠি দিতেছি।' সে যাহা আমার ক্ষিতি হইল—না; কিন্তু জায়পাকান্ন মহাশয়ের উত্তর আসিব। মাট্টিয়া তিনি পত্র যাত্রা জানাইলেন যে, আমাকে কেবল একটি (অর্থাৎ মলমাসের) মালিক করিলেই চলিবে।

* অলস্ত্র নিবাসী বর্তমান উত্তর তর্কবাদ মহাশয়। ইনি একজন সর্ব্ব শান্ত পঞ্চিত ছিলেন।
বধু তিনি গ্রীগোরি বস্ত্র-মলিক ফোল্কিয় পাইলেন, তখন অস্ত্রাকার হিরিজন করিয়া তাহার নিকট চিঠি লিখিয়া আমরা—অর্থাৎ ইংরেজ শিক্ষিত আধুনিক যুবক রুদ্ধ—তাহার কাছ হইতে এতদৃশক্তকে কি বিষয় সুনিলে উপকৃত হইব, তাহা সবিশ্বাস নিবেদন করিয়াছিলাম। উভয় তিনি তাহীর খ্যাতি শুলভ বিনয় ও উৎসর্গতা সহকারে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে “বাগাদি মুহুর্তিং” এই নীতিবাণী প্রকাশিত হইয়াছিল।

শেষ দেখা।

তাহার সঙ্গে চিঠি পত্র খুলিয়া চলিল—বরং আলস্য করিয়া আমিই পত্রদিল লিখিতে বিলম্ব করিয়াচি। তাহার উভয় প্রদানে অবহেলা মাত্র ছিলনা—ফেরত ভাবে জ্ঞাপ আপিত। কলিকাতা গাভু তাহার অঞ্চল দর্শন না করিয়া আগলিয়া, মনে হইত মনে সেইবার যাত্রা বিলক হইয়াছে। তাহার সঙ্গে শেষ দেখা। ৩০১৫ সালের কার্তিক মাসে। অর্থাৎ চন্দ্রচর্য রণ্ডন্দনের গ্রহণ সঙ্গে আলাদান করিতেছিলাম—তাহার মত আনিবার নিমিত্ত চিঠি দিয়া উভয়ের তদীয় “চারাচুক্ত” আমি উপহার পাইয়াছিলাম। ইহার মূলকথা ছিল—রণ্ডন্দন পূর্বকলারেি গুলো এই বিষয়ে একটি গ্রীস লিখিয়া। শক্তি করিবার পূর্বে তাহার পাড়া জানাইবার অভিগ্রামে কলিকাতায় তাহার বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ করি; তিনি প্রবন্ধনী গুলিতে অনুমোদন করিলে পর উহা বিচিত্রিত হইয়াছিল। হায়, তাহার সৌজ্বল্যের ইহার পরে আর দেখি নাই—তাহার মধুর উপদেশ আর জুনিতে পাই নাই। সেই সময়ের যাহা তাহার দেহ রক্ষণ ও কষ্টাদ্ধয় হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল—তবা পুণ্যখানিতের ফলে কল্পকথার অধ্যায় ছিল।

উপসংহার।

বাহার সঙ্গে প্রায় ২০ বৎসর কালের গুরু শিক্ষা সম্পর্ক ছিল—বাহার সহিত এইরূপে দেখা সুন্ন। ও পত্র ব্যবহার হইত—বাহাকে আমি মনে করিতাম যে সমস্ত দিক দিয়া দেখিলে তাহার ভাষা পণ্ডিত বলিয়া বলিব্যাপে কেঁস।

* অর্থাৎ রন্ধনদে চন্দ্রচর্য—জনহাও বিচার—“নবজারত” অংশে—১০১৫
ছিলেন না, তাহার সমুদ্রে অতি অল্পই লিখিতে পারিলা বলিয়া ক্ষুদ্র হইতেছি। যাহাই তিনি তাহার গ্রাম প্রাচীন বহিতে পর্যন্ত ক্ষুদ্র হইবেন। বাক্য বিশেষের “ব্যতি” প্রদেশের উপর তাহীর শংখ্যাগত সমস্তি নির্ভর করিবেন। অন্যন্য মহামহোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মহাদেবের অপর শতি তাহীর ছায়ালো। রণপুরের পণ্ডিত-রাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীমুখ বাঙ্গালীর তর্করাজ, শিক্ষিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীমুখ শুভচরণ তর্ক ধর্মনীতি, অসাম গৌরীপুরের মহামহোপাধ্যায় শ্রীমুখ আত্মানাথ জয়নৃপে, শ্রীমুখ পণ্ডিতগণ। শ্রীমুখ রামমুখ জয়নৃপে আসামাসাংখ্যচুড়া, ময়মনসিংহের উদ্ধিষ্ট মহামহোপাধ্যায় শ্রীমুখ সমগ্র শিক্ষাদানের গৌরব বহিতে পর্যন্ত ক্ষুদ্র হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাহার স্থিতি ক্ষুদ্র চেষ্টা করিয়া হত হইয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনের এক বিচিত্রতায় যে স্থলে অতিবাহিত করিব। তিনি উহার অন্তত স্থানের বর্ণ ছিলেন, সেই সংস্কৃত কলেজে তাহার স্থিতি তাহার কোন সংবাদ এখান পাই নাই। এই স্থলের বিষয় নহে কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায় বিষয়ে প্রাথমিক প্রথার যে বিষয় সাহিত্যের সহায় তাহার যুত্ত পরে কন্তোকেশন প্রস্তুতকৃত ছিলেন, তাহার যুত্ত পরে এইরূপ প্রস্তুতকৃত ছিলেন—কোনো—তাহার নাম ত ওনা গেল না? ইহাও পরিচালনের বিষয়।

একটি প্রস্তাব।

ময়মনসিংহে তাহার স্থিতির মধ্যে ঘোষণাপত্র সম্প্রচরিত হওয়া উচিত। বঙ্গীয় আনন্দমোহন বন্দুক স্থিরী—কলেজের দ্বার স্থা সংস্কৃত হইয়াছে। পরস্য এই ইংরেজী শিক্ষায় যুগে আমাদের দেশে অনেক আনন্দমোহন সংগ্রহ করিয়াছেন—কিন্তু এই এক হই যে ‘চন্দ্র’ অন্ত গেলান, এখানে হইবেন না—হইবার আর পর্যাপ্ত রহিল না। তথাপি এই চলকাতার স্থিরী উপলক্ষ করিয়া। যদি আরোধিতা ময়মনসিংহে একটি বাংলা স্থিতি বিষয়ে দেখিতে পাই—বাহাদুর বিশিষ্ট অধ্যাপকগণের ও বহুসংখ্যক বিদ্যালয় গ্রামিজ্জ মাজে ও অধ্যাপকের ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে বুঝিব এতাদৃশ মহাদেবের ময়মনসিংহে অন্যতম সারপক্ষ হইবে। তাহা হইলে তিনি অন্তর হইতে বদ্ধপতির বর্ণের উপর অবশ্যই সার অদৃশ্যের বর্ণের ভিতরে।

শ্রীপুরাণানাথ মেধর্ষে। (বিভাগিতোদ এম. এ)।
দাই নিগ্নন।

জাপানের রাজশাখ্তি।

১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ভারত হইতে জাপান পৰ্যন্ত এশিয়ার পূর্ব ভাগের সমস্ত দেশেই গৌরবদর্শন সদে সদে ভারতের সভ্যতাতে ছাইয়া পড়িয়াছিল। ১৩শ শতাব্দীতেই কেবিনিশাচু অত্যাচুর দেশ লজ্জা করিয়া জাপান আক্রমণের উপকরণ করেন। কিন্তু এবার বাঙ্গাল ভারতের নৌবাহিনীর অধিকাংশই বিশ্বাশ্ব হওয়ায় ফিল্‌ম মনোভাবহৈয়া ভাবেই জাপানের আশা পরিত্যাগ করি দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে হয়। তাহার আরও অনেক
ব্রহ্মশর্ত জাপান আক্রমণ করিয়া এরূপ পার কিন্তু কৃতকায় হইতে পারে নাই। জাপানীর বলে—সমুদ্র আমাদের দেশ বেষ্টন করিয়া, রহিয়াছে; তাছাড়া সততায় তখন আমাদের দেশ পরাজিত করিতেছিল, তাই বৈদেশিক শক্তি আমাদের কোন হানি করিতে সক্ষম হয় নাই। এই বৈদেশিক আক্রমণের বিষয় লিখিতে একখান। আধুনিক ইতিহাসে কোন জাপানী প্রকৃতি উল্লেখ করিয়াছে যে—“মঞ্চলীয় জাতি এবং মুসলমানের সুরক্ষী এদেশ হইতে তারায় ভারতের ধর্ষ এবং প্রাচীন সভ্যতার সমুদ্র ব্যাপার ব্যাপার ধুইয়া। ক্রমে ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করতঃ ভারতের অর্থ এবং প্রাচীন সভ্যতার সমুদ্র ব্যাপার ধুইয়া। ক্রমে ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করতঃ ভারতের অর্থ এবং প্রাচীন সভ্যতার সমুদ্র ব্যাপার ধুইয়া। ক্রমে ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করতঃ ভারতের অর্থ এবং প্রাচীন সভ্যতার সমুদ্র ব্যাপার ধুইয়া। ক্রমে ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করতঃ ভারতের অর্থ এবং প্রাচীন সভ্যতার সমুদ্র ব্যাপার ধুইয়া।

২২শ শতাব্দীর শেষভাগে সমাপ্ত সম্পর্কে। কল্যাণিকারী ভারতীর সাথে সাথে সাথে নিজস্ব কোন সুবিধা হোক। রাজ্যাধিকৃত সুবিধা হোক। রাজ্যাধিকৃত সুবিধা হোক। ১১৮৬ খ্রীঃ—১৩০০ খ্রীঃ এখন সোলং বৃহৎ রাজ্য শাসন করেন। ১৩০০ খ্রীঃ—১৫৭০ খ্রীঃ আলিফ বা নামক সুবিধা হোক। রাজ্যাধিকৃত সুবিধা হোক। রাজ্যাধিকৃত সুবিধা হোক। রাজ্যাধিকৃত সুবিধা হোক। রাজ্যাধিকৃত সুবিধা হোক।
(Feudal Lord) বাংলার কে সোগুণ হইবেন এই, বিষয় লইয়া অভ্যন্তর গুণবিবাদ উপস্থিত হয়। কদম্ব বংশের গোর বিবাহ বিষয়কে পর ইঙ্গে-ইরানী নামক অনেক তীক্ষ্ণ রাজনীতিবিদ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ( অপরানী ইতিহাসে ইনি নেপালিয়ামের নাম ক্ষমতাবিনিময় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন) যথেষ্ট ক্ষমতাবলে আপন প্রতিবাদ সংঘর্ষে কষ্টকায় হয়েন। তিনি সোগুণ হইয়া দুইবার করিয়া আক্রমণ করিয়া উহার প্রায় দুই-কৃষ্ণরাশি হস্তগত করিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছিলেন—নীর্মহ চীনের জাপান সামর্থ্যের অপত্য করিতে ইচ্ছা রাখি। ১৫৯৮ খ্রিঃ হঠাৎ তাহার মৃত্যু হওয়ায়, তাহার উদ্দেশ্য, সফল হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পর তাহার অনুলয়স্থ পুত্র সিংহগোবর্জ বজ্রের রাজ্যে সুসম হন নাই।

১৬০০ খ্রিঃ ইয়েরিয়া নামক তাত্ত্বিক অভ্যন্ত বাংলায় এবং ক্ষমতা ব্যক্তি সোগুণ লাই করিয়া। তিনি সোগুণীয়া বংশের আদি পুরুষ। ১৬০০-১৮৬৮ খ্রিঃ: ঐ সোগুণীয়া বংশের সোগুণ বংশের অধীন ছিলেন বলিয়াও অভ্যন্ত হয় না। বৰ্ত্তমান সময়ে জাপানের রাজনীতি, সামর্থ্যীতি, শিলা, বাণিজ্য, শিক্ষা। ঐ সোগুণীয়ার স্বতন্ত্রতায় যদি কৃষ্ণ উন্নত সমুদ্রের মূলেই এই বংশের সোগুণীয়ের রাজ্যাভ্যাস প্রপঞ্চ এবং বিভিন্ন দেশীয় সংস্কার এবং স্বশিক্ষার প্রচার। যদিও এই সময় রাজ্যের প্রত্যক্ষ গুরুত্ব বিষয় মীমাংসার নিষিদ্ধ প্রচার পাঠান দাইমিও কয়ে একটি করিত গঠিত হইত তথ্যর একটি প্রস্তাবে সোগুণী সুর্যেন্দ্র ছিলেন। করিতে সোগুণীর আদেশের কিছুটা ব্যক্তিকে করিতে সাহায্য হইত না। তাহার অপরূপায় ক্ষমতা পরিচালনা কিন্তু বিচিত্র। বিচার না হওয়া একজন সোগুণী রাজ্য-ধার্মিক কিওকো সহর হইতে তিন শত মাইল দূরবতি ইয়েদো। (বুজুনান টোকিও) নামক জন্মের বীর রাজ্যাধিকারী নামক করিয়া একবারের বিবাদ করিতে দাঁড়িয়া পড়িলেন। সাধারণ লোক মনে যাহোন্মতে মৃত্যু হইয়া তাহার আদেশ অনুমোদন চাইলে সাহায্য। এদিকে দাইমিওগণও তাহাকেই রাজার আন্দোলন সোগুণের মনে একটি ঘটনা ধারাতে লাগিলেন। এইরূপে সোগুণ নেন একটি ঘটনা, জাতীয় শক্তির করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহরে বিদ্যায়, জাতিকের ভার রহিল নাই।

এই সময়ের কথায় ইউরোপীয়ীয় এবং আমেরিকান লেখকেরা বলিয়াছেন—গাজানের দুইটি রাজা রাজ্য করেন। একটি রাজ্যাধিকারী ইয়েদো।
(তোকিও), অপরটি—ক্যুইটো। ইয়েদোর রাজ্য রাজ্য করেন, আর কিওতোর রাজ্য ধর্মবিশিষ্ট শাসন কর্তা। আমাদের ভারতে সিংহ বলে কলাম্বাসের রাজ্য মহারাজ থাকা সেখানে মূলধার্ম একটি ধার্মিক মহানায়ের শাসনের লাভ হয় না, তেমনি রাজ্য শাসনের ভার মিকাদের হায় ভাল হইলেও সোঙশের চেয়ে তাহার প্রতি এপারের আন্তরিক ভাল কম ছিল না। তোকিওয়া সোঙশের রাজবংশের বন্ধন নৈক এসিদ্ধ জাপানী ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন—“The Mikado may cease to Govern but he always reigns. He exists not by divine right but by divine Law—a fact of man and nature. He is always there, like our beloved mount of Fuji”

যদিও এই সময়ে কার্যবিনাশক কমিটির তেমন শক্তি ছিল না, অথচ সোঙশ পাচ জন শাক্তশালী দাইমিন্টর পরিবর্তে নিজের অধীন পাচাঙ্গ খাল দাইমিন্টর দ্বারা কমিটি গঠন করেন। উহারাই ঐ সময়ে সোঙশের সহায়তা ছিলেন। এই সময় তোকিওয়া বংশের দাইমিন্টর বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া উঠেন। সোঙশ সামান্য অপরাধে ওরূরেও মাতৃত্ব করিয়া তোকিওয়া বংশের নিযুক্ত করিয়া রাখেন। ছায়ুরাই ক্ষমিয়গণ সোঙশের অধীনে কায় করিতে থাকে। সোঙশ নিদর্শ সংখ্যক ছায়ুরাই সৈন্যকে প্রত্যক্ষ দাইমিন্টর অধীনে কায় করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অন্যান্যদের সাহায্যে দাইমিন্টরে যথাস্থলে একাধারের মাতৃক নির্দিষ্ট নিবেদন করিতে লাগিলেন। অন্যান্যদের সাহায্যে দাইমিন্টরে যথাস্থলে একাধারের মাতৃক নির্দিষ্ট নিবেদন করিতে লাগিলেন। কেবল সমন্ত উপরে ধামিয়া গেল যে সোঙশ নিবেদন করিতে লাগিলেন। 

dেশের লোক ঐ সময় কিংকি শাসন লাভ করিল। অবকাশ পাইয়া তাহারা শিখ এবং লিঙ্ক পড়া শিক্ষার প্রতিপাদন হইল। সাধারণ লোক জানিয়া না উঠে, দেশের কোন জাপানের কৃতিত্ব শাসন নীতির বিষয়ে কিছুই আলোচিত না হয়— এতে সোঙশ স্থানে স্থানে বহ ভুগচর এবং ছায়ুরাই সৈন্য নিযুক্ত করেন।

* প্রতি বৎসর গরমের সময় শত শত লোক ইহার শিখর দেশে অধিবাসন করত পাদদেশত শিক্ষার প্রশংসা মহাদেশের মনের দৃষ্টির সুরক্ষা করিয়া থাকে। অঘ্যাতের, তাই জাপানীর আদ পূর্বক দেখত জানে ফুজি-আরেদেগিরিকে এতি বৎসর নিশ্চিত দিনে পূজা করিয়া থাকে।
সোঁও একদিকে যেমন কড়াতলে রাষ্ট্র শাসন করিতেন, অপর দিকে আবার দেশ ও দেশের অধিবাসিদের উন্নতির জন্য সর্বদাই বিশ্বে ছিলেন। সোঁও স্বাধীন ধর্ষ্যামাজকের তত্তাত্ত্বিক এলাকায় লেখা পড়া শিখিতে বাধ্য করেন। এই সময় হইতে সামান্য কলকের ছেলেরাও লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করে যাতে তাদের একুশী রাষ্ট্র (মিকানের) সোঁওর হেল্পগুলিকাবৎ হইয়া রহিয়াছে সোঁওর সকলে যেন অর্থনৈতিকতার কুফল ভোগ করিতে পারে।

ফলেই শাসনপ্রণালীর সংস্কারের জন্য সর্বাধিক মন উত্তল হইয়া উচ্চ হইল। লোকের মনের একেন পরিবর্তন সোঁওয়ের জাতিনিষ্ঠার ফলেই সংঘটিত হইতেছিল। কারণ এই পরিবর্তনই জাপানের অভ্যন্তরীণ হেতুরূপে দেশীর ও বিদেশীর রাজনৈতিক কর্ষণ বর্ধিত হইয়াছে। দেশের ভিতর এই সকল ঘটিতেছিল সত্য কিন্তু অনেক বাহিরের ঘটনাও ইহাদের রাজনৈতিক শাস্ত্র আলোচনার মহাদয়া করিতেছিল।

এই সময়ে ইউরোপীয় জাতি এশিয়াটিক জাতির সম্পর্কে অস্পষ্ট থাকে। বৈদেশিকভাবে জাপানের সম্পর্কে না আসিলেও জাপানের মন বাহিরের ও অন্তঃপায় হয়। এশিয়ার অন্তঃতে দেশের অধিবাসিদের প্রতি ইউরোপীয়দের ব্যবহার দেখিয়া এই সময়ের কথায় অক্ষত প্রশ্ন জাপানী লেখক এক দিনে লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয় জাতির মান সমান গলাঙ্গি দিয়া হৃদয়শক্তিকেই যথা সর্বর্থ মনে করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। এমন কি হরিণ বিশেষ যাহাদিগকে অগ্রস্র বলিয়া যেন করা গিয়াছে, তাহারা ভক্ত হইয়া দীর্ঘ রূপায়। আর আমরা এশিয়াটিক জাতি যথার্থ না অপরের উৎপীড়ন অসহ হইয়া উঠে, তত্ত্বাং নীতিতে সমুদ্র করিয়া থাকি। যখন দেবে, আমাদের সাম্রাজ্য মূলে বিনিময় হইবার উপক্ষ, তখন নিত্যম অসহ বলিয়া তৎপ্রতীকের প্রশস্ত পাইয়া থাকি।'

১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী, ওলন্দাজ, পোল্গিজ স্প্যানিশ এবং ইংরেজ প্রভৃতি জাতি ব্যাপিয়া উপলক্ষ করিয়া; এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পদার্পণ করে।

১৮৪২ খ্রীর উহারা চীনে আফিংয়ের ব্যবসা আরম্ভ করে এবং হাঁক চীনাদের হস্তগ্রস্ত হয়। একজন কি ১৮৬০ খ্রীর হিন্দুর রাজধানী পিকিঁ সহর বৈদেশিক
সৌরভ।  
[ ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

কষ্টক আকাঙ্ক্ষা হয় এবং সমার্থের গ্রীষ্ম-প্রসাদ লুষ্টিত হয়। এই সব দেবিয়া
আপাণিনীরা ইউনিয়নের বর্ণ শক্তি মনে করে। উহারা ক্ষে
আপন পর্যায়ের জন্য হইতে পারে বলিয়া সন্ন্যাস করিতে থাকে এবং শক্তি
সংস্থার হইতে মোগাড় বন্ধক্রমে হরণগত করে।

এরূপ আপন রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে।
উহারা সাহিত্যিয় এবং কামূকস্তা হইতে ক্ষেত্র সাগরময় রীতে অধিকার
করে (১৮৫৬ খ্রী) এবং ইয়েছে যৌন লুষ্ট করিতে থাকে।
ইয়েছে যৌন সন্ত্যাগ হোকাইদো রীতে নামে অভিবিন্দ হইয়া থাকে।
এই সময় আপাণি নিকি এই প্রবল ছিল না, যাহাতে কবর্ণ সাহ এবং
শক্তি সম্মুখীন হইতে পারে। তবুও শক্তি অর্থাৎচার নির্বাণন জাত ১৮০৬
ঢ় সোগ একজন ভিলিটার পর্যন্ত হোকাইদোর রক্ষা নিযুক্ত
করেন। ১৮৩০ খ্রীঃ মিয়ার নারিকেটি স্থান এক অনুশাসন প্রাণ রাজ্যের রাজ্যের সমত দর্শন
মন্দিরের পিছনের অংশ। গারাইয়া কামা
নীতি করিয়া হামুরাই জাতিকে মূল্যবিশিষ্ট শিক্ষাদেখা এবং তিনি রুহু
স্ত্যাচার নির্বাণন জাত সৌভাগ্য সহ হোকাইদো রীতে পাষ করিতে
থাকেন। তাহার অন্তরন্ত কম্বা সোগ পূর্বের ভীত হন এবং
উক্ত প্রক্ষে সেই কার্য হইতে অসাদের এই করিতে বাধ্য করেন,
১৮৫০ খ্রীঃ কমোডোর পরিতৃণ করিতে সৌভাগ্য অনুমোচন হইতে বরাবর
ফেরকান্ত উপসাগর আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি আপাণের সহিত
অনুমোচন রক্ষা হয় এবং বয়ে বাণিজ্যের বৃদ্ধিদের করিয়া যাইয়া,
প্রতিকূল অঞ্চল হয়। এই সময় রাজ্যের মধ্যে ভূঁত অন্দোলন উপস্থিত
হয়। দেশের কাবার লোক দুইদলে বিভক্ত হয়; একদিক বলে—বদ্ধ স্থান
বাণিজ্যের ভাষা করিয়া এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রূপক ব্যবহার করিয়া
ইহারা নিকৃণ স্তম্ভ করিয়া; আর ইহার সহিত বাণিজ্যকে
করিতে চাইলা, বল্যা করিতে চাইল। দেশ মন্দিরে মন্দিরে বিপদের প্রতি
(alarm bell) বাণিজ্যে লাগিল। ইতিহাসে লিখিত আছে— দেশতুল্য সোগ
লোক শীঘ্র উঠিল। দলে দলে বলিতে লাগিল—"To arms ! Jhói!
Jhói! Away with the barbarians!" আমে প্রাণে বরিচা বিশিষ্ট
বর্গুলি পর্যন্ত শান্তি করা হইল। নূতন অর্ধশতক্ষ ধখাধখি প্রস্তুত করা
হইল। শক্তি রণত্রী অঞ্চলের অন্য যৌথ অর্থাৎ বিশিষ্ট রগভেত।
কাতিকেরের এবং শিক্ষাদৃষ্টিবিদ্গণ সংযুক্ত হইতে কয়েকদিন অবশ্যই অনুশীলন এবং পাঠকার আরাধনা করিল।

এদিকে অধিক পক্ষ বৃষ্টিযাবহিত হয় জাপানের তত্ত্বাবধান একটা শক্তি হয় নাই, যাহাতে শতভাবে আমেরিকানদের সুখী হইতে পারে। তাহারা স্বাধীন পন্থায় সম্পর্কিত ইচ্ছাকে হইলেন। সোগুশিগত রাজ্য-সংগঠন বিশেষে ৫০০ বৎসর যাবৎ সমাজের নিকট একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লাগিল। বোধ করিতেন; আজ সেই তোকুগাওয়া বংশের সোগুখ যখন দেখিলেন, জাপানিদের নিজেদের গৃহবিদ্যা দেশ বৈদেহিক জাতির পদতলিত হইবার উপক্ষে; তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে এরিগাড়ি অবসানের জন্য সিকাইয়ের নিকট সাহায্য রক্ষার উপায় নির্দেশনা করিতে পরামর্শ প্রাপ্ত হইল। শেষে চূড়ান্ত একটা হইয়া আমেরিকানদের সহিত সম্পর্ক বস্তু সংশ্লেষণ করাই স্থির হইল। প্রশান্ত মন্ত্রী আরে জাপানী বৈদেহিক মন্ত্রী হোকো সহিত এক বৌদ্ধে আমেরিকান দের সহিত সেই সম্পর্ক নির্দেশনা করিলেন।

পরস্পর ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ১৮৫৪ খ্রীঃ প্রথমবার এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ দ্বিতীয়বার আমেরিকার সহিত জাপানের সম্পর্ক হয়। সংক্ষেপে না হইলে হয় জাপানের বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ উপর হইয়া গিয়া না। এমন কি জাপানের মানবিকের হয় তো অর্থং চিনিত হইত। আবার মূল্যর পর হোত। প্রাসন মন্ত্রী হইল। তিনি পাঞ্জাব জাতির বিশ্বাসুদ্ধি সম্পর্কের অনেক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য অবগত ছিলেন। তিনি গবর্ণমেন্টের সাহায্যে জাপানিদের শিক্ষা নিমিত্ত বিদ্রোহ স্থল স্থাপন করেন; উত্তরকালে উহার। এই জাপানের সর্বপ্রথম জাপানের শিক্ষা বিদ্রোহ বিদ্রোহ শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষার জন্য স্থাপন করেন। জাপানিদের এখন তাহার কিছু বিশেষ কৃত্তিত্ব অর্জন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জাপানের স্বাধীন প্রথম পদার্পণ করেন, শেষে তাহার নাম জাপানিদের একটা স্বতন্ত্র স্থাপন করেন।

শ্রীরথুনাথ সরকার
প্রাচীন সাহিত্যে প্রাচীন সমাজ চিত্র।

কবি নারায়ণ দেব, ময়মনসিংহের সর্কারী প্রাচীন কবি। বর্ষাবাদ সময়ের পঞ্চমত বৎসর পূর্বে নারায়ণ, তদীয় ‘মুরস পাঞ্চালী’—পন্ডিপুরাণ রচনা করেন। মুরস পন্ডিপুরাণে আমরা পঞ্চমত বৎসর পূর্বের এতদ অবস্থানের সমাজ চিত্র—শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ধর্ম, কর্ম, গৃহীত, বাণিজ্য, ঐতিহ্য ও দারিদ্র্যের চিত্র দেখিতে পাই। সে চিত্র এইভাবে—

শিক্ষা—সে কালে টোল বা চতুপাটী শিক্ষাগার ছিল। এক এক জন অধ্যাপক বিদ্যা-কল্যাণ হইয়া একাকী শত শত শিক্ষকে নানা বিদ্যা—কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, চন্দ্র, জ্যোতিঃ, স্বতি, তত্ত্ব ও পুরাণাদি শিক্ষা দিতেন।

এই শিক্ষা ব্রাহ্মণের জন্ত যুদ্ধরূপে বিহিত হইলেও ইহার ব্যাপ্তি ঘটিয়াছিল। গণভদ্র চাঁদ ও লোকবিদ্যা সর্ববিদ্যা বিশারদ হইয়াছিলেন। পশ্চিমাচার্য্য—রচিত ছন্দশাস্ত্র সে কালে পঠিত হইত। বেদের চর্চা ছিল।

জাতি—ব্রাহ্মণ সেকালে ও একাকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেও পন্ডিপুরাণে ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব চিত্র নাই। গণভদ্র গিকেই সেকালে সমাজের সর্কারপাক্ষ। ঐতিহাসিক দেখা যায়। গ্রাম দেবতারা—চতুর্দশ মনোল, সত্য—নারায়ন,—গণভদ্রকিশোরের ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গণভদ্রকিশোরের কেবল কক্ষপতি কোটিপতি ছিলেন না, বিজ্ঞা, বিনয় ও পুরুষকার ইহাদের চরিত্র উল্লেখ ছিল। গ্রাম দেবতারা সহলে ইহীদের গৃহে আসন পান নাই।

চাঁদের শেষ ধনপতি খুলনার ‘মেরেদেবতা’ চতুর ঘটে লাভে মারিয়া বাংলায়, পন্ডিপুরাণের চাঁদ সমাজের হেতুতে লাভের চৌম্বক পন্ডিপুরাণে বেদনা হইয়াছিল—এসকল বর্ষনী গণভদ্রকিশোরের চরিত্রগত একটা তেজ সূর্য উল্টিয়াছে। একাকের বিশেষ সমাজে সে তেজের চিহ্ন নাই। কি বিভাগ হিসাবে কি অধ্যাপক বিভাগের হিসাবে—

পন্ডিপুরাণে কাহারও বৈদেশের কোনই উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণের এক চূর এক শুনি দিলেও উহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত—যেন ব্রাহ্মণ, সমাজে উপকরিত একটা সমাজ। ভোগবিদের এতর কবির আদর্শ শ্রদ্ধা দেখা যায়।

কবি, গোবত্তি ও বেহুলকে ভোগধী সাজাইতে ছিলেন।
গৃহ—সেকলে ইষ্টক নির্ধারণ গৃহ অধিক ছিল না। সাধারণ গৃহ বাড়ি, বেত ও চন্দ দিয়া গৃহ নির্মাণ করিতেন। সম্প্রদায়ের বিলাসের অংশ ‘ফুলটুকি’ বা ‘কামটুকি’ গৃহ নির্মিত হইত। এই সকল ‘টুকি’ গৃহ বিভিন্ন বলিয়া বোধহয়। অন্তঃপুর ও বিভিন্নটি চূড়ি পৃথকঃ চূড়াশালা ছিল।

ধনিধরণের বাটী পৌরীর বাড়ি দাখিল। উহাতে গ্রহণের চূড়ি বসিয়া—

বন্ধুর বা সিংহারা, এবং অন্যান্য বসিয়া বিভিন্ন হয়। বন্ধুরের

অন্যান্য পৌরী এছাড়াও দাখিল। ধনীগৃহে পালক ও চাপায়া দাখিল। লেপ,

পিঙ্কা, মেঝির খাBAD' শয্যার উপরকরণ ছিল।

গৃহিনী—গৃহিনী, অন্তঃপুরের কর্ম ছিল। রক্ষণ, ভোজন, পরিবেশন,

পুষ্টি ও ব্রত নিয়মান্ডি ভাটার নিয়ম ছিল। একা একশত হইয়া গৃহিনী

এই সময়ের লক্ষ গৃহিনী ছিল। গৃহী ও গৃহিনীতে সেই প্রদেশের অভাব

ছিল, কিন্তু সে প্রেম বা সেই অন্তঃসৃষ্ট ফসল এবং তার সাহায্য;

বাহ উচ্চারণে উহা অন্তঃ চ্যলন গোচর হইত না। গৃহিনীর নামাকরণ স্ত্রী

করিতেন। এই সকল ব্রত করিতে উপাসন করিতে হইত।

বিবাহ ও সপ্তাহ কাল—সে কালে কোন বয়সেই বিবাহবিবাহের বিবাহ

নিয়মনীয় ছিল না। দুই পর্য্যায় অনেকের ছিল। দুইরের ‘সতীন—চুলানী’

অনেক গৃহেরই নিয়ম ঘটিত ছিল। দুইমায় অধিক বিবাহ থাকা মনসা—

যোগবসল নাই। উভয় বর্ণের বিবাহ সুযোগ হইতেন। নিয়মের অন্তর্ভুক্ত বিবাহ

বারা ‘মালা বদল’ করিয়া। পুনরায় পত্রিযুষ করিত। এইরূপ বিবাহবিবাহের

নাম ছিল—‘সাঙ্গ।’ বিবাহ অপেক্ষা সাঙ্গ হের বিবাহ বিবাহের হইত।

সাঙ্গ সত্ত্ব বংশধর্মবাদী বিবাহ—মাতা সত্ত্ব অপেক্ষা হইত।

রক্ষণ ও ভোজন—সে কালে রক্ষণসংক্রান্ত রক্ষণের পর্যায় ছিল।

‘পঞ্চাশ বাজন’ প্রায় বাজ নহে, সে কালের গৃহিনীর। সত্যই উহার

রাউমীতেন। উন্ন এল কৌশল নির্ধারিত হইত যে, এক মুহুর্তে জাল দিলেই

একবারে নয়টি পাত্রে রক্ষণ করা যাইত। উন্ন নির্ধারণের সেই প্রাচীন

কৌশল এখনকার মাতৃকণ অবরোধ নহেন। এখন পঞ্চাশ বাজন কথা যাওয়া।

বাজন দুইপ্রকার ছিল—সামায় ও নিরাময়। সামায় বাজন

সংখ্যের। মাত্র বর্ণনা, শাক্তার গৃহেও দুই ঘা যায় না। সে কালের

সংখ্যকেরা দেবীর ধরিয়া ভিত্ত মাত্র খাটিতেন না। দুইরাজ বৃং তৎকাল

খরাচিং হইত। নিরাময় বাজন দুই ঘা। রাখে হইত। তৈ, চিন্তান,
সৌরভ। [ ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

কাতল, রোহিত, বাচা, তাসনা, ও ইচ্ছা মাছ, তাছা ও বাঙ্গাল উত্তর একারে রন্ধন করা হইত। বেতনের ডোগা ‘পলিয়া’ ( কুলি কুলি করিয়া কাটিয়া) উহার সহিত চুচুরা মাছ (ছোট মাছ) রাঠা হইত। তাছা মাছের সংখ্যা মূল্য বাড়ায় রীতি ছিল। আহারক্ষে কর্পুর ও তানুকুল সেনার করিয়া যুগ্মতি করা হইত। তখন ও তামাকের ধূসরান প্রচলিত হয় নাই।

দাস দাসী—সমস্ত গুহে দাস ও দাসী থাকিত। দাস দাসীগণের মধ্যে কেহ কৃতি, কেহ বা বেতনেরকারী ছিল, ইহাদের সহিত অর্থ ও স্বরকে বিনিময় ছাড়া গৃহীর একটা সেহ বক্তা ছিল। সেই বক্তা বশতঃ এনের তাহার সম্পদ তাহার আপনার বলিয়া মনে করিত এবং এনের হিতসাতন কর্ষণ বলিয়া নহে, তথাপি বলিয়া বুঝিত। একবার তৃত্য সমস্ত প্রায় পুরুষাভ্রমিক ছিল।

বিবাহ পশ্চিম—বিবাহ পশ্চিমে সে কালেও প্রায় এ কালের মতই ছিল।
তবে কঠোর নির্বাচনে এ কালের মত অর্থ আদায়ের দিকে দৃঢ় না করিয়া রাস্তা ধরিতে দিকে দৃঢ় করা হইত। মূলে “পঞ্চ হরিতকী” দিয়া কঠোর নির্বাচনের রাস্তা বলিয়া সম্ভবত কঠোর তাহাতে ভুমি, গো, দাস, দাসী ও মনী মাজিক্যাদি ইচ্ছিমানের দৃঢ় দিয়ে। এ কালের মত বলপক্ষ নারী করিয়া কিছু লইতেন। সে কালে কঠরী মাতা, স্ত্রীতাতে কঠরী বলপক্ষী করিবার জন্য বরণের সময়ে নাম। একাক শ্রীরক্ষণ ঔষধ প্রয়োগ ও সম্মোহন কিয়া করিতেন। সেই শ্রীরক্ষণ ঔষধের ফলশ্রুতি বর্দনায়, নারীকে দেব সে কালের তরীগণের আকাঙ্ক্ষা ব্যতির করিয়াছেন।

হৌড় গুরা হৌড় পান মক্কা মাকড়, উভূতনেরার ছাল মানের মিনড়।
একটা বাটিয়া পুরু কেশে দেহ কাছাড়ি, এক তিল জামাই যে নাহি যায়ে ছাড়াই।

এক পত্রী থাকিতেও পত্যক্তর একে সেকালের সমাজে নিদর্শনীয় ছিল না।
ধর্ষ্যতত্ত্ব ব্যতীত কামপ্রিয় ও অবাধে রক্ষিত হইত। স্নাতক: দারী সোহাগিনী হওয়া বহ ভাগ্যের কথা ছিল। পত্রী-বহুল দারীর উপর যৌবন প্রচার বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা বলপূর্বক যৌবনের দিকে আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। তরীর। রূপ, গুণ ও তেহে যশস্চারিয় যৌবনের পর-বরখাস্ত করিতে না পারিয়া মনোনিবেশের উপরে সমুদ্রে নির্ভর করিতেন।

শ্রীরমিকচন্দ্র বসু।
স্বগীয় রাজা কমলকুঞ্জ সিংহ।

পত্ত ২৩শে ফাল্গুন রাজা কমলকুঞ্জ সিংহ বাহাদুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুগন্ধের স্বগীয় রাজা কমলকুঞ্জ সিংহ বাহাদুর চারি পুত্র রাখিয়া নবর দেহ ত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুপ্রাপ্ত স্বভাব রাজকুঞ্জ সিংহ বাহাদুর কৌশল এবং অহংকারে সুগন্ধের রাজ্য তাহ গুণ করিয়াছিলেন। তাহার ২র পুত্র কমলকুঞ্জ: তাহার অগ্রন্তকুণ্ডল চতুর্থ আমি।

আমাদের সর্বজ্যোতি সহোদর মহারাজ রাজকুঞ্জ সিংহ বাহাদুরের পরলোক গমনের পর, তাহার মৃত্যুপ্রাপ্ত মহারাজা শ্রীমান কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ, ঐ উপাধি উপভোগ করিয়াছেন।

জে কমলকুঞ্জ সিংহ ১২৪৬ বঙ্গাব্দে আবার মালে জমাগ্রহণ করেন। আমি তাহার ১০১২ বৎসরের ছোট। আমার পিতামহ শীঘ্রই ছুটে। পরিবারের এক অনুলিপি তৃতীয় বর্ষ আমাদের সকলেরই তিষ্ঠে বাহাদুর উপলক্ষে। আমার সকলকেই বাড়ীতে লেখা পড়া করিতাম।

পর সময় দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয় না। আমরা সকলকেই পার্শ্ব পড়িতাম। মহাব্যবস্থার কমলকুঞ্জ বাহাদুর উর্দু ও পারস্ত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গালা ভাষায় তখন শিক্ষার্থী পুনর্ভব ছিল না। বঙ্গালা বঙ্গালা শিখিয়ার বোধ হইল একমাত্র পুনর্ভব ছিল—শিখিয়া ও পুনর্ভব।

এই শিখিয়াতে বংশ হইতে আরাম করিয়া স্মৃতি ত্রীর সত্তার লিপি প্রবর্তন শিখিয়ার ব্যবধান ছিল। আমাদের জন্ম দেক পুনর্ভবের ব্যবস্থা ছিল না। আমরা বাড়ীতে মুন্দরমানুষ বিশ্বাস করিয়া একমাত্র লিপি তাহার কাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মুন্দর মুখে বঙ্গালা কথা শিখিয়াছিলাম। পড়া পড়া করিবার আমাদের তখন তাড়না ছিল, কিন্তু শিক্ষা করিবার কথা আমরা অধিক উৎসাহ পাইতাম। ফলে মধ্যম-দাদা অন্তত শিক্ষার হইয়া উঠিলেন।

তখন পাগো পাহাড় আমাদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পাগো পাহাড়ে আমরা নাযিন তাঙ্গ হইতে ধরিতাম কথা করিতাম। মধ্যম দাদা ছোট-হইতেই হইতে খেদে লাইয়াছেন। দুই একবার আমি তাহার সঙ্গে গিয়াছি। হইতে খেদার তাহার নাযিন সাহস ছিল। তিনি শিক্ষার জীবনকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিতর করিয়া সাহস হারাইতেন না।
সৌভাগ্য। [ ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

লীলার বাজাতী গান বাঙালিনীও তাহার অত্যন্ত সখ্য ছিল। তিনি নিজে স্নায়ুকে গাইতে পারিতেন এবং সেতার বাজনায় নিজ হস্ত ছিলেন। তিনি নিজে গান গ্রন্থ করিয়া গাইতেন। এইরূপে তাহার কবিতা লিখিতার অভ্যাস হয়। পূর্বে আমাদের অঞ্চলে কেহ গান কাগজে লিখিত না, যুগে যুগেই তাহা থাকিত। মধ্যায় দাদা। কাগজে গান লিখিতেন দেখিয়া সকলে আশ্চর্যাবিত হইয়া যাইত। গানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেতার শিক্ষারও এক ধ্বনি পুনর্ধিয়ায় ছিলেন। এরপর নাটক এবং গায়নের দল করিয়াও তিনি আমাদিগকে বিভিন্ন নিদর্শন অনুষ্ঠান উপভোগ করাইয়াছেন। তিনি কলিকাতায় হইতে অর্থনীতি করিয়া লোক আমাইন্দা নাটক করিতেন। “রামাভিষেক,” “চিত্তের আকৃষ্ট” ঐক্যতা অতিস্ফালে হইত। তিনি নিজে সেতার বাঙালিতে শিক্ষাকে সমাপ্ত করিতেন।

এসিদ্ধ নিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে আমাদের ঘটনার বিবরণ জানিবার একটা আগের জন্য, কিন্তু আমাদের অঞ্চল ভাগন্ত্র না, খাকায়, আমরা যথাসময়ে দেশের অপর জানিতে পারিতাম না। আমাদের হর মৌজায় আমাদিগকে সংখা লিখিয়া জানাইত, আমরা তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতাম। মধ্যম দাদা এই অভ্যাস নাটক করিবার জন্য সম্পন্ন করেন। তাহার চেতায় রাঙ্গামাটীতে একটা ভাগন্ত্র সমাপ্ত হয়।

এই সময়ে দেশে বাঙালি ও ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন অত্যন্ত অগ্রে অগ্রে নিদৃত্ত হইতেছিল। বড়ুদাদা ও মধ্যমদাদা চেলেদের জন্য মধ্যমদাদা বাঙালি ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাহার চেতায় কুমারদিগের যাত ১৮৬৪ সনের অগ্রহ মাসে রাঙ্গামাটীতে মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়। অতঃপর কুমারদিগের মাইনর স্কুলের পাঠের শেষ হইলে, মধ্যম দাদা ঐ স্কুলের একটা স্কুলে পরিণত করেন। বালিরচাদঠার রাজনাথ বৈষ্ণব এই সময় বি, এ, পড়িয়া আসিয়াছিল, তাহাকে আনিয়া তিনি ছেড়ে মাঠের করিয়া লইয়ান। তিনি রাজনাথকে হেডমাটার করিয়া লইলে কিন্তু রাজনাথ রাজকুমার দিগকে পড়াইতে পাঠাচ্ছে প্রকাশ করিতে লাগিল। সে সময়ে সেই পথ দাঁড় হীন পার্ক্স অঞ্চলে একটি স্কুলের তুলনা হেডমাটার সম্পর্কে করা। বড়ুদাদা দুইটি হইয়া পড়িলে—এদিকে রাজনাথও একবিং অস্তিত্ব ত তিনি যাই অস্তিত্ব না। এইরূপে অবহ্যাত্র ব্যবস্থায় রাজনাথের অন্য পাদান নোতায়ন হইল। রাজনাথকে এই পর্যন্ত। প্যাটার বাইরা আনিতে হইত; নতুন রাজনাথের সুর্দী কাশি শির-পীড়া নাগালিন বাঙালি আনিতে হইতে হইল।
শ্রাবণ, ১৩২০। ] স্বর্গীয় রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ। ৩২১

ধারিত। ইহার পর ব্রজনাথ উকিল হইয়া গেলে স্বর্গীয় ত্রৈলোক্য নামভট্টচর্য মহাশয় (পরে ডিপুটি মার্কিন্টে ও ঐতিহাসিক) বি,এ, পাশ করিয়া আমাদের স্মৃতি মুখ্য নিয়ূক্ত হন এবং কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচর্য দাস যহুদিয়া পণ্ডিত হইয়া যান। এইরূপ বিচারের বিষয় ছিল; ইহার পর নাম অনুসারে সে কুঠী চলিল না। মধ্যমাদা কুমারগণের কলিকাতার বাসই ব্যবহার করিলেন। তাহার এই সকল সুখব্যাপার সুসংগঠন রাজপরিবারের আজ পাচক্তি স্মৃতিকে হইয়াছে।

ধারিত। আমাদের এক রকম পৌরসভার ব্যবসায়। আমাদের প্রপিতামহ রাজা রাঙ্গাসিংহ বাহাদুর একজন উচ্চশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, তিনি “ভারতী মঙ্গল,” “রাগ মঙ্গল,” “মনসা পাচালী” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পুত্র (আমাদের পুত্র পিতামহ) রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহও “লজ্জায়ীর গীতাবলী,” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বড় দাদা মহরাজ রাঙ্গকৃষ্ণ সিংহ এবং মধ্যমাদা রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহও সাহিত্য চর্চা ও পৌরসভার অধিকার হইতে বিশ্বাস হন নাই। মহরাজা বাহাদুর এক খানা ‘প্রীতিপুরাণ’ রচনা করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ছোট হইয়াই সম্পূর্ণ লিখিত এবং এইসকলে তাহার সাহিত্যসঙ্গত বৃদ্ধি পায়।

রাজা কমলকৃষ্ণ সাহিত্য চর্চা করিতেন দেখিয়া আমরাও সঙ্গে সঙ্গে একটি আধুনিক লিখিতে চেষ্টা করিতাম। আমরা “বাণ্ডরনং,” “বাণ্ডর,” “বাণ্ডরিক” প্রভৃতি মাসিক পত্র পাঠ করিতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সুসম্প্রদায় সাহিত্যের আলোচনা একটি সংখ্যায় লেখা লেখায় থাকে। তখন স্বর্গীয় রুপকী কান্ত ঠাকুর, স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত কক্ষপত্তী, শিবদাস ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি পদ্ধতি ও পাণ্ডে বাসীর অর্থ সঞ্চিত করিতে থাকেন।

ময়মনসিংহের মাসিক পত্র ‘বাণ্ডরলি’ পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিয়া উঠিয়া। গেলে, আমরা সুসম্প্রদায় হইতে একখানা মাসিক পত্র বাহিত করিতে চেষ্টা করি। ১৮৮৫ সনে শিবদাস ব্রজেশ্বরী সম্পাদকতায় সুসম্প্রদায় হইতে “অর্থনীতি” বাহিত হয়। পত্রিকা খানা এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। অতঃপর ১৮৮৭ সনে পুনরায় সুসম্প্রদায় হইতে “অর্থনীতি” বাহিত হয়। অর্থনীতি উঠিয়া গেলে আমি রূপকীকান্ত ঠাকুরকে সম্পাদক করিয়া ‘কোমুরিও’

* ২২২০ সালে এই পুস্তকগুলি রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরই সম্পাদিত করিয়া অচ্ছায় করিয়াছিলেন।
বাহির করি। 'কোমুলী' রাগফুকরায়ের "ধীরের" ভাবে কবিতা ময় ছিল। মধ্যদাসার সঙ্গীত, কবিতা এবং নানা বিষয়ক রচনা এই তিন ধানাতেই প্রকাশিত হইত।

জীবনীরী পরিচালন কার্যেও তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। বড়োদার রাজ্যের কর্তৃপতি তার কাছে হইলেও মধ্যমদাসার মন্ত্রণ। ব্যাপক কোন কার্য করিতেন না। বর্ত্তমান মহারাজারের সময়ও তিনি সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এক কথায় মধ্যমদাসার সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ ছিলেন—তিনি যে জানিতেন না কি, তাহা আধ্যাত্মিক জানিতাম না। সঙ্গীত, বাণিজ্য, পত্র পালন, কৃষি, ধীরের, জীবনীরী শাসন সকল বিষয়েই তাহার সমান দৃষ্টি ছিল। তাহার এই সকল গুণের পরিচয় তাহার প্রশ্নিত নয়। লিখিত প্রথমোচ্চলতে কতকটা পাওয়া যায়।

সঙ্গীত বিষয়ক এমন—
বাণিজ্য-তর্কিকী (সেতার শিক্ষা)
পত্র পালন
কৃষি
আধ্যাত্মি

এইসকল বিষয়ে বুদ্ধি, পুস্ত, পাথী, হয়তী, গো ইত্যাদি সমঝে অনেক তবে তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গত দুর্ঘটনাপ্রেরণের পর তিনি গায়। পাহাড়ে শীতার কার্যে ধাইল; এই সময় এক পর্যন্ত গভীরে একধানা আশ্চর্য পন্থা, একধানা কুশাসন, ও একটি কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠ হন। এই জিনিসগুলি তিনি বিগত যুগের সাহিত্যে সম্বল একজন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি গো জাতি সমাজে একটি অবদান লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মহারাজার ধীরের কুমুদচন্দ্র তাহা পাঠ করেন। ইহাই তাহার শেষ সাহিত্যাদিত্য।

লিপিসহ এক সময় সাহিত্যচর্চার একটি প্রধান বৃহৎ ছিল; মধ্যমদাসার জীবনীরী ছিল। তাহার অভিজাতে শুঙ্খ একজন বিজ্ঞ, বহুলেখার এবং গুরুত্ব সাহিত্যের হাতে হাসিল। আমাদের পরিবারে এখন জাতীয় মহারাজাদের প্রিয় শুঙ্খ এবং মজুর পুস্তক ধীরের সুরেশচন্দ্র সাহিত্য চর্চায় মধ্যমদাসার প্রদান করিয়েছেন, তজ্জন্ত আমি গৌরব অনুভব করিতেছি।

ধীরের মিত্র সিংহ শাস্ত্রী।
বঙ্গায় রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর কর্তৃক গারো পাহাড়ে প্রাপ্ত অষ্টু পুঞ্চি
পোস্তকুপন্ন।

অক্টোবারের উকিল হারান বাবু সকাল বেলা পোষাক বরের ভস্ম গোষ্ঠীর উপর বসিয়া এক রকম বলিয়া মুখেই অর্থ তখন পর্যন্তে ছই না খাইল।—বৈবিক বর্ষের কাপড়র উপর ঝুষস্তত্ত্বে চেয়ে রুলাইতেছিলেন, এমনসময় পিছিয়ে দিক হইতে হলুদের বলি শিখনের পাতিত অন্তর ত্যজ চারি গোষ্ঠীর কলা পুরুষ তাঁহার মিলিত হইয়া সামন্ত্য-সুত্তের রণবাচ বাংলায় উঠিল। সহসা পদ্মাতিক হইতে আকাশ, বিপরীত, অসহায় উকিল বাবু তবে দৃষ্টিতে অচি তাঁকায় দেখন—সর্বনাশ—আজ এয়রেনী নীরবঙ্গুর অত্যন্ত রণ-রক্তিন মুষ্টি। হাবাচ এলেকেণো রণ বেশী অতি স্মৃতিভাবে মুচিত ! এমন গোলাপের সুভিজিত ছ্যাঁ দেখিয়া। উকিল বাবু মসে করিলেন, আজ বখন ভোর হইতে না হইতেই এমন শিখন দেখা দিয়াছে, তখন যে বহরাচু একটা লম্বুকিরা হইয়াই গোকুলের মিঠা বাইবে এমন সকালবাজ দেখা যাই না! হারানবাবু কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিতো সহস্ত, কুলাইতেছেন না। নীরবাচক কাছে আঙ্গিন রক্তার মিঠা বিলী। উঠিলঃ—"দিন রাত্রি দেখাচো গবেষণের কাপড়ে উপর হয়ে পড়ে থাকে, নগনের পত্তে যে চাঁদকির দেখাতে বলিয়াছিলাম, তা তুলে বলে এখে অবিত্ত।" 

পেশোনের মধ্যে একব বরের অবতাসে বিভ্রম পাড়ির কলালালের নিকট নীরবার। অনেক দিন হইতেই বলয় হইয়াছিল। নগনের হারানবাবু খালক শব্দের মধ্যে একটা উত্স্পদন নক্ষত্র। এই নগননবারী করিবার মত কোন কাপড়ের উপকৃত নন, অপে কামর হারানবাবুর উপর অক্টোবার বিলীন হইরে। নিজেছো। নিজেছোই বিলীন হইবেন না। এই বিলীনই দাওয়া কার্য্যবাহ আইনের অন্তর্গত—অশ্রুব্যাপ্ত কর্ত্তৃব্য অবহেলার অভিলেখে হারানবাবু আজ দাওয়া বোপে। নীরবালা বন্ধু নিজের সমাজে নিজেই অক্টোবার হিসাব আর করিয়া দিল, তখন হারানবাবু মীমাংসা। দেখিলেন যে খাইল বিচার বিদ্যাপতে নয়, দাওয়া বিদ্যাপতেও এককেশেরটি বৃদ্ধিরাজের ভাগাভাগি বন্ধুত্ব না। হওয়া পর্যন্ত অপরুন্নতু পূর্ণ আর্থিক বিক্ষোভ জাতের হুমায় আর। আলাদা অংশ সাহেবের হস্ত খাইলাও বারী সাহেবের শাখাতে করিয়া একই ইকো টেলে নাই, আজ নীরবালা ব্যাপারের জ্ঞান লাগায়। দেহাতের হুর্তি হইতে গবেষণের কাপড়ের অভিলেখে কলেরট। আলাদা হইয়াছে পাড়া।

বলাইঃ “তিনি গা মুড়াইচুড়ি দিয়া বাঁকারি রখের একটা হাই তুলিয়া বলিলেন:—"না গো, কাল কোনাও বেরুতে টেরেতে পারিনি।" নীরবালা পরিবারে তলগু কন্ঠ বিদ্যাপতে বলিল:—"কেন বল দেখি? কাল বিদ্যাপতে আপাগোড়াই রিকার্বার ছিল।" কেন।

হারানবাবু হাসিয়া বলিলেন:—রিকার্বারের কাষ্ঠি সবাক্ষরেরও কোন দুটোর ছুটি পেয়েছিলেন—বলেন বাইবেলে একব বলে থাকে।" 

নীরবালা করিল:—হাই, ভারী বাইবেল দেখে চলা হয় কি না! যেকোন একব রিকার্বার কাঁক্যার না! নিজের হয়ে পার, পারে হয়ে পার না—তাই বল।" হারানবাবু
সৌরভ।  [ ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।

সংবাদ পত্রটি ভূলিয়া বিরক্তির সহিত বলিলেন—“দিনে বন্ধুকে যাও।” রামের অভিমানে
নীলদর্শনের গলা পরাইল লাল হইলা উঠিল। সে সে রক্ত রোদ্ধটী একটা তখন মাঠিরা
হারায়াহারাহার হাত করিয়া তবে বরেলের কাপড়টা ফিরিয়া আইয়া সবিস্তারে সাল্নাহারে—মিছে কোন
কাহারের ব্যবসা—সে সে এ রকমে আরো অনেক কথা বলিতে গাইতেছিল, গতিক বুখা।
উকিলবাবু তরকার চাবি অপসারিয়া রুদ্র বিয়া রুদ্র বিয়া উদ্দেশ্যে ভাড়াতভাড়া
তেজের করিতে উঠিয়া তাকের উপর হইতে একগুলি আঁশি লইয়া নীলদর্শনের মুখের
সমুদ্র ধরিলেন। কলহস্তান্তরির আরো সন্ত্রাস যুদ্ধ প্রশস্ত সম্পন্ন প্রতিফলিত হইল।
হারায়ার একটু নরম শুনি বলিলেন:—

“চূড়াও তোমার ভারি চত্নাক দেখাও। চূড়াও এবং কিছু তোমার আশ্রম ক্ষমা।”

হারায়ার হাতে বৃষ্টি নীলদর্শনের অভিমানের ভিত্তির অত গভীর ভাবে
পিয়া বিমিল। নীলদর্শনের রঙে মাড়ি, বাঙ্গ যেহেতু হারায়ার হাতে
ঢ্রায়ার হইল। সে কথা হারায়ার কিছুই নীলদর্শনের কিছুতে সবিস্তারে রিপায়ে
করিয়া সময়ে সময়ে তার দিকে চেয়ে ভাজান হইলে চেটা করিয়ান। নীলদর্শনের
সে আরামান্তাতে একটা ঢোলা বিঘ্ন বলিল :—“আমি আমি কুঞ্জসিত তা তে দশ জনেই
আমি আমি মলেই তুমি বিচারা। যখন ভাবেন, আপনার মলেই আর একটা পছন্দ মত
বিয়ে করে বসেন—সে হোকে না। কিন্তু! আমি শীতল মরিচ। নি।”

যুদ্ধে পরাজয় বীমার এবং আরসমর্পণ পূর্বক অংশ ভিক্ষা করা নাই হারায়ার হাতে
আর গভীর ছিল না। তাই তিনি বলিলেন—“দোহাই তোমার বাধ্য, নিশ্চয় মত বেশক
রেখে যেতে এসে। এর বেশি আর আর হজম করে পারেনা বলে ভাবা হচ্ছে না; তার
উপর আবায় আজ করিন তে কেমন পা-রনি পা-রনি করে তা দোপান জানেন।
ফাঁচারিতে চক্ষে পিয়া মাখা কমু কমু করে। তারপর—নিক্ষেপের হাতের পানে কর্ণলিয়
নতুকোত তাতে সকল দুই নিঃশেষ করিয়া অভি চীনহাসে বলিলেন :—“দেখো দেখ।
বিন বিন কথা কাইল হয়েছে, কি এনেকটা আমালে অন্তের যামু হয়েছে।”

এমন এমন নিদ্রাতে নীলদর্শনের কথিত যে একচেন ভিমিল না, কিন্তু মুখে বলিল —

“এমন ভুনে অসংখ্য বাহিতে কোন রকম লক্ষ্য নেই। এতো ভাল কথা নয়। এখনি
ভাজার বাক।” উকিল বারুদর্শনের মনের দিকে না লক্ষ্য করিয়া মুখের কথার উপরেই
বলিলেন—“আমি কালাকার বাকু গুলোক আর ধর্মশাস্ত্র নয় যে এসেই আমি আমাম
চূড়ার সামনে দেখাই দেবে।” নীলদর্শনের হাতে বলিল :— কবিরাজ সেগুলিকের বাকি
বাকুরকে না হয় ডেকে পাসাইন গাড়ী, তাহলে। তাদের লেখে যেতের বাকুর বাকু।

উকিল বাকু একটি মরাত্মক ভাবেই বলিলা উঠিলেন :—“বাকুর নিষেধ বুঝাদালাদাল
মুখে যে সেরে উঠিয়ে রেখে হচ্ছে না।” পশ্চিমীতে না হয় ডাক।

নীলদর্শনের সম্পূর্ণ বিহার—হারায়ার বাবুর ভারায় শীতার অঘোষ্ঠতা সম্পূর্ণ
কায়দি নেহার সাম্যা মিত্রে। অপবাদ দেওয়া উচিত নয়। পশ্চিমীতে ঘরের ভাকুর ও হারায়ার
বাকুর বাকু। নীলদর্শনের মনে করিল, যদি একটি লাইন নাম যুক্ত বাণিজ্যের কারক আঁধার-
করিয়া, তাহার পাওনার বিলটা অসচেত রকম হানি করিয়া দিয়া বাড়িতে খাদ্য বহিতে হইল। তাই সে মনে মনে বলিল ও সব চালানো করিয়া দিল। বলিয়া পশ্চিম বাড়িতে একখানেই আহরণ নয়। তাই সে একাকে একখানে নাহোড় হইত। তাহা যামে রোগাইল।—বাড়িয়া মনে শক্ত পেরার মনে করে, তখন শিল্পী সাজনকেই খেলান দেখাইয়া দিয়া বলিলেন:—

পাটের ফসলটা না উঠা পর্যন্ত মামলার বাজারে বেসামরি নয়। কিন্তু নীরব বাজারের দুদুড়ি পণ, সে বলিল-মামলার বাজারের বেসামরি বাড়িয়া একাকে পায় না। আর তার চিকিৎসাও চলেন। এ অর্থ আজু। তোমাকে সাহেব দেখাতেই হইয়া। নীরবসাগর বলা কোনও রকম সোলায় অথবা পড়িল না, তখন উকিল বারু নিকাহ ভেকার মত নির্দেশ করিয়া দিলেন:—

"আজু বলো টাকা। জিজ্ঞসা দেও যদি এলেই সম তুমি খুনী হুণ, তবে দেখ, ভাড়ীর সাহেবের কাছে। কিন্তু আগেই এই বলা একবার পশ্চিম ভাড়ীকে তাক।"

"সে আরাম কেন?"

"ভাড়ীর সাহেবের কাছে তার বলা খানি। Consaltation প্রয়োজন।" 

নীরবসাগর এই প্রতি নীরবে সম্ভাবনা করিল।

এই সময়ে ধর্মী মুহু একটি সাধ্যকরি সম্প্রদায় হওয়ার পর, পশ্চিম বাদু আজ লোক প্রেরিত হইল।

( ২ )

তপ্তার পর তখন চাইরে আলো সোনার শিক্ষার মত নীলাক্ষে পৃথিবীর বুকের উপর ধুটাইয়া পড়িয়াছিল, তখন হারণ বারু রূপসী হইয়া বাড়িয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন নীরবসাগর ঘর একালুর চুপটা করিয়া বসিয়াছিল। এবং মাল্লুর শেষে। তাহার তাঁদের বৈশিষ্ট ভাসিয়া এলেন। যাহা মায়ের কাছে পড়িল অর্থাৎ সে তাঁর পর দেনার উপর বাসার মন পড়িয়া, বাসার উপর দেনার চারী পড়িয়া—সেই সময় চিহ্নিত এক অপরূপ ভাবের কুঁড়ে কাটকায় চাকা। পশ্চিম দিয়া ফেলিয়া পালিয়াছেন, সে বিদায় নীরবসাগর মনে আছে। কোন সনেহ ছিল না। হারণ বাদুকে দেখিয়া নীরবসাগর জেলার সুরে বিক্রাস করিল:—

"ভাড়ীর সাহেবের দেখে কি বলে?"

হারণ বাদু এক পশ্চিম হাসিয়া বলিলেন "না অমন কি ছুঁ নয়।"

নীরবসাগর বিজ্ঞাপন অপরচেষ্টা করিয়া মনে মনে বলিল—সে তাঁ। আমি আমি! তূর তাহার খাটিয়া রোহিতচর করিল—"তুরা পুরী, অমন কি ছুঁ নয়—তবে কেমন কি ছুঁ?"

হারণ—তিনি খুলে কিছু বলেন না পুরুষ পশ্চিম ভাড়ীর নামে একানা। চিঠি দিলেন ভাড়ী বলেন, ওর মধ্যে দুর্ঘ, ব্যবহার নিয়ম পত্র সব লেখা আছে।

নীরব—সং তিনি কি তোমার মনে করেন না যান বলে পশ্চিম ভাড়ীর কাছে যান নি?

অ্যাম করেকটো চেক চিঠিয়া বলিলেন:—"না রাস্তায় পাখি একটি। কলে দেখে।"
হয়েছিল তাকে। ভুল এই চিঠিপত্র পাপগতি বারুকে বারুীয়ানাতি দিয়ে পাড়িরে দাঁ, আমি তফস্ল একটি বাইরে থেকে অনুভূতি।

নীরব—"আমার এত রাত্রে কমে পোকামোকা? কাবে হাজির দিতে হবে বুঝি?"

চায়ান—"না এক কাজ আছে। পরে এগে বলব এখন।"

নীরব—"এব রাত্রে আবার কাজ।"

চায়ান বারু একটা ছোট রেকের "ছ" ঢুকিয়া আরনার বেলাপের উপর চিঠিপত্র।

রাত্রি ৮টায় চায়ান বারু কিনিয়া আসিলেন না দেখো। নীরবরায় চিঠি দেখা বিতর্কলীলা হয়ে উঠল। তাঁর মনে হল, এত রাত্রে অন্য কি ঘটনায় কাজ আসি।

চায়ান বারু এবং কাবে মানুষ মানুষ হয় না? কাবে টাগ কিছু নয়, ওপর কেন্দ্র কাবে টানারকী আরেকার ফনি।

চায়ান বারু একটা সঠিক গতির করিয়া। সিংহার সত্ত্বেও বুঝা হয়েছে বারুকের একটা ক্রুশুণসুল করিয়া। চিঠি হারান বারুকে বস থাকা যায় না।

চায়ান সব অবশ্যই রহিয়া দিয়ে, এখানে একটা সার্কারিও বায়িয়া গেল। চায়ান সব নয়।

ধরে নির উপর কমল হইল—"পাপগতি ডাক্তারকে দেখে পাঠাও এখেল।"

খোঁ সময়ে শ্রীযুক্ত পদাতি মন্ত্রালয় এলে—এম. এম. এস। একটা পেটুলুন পরিষদ।

মন্ত্রালয় ডাক্তার বারু কেপ আটিয়া এবং প্রেক্ষাপটে সত্ত্বেও বায়িয়া গেল। বায়িয়ার উপর দানিকটা বায়িয়া মন্ত্রালয়ে।

পাপগতি বারু সরকারি ডাক্তার না হইলেও কথে যাইতে কথনো সেখানে কথনো করিয়া মানুষ হইতেন না, বাদামায়ের বাড়ীতেও না।

পাপগতি বারু চিঠি পাঠিয়া একেবারে দেখে নাহার হইয়া গেলেন। পাপগতি চিঠি নাট্যিছা চায়ান ওকে সংক্ষেপে বলিয়াঃ—"একটা বায়িয়ার কথা বলা খুব কথা, বলব কি না। গুলি কি আবেদন। চায়ানর কথা কেউ কিছু বলতে পারে না।" পাপগতি ডাক্তারের বায়িয়া মন্ত্রালয়ে।

পাপগতি বারু চিঠিতে পাঠিয়া পাঠিলেন পরদার ভিয়া ভার।

চায়ান বারু ডাক্তার পড়া কথক চোখে রাখে।

চায়ান বারু চিঠিতে উপর কথক চোখ রাখে।

নীরব বায়ে আবার হইয়া উঠিল। ভিয়া চায়া। পালার ডাক্তারকে দাখাইল।
শুনীয় বলিলেন:— ভাট্টার বাবুকে বল, আমি ওর পার্থ পড়ি, উমি সব কথা খুলে বলবে।

ভাট্টার গোপে দেখে ইংরেজীর ভঙ্গ বাঙ্গা করিতে করিতে পড়িতে লাগিলেন:—

“ডেইলিতেন্স অব দি হার্ট! হার্টের কিছু নিয়ম অন্তত পড়তে হবে। অধুনাদি বিশ-লেসবোলিস—শিল্পুর বিভাগ এবং কার্যালয় তাহ। বর্তমানের অপারেশন সংস্থার হস্তে কিছু দিন শোষিতে দুরে উহারা রাপে। বায়ু পরিবর্তন করিতে পারিয়ে আলম হয়।

বর্কের মন ধিয়ে একটি আশার নীরব বালার রক্ত গ্রোহ দেখা সহস্র বন্ধ করিয়া দিল।

একটি অবিকৃত বেদনায় তার মূল নীল রং হইয়া গেল। বিচারকের চক্ষুতি নীলমুক্ত পাঁচুর আলো লাঘ্বিয়া নিষিদ্ধের গাছালা গুলি যেমন রঙ্গী মূর্তে শিহরি। উড়ে নীরবালার মুখখানি দেখা যেখান বিস্তর্ণ মূলে শিহরি। সে নীরবালার মুখখানি দেখিলে মুখখানি বিস্তর্ণ মূলে শিহরি। ওঠে দেখা যেখান বিস্তর্ণ মূলে শিহরি।

সে যেখান ভেঙে গেল পাইল নির্ভর বিচারকের মূলে শিহরি। গুলো যেখান বিস্তর্ণ মূলে শিহরি।

সে নীরবালার মুখখানি দেখিলে মুখখানি বিস্তর্ণ মূলে শিহরি।

সে যেখান ভেঙে গেল পাইল নির্ভর বিচারকের মূলে শিহরি।

সে যেখান ভেঙে গেল পাইল নির্ভর বিচারকের মূলে শিহরি।

সে যেখান ভেঙে গেল পাইল নির্ভর বিচারকের মূলে শিহরি।

সে যেখান ভেঙে গেল পাইল নির্ভর বিচারকের মূলে শিহরি।

সে যেখান ভেঙে গেল পাইল নির্ভর বিচারকের মূলে শিহরি।

সে যেখান ভেঙে গেল পাইল নির্ভর বিচারকের মূলে শিহরি।
চরা গাছগুলি মুছ হাওয়ায় মর্যাদিত হইয়া কীণ চওঁঠোয় ঐ আকাশের পানে বাহ মেলিয়া দিয়া দেন তাহা মন্ত চকচলভাবে সম্পাদ পূর্ণিমা মর্যাদিত হইল।

আজ দন পুঞ্জিরূপ আলগায় নীলকান্তার অলসল নিতান্ত রাপসা হইয়া, গেল। তখন সিঞ্চনের আন্তর্যের মন্ত, অনান্ত লারণের মন্ত, অনুষ্ঠিত পুন্যেরপক্ষে মন্ত একটি মুক্তি তাহার সমুদ্রের সময় পূর্ণ ইচ্ছার করিয়া। ফুটিয়া উঠিল;—সে মুক্তি তাহার শান্তি।

আঁকানা বঙ্কি করিয়া দিয়া আলোকচক্র পরমাণুর পানের বার বার চাহিয়া। সে দেখিল, চারিকে তার শান্তির চেষ্টায় সময় সময় গুলি ইতনতঃ ছড়ানো।! মুষ্টর প্রস্তর ছবি, কত দুই তারের ফুলদান, নানা রঙের পদ পদারের শিখি শখ, কিছুক, আম, বিচ্ছিন্ন, কত কি! আবার দুই চোখ অক্ষরিত করিয়া আলগায় বাণ আসিল! অথবা সে আবার তাহার তাড়াতাড়ি চোখের জল মূছি। লইল। শান্তির টুকরা—ডকাতার বলিয়াধিতাছে—নীলকান্তার হাসির অন্তর্যের জন্য—তাহার সমুদ্রের চোখ বেলা আছে গোপন করিতে হইয়ে। আজ তাকে ভাবা। সময় হাসির রূপগুলি তবে মুছিয়া জীবন নাটোর এক আশ্চর্য প্রেমন অভিনয় করিতে হইবে: আর নেশা দেখী নাই। কত কন্ঠ সে অভিনয়। অষ্টরে অঙ্ক চাপিয়া মুখে হাসির অভিনয়! কিছু আজ তাকে তা করিতেই হইবে।

ডকাত্র সাহেবের চিঠির কথা দেন পড়িল—বর্তমানে আশ্চর্যের সংশ্ল হইতে তার শান্তিকে না সারাইলে তার আপনার আশ্চর্য। হারান বাজ ডকাতার নিষ্ঠেই এ সময়ে বিদ্যমান বেড়ি হারান বাঘক অধ্যাপন। বিচ্ছিন্ন ডকাতার, হাপার নিষ্ঠের তার অশ্চর্যী পুন্তর ইতিহাসের সহজ শিখি শিখির মত সেন সমস্ত পড়িয়া। হইয়াছে। শান্তির সহিত মুখোর ছন্দ সমুদ্র পুষ্পীর নিকট অন্তর্য নেই সে ই সেন এক অপরানা। সে ই নিষ্ঠাতে দিখায় অপবাদ নয়। সে ই অপরানা। সে ই অপরানা। অপরানের চেক্ট তো তো সে ই অপরানা। সে ই তার শান্তিকে মুছি করিতে পারে নই, তাই সে নিজে একবিন শান্তির সমুদ্রের অন্তর্য নিষ্ঠুরভাবে হাসিয়া। উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে। সেরাও ভালবাসা একা বিশ্বসাধায়িনী, এক নিষ্ঠুর!}

নীত্রিবালা ভাবি, ডকাতার ঠিক বুঝিতেছে। আমার মত হালকা। ভাবের স্বরূপ চরম বিপদের কালে কখনো সেবাপারায়া সেবার অটল আশা বিসিয়া রোপিয়া নয়। রোপার উল্লাস লামার মল স্পর্শ শীতল। করিয়া দিয়া দুই কোমলতা বুঝি আমাতে নই।

বাজুর পরিবারদের একোটা যেই নিষ্ঠা নতুন উদ্ভাবন রূপগুলি করিয়া বলা হইছে। ভাবিতে ভাবিতে নীরব দেখা আবার হইল সেই পাঁচ নাটের মুখে শিখিয়া কষ্টর মুখুর পড়িয়া সেন সাপের শিখি। করিয়া ফুটিয়া উঠিল। আসর বিপদের মেয়ের উপর বালুভাবের অমৃদ থাৎ। চলিয়া দিয়া। কে দেন তার হজম ঐক্যের মাসুরেডে রাখিত করিয়া দিয়া।

সে আপনা আদিন বলিয়া উঠিল—না ডকাতা! তুমি তুল বুঝিয়াছ। শান্তির মনে জন্য আমি কষ্টমুখের প্রায় লক্ষ বার মুখুর বিস্তৃতি দিয়া নাটকালে করিতে অন্যতম আছি।

বাড়াভাড়া চলিয়া আসার দিয়া সে চোখের জল মূছিয়া লইল। নীত্রিবালা তাহাই যদি মুছিয়া দিয়া মুছিয়া দিয়া, রোপারা, রোপার রোপার পাণ্ডু মুখছায়,
দাণ্ডায়মানের কিছু গতি বিধি, ঐতিহ্যের পিচিয়, সম্প্রদায়ের চকর্মশৈলী, অপর যুগুহ, বৈষম্য করে—আজ আমি প্রতিপত্তি করে তার চোখে পড়েছিল না। সকলগুলি দৃঢ় আলোক এক জুটি হইয়া যেন তার চারিদিকে মোহলাকার গৃহতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখ পৃথিবী যেন প্রতিপত্তি দেয় নিরান্তর।

তখন বহুল জোরে চলে অন্ত যায় যায়। দিনের ঘণ্টায় নেই নীল চাও। দীর্ঘমায়া হইয়া পড়িয়া পড়িয়া বাগানের এক অংশে পাড়ি বসানো। চাও চাও। ফুলের বুকে মৃদুভর্ষ চাণ্ডা-লোক পাড়ি পতাকায় কন্ঠে শুভ্র নিকটে যেন নীরদের বিদায় চারিদিকে হইয়া যায়। 

কেমন কিংকরে পোকার রোহন শিক, বড় দিন্তার টুকরা টুকু টুকু করে, আর নীরদের সর্পিলটার এক টুপি-টুপি শিক বই নীরদের নিকটে সমস্ত মধ্যের আর সুখহৃদয় শাপ তেন বাধা দিয়াছিল।

সে আজ স্থানে দেবিতে পাইল। চারিদিকে মৃদুতার কালো হইয়া নিশ্চয়ের আপন চতুর্থতায় চাণ্ডালোকে রুটি তোলা করিয়া দেওয়া রাইছিল। সে মুহূর্তে নীরদ তার খানি অপেক্ষা বহুব, স্নেহভর, পূর্ণতার মায়া যেন আর কোথাও দেবিতে পাইতেছিল না। অন্ত দিন সে দাও তাকে ফাল করিয়া।

রুকে নাই, মৃদুত্র সত্যাগ্ন। আজ তাকে একই বড় করিয়া দিয়াছিল।

গৃহক্ষেত্র এক দুর্মিল সর্বনাশ নন্দন হয় না কি?

সহস্র সুন্দর উপর প্রতিষ্ঠিত চতুর শান্ত শুন। গেল। নীরববালা তাড়াতাড়ি মৃদু চেষ্টায় সম্পূর্ণ হইল। হারানগার দেখে এলেন। হাসি হাসি মুখে আপনার হাসি। তার আসিয়ে নাট্যবাদক চারিদিকে পলায়নের সাইটে খুলিয়া পড়ায়।

নিজের পিয়া দিয়া পাতি নাচানা কারিয়া দিয়া পুরনো তোয়গুলো হত তুষে ভাল করিয়া যুধিষ্ঠির দিল। হারানগার দুই বিশিষ্ট দেখিয়া হইলেন। সে এই দুই সেশায় নাট্যবাদক নীরববালার কাছে আগে করেন। পান নাই, এবং নীরববালা করেন নাই। নীরববালা তাড়াতাড়ি একটা মান করিয়া সাক্ষাৎ ঠিক সর্বক্ষণ অনিশ্চিত করিল। হারান বারু ভাল হইলেন। তার কিছু সঙ্গে খানি বিশেষ করিয়া দেখিলেন। নীরব কাজে দিয়াছিলেন এক বানা হায়-পাখা লইয়া তাকে বাহত করিতে লাগিল। হারান বাছা হইল।

বলিলেন:—“আজ তুমি নিজে কেন! কহো ডাক না!” নীরব অঙ্কারকে দিলে মৃদু ফিকিয়া চেঁদার ঠিক করিয়া বলিলেন:—“ঝাড় না কর। আমি দিচি।”

হারান—“তা হলে আপন কর্মশীল হও।” এই বলিয়া সাতের পকেট হইতে একটা চেঁদোট পাঠার চারিদিকে ঘরে যাহার করিয়া তার সুখদুঃখের দিকের পলায়ন শুরু হইয়া উঠিয়া গেল। তার পরে তারা ছুড়ালেট রংরোপ পুরো ভলভলের গধার উপর ঘূর্ণ হইয়া ইয়ারিং লোকালোকে কিংকর করিয়া উটিল।

আজ নীরদের বাধ্যত সহেরে সেখের স্পর্শ সহিতে ছিল না। সে আবার অঙ্কারের দিকে মৃদু ফিকিয়া বলিলেন:—কাহিনি শুনিয়া কেন আত্ম কর্মসাধন সহতে নাও।! তোমার নুর সব অবশ্যই!” আজ সেখের বিরস্কারের কথার সাথে ভূত চার্টকিনের নিয়ন্ত্রণ।

নীরবো সর্পিলের নীরাঙ্গ অতি মৃদুরাত্রে বাক্য হইয়া পড়িয়াছিল।

হারান—বৌদ্ধপাণি ইয়ারিং অঙ্কানাল বাছারের নতুন আদান হয়েছে। একম বিনিয়োগ হাতের কাছে পেয়ে তোমার কাছে পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা সমর্পণ করতে
সৌভাগ্য বুলিয়া ইংরেজি চাটি হাতায় নীরবভাবে নীরবর কানে পরাইয়া দিলেন। আর কিছু কথা দৃষ্টে হেরাকুকুর হুই কোথা অন্য অন্য কিছু শব্দই দেখাইতে দিলেন।

'তাহার চাইতে কি ইংরেজি ছট বেশি হলে?' ছল ছল চক্ষে নীরবদলা বলিল।

উক্তীটি বাকু নিজের নাথাই পাঠিয়া বলিলেন:—না, নগেনের অন্য চাকরীর তলায় রাজবাড়ী বিয়ারিবিয়া, সেখান হতে ফিরিয়া সময় পরের পাশে বুরিয়ারিয়া দেখাই ইংরেজি কোঠাটি চোখের উপর ভারি রকম করে উঠলো, তাই বিয়া এলাম। আর ভুলি শুনে খুব খুলি হবে যে নগেনের চাকরী হয়ে গেচে, তাকে আসতে টেলিক্রাফ করে দিয়েছি।

নীরব এবার চোখের হল সাংলাইয়ে পারিল না; তাই সে উদিল বাকুর নিকট ধরা পড়িয়া গেল। তিনি একটি হাসিয়া বিস্মায়া করিলেন—না! কী দেখচে সে?

নীরব তাড়াতাড়ি বলিল—'কীছি কীছি? না।' কিন্তু বোঝার তখনে চোখের হল মুখার মুখার পায় নাই। হারান বাবুর পরম বাড়ি তার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া নাইয়া বলিলেন:—'সত্যি নিচে আমার কেন কঠোর হয় নি, এর আগে আমার কল্প, ছি।'

কঠোর অন্তর্প্রেমে ডাক্তারের চিত্রের ভাষণ চর্চা হঠাৎ আবার নীরবদলার মনে পড়িয়া গেল। কঠোর হয় নাই—ডাক্তারের সাহেব বলিয়াছেন, সম্পূর্ণ বিশ্বাসই এখন যুবক; তার উপর এক হাত ছিট। অন্য অাশায় তার বুক। কঠোর। উদিল। সেটা লক্ষ করিয়া হারান বাবু হতে হারানি। পরম রোমাণ্ট তার সাথে উপর হাতখানি বালিয়া বলিলেন—'চি নিচে, আমার তোমার হলে কি? আবার এখন হারা কালার্কাটি ভাল লাগে না; তার চাইতে সকল বেলাকারা মত একটা সেখানে কুড়ি দাও, সেটা নিয়ত মনে নয়। ভাবো, ডাক্তারের সাহেবের আমায় বলে দিয়েছে—আমায় কিছু হয় নাই।

নীরবের মুখে আবার হাতে নীলাই বিদ্যমান চমকিয়া গেল। সে শিখিয়া ভাবিল, চিত্রের নিরক্ষরের কথা হারান দুই কানে ডাক্তারের সাহেবের কিছু বলেন নাই, তাই তার একবার ভাবণা। হয় এ জগতে ভালবাসায় মাঝে যদি এক আশা, এত অষ্ট জল না থাকিয়া, যদি কি আমাদের এর শোক চুক্তির সুরমার পুষ্পিয়া এসব কথায় হইত।

হারান বাবুর কথা ওলিয়া নীরবদলা কুচ করিয়া রহিল।

হারান বাবু আর কুচ করিয়া আমারে বলিলেন না। নীরব বালার অন্য অন্য কথা হয় নাই। নীরব দুর্ভাবনা মূল্য বুক বন্ধ বন্ধ করিয়া উদিল। নীরবদলার তুলনা কুচ করিয়া বাঁকিয়া বেরিয়া। তিনি হাসিয়া উদিলেন। কিন্তুতেই আবার তাহার সৃষ্টি হাসির বুদ্ধি হারান বাবু হাসিয়া বলিলেন:—এই নাকে তোমার আর ভাবতে না, একবার এই সূর্যের গুনে গুনে গুনে গুনে গুনে গুনে গুনে গুনে গুনে।
প্রস্তুতি ৩৩১

প্রস্তুতি এইরূপ—

Re.

ডায়মন্ড ইয়াইরিং

নগেরের চাকরী

২টি

১টি

আপাতত এই। সহায়, সহায়, আরো ও বাসর ব্যবস্থা আমি নিজে ব্যাঙ্গ ও ব্যাঙ্গ
কারণীকে বিজ্ঞাপন আমিদিন, অসহজ বিতরিত।

শ্রীপশ্চাদিনীরায়।

১য়া এপ্রিল।

P.S. আজকার তারিখ ও হাস্তকর কথা গ্রাস করিয়া সহিত বিধান করিতে
বিনাশ করিলে।

পর্যন্ত।

প্রস্তুতি পত্রে কিছু বক্তা হইল বলে, কিন্তু তার চাইতে আরো বেশ
করিল সে বৈষ্ণব। আপন ভাল বারের বেহুলা ফিরিয়া মনে হইতে স্পষ্ট, যুদ্ধ যুদ্ধ হইতে
কে দেখ পড় যায় করিয়া। তার রূপ বৈষ্ণবকে মৃত্যু শরীরে তার দিকে করিয়া দিয়া
গেলেন। পর্যন্ত। এবং আমদান মধ্যে আম নীরববা। সত্য। সত্য। এটা কড়া
একটি মাটি সত্যের আধার পাইয়া তারি আরাম বেশ করিল।

নীরববা। যখন হাসিয়ে মুখপথ বাগুর লিখিত 'একটি কুলের' প্রস্তুতির
পত্র উদ্ধয়ে দেখিয়া ও অভ্যাসিত আদেশের বিজ্ঞাপনে বারবার লাল হইয়া উঠিয়াছিল,
তখন হাসিয়ে বাগু প্রস্তুতির হাসিয়ে মুখপথে শুরুর দিয়া গান ধরিলেন—

"শ্রীমূরতি পত্রিকা বলে, আমি এদেহে গো এ গোকুলে— এক্কিল।"

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র সিংহ শর্মী।

শপানে।

দিবা নিশীচ কত যাত্রী, আসে তব মঞ্চ নিন্তে
নিন্তে আঘাত পাতি সবে তুমি ভূগোল পাকে।
ঘুলি পরে সম শেষ সকলের তবে নির্দিষ্টে
দেখাইছ যত সত্য বিপলাগোকে—চিতার আলোকে।

সংসারের শেষ তীর্থ, দ্যানময় শান্তি উদাহর,
তোমার বিভাগ মাঝে, বরের ঘার ঘুলে যাগ—
রহেনা কর্মের ক্লাস্তি, বোঝ, জোক বাসনা, বিকার,
মৃদুয়র মাযার মাঝে, অক্ষ আসি আরম্ভ লুটায়।

শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেন চৌধুরী।
বড় দো ও বড় রং থা

ক। অক্ষর কাঁটা, ২২ হাত উচ্চ। ২। ছাঁইল মঠ, ছিতেল গ। ছাতা মঠ—
ছিতেল। ৪। বিষ্ণুর লিঙ্গ। ১। মূল মঠের রূপের ঘর। ৩। লোকালি ও
৩। মধ্যমোন সংগঠন (৩তল বায়ের বিভাগ প্রতিনিধি হয়)। ৪। ৫ জয় ও
বিভাগ বায়ে দ্বারপাল দ্বার। ৬। বড় কুঠ। ৭। বড় কুঠ দলা হইতে চোর বাহকদের
আবার রাগা। ৮। পত্র নারায়ণ। ৯। রাধা রুণ। ১০। অক্ষর ভাট কল্যাণ রূপ তরিয়ে
বিপুল বৃক্ষ। ১১। সুর মঠ। ১২। মার্কমঠ পিব।। ১৩। গণেশ। ১৪। ক্ষেত্রপাল
১৫। মুর্তি সর্গ বা ব্রহ্মসন। ১৬। নুরিয়া। ১৭। চন্দন মূল। ১৮। রোহিত—
কুঠ ও কাক। ২। বিমলা দেবী। (বৎসরে একটি বলি, বৃক্ষপুজার সময়)
২০। বেনীগড়। ২১। বৃহস্পতি। ২২। রুণ। ২৩। সিদ্ধি। ২৪। কারাকুড়
একাদশী (পুরীতে একাদশীর উপবাস নাই)। ২৫। রুণ। ২৬। সরস্বতী।
২৭। মধ্যমোন কালী। ২৮। ললিতা দেবী। ২৯। সূর্য নারায়ণ। ৩০। রামললিত।
৩১। হরিনার মূল। ৩২। তেত মূল। ৩৩। শীতল। ৩৪। মন্দার টেকি ঘর
৩৫। গোল রুণ। ৩৬। যুক্তিমূল। ৩৭। ডাক ঘর।
ক্ষেত্র-কাহিনী

পুরাতন হইলেও অনেক কথা, 'নিত্যই নব'। শুচ্ছাং ক্ষেত্র-তন্ত্রের আলোচনায় ভুগিকার গ্রেওনে নাই।

সত্যমুখের কথা। মালব-রাজ ইন্দ্রচর্য স্বাসনে বসিয়া আছেন। সহসা জনৈক জটিল সর্বাস্থ আসিরা কহিলেন, মহারাজ, এখানে বসে করু চো। কি? রাজা ধন ত্যাগ করে এখনি উৎকলে ছুটে যাও। কী সময় হতে এদের সমুদ্রের তীরে নীলাঙ্গনের অরণের ভিতর স্বর্ণ বিক্ষিপ্ত নীলমাধ্যম দেব গোপনে অবস্থান করেন। তুমি তার সেবা করে ক্ষুদ্র সার্বকল্যাণে, যাও, আর দেরী করোনা। এই বিলায় সমুদ্রের তীরে আঘাত হইলেন। রাজা ভাবিলেন, তাই তো, তথ্যবাণ দর্শনের জন্তই মানব অম্বত তাই সদা না হলো, তবে রাজত্ব করিয়া লাত কি। আমি এই দলে রাজার ধন ত্যাগ করিয়া। উৎকলে যাত্রা করিব। তখন অমাত্যরা সাত পাঁচ ভাবিল। তবে তার নিশ্চিন্ত করিজেন,--মহারাজ, উৎকল দেশ বহুদূর, রাজ্ঞী-রাজ অন্তর, তথ্যবাণ নীলমাধ্যমে দেবেরকেও পাহাড় জঙ্গলে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। শুচ্ছাং এখন কোন বোঝা খবর না লইয়া, কেবল ঠিকতল বাণের প্রথম নীলাঙ্গন করিয়া, সহসা স্বর্ণ বিদেশ যাত্রা করাটা। মন্দ বলিতে পারি না,--ভালোই; কিন্তু যাত্রা করিবার পূর্বে একজন চর গ্রেণ করিয়া চর জানিয়া গোলায়। উত্তমবদ্ধ, অর্থাৎ কি না আরও বেশী ভালো।

রাজপুরাহিতের কনিষ্ঠ নাতা শুচ্ছাং নবীন যুবক বিজ্ঞাপ্তি ঠাকুর এই কার্যে সংঘর্ষ হইল। তিনি উৎকলের সমুদ্রশীরে--বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া ক্রমে হইয়া পড়িলেন। গণ অরণ্যে ব্যাহ ও ব্যাহ ব্যতীত অষ্ট প্রাণী বিমল। বিখ্যাত নামক জনৈক ব্যালে এই দুর্গম স্থানে পার্কব্য একটু মধ্যে অগভীরতা নীলাঙ্গনে একদিন সুপ্রতীক্ষা অবিকার করেন। এই ব্যাবহার মহাবয়ন-বিজ্ঞাপ্তি তথ্যবাণের সন্ধিন্দ লাত করিয়া বদেশে প্রতাপার্জন হইলেন। তত্তাহার মুখে সম্ভব বৃত্তাং অবগত হইয়া রাজা ইন্দ্রচর্য সর্বিনিবারের প্রতিবেদন পরিপূর্ণ হইয়া বিজ্ঞাপ্তি সর্দিবিশিষ্ঠ পথে বৎসরায়িক কাল ভঙ্গনের পর শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এই স্থান তর্কালঘ্ন গোপুরের। নীলাঙ্গন কবরের তলে নীল বারিধি তীরে নীলাঙ্গন পাদপ-পত্র সমান্ত স্থান বিলায় ইহার নাম তখন নীলাঙ্গন ছিল। শ্রীমণ্ডিতের
উচ্চ অবস্থান দৃষ্টি করিয়েছি "চল" নামের সাধকতা প্রতীত হইবে। বাহারা বাইসিকলে চড়িয়া জিলাস্থল বেড়া এবং কাছাড়ের পূর্বদিকে রোডের 'লেথাল' অভ্যস্ত করিয়েছেন, পার্থিয়ার তুষি সন্ধ্যে তাহাদের সন্দেহ ধারিয়া ন। "বেলা-বাস" কত উচ্চ-তুষিতে অবস্থিত তাহাও লক্ষ করিয়েছেন।

নীলাচলে উপনীত হইয়া রাজা ইন্দ্রচন্দ্র ভগবানের দর্শন পাইলেন না। কারণ বিভাগিতকে দর্শন দিয়া নীলাচলে নিরবেঁচিত হন ও সীমান্তের আলুদগাত্র হইয়া যায়। রাজা মুঢ়ত হইয়া পড়িলেন। সহস্র নারদ তাহার সহায়তা ছিল না। এমন করিব নাই, যাহাতে নারদ যুদ্ধ না আছেন।

নীলাচলের সহস্র অভিভাবক দর্শনে আমরা চির অভিভাবক। ইন্দ্রচন্দ্রের উৎকল যাত্রায়, নাগাইল বন্দ্রহাও, কাঞ্চনবাসী প্রভূতি রকমার্থের নামকরণ করিয়া হাসপাতালের অভিভাবক আমরা। নারদ যুদ্ধ করিয়া সন্দেহ হইয়া গিয়াছি। সত্যাস্তান্ত শিবের বিবাহের বর যাত্রায় কিশোর ইন্দ্রচন্দ্রের উৎকল যাত্রা তাহার অভিভাবক ও সন্ধ্যের বিস্তারের বিষয় নহে।

রাজা অশুভাপত্তিকে লাগিলেন, হায়! কেন আমি অবিশুদ্ধ নারদ বিভাগিতকে পূর্বে গ্রেণ করিয়া। বিলায় করিলাম; এই অল্পই অগ্রপথের অপর হইয়া পাইলেন। নারদ কহিলেন, "রাজন! বিভাগিত পথের উপর পুরকীত লাভ করিয়াছিলেন। তোমার আরও অপরাধ হইয়াছে। বৎসরাধিক তুলে সর্বারোধে দেশ হইতে যায়। করিয়াছে, তোমার রাজার পুত্র অল্প সন্ধ্যায় হইয়াছে, এই অল্প অপরাধ দর্শন পাইবে না। যাহাও কর, পত্তন চৌহান নাম্নি, তুমি এখন এক কাজ কর, শত অথবা বজ্রির অধুতান্ত আর করিয়া দাও।" রাজা তাহাই করিলেন। তখন অবসরাথ নারায়ণ তাহাকে বলেন,—বলরাম, সুভদ্র, জগদ্ধাত্রী ও শুঁরুনাথচন্দ্র এই চন্দ্রভূমি মুখ্যতে দেখা দিলেন। রাজা নারায়ণের উপরে ক্লেশ মূলৰ দেখিতে ভাসমান এক অপর্যাপ্ত দেখায় অব লইয়া, স্বর্গ হইতে বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করিয়া, তাহার দ্বারা চিরমূঢ় গঠন করিয়লেন। কথা ছিল, রুদ্রের গুহে প্রতিমা নির্মাণ হইবে, পনের দিন পর্যন্ত কেহ তাক খুলিয়া না। রাজীর বিলম্ব ছিল না, তাহার উৎস্মুক্ত নিবারণ অন্ত অকালে যার উদ্ধার করা হয়। এই অন্য প্রতিমা অতি অসম্পূর্ণ হইয়া গেল। অপরাধ কোন- কোন- নাক যুধ চোখ খুঁটিয়া দেওয়া হয়। হায়! আমি ও ইহোর কাল হইতেই হে স্নেহদিনির্ম এলে এলের।!
বিষয়বস্তু মর্যাৎ। আলিয়া প্রতিমার নির্দিষ্ট কার্যে নিযুক্ত হইয়া তেন ঐরূপ কার্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া এইসুখালিয়া বলিতে পারা যায় না। কোন বৎসর পূর্বকে কোন কার্যের স্থাপিত কার্য্যালয় দেবৌর পাশাপাশি পুনঃনির্মত রং তুলিয়া লইয়া মূল রং করিবার জন্য বিদেশে হইতে এক অস্তিত্বপূর্ণ চিত্রকর্মকে নিযুক্ত করা হয়। পাঠোরের উপর কিষ্কের রং ফলাইতে হয়, তাহা স্থানীয় চিত্রকর্মে শিক্ষা করিয়া না থাক, এই তেজ বিদেশী চিত্রকর্ম এইরূপ কার্যের করিয়া লইয়াছিল। বোধ হয় বিষয়বস্তুর বড়োরেও হইয়া করিলেন।

প্রথমদিকের সিংহাসন হইতে গোপোন্ত করিয়া যে এপ্রত্য রথবন্ধা উভয় পূর্ববর্তী গিয়াছে তাহার স্থানীয় নাম "বড়োগো।" বড়োগো প্রান্ত দেড় মাইল দূর। ইহায় অপর প্রান্তে অবস্থিত "গুঁটিচা বাড়ী"তে রাজা ইদর্শচর রেত অগ্নী তাজ অবস্থিত হয় ও বিষয়বস্তু। বর্তমান সময়ে এই প্রাকৃত শহরের নাম গুঁটিচা দেবী। তাহার নামাঙ্কন দিয়া শাহুদির ঐরূপ নামকরণ। নীলাঙ্গ বাসুকীর স্থানে প্রথম নির্মাণ করিয়া রাজা গুঁটিচা বাড়ী হইতে যাই। করিয়া দিনার সাহায্যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য। সমর্পণ করিলেন। যদ্যপি সমর্পণের যেন অধিক বৎসর গুঁটিচা বাড়ী বা রথ যাত্রা হইয়া থাকে। ইহার লোকে ইহাকে মানোন্ন মানোন্ন বাড়ী বাওয়া বলে। গুঁটিচা বাড়ীতে যাই সাত দিন পাইয়া। নবম দিবসে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু পুনর্নির্মাণ করেন। গুঁটিচা নিকটবর্তী একটি উজ্জ্বল বাটিক। ইহার দুটি মনোহর ও শান্তিযুগ। সহরের শুদ্ধ পশ্চিমগ্রামে অবস্থিত লোকনাথের মনোহর ঐরূপ একটি বাগানবাড়ী। গুঁটিচার বাগানে আসিয়া তাহা পশ্চিমদিকের মেঘের কিছুদিন নিয়মিত প্রতিবার ও শান্তিতে ধরিয়া রাখিয়াই গণিত। কিন্তু এ কারণে করমর্যাদা ও মূহুৎসাহের অন্ত নাই। উড়িষ্যায় দেবতাদিগকে প্রায়ই অতি অশ্বারোহণ যায় বাণু সঙ্কালনহীন কুটিরে সেই সেই শুনে পড়িতে থাকে বিশ্বাস করিতে হয়। এত যে কার্যকার্যকেন নয় সঙ্করকরণ উচ্চারণ শীঘ্রি, তবু রূপসংকরণের একটি অস্তিত্বের সম্ভাবনা হইল। অগ্নিতাত্ত্বিক অস্তিত্ব অস্তিত্ব হইতে নিবৃত্ত হইল। ঐতিহ্য জগদীশ দর্শনে অধিক বহুদূর অভ্যস্ত বৃহৎ বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক আশ্চর্য হইতে সহায়। নাটমন্দিরের অভ্যস্তকে কাছের রেশিং নিকটে উপস্থিত হইল, তাহাদের তুলিতে ও কাণ্ডের সহায়তা সহায়তায় অভ্যস্ত ভোজন করিতে অসম্ভব হইলে, এই তেজ ব্যাকুল মদ্যপান করিয়া থাকে, তাহা অতিক্রমের স্বর্ণাকার সুবিধার বিষয়। এই স্থলে পাঠণের অনুগ্রহে মূল মন্দিরে অভ্যস্ত সন্ধানীক সুবিধার বিষয়।
সহিত সংঘটিত হইয়া। কৌশল শৃঙ্খলাপকারের রূপাকারে সাহায্যে ভক্তিগণ অবশেষে জগৎপক্ষের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন, তখন তাহাদের নদী রাজ্য অতুল আনন্দ ও দৃষ্টিকে বিভূতি হইয়া থাকে; সুতরাং আলিবসা পিচ্ছল সোপানে কেহ খলিম পাদ হইলেও তাহার মনের ভিতর কথা প্রবেশ করিতে অবসর পায় না। বাহির থাকে তাহার নদী রাজ্য অর্থকারার্থ অলিবসা শৃঙ্খলাগুলো দিয়া অবসান হইয়া থাকে। শীর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে উত্তর দিকে মার্কশের সরোবর পর্যন্ত এক রাস্তা গিয়াছে সেই সরোবর তীরে একটি মহাদেবের মন্দিরের অভ্যন্তরের অবস্থা আরও শোভনীয়। কাশীর বিষয়ের কিছুটা মূল্য ভাষায় সেখানে করেন সেই কিছুটা মূল্য ভাষায় নাসিকের হস্ত রুলাইরাই তাহাকে গড় করিয়া তুলিয়াছে। একটি বোধ হয় জল চালিবারও ব্যবহার হইয়া থাকিবে। কাশীতে মহারাজ জটিলমোহন ঠাকুরের প্রশংসিত বেহিস্তার সজ্জিত মন্দিরের মহাদেবের মূর্তিকে উদ্ভাসন আদর্শ হনীর বলিয়া বোধ হইতেছে।

পুরীর বর্তমান বিভিন্ন মামলা শাসিত মহাদেবের কাষ্ঠ গুলিয়াছে, তিনি শীর্ষের ইলেকট্রিক লাইটের বদ্ধাগ্নি করিতে প্রায় ছিলেন। অশ্বস্বামী জানিলে এই প্রতি “রামকৃষ্ণ দাস” মোহানন্দের কেহ কেহ অসম্মত নহেন, কিন্তু অধিকাংশ মঠবাসীর ও মন্দিরের সেবকগণ কোনরূপ পরিবর্তন বাচ্চি করেন না। কালে সব হইতেছে—সবই হইবে।

ঋঙ্গিকা বাড়ীর নিকটে উত্তর পূর্বদিকে “ঘূর্ণিঘন সরোবর”। ইহা ৫৮৬৪৬ বর্গফিট। পূর্বদিক অষ্টম বর্গক্রমে রাজ্য প্রাণিগণকে গবী (গাভী) দান করিয়াছিলেন; এই সকল গবীর খুরের আঘাত এই রুন্ত সরোবর উপর হয়। বালিকা মুখিগণ গোপদ গতির কর্তলাঙ্ক জলে হারুনযুক্ত রূপ পাল্লাচে বেলে, কিন্তু অসংখ্য গবী একত্র হইলে অক্ষরণ স্বামে একটা দুর্গ পড়িয়া যাইয়া সরোবর খনন করার সুবিধা হইবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

ঘূর্ণিঘন সরোবর, মার্কশেয়ার ও নরেন্দ্র সরোবর এবং শীর্ষের দক্ষিণে ঝলকার জলে তুষ্রিয়া বালিকা মুখি অবস্থা করিয়া থাকেন। দীর্ঘকালীন গুলির চারিদিকে বহুদিন বিভ্রম পাষাণে সোপান। বেহে পদ্ধ (বেহে মাধবের যামানিয়ার) অপেক্ষা করা হইলেও ইহার সোপানাবলী উচ্চ
বলিয়া হৃদয়ের খুলিয়া ফেলে। কৃতকর্ম জন্মের রূপে এই সোপান শ্রেণী বক্তব্যের অতিক্রম করিতে দেখিলে। কবি-বচনে মনে উদিত হইল —

“রামাভিভেষঃ মদবিচলায় মন্ত্রাঙ্কিত হেমঘটত্তরুপে।
সোপানমারুপু চক্ষার শর্ম্ম ঠং ঠং ঠং ঠং ঠং ঠং ঠং ঠং।”

শ্রীমুখর শাত শ্রীমন্তের রাখা ইহাদের পর অনেক বার নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। বর্তমান মন্দির পূর্বক্ষেত্র অনন্ত তীর্থদেব কর্তৃক ১১৯৮থেকে সনে নির্মিত হয়। বিস্তৃত ও প্রশস্ত সুনামিত প্রথমে দেউল এঁটে ২০০ ফিট উচ্চ। মন্দিরের চতুর্দিকভূ প্রাঙ্গণের নাম যে নামাঙ্গ প্রাচীর। ইহা ২৪ ফিট উচ্চ। আয়তন পূর্বে পশ্চিমে ৬৮৭ ফিট এবং উত্তর দক্ষিণে ৬৭৬ ফিট। মন্দিরের তিন আঁকে বিভক্ত পশ্চিম প্রাঙ্গণে রথ সংহারনাং স্থির করিবার বা সহি মন্দির, পূর্ব প্রাঙ্গণে বোগমণ্ডল এবং বাচক মিত্রবতী নাট-মাওলার বা ‘অমোহন’। অমোহনের পূর্বে ঘূর্ণ বস্ত্র। মন্দিরের প্রবেশ করিবার সম্প্রসারণে ইহাকে প্রণাম ও আকর্ষণ করিতে হয়। তৎপর অগ্নিহোত্য শুল্ক ও বিজ্ঞাপনাদি করিয়া বর্তমানের সমীপে পূজারীর নাম নির্দেশিত হয়। রথচন্দ্রনোপাধি নীল নীলন শাম রূপ বন্ধন নির্দেশিত হয়। পূজারীর নামাঙ্গ প্রাচীর। রথচন্দ্র ১৬ x ১৩ x ৪ ফিট উচ্চ, রথ প্রত্যেকে নির্মিত। ইহাতে লক্ষ শালাগ্রাম শিলা আছে।

শ্রীপূজনাদি দেবের ললাটে ভজনী হিরক কোছিটি—প্রথম।

পূর্ববর্তি বিভাবব জ্যৈষ্ঠের বংশধরণে (৮৪ বর্ষ) এখনও বর্তমান।
ইহাদের উপাদি দৈত্যাদিতি। যে শ্রীমনাদির দাস দৈত্যাদিতি, শ্রীমাধব দাস দৈত্যাদিতি। বিধাপতি ঠাকুরের বংশে একমাত্র শ্রীরামচণ্ড পতি মহাপাত্র নামক ১৬ বৎসরের বাচক বাংলা অন্য দৈত্যাদিতি নাই। ইহাতে এখনও মন্দিরের সেবা কর্মে নিযুক্ত আছেন। বাণ্ডের সন্তান দৈত্যাদিতি প্রবেশ বিভাগ করিয়া কার্যের সঙ্গে আদায় প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীপূজনাদি অনুষ্ঠানের জন্য পুকুরহোত্য বর্ণ অন্তর্গত হইল পড়েন এবং বহু সিন্ধু কাল রোগশয্যায় (অনবসর বেদিতে) অষ্ঠান্ত করেন, তৎপর কেবল দৈত্যাদিতি বিধাপতি বংশীয় ব্যক্তি ব্যতিরেক মে কেবল অপার্থ দেবের রুদ্রার্থের প্রথাগুলো প্রকাশ করিতে পারেন না। ইহা হইতেই এই বিষয়ের সেই অবসর চিরকাল জ্ঞাত হইল।
রোপীর নিকট বিশ্বাস ভর্তি বিশ্বাস নিভাতি বিশ্বাস ও অস্কার ছাড়া। আর কে
বাইতে পারে? এ কবর্ডিম পাকশালা বস্ত্র থাকে। এসের চিত্রগুটি দারা আবৃত্তিক বিধি পরিচালিত হয়। পশ্চাদে আরোগ্য হানের পর বধুজাতার পূর্ণ দিবস শন্ত্র সেবক ও জনসাধারণের নিকট অগ্রাধন দেবেন পুনরায় আবির্ভাব হয়। ইহার নাম “নবযৌবন” মর্মন। অগ্রাধন দেব চক্র বলকুন্দ্র ও সুহৃদ্য দেবীকেও রুক্তিতে হইয়া ।

যদি বৎসর পর নবযৌবনের সঙ্গে সঙ্গে নবকলেবর দর্শনও হইয়া থাকে। নানাধর্মের অধ্যাধিক পর, উপরাজ্য “অনোদ” কালে, কোনও শাব্দিক বিদেশ, যদি বৎসর পরে, প্রশ্নগ্রাহ্য হানের নূতন দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

কিন্তু এই সকল শান্তি ও সহস্রাবস্থা হওয়া চাই। ফলে প্রণীত বৎসর অনুষ্ঠানই নব কলেবর ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

এইস্কুল প্রণীত বৎসর জন্যের অনুষ্ঠান দর্শনের নিষিদ্ধ বিতর্ক কলেবরকেই বিশিষ্ট করিয়া ‘নবযৌবন’ করা হয়। ভূষণ ৩২ বৎসর পর গত বর্ষে (১৩০২) কলেবর পরিবর্তন হইয়াছে। পুরীর রাজ্য। পূর্ববর্তী কালে মহা এই প্রণীত দর্শন নূতন শন্ত্র ও শন্ত্রের অংশ। প্রশ্নগ্রাহ্যের পূর্বে কলেবর পরিবর্তনের কিছুকাল পর হই একজন পূর্ববর্তী রাজ্যের তথ্যার্থ হয়। ইহার গমন করিয়া বর্ষায় পুরীরাজ নবকলেবর প্রতিষ্ঠার বিশেষ ছিলেন। পরে তিনি পাণ্ডুর ও প্রভোগরের শাব্দিক বিদেশ নাবলী বাষ্প দেওয়া সেন মন করেন নাই। নূতন দারুমূর্তি পূর্ণ হইতে দেওয়ায়ের বাহিরগ্রাহ্যের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত ‘বেহুদ’ ভবনের (যে গুহে “আটকে বন্ধন” হয়) এক নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে শরণার্থী নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। ভবনের পূর্বতন কলেবর ত্যাগ করিয়া নূতন কলেবর আগ্রহ কারণ শৈলপুত্র ব্যর্থাত আর কাহারও মধ্যে শব্দিকায় অন্তর্গত নাই। এরূপ অনন্ত প্রশ্নগ্রাহ্যের উদ্দেশের ভিতর এক একটি অমূল্য রণ কোট। আবহাওয়া কাল হইতে অতীব বড় রাক্ষস আর্ণেছে। নির্দিষ্ট স্থান মার্কিনালে ব্যবসায়ার অত্যাচার করিয়া তিন জন দৈত্যগণের হস্তে রাক্ষস চিত্র। এরূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। বেহুদ ভবনের পশ্চিমে “হরিশ্চন্দ্রের” অনুলে পূর্বতন কলেবর বিলোপন করা হয়।

(কমলে)

শ্রীপদমেশ্বরপ্রসন্ন রায়।
পরলোকে দিগেন্দ্রলাল

আর বুঝি দাঁবে না, ওহা। বৌদ্ধাণী,
তোমার নিকুঞ্জ শার, সাধকের বীণা;
তারে তারে কেঁপেছিল হাসির রাগিণী
নিশ্চিতে যা কুঝ উঠে এসেছিল থামা।
বুঝির বসন্ত শব্দে যুগ্ম বজ্রাণী,
নব নৃস্মিত বনে শুনিত যন্ত্র,
নিত্য শরতের বিখ্যাত কৌমুদী পিয়াসী—
সাহিত হুমর তবি অজ্ঞান স্নায়।
ভালকের পুপপত্ন ছন্দে ভূতিয়া।
খামা জননীর পদে দিতে অর্থ তার।
কে দিতে রহিল ছন্দে, হুমর পুীচিয়।
রক্তের উদাম জীব।! কে গাহিতে আর
উজাত গতির ঘরে আন্দে বিধাল
নব উদ্বোধন মন্ত! বৌদ্ধাণী কাহার
রবিবে স্নায় ধীরা, সচীত তরল,
সন্ন্যাসী কেন্দ্রে তুলি প্রতিপনি তাহ।
কে শিখাবে, হে বরেণ। বৈদিকের দৃষ্টি
সবারে মোহিতে মনে মগ্নে রস্তার, হাসির খিল লয়ে সন্তী যত
নিশ্চিতে বাণীপথে অজ্ঞান আমার।
চির তবে, নবদের ভরত আশীর্বাদ
জরে গেছে!—মৌন তব হাসি তান বলে,
সন্ন্যাসী মুখে লিখ্য গতির বিধায়
ঘন বর্ণায় কাদে বনের সময়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।
সাহিত্য সেবক

শ্রীঅপুর্ভবচন্দ্র দেব—নিবাস চট্টগ্রাম। ১৮৬৬ সনের ৮ই আগষ্ট। শিঃ ময় বিলাসের কেশকান্তিবিকলিত হইতে বি, এ, পাস করিয়া। আসিয়া। ১৮৯৪ সনে জরায়ুপুর কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতেই তিনি পাঠনা, ভারতী, এশীপ অশুভ পত্রিকায় ম্যাগ্যাজিন সম্বন্ধে সার্বভৌম প্রবন্ধ লিখিয়া। আদিতেছেন। ১৯০৮ সনে ময়, ময় রাজসাহী কলেজে বদলি হন। ১৯১২ সনে শ্রীহট মুরারীচাদ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। তিনি ৩৪ খানা ইংরেজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

শ্রীঅবনন্দন সেন সাহিত্যবিশারদ—ঢাকা জেলার অস্তর্গত আউস্টিনী গান্ধে ১২৯৩ সনের ৩রা কার্তিক তারিখে ইহার জন্ম। ইনি বিক্ষণপুরের অগ্নিত প্রসিদ্ধ ঢাকার অস্তর্গত নিউহাইনের পক্ষে শিক্ষক। ইহার সাহিত্যে তাঁই। উগনিকাঙ্গের রাজত বর্গের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য দেব। আবনন্দনের অষ্টাদশ অবস্থা মামিনীকাঙ্গ সেন “ঢাকা জগদ্ধাত্র কলেজ ম্যাগ্যাজিন” নামক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশক ছিলেন। পাঠ্য জীবনেই অবনন্দন গোন্টে পড়ে বহির্ভিত্ত ময়োভর চুর্চা করেন। ১০১২ সনে ময়োজনপদে করিয়া “কুমিল্লা” নামক মালিকরূপে ইহার “জীবন যাত্রা” শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। আজপর্যাপ্ত অনুপাত মালিকরূপে তাহার প্রেক্ষিত প্রকাশিত হইতে থাকে। ১০১৪ সনে অবনন্দন এটাকে পাশ করেন। এই সময় জগদ্ধাত্র কলেজ ম্যাগ্যাজিনে। ইহার অনেক একবার প্রকাশিত হয়। কার্মিকদের বাসের শেষ জীবনে “চাইয়া দর্শন” নামক শিক্ষক এগুলি বিদ্যমান সম্পাদক রচনার অবনন্দনের বিশেষত্ব তাহার সহায়তা। করিয়াছেন। “শিক্ষাসমাচার” সহকারী সম্পাদক রূপে ইনি কর্তৃক বইরূপ প্রকাশিত। ১০১৮ সনে পুরস্কারের করিয়া সাহিত্য বিষয়ে “সাহিত্য বিষয়ক” উপাধি প্রদান করেন। তাহাত্ত্ব সমাধিসমাধি, সোপবারী, লোকালী এবং ঢাকায় ভিত্তিত ও মূল অশুভ মালিক রূপে অবনন্দন বাংলা পর্যায়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি অবনন্দন বাংলা পত্রিকায় সাহিত্যের পরিষদের সম্পাদক ঘুরিয়াছেন।

শ্রীঅবিগমণচন্দ্র গুপ্ত—পিতার নাম বর্ণ নবীসার পুত্র। নিবাস ঢাকা। দীর্ঘদীঘের অস্তর্গত কেরালপুর। ১২৮৩ সনে অবিনাশ বাবু
অন্য গ্রহণ করেন। ইহি লক্ষ্মি রাত্রিগা সাহিত্য সঙ্গী শ্রীমান অনন্তচন্দ্র পাটী পাঠানের করিত্র-সহায়। ১৮৯৬ সালে বি. এ, পাশ্চাত্য অধিনায়ক বিদ্বক্তা শিক্ষক করেন। অতঃপর বি. এল-পাশ্চাত্য টাকাতে উক্তিতে করিয়ে অনুমোদন করেন। এই সময় তিনি "নব্য ভারত" 'গ্রাহী', "ভারতসমাধ্য" এক্সকুড় মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। অতঃপর দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, উত্তর হইলা সাগরাল পরিষদ দুর্বল কর্তা কিনি উক্তিতে করেন, ১৯০৩ সালে তিনি সাংখ্য শাস্ত্রে পরিষদের উপাধি পরিবর্তন করিয়ে উপাধিটি হল কিন্তু কোন কারণ বর্তমান সম্পূর্ণ পরিবর্তন দিতে পারেন নাই। ১৯০৮ সালে তিনি ঢাকা হইতে শিক্ষার সাহায্যে পাশ্চাত্য পারিক সংবাদপত্র "শিক্ষ-সমাচার" বাংলা করেন। ১৯০৯ সালে ইহা সাফল্যহীন হয়। ১৯১১ সালে পরিষদের সাহায্যে অধিনায়ক "বিদ্যার্থী" বাংলার করেন। এই উভয় কাপড় এখন সাহায্যটি পরিচালিত হইতেছে। অধিনায়ক অন্য গুলি উপলব্ধি পাঠ্য পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীঅধিনায়ক শাস্ত্রী-বাধরাগ জিলার অন্তর্গত বাংলার শাস্ত্রী একটি বাসভাল রাধার রাধার রাধার গ্রামে অজ্ঞাত করেন। তাহার পিতা শ্রীন্দ্রচন্দ্র একাদশ বর্ষপ্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্য ছিলো। অধিনায়ক বাবু কাঁচার বিশিষ্ট পরিবার সম্পাদন। অধিনায়ক বাবু তাহার বিশিষ্ট পরিবার সম্পাদন। অধিনায়ক বাবু সহ বর্ষের বর্ষের সময় বর্ষপাত জিলা রাজ্য হইতে একটি পরিকার রাজ্য হইতে ও একটি রাজ্য পালন করেন। এলআই, এ পরিকার প্রেমিক কলেজ হইতে সংক্ষেত হইয়া। Honour হইয়া প্রেমিকর করেন। সংক্ষেপে হইতে সংক্ষেত এলআই, এ, পাশ্চাত্য প্রেমিক এলআই প্রেমিকর প্রশন হন এবং বিশেষটি সংক্ষেপে হইয়া। পরে বিশিষ্ট কলেজ হইতে হইতে শিক্ষা লাভ করেন এবং রসায়ন পরিবর্তন। প্রশন হইয়া। একটি স্বর্ণ পালন করেন। এখানে শিক্ষা সময়ে কোন বিষয়ে ইহার অপরিহার্য হওয়া এবং অসাধারণ কোন প্রকার শিক্ষা শিক্ষা মনোনীত বেঙ্গল এবং বঙ্গ সময় এলআই, পরিবার, পাশ্চাত্য পরিবার। রাজ্যের হইয়া। ইনি বাংলার সহ ও ইন্দোনিস্ট ভাষার চল পার্ষদ এবং কর্মচারী ভাষার শিক্ষা করিয়াছেন। যেহেতু যেহেতু নব্যভারতের করিতেও সাধ্যবোধন শিক্ষা করিয়াছেন। যথাযথ বাংলা রাজ্যের হইলা ৩১৩৮ হইবে।
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভা
অনারেবল নবাব সৈয়দ নববাহালী চৌধুরী খানবাহাদুর

Asutosh Press, Dacca.
সৌরভ

১ম বর্ষ।} ময়মনসিংহ, ভাটী, ১৩২০ সাল।} ১১শ সংখ্যা।

গভীর শিক্ষা

এখন গভীর শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের আর মতভেদ দৃঢ় হয় না। কিন্তু এটা উঠিয়াছে, বালিকাগণ বেঁচে শিক্ষা পাইতেছে তাহারাই জীবন গঠনের সম্পূর্ণ উপযোগী কিনা। নারীদের অমুকুলে কিছু ঐতিহ্য এই শিক্ষা ধারিত হইতেছে কিনা? বালিকাগণ ধর্মবিহীন শিক্ষা পাইয়া সমাজের আন্যের কার্যকারিতা ফেলিয়াছে, আমরা পদে পদে ইহার প্রমাণ পাইতেছি। নারীগণ ধর্মহীন হইলে সমাজের অর্থ হৃদয় হইবে, তথ্যের কোনও সংশয় নাই। রমণীই সমাজে ধর্শের রক্ষকরা।

বর্ষায় যুগে এর অবিশ্বাস ও কর্পটার মধ্যে ভারত রমণীগণের ধর্শ-প্রাণতা সমাজকে বিনাশের হস্ত হইতে আঘ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অস্ত বিশ্বাসই হউক আর যাহাই হউক তাহাদের অন্ত মজ্জাগত ধর্শ বিশ্বাস ও একাদিত্ব। এই বিশাল সমাজকে নানা প্রকার সংবর্ধনা হইতে রক্ষা করিতেছে।

বর্ষায় শিক্ষা প্রভাবে পুরুষগণ একদিকে প্রচলিত ধর্শের প্রতি আহ্স রাখিতে পারিতেছেন না। ঘাড়ারা দিন দিন গোরতর অবিশ্বাসের মধ্যে পড়িত হইতেছে। প্রায় দিন দিন এই শিক্ষার কিছু অংশ শিক্ষিত নারীর সম্পর্কে আইনর মনোনয়নের মধ্যে অবিশ্বাস হইতেছে। এই সাধারণে যদি শিক্ষিত, ধর্শবাধাপনা এবং কোমল মনোযোগ বাড়াইবে ভারত রমণীগণ ধর্শের ধর্শনায় কর্মধারের কার্য করিতে পারেন, তবে ভারতে নবযুগের সমাজ হইতে পারে।

এখন নারীদিগকে এই শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের স্বাতান্ত্র্য ধর্শনায় আন্তর্জাতিক স্বয়ং এবং এ সমস্ত কার্য্যকর হউক এবং সম্পর্কায় হইয়। পুরুষ সমাজের আগ্রহ অভিব্যক্তি করে; তাহাদের সমুদয় সীমাবদ্ধতা ও অবিশ্বাসকে বিনাশ করিয়া নবতত্ত্ব ও নবভাব অভিলিখিত করিতে পারে।

এখন দেখা যাক ইদানীং রমণীগণ যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহাতে তাহার সহজ সহকার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত হইতেছে কিনা? চিন্তাশীল
বক্তিগণের প্রাণে বলতেই এই এর উদিত হইতেছে। তাহারা এই বিষয় আলোচনা করিয়া ভীত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু আমার মন হয় এখনও তাহাদের এত তীত হইবার কারণ উপস্থিত হয় নাই। যে দেশে আজও এক হাজার হাজারের মধ্যে চরিত্রনাট্য লিখিত পড়িতে পারে, যে দেশে এখনও ঐ এগ্রের সময় আসে নাই। যে দেশে আজি শিক্ষার স্থান। হইতে না হইতেই কত্ত্বগণ পরিগণিত হইয়া গৃহে আবদ্ধ হইতেছেন এবং অপাত্ত বয়সে অনন্মী হইয়া পড়িতেছেন, যে দেশে এ এগ্র আলোচনা উঠিতে পারে না। কিন্তু পূর্ব হইতেই সাধারণ হওয়া কর্ষণ।

যে দেশ উল্লভ ধর্ম সমাজ নারীদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিতে চান্দী হইয়া অষ্টাদশআবলম্বন, পুরুষগণের ভাগ প্রাণীর শিক্ষা দিতেছেন, তাহাদের অন্য চিন্তার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষাকার বলে কেবল কোন খানি পুষ্ট মূল্য করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না। একই শিক্ষাতে পুলক নারী ভেদ নাই। শিক্ষা ও উদ্বিগ্ন আকাশ এবং পশু তঙ্গবর্ণ পুলক ও নারী উভয়কেই সমস্তাব দান করিয়াছেন। কেবল কর্ষণের অভাবে নারী জীবন প্রাণ হইয়া হইয়াছে। একই শিক্ষার তাহাই যা অন্য তাহাতে দান করে, যে শিক্ষা মনকে নিষ্ঠা করে, যে শিক্ষা জীবন সংগ্রামে মজলায় করিতে শিখায় যে শিক্ষা নব নব সংগ্রাম ও ভাবে যেসবে এগ্রড় করিতে সক্ষম করে, যে শিক্ষা গৃহে শাস্তি আনান করে, তাহাই একই শিক্ষার।

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী এইরূপে নারীচরিত্র গঠন করিবার অস্ত্রসমূহ কিনে? বর্তমান শিক্ষায় (শিক্ষা বলিয়া আমি বর্তমান উচ্চ শিক্ষার কথা বলিতেছি) নারীগণ উচ্চাঙ্গদের পুষ্ট সকল পাঠ করিয়া অনেক নৃতন বিষয় জানিতেছেন এবং জ্ঞানাঙ্গদের স্বধী পাইতে হইতেছেন। তাহাদের চিন্তারুতি পরিস্যুত হইতেছে। তাহাদের যাবলীত্ব শক্তি আঁকৃত হইতেছে তাহারাও পুরুষগণের ভাগ উপার্জনকাম হইয়া অনেক ব্যঃ গৃহ পরিবার রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এই শিক্ষা আমার নারীদিগকে কিরূপ বিতর্ক করিয়া ফেলিতেছে তাহা ভাবিলে দৃঢ় হয়। বিলাতের শেল্ফর সাধারণ ঈহাস সাধারণ।

সেখানে মসজিদ নারীকুলোচিত সঙ্গম-ভাব পরিব্যাপ্ত করিয়া কিরূপ জীবন কাওয়ালের অবতারণ করিতেছেন ভাবিলে লজ্জা হয়। এই কথার শিক্ষা এগ্রে নারীগণ অনেক স্ত্রী কঠোর প্রকৃতি হইয়া পড়িতেছেন। তাহাদের ব্যাবসায়ী কোমলতা বিনষ্ট হইতেছে।
তাহাদের সম্ভব তুলা হয় না পড়িতে হয়। যে সিদ্ধ তরুণে উপবিষ্ট হয়। প্রাচীন আরাধ্য ও সুখলাভ করে তাহা। বিদি রক্তের মরুভূমি সমৃদ্ধ হইয়া। পড়ে তবে ত সংসার আর বাড়োপাদারী পাকিয়া না। এই রূপ তুলা জীবন লইয়া। ইহা হবক অনিচ্ছায় হউক অনেক রাস্তায় আলীরান অবিনাশিত। পাকিতে হইবে। তাহাদের নীরস জীবন যে কত্বর তারবো হইয়া। পড়িতে তাহা চিন্তা করিয়া তীব্র হইতে হয়। এই রূপ নীরস জীবন যে নারীর্ধ- বিতর্কী তাহাতে নদীর নাই। পতি পুণঃ ইত্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত গুহে উপযূক্ত গৃহগীর এবং সুখদৃষ্টি হইয়া। উত্তর ভবিষ্যৎ বংশ স্ত্রী করাই রমণীর কার্য্য। যে সকল রমণী এই দায়বদ্ধ সম্পাদক করিয়া স্নায়ু, স্নায়ুতা ও সুগৌমহী হইতে সুখ্য হইয়াছেন তাহারাই একত্র শিক্ষিত। কেবল পারি- বারিক স্বাভা, সুখিন্তা ও সুখসুরায় হইলেই চলিবে না। শিক্ষিতা-নারী পরিবারের শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতিরও বিদ্যালী হইবেন।

তাহাদের কার্য্য। কেবল গুহে আবার ধারিত না। তত্ত্বু সম্ভবত তাহাদের হব অনস্মার্ক কর্মের ব্যবহার হইবে। মানিহারা মানিহারা প্রতিয়তির বিন না হইয়া। তাহার বিকাশের পথই উদ্বুদ্ধ করিয়া নিবেন। ইহাই শিক্ষিত। নারী জীবনের একত্র অবস্থা। যে শিক্ষা দায় রমণীর ব্যাপারিক বুদ্ধিগুলিকে স্মারক না করিয়া। বিকাশ করে তাহাই একত্র শিক্ষা। বিশ্বাস শিক্ষা প্রণয়িয়া এই কার্য্যে আশাহৃদয় সুসাধিত হইতেছে না। পুস্তক এবং নারী লইয়া মনোযোগ সমাজ। কোথায় পুস্তক-প্রতির সহিত কোল নারী চরিত্রের সমিলনই বিদ্যাতার নির্দেশিত বিদ্যান। প্রতির আদান প্রদানেই সমাজের মূলন সাধিত হয়। রমণীচরিত্রে পুস্তক-প্রতির বাণিজ্য সমাজে অনিচ্ছল বাতাস ইত্যাদি হইবে না। যে প্রণয়িয়া। রমণীর রমণীতাকে আরো উচ্চ করে তাই শিক্ষা প্রণয়িতা অবিলম্বে গ্রহণ করা কর্তব্য।

মহিলা বিচ্ছালগুলি তত্ত্বুর সম্ভব বন্ধ হইতে দুরে হওয়া বাঙ্গলীয়।

মহিলাগণ বাঙ্গলাতে নারীজনের প্রতির শারীরিক ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহার সুবস্থাপনা থাকা একটি প্রতেজ্জন। উচ্ছ শিক্ষিত। প্রায় সকল মহিলারই পূর্ব ভাষা ও ব্যাখ্যিত। অত্যন্ত মানসিক পরিচালনা অপর সেই পরিমাণ শারীরিক ব্যাখ্যার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। এই রূপ মাতার স্বাস্থ যে দুর্বল ও অশ্বাস্থ হইতে তাহাতে আর সমস্ত নাই। অতএব এই দিকে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য।
শুল কলেজ সংস্থার বোড়ির ধারা অবলম্বনীয়। কিন্তু এই বোডিং পরিচালন অতীত কর্তিত কার্য। পরিচালনা-কর্ত্রীর কর্তিতগুলি বিশেষ গুণ ধারা প্রয়োজন। একক্ষে যেমন তিনি উৎকৃষ্ট শাসনকর্তার হইবেন অপরিচালক হতে তাদের বাহার স্থজাল হইতে হইবে। একাধারে রাখার সম্ভাবনা ও কোমলতা সরবরাহ করিবে। কেবল কাঠান্ডির, তিরোনার গোলার মধ্যে গানিকাণ্ড বর্জিত হইলে তাহদের জীবন নিশ্চয়ই শুঙ্খ হইবে। পড়িবে, আবার উপযুক্ত শাসন না ধারন তাহার ফল যে অন্যান্য শাসক তাহা সকলেই অহিত্য করেন। আমি এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপে একটি মহিলার নাম উল্লেখ করিয়াছি। আমার একান্ত পুষ্পময়া কুমারী রাধাকৃষ্ণ নাথাবীর মহাশয়ার এই কার্যের আদর্শ স্বামীর মহিলা। ইনি বহুকাল বেধুন কলেজে শিক্ষক করিয়াছেন। তাহার শুভিষ্ট ব্যবহারের অভি, দুর্দান্ত-বালিকাও শান্তভাবে ধারাণ করিয়াছে। তাহার মাত্স্যম শাসনে যুগ যুগের নন্দী হইয়াছে। তিনি একক্ষে যেমন ফুলের মত কোমল অপারিতক শুভ্রাসন কার্যে সিদ্ধকর্তা ছিলেন। তাহার শুভিষ্ট স্বরূপ অতি, দুর্দান্ত-বালিকাও শান্তভাবে ধারাণ করিয়াছে। তাহার মাত্স্যম শাসনে যুগ যুগের নন্দী হইয়াছে।

তাহাতে একাধারে এই ছইতে গুণ ছিল বলিয়া। তিনি অনেক দুর্দান্ত নারী গঠন করিয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন। আজ তাহার বয়স যাতের অধিক হইয়াছে। আমার সুনিশ্চিত কুমারী-জীবন সংগঠন করিয়া। চতুর্দিকে চরিত্রের মধ্যে সৌভাগ্য বিকৃতি করিয়া তিনি আজ জীবনের সাক্ষাতের উপনীত হইয়াছেন। কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী মহাশয়ার উপাধিবাধিকারী মহিলা নহেন, কিন্তু তাহার মত শিক্ষাও জনের গভীরতা ইহাতে করণ মহিলা লাভ করিয়াছেন জানি না। সপ্তদশ ও পঞ্চদশ এবং হেতু এই কার্য সাধন ইহা তাহার জীবন সংসারিত হইয়াছে। গুরু শিষ্যের এমন সুনিশ্চিত সমস্ত আকর্ষিত ছিল বলিয়া যে হয় না। লৌক দেখান সপ্তাহ তাহার মোটাই ছিল না। কুমারী-জীবন সেনেশিয়াল সহস্রভাবে কাটিতে হয় তাহা এই মহিলাদের দেখাইতে ছিল। শিলার থেকে ইন্টেন্টের অধীন শিক্ষকীয় গঠন করার অধ্যক্ষ কুমারীর লেখনের কথা ইহার তুলনা করা যাইতে পারে।

শিক্ষার নামে একটি নতুন অক্ষর অল্প হইলে দেশের দ্রুত বিলুপ্ত হইবে। শিক্ষার অধিকাংশ ইউরোপীয় মহিলা কোন কলেজে পড়িয়া শিক্ষা। লাভ করেন না। কিন্তু তাহাদের জীবন ও শিক্ষা এত অধিক যে সকল বিষয়েই তাহাদের অধিকার জয়। পত্রিত্বের পুনঃপুনঃ পাঁচ করিয়া, জানি ব্যক্তিগত সহিত। আলাপ পরিচয় করিয়া, দেশ বিদেশ পরিতৃপ্ত করিয়া, তাহাদের এই শিক্ষা লাভ হয়। ভগবান করমে দেইদিন অতি শীঘ্র আসুকে বে দিন ভারতরামীশাল নবশ্রী চেষ্টা আগত হইবে। ভারতবাসীর শিক্ষার দুর্গ হইবে।

তাহার শিক্ষার মর্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হউন।

শ্রীকুলদা দেবী মা।
“দেহালী” বা স্থগে শিশুর হাসি কাম্বা।

পৃথিবীতে শিশুর জীবন একটি অনুশ্চার্য প্রাথমিক রূপে প্রতীক হয়। শিশুর স্বপ্ন সেই প্রাথমিকতার একটি প্রধান বিষয়। এই স্বপ্ন ব্যাপারের রহস্যের মধ্যে উপস্থিত আলোচনায় প্রবৃদ্ধি হইতেছিল।

ইহার সকলের অবস্থাতে আছেন যে শিশুর স্বপ্ন, ক্রম এক মাসেই তাহাতে মেঝের বিকাশ প্রত্যক্ষীভূত হয়।

স্বপ্ন সমূহে ইহাই সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যা যে সমস্ত সংস্কার আমাদের মনোমুখে লক্ষ্য বা অলক্ষ্যতেই সংগঠিত হয়, আমাদের নিত্যবাসভাবে যখন আমাদের ব্যক্তির প্রতি তিরোভাব হয়, তখন উক্ত সংস্কার সকল প্রচলিত। প্রাপ্ত হইৰা। কার্য করিতে আর্ক করিলেই তাহাতে মেঝের হাসি হয়।

সাধারণের দিয়া সংগঠিত অপরূপ হইতেই মেঝের সংস্কার উপাদান সকল সংগঠিত হইৰা থাকে। তাহা হইলে শিশু কোথা হইতে জীবনের প্রথম স্বপ্নখণ্ডেই তাহার সংস্কার সকল লাভ করে? শিশুর সংস্কার সংগঠনের আমার দুইটি পথ নির্দেশ করিয়া পারি, একটি পূর্বের অপরটি বর্তমান জীবন।

শিশু যে বর্তমান জীবনেই সম্পূর্ণ নূতন জীবন অর্জন করে তাহা নহে। পূর্বের সংস্কারের সূক্ষ্ম সকলকে প্রধান সম্বন্ধের কার্য হইয়া শিশুর জীবন অর্জন হয়। মৃত্যুর পর জীবনের সমস্ত সংস্কারের একটি হস্তং দেহকে আশ্রয় করিয়া। বাল্য, ভূত অবস্থায় বর্তমান থাকে, ইহাই শাস্ত্রের মত। এই স্বপ্ন দেহ সঙ্গী শরীর আত্মা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শিক্ষা শরীরই স্বপ্ন দেহ ধারণ করিয়া। পুনর্জন্ম অধ্যায় করিয়া থাকে। শাস্ত্রের এই মতের অনুসরণ করিলে পূর্ব জীবনের সংস্কার ক্রিয়াতে শিশুর সহচরী হয় যাহা আমার বুঝিতে পারি।

দুঃখান্তীতার সংস্কারের মধ্যে যোগের নূতন দেহ গঠন আর্জন হয়। দেহ যজ্ঞ বিশেষ। যত্ন বাল্যের কার্য সত্ত্বে পর হয় না। সংস্কার সকল এই নূতন যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়াই কার্য আর্জন করে। এই রূপে পূর্ব সংস্কারের সকল নূতন দেহে অস্ত্রার্দ্ধ ও আবাদ হইয়াই, জীবনের মূলগতি নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহাই দাশান্ধিক ভাষা কর্মফলের প্রতি বলিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইহাই সংযোগে একটি চর্চাকে বুদ্ধিমান। হিতযোগের রহিত করিলেও যেমন চর্চাটি পূর্বে বিপদেই বুঝিতে থাকে, পূর্ব জন্ম সংস্কার সকলের ভেতরই পার্থিব দেহের সহিত মৃত্যুর তাহাদের যোগ ছিল হইলেও বহুকাল পূর্বে-বংশ ক্রিয়াশীল থাকে। শিশুর নবদেহে সেই ক্রিয়ারই ফল হইতে থাকে।

জীবনের বহুকাল চারুপার্থিক বিষয় সকল ধারা আর্ক ও অধিক ক্ষুদ্রীয় হওয়ায়
শিক্ষার পূর্বসূচিত সকলের কার্য তেমন পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু নিত্যব্যাপির যখন শিক্ষা পরিদৃষ্ট্যান্ত অগ্রহণ হইতে পূর্বসূচিতের জগতে আবেশ করে তখনই সেই সমস্ত এর উপর বিশেষরূপে প্রধানতা হইতে থাকে। শিক্ষার যথেষ্ট হাসি কার্যকরে একান্ত পায়। পূর্বসূচিত সংস্কারের রাজ্যে আবেশ হইতে তেম সম্বন্ধে ব্যক্তি বচন হইয়াছে।

মুখ্য দৃষ্টির সংক্ষিপ্ত সংসার। আমাদের হাসি করল। ইহাদেরই প্রতিপন্ন নাম। স্থানে আমাদের সংসারের সহিত এই হাসি করল।

যে বিচিত্র হইয়া ধারিতে ইহাই বাতাসিক নিয়ম বলিতে হইবে। শিক্ষাতে এই বাতাসিক নিয়মের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়।

শিক্ষার শুরুর হইয়াই "ওয়াওয়া" করিলা কৃপণ করিতে আরম্ভ করে।

স্থতান কৃপণ যে তাহার সহজত তাহার আর প্রথম আবশ্যক করে না। দৃষ্টির ফলে কৃপণ ও সুখের ফলে হাসি ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। শিক্ষা মাতৃ-

গৃহে বাতাস তোগ করিলা আসে বলিয়া প্রথামেই তাহাকে কাদিতে দেখা যায়। তাহার পরে শুধু সুচক তাত্ত্বিক তাহাকে কাদিতে হয়। তাহার নূতন মূলমন্ত্র দেয়ার পক্ষে যাত্রী শীতলভাব। সহজে সহজনীত হওয়া ও তাহার কৃপণের অগ্রভাব কারণ। এই প্রথম কৃপণের ভাবই ইহাতে প্রথম একটিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রম বিকাশের দিক দিয়া দেখিলেও অনুরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। শিক্ষাদের একটি সত্ত্ব বিকাশ নহে; পিতা মাতার প্রকৃতিতে শিক্ষাবিধান হয়। তাহাতে পিতৃ-পিতাতে প্রকৃতির একটি ছাঁচ শিক্ষাকে করে সমান্তরাল প্রতিফলিত হয় বলিতে হইবে।

ইহাতেই আমাদের শাস্ত্রে বলে "স্বতঃ পিতৃগুণাং ধনে"—পুত্র পিতারই শুধু ধারণ করে। আমাদের 'স্বতঃ শাস্ত্র বৈবিধ্যাতে পুত্র' এবুভূতি শাস্ত্র কথাও ক্রম-বিকাশ মাতের পূর্বাঞ্চল তোরণে প্রথম দিয়া থাকে। সন্তানে পিতা মাতার প্রকৃতি পরিচিত হওয়াই যদি নিয়ম হয় তবে হাসি করল যে শিক্ষা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পিতৃবাস হইতে প্রাপ্ত হয় তাহাই বুকিতে পারা যায়।

ফুল সুখের মধ্যে দিব্যায়ই প্রকৃতির শিক্ষা হইয়া থাকে। এই প্রকৃতিক নিয়মবাহু সুখ দুঃখ বা ইহাদেরই প্রাথমিক পরিপাক হাসি করল মধ্যে দিয়া যেমন সকলেরই শিক্ষা হয়, তেমনই হাসি করল মধ্যেই শিক্ষারও প্রথম শিক্ষারত হয়। যেম প্রকৃতির এই প্রাথমিক হাসি করল শিক্ষার আগুনই আমার দেখিতে পাই।
ভাদ্র, ১৩২০। ] দেহালা বা স্বপ্নে শিশুর হাসি কান্না। ৩৪৯

হাসি কান্নার এই শিশুর একুশ্চি ও দেহ গঠন হয় হাসি কান্না। এই উত্তরায়ক শিশু বর্ণের একটি প্রচলিত নামেই তাহার অভাব পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। এ শক্তি “কর্নিকণ চাঙ্গিতে” “দেহালা” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যথা। কালকেহুর বাণ্য বর্ণনায়—


শিশু যে ভয় ও আবাদারের মর্য এই শিশুর গঠন করিয়া সমর্থ হয় তাহা হইতেও শিশুর হাসি কান্নার প্রথম বিকাশের প্রধান হয়। কেহ ভয় প্রদর্শন করিলেও শিশু ঠোঁট ভাবনা করিয়া উঠিয়া হইয়া আবাদার করিলেই আত্ম বিকাশ করিয়া হাসি করিয়া আরো করে। এই প্রকারে ভয় আবাদারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে শিশুর যে হাসি কান্নার সম্ভাবনা সঞ্চিত হয় শিশু সম্প্রে তাহাই দেখিয়া থাকে। ইহাই ‘দেহালা’ বা ‘দেহর।’

শ্রীশ্চিতেন্দ্র চক্রবর্তী।
নীতি ও আচার।

পূর্বে এক প্রবন্ধে আমরা দেখা ইয়াছিলাম যে আধুনিক হিন্দুসমাজ যে নিজস্বে অন্তর্ভুক্ত ধর্মগ্রন্থ মনে করেন, তাহা প্রাণ সাপ্ত; এবং সেই প্রাণ আমাদের বর্ষ্বান্ত সময়ের আচার ব্যবহারে প্রাপ্তহয়। ধর্মের হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী, যাহা প্রায়ই আমরা করিয়া থাকি, তাহাতে প্রাণ চাহিলে অনেকের রামায়ণ বা মহাভারতের অথবা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ করিয়া থাকেন। অথবা আমাদের শাখ্য আদর্শ জীবনের যে চিত্র অক্ষত আছে তাহাই দেখা ইয়াছে না। কিন্তু বিশিষ্ট চরিত্র বা শাখ্যের আদর্শ নিয়া বিচার করিলে সমগ্র জাতির ধর্মব্যতির ঠিক ধারণ। অনেক সময়ই হয় না। রাম যখন ভাবিলেন তখন রামের মত আর ক'জন ভাবতে ছিলেন? আর এই রূপে বহু রামের মত আর একটা চরিত্র পাওয়া যায় কি? এটা বোধ হয় সব সময়ে এবং সব দেশেই ঠিক, যে বাঁচার। ইতিহাসের প্রথিতনামা এবং পরবর্তী বংশের নিকট ঐশ্বর্যক সমস্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হবে, তাহাতে তাহাদের সমাজমুক্তিবাদ নামধারাের চেয়ে অনেক উন্নত। অবভুদ্ধি পরবর্তী নিয়মবুদ্ধি সমস্ত ভূমির উচ্চতার পরিমাপক নেই। স্বতরাং ইতিহাসের দ্বী একটা বাচ। বাছাই রঘুরাম সমগ্র জাতির নৈতিক উন্নতির ইয়া করা চলে না। অবভুদ্ধি যদি কোন জাতিতে মহৎস্বত্ত্ব সংখ্যা যথেষ্টই থাকে, তবে সে জাতিকে উন্নত মনে করিতে হইবে; কিন্তু আদর্শ চরিত্র মাত্রকেই যখন আমরা অবতার বলিয়া এরণ করিয়াছি যখনই এ কথা। প্রমাণিত যে তাহাদের মত চরিত্র আমরা খুব বেশী পাই নাই।

আদর্শ নিয়া বিচার করিতে গেলেও প্রাণের সত্যবাদা আছে। ধর্ম শাখার আদর্শ ক'জনের জীবন খুঁজিয়া পাওয়া যায়? বাইবেলের আদর্শ ক'জন ঐশ্বর্য কার্যে পরিণত করিয়াছেন? আর একটা কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। যদিও বা ধরিয়া নেই যে যুক্তির মত ধার্মিক আমাদের দেশে খুব প্রচুর ছিল, যদিও বা ধরিয়া নেই যে আমাদের শাখার আদর্শ কার্যে পরিণত হইয়াছিল, তবু তাহাতে এক সময়ে আমাদের জাতি খুব উন্নত ছিল, এই মাত্র প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমরা দর্শনে যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর কথা বলিতেছি, যে আমাদের নিজের, আমাদের পূর্ব পুরুষদের নয়।

যদি বর্ষ্বানে আমরা বার্তাবিক খুব ধার্মিক হই, তবে আমাদের বর্ষ্বানে আচার ব্যবহারে তাহার প্রাণ থাকা উচিত।
আমাদের ধর্মের একটি প্রধান অমৃত তীর্থরত্ন। কিন্তু এই তীর্থে যে সমস্ত আচার এখনও প্রচলিত আছে এবং অনেক দিন পূর্বেও ছিল বলিয়া মনে হয়, তাহাতে কি খুব নৈতিক উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়? এবং সে সমস্ত জায়গায় বীরাজ করেন এবং বীরা দিগকে অনেক সময় তীর্থকর্তৃক পুঙ্গাও করিয়া থাকেন, তাহারা কি খুব চরিত্রবান? তাহাদিগকে পুঙ্গা করিয়া কি প্রকারে আমরা নিষেধের হীনতা প্রতিপাদন করি না? তীর্থবানীদিগের পাণের বিচার গুরুই ইংরেজের আদালতে হয় না। তথাপি মোহন্তের মোকদ্দমায় প্রস্তুতির সংখ্যার দিকে একবার চাহিলে বুঝা যায়, তাহাদের অবস্থা কিরূপ? যাবার যাবার দিয়ে সকল দেবদাসী প্রথা রহিয়াছে, তাহাতেই বা তীর্থের পরিত্রাতে কতদূর একটিত হয়? তীর্থবিহারের নিকটক কুমারী সম্প্রদায় প্রথা অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। অথচ এ সমস্ত আচার যে হিন্দুসমাজ ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া নিতে হয়, ইহা কি নৈতিক উৎকর্ষের পরিচয়ক? 

হিন্দুসমাজে যত প্রকার ধর্মের দৃষ্টি হয়, বৈষ্ণবধর্ম তার মধ্যে একটি প্রধান। এই বৈষ্ণবধর্মের অংশের যে কঠিনগুলি আচার আছে—নাম নাই বা করিলাম, এত আর কাহারও অবিধ নয়—তাহা বার। কি খুব নৈতিক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়? ধর্মচারীর চর্চাবিদ্যা অধ্যাপিক ব্যাখ্যা নিয়া বিচার করিতে বসি না; কাজে তাত্ত্বিক ধর্মীয় যা পাড়াইয়াছিল, ( এখনও ইহা একবারে লোপ পায় নাই ) তা হইতে কি প্রমাণিত হয়?

স্তূপের পাণ্ডিত্য বাড়াইয়া কোন লাত নাই। চক্ষুরাণ প্রজিতার দেখিতে পাইবেন, আমাদের ধর্ম এখন অনেক আচার আছে, যাতে নীতির উৎকর্ষ দ্বারা পাকার, নীতির অন্তিমে খুঁজিরা পাওয়া যায় না।

নিত্যানন্দ হিন্দুর বোধ হয় এখনও অতিবাহ হয় নাই; কিন্তু নিত্য আর নীতি একার্য্যজাতক নহে। তিনি বলেন যে স্বয়ং উপাসনা করেন, অর্থাৎ পৃথিবীর পৃষ্ঠ যদি তোলেন করেন না, এবং যদি দেবতা মনে যাত্রামণান—তিনি একজন নিত্যানন্দ হিন্দু। কিন্তু নিত্যানন্দ হিন্দুসমাজেই কি মিথ্যা। প্রত্যক্ষে ঘুণা করেন? 'ঘুণ'-বাহ। চুরির নামের মাত্র—এখনও হিন্দুসমাজে বিশেষত সাবেকী ধর্মের হিতু সম্বন্ধে, তত নিমজ্জিত নয়। আদালতে, আফিসে, রেলওয়েতে, প্রভৃতি যে ঘুণের অভিযুত চলিতেছে, আমি না তাতে কষ্টফুল নীতি আছে। অথচ এ সমস্ত অনৈতিক কাজ যাহারা করে, তাহারাই যদি খাওয়া দাওয়া একটি সাবধান হয়, তবে ধাৰ্মিক হিন্দু
বলীয় গণ্য হইবে! বাবুনিতে, আমাদের ধর্মে অন্যান্য উপর মধ্যে জোড় দেওয়া হয়, নীতির উপর তত্তাবধি হয় না।

অপরাধীর যাতে শাস্তি হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা, সমাজ হইতে পাপ চরিত্র চেষ্টা করা, সমাজে শাস্তি এবং ভূক্ষিণার রূপ। করিবার চেষ্টা করা, একাকী উপর অভাবচ ও অভিচার হইতে দেখিলে তাহাকে সাহায্য করা, এক কথায়, ইংরেজি যুক্তে civic virtue বলিব, তার একটা কল্পনা ও আমাদের সমাচারে খুঁজিয়া পাওয়া চুক্ত।

আমাদের ধর্ম, কর্ম, পূজা, পালিকা, সবাই একটি বাবন্ধরতা ভাব আলিয়া পড়িয়াছে; সবই যেন করি নিজের জয়। কৃত্তিকাসের রামকৃষ্ণ আছে, রসমাকির পিতা মাতা এভিত সকলেই বলিয়াছিলেন—তাহারা রামকৃষ্ণের পাপ পুণের তাঠী নয়। এটা প্রথম রসকারের পিতা মাতার কথা নয়, এটা আমাদের সমাজে জাতির কথা। "আইন শক্রাস্তেন। বদ্ধুরাস্তেব চায়নঃ।" সমাচারে পরমপ্রেমের প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে, সমাজের মধ্যে যে একটা সাধারণ জীবন আছে, এটা যেন আমরা এখনও বুঝ নাই। অনেকে হইত বলিবেন, আমাদের সমাজে কি কোন ওস নাই? যে চিত্র অস্তিত হইয়াছে, তাহাতে ত গুণের কোন চিন্ত নাই। উজ্জীব আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে—ণং আমাদের আছে। কিন্তু আমরা যে শ্রেষ্ঠতরে দাবী করি, এত সব গলদ থাকিতে তাহার সাহায্য নহে। নিজেদের সমক্ষে একটা মিছার ধারণা পোষণ করায় হানি আছে। নিজের খুব বড়, সর্বদা এ বিষয়ে মন থাকিলে, দোষ সারিবার অবস্থা হয় না।

আমাদের আদর্শ আছে বেশ। কিন্তু এ আদর্শ খুঁজিয়া নিতে হইবে। আলোক, সংগ্রহে যা আছে, তাহাই শার্ম বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ভারতত্ত্ব বা মহীনবান্ত্ব, কামনী বা কৃষ্ণপুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া যদি সবকিছুই শার্ম বলিতে হয়, তবে অবশ্য কিছু শোচনীয়ই বুঝিতে হইবে। হিন্দু হিন্দু, হিন্দুর বিশেষ—নীতি ও আচার। সেই নীতি ও আচার সমক্ষে যাহা হইবে হিন্দুতাতি জগতের সমভাবে শার্মা হইতে পারে, তাহাই করিতে হইবে।

শ্রীরসেচ্ছাশ্রম ভাট্টার্থ এম. এ, বি. এল।
লাজের বাধা।

নাট্যোপ্রিলিথিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীমতী অপরাজিতা—হরিদাস বাবুর নবশিক্ষিত। মৃত্যুতী কথা।।
শ্রীমতী অপরাজিতার পুত্র। শ্রীযুক্ত প্রিয়কৃষ্ণ গুদ্র—“বঙ্গ হিন্দীমু” নামক সাহিত্যিকের লেখক
এবং বর্ধমান রাঙ্গের উদ্যোগী কলা সমালোচক।

স্থান কলিকাতা।

লুক্কা—অপরাজিতার খাদ কামরা। সময়—অন্য রজনী।

শ্রীমতী অপরাজিতার গায়ে পাতলা লেসযুক্ত খুলানু। আশ্চর্যে দাদা। প্রধানে জরী গেছে ঢাকাই সাড়ী। মাদার আশ্চর্যকর কেশ কাল রেস্মি ফিজায় বাধা। চোখে সোঁতার চোখ। হাতে সাদানের খালে সোঁতা জলে নাম নেওয়া—রব বাবুর খুল কান্ত তান্ত্য। পায়ে ফুলাদর ছেট চঠ। কামরার ভিতরে অপর ভাবে পারচারি করিয়েছে।

অপরাজিতা—( মনয়ে ) আমি যা তাব্দিচ, বোধ করি, তাই ঠিক।
কারুর সঙ্গে আমার একবার পরামর্শ করে নিলে বেশ হতো। কিন্তু সে কথা
যে আমি কারুর কাছে বলবার নয়! মনে হচ্ছে আমি যেন নামা রঙের
ফুল ফুটানো, পোচা। মাদারে। ছোট একদিন। নতুন সরু পৃথিবীর
মাঝে একটা পুরু বেদালচি!—নানি কি একটা মনে মনের জগতে
পুরু বেদালচি পারে। তা আমি যতন করে কি হবে? যা করবার তাতে।
করেই ফেলেছে—বেছন তার নামে চিঠি লিখে দিয়েছি, তথন কর্ক্কে
এক রকম স্বার্থ হয়ে গেছে। ( টেলিভিশনের উপরে সীমার পরিহার হাতের “বী”
টাইমিনিটর পানে তাকায় ) এই যে রাত সাড়া আটটা হয়েছে। লোকটাটা
যে এখনও ফিরে এল না! ( সেজালের এক পাশে ঝুলানা ), কোণে ফুলপাতা
লেখা আয়ান। খানিতে মূখখানি একটু হাসি হাসি করিয়া। দেখিয়া লাইয়া
এবং তোরালের কোণে মিছ অব রোজ মাঝারি হইয়ু হিজ্জতে সারা।
মূখ লাল করিয়া দিয়া। আচ্ছা, আমার চিঠি পেয়ে, সে নামানি কত কি
তাবচে এখন! সে যেমন লাণ্ডক, বাৰো বাড়ী নেই, এই কথা পড়ে হয়ন সে
না আসতেও পারে। ( সহসা দারোলারের চিঠি হয়ে প্রবেশ—অপরাজিতার
কনে হয়ে তাহার গৃহ ও ঝুলিতে ঝুলিতে ) ভগবান, ভগবান রক্ষা কর।
( চিঠি পাঠ ) দশ মিনিটের মধ্যে আসচি কিছু মনে করবেন না। কাগজ
পত্র গুলো একটু গুরুদ্ধিয়ে রেখেই ছুটে আসবে এখন । কোন অস্থিত-বিন্যাস করেনি তেো ?” কি সুন্দর ! কি সুন্দর হাতের লেখা, কে মনে মন্ত্র সাজিয়ে রেখেছে । মুক্তাগুলি ফেটে ফেটে যেন চেহারের কোমল শর্ম আশ্চর্য জড়িত হয়ে কেপে কেদে উঠেছে । ভগবান তোমায় সুখী কর্ণ !
(চিঠিপত্র ভাজ করিয়া এবং পুনরায় খুলিয়া পড়িয়া) “অস্থিত করেনি তেো ?” করেছে বই কি ! অস্থিত তেো আমি সাধ করই বরণ করে নিয়েছি !
এখন তারি চিকিয়া চলুন । তাই আমাকেই লাগে বাধ ভাঙ্গতে হবে !
কিন্তু নারী হয়ে আপনাকে মেখে বিলিয়ে দেওয়া !— সে বড় কাঠন !
তবু সুখ তুচ্ছ লাগের জন্য ছুটে জীবন বাধ হয়ে যাবে ?
সে হতে দিছে না
আমি !
তেমন মেয়ে আমি নই !

আমি আমি সে আমার দুঃখে থেকে গোপনে গোপনে তালবাসে ।
কবি কুল যেমন বহ দুঃখে থেকে অকাশের তারা কে, বনের বিহিংনীকে
তালবাসে—তেমনি !
কি পিঁপলি কায়র চোখ হুটি তারা !
কি স্বপ্নায় চাহিয়া !
আমি আমি, বড় সাজাক সে; আমি আমি, অভ্যাসের ভাঙ্গার প্রয় সম্পূর্ণ
হয়ে রয়েছে সে !
তবু তারে আমি তালবাসিয়া !
তে দেখাতে মা ধর্মীয় সর্বনিস্তার দান মনে করে চিন্তার নিশ্চিত আনন্দের মাঝে তাকে বরণ করে
নিয়েছে।
তাই তার দারিদ্রের এই অভিমান।
তার কাছে আমার নত হতেই হবে !
তাই আমি কতদিন জোরহাত করে বেশি—ওগো লয়ময়,
ওগো ভগবান, আমায় তুমি তার মত দীন দরিদ্র করে দিয়ে তার আনন্দের
রাগিণী আমার হয়ে বিষ্ট করে দুঃখ !
তবে তো তার অন্তরের
কথা আমার কাছে ব্যক্ত হয়ে পড়বে।

থিক তারে কেউ বলতে, অভিমানের কাছে তোমার একুশ আত্মপ্রতাবণ, যে আত্মপ্রতাবণের নিকট প্রেমে তুমি বিস্ফোরণ দিছে ?
তবে রুক্তি তার
অন্তরের বাণী ঐতিহ্য ব্যক্ত হয়ে পড়তে।
কিন্তু আর নয়—প্রেম জগতে
নারী রাঙ্গ রাঙ্গীর মতো।
pুরুষের হয়ে পুরুষ করে চিরকাল সুখী রাঙ্গন অপহরণ
করে নিছে।
কিন্তু আমি আজ আমার প্রেম ভেবে তার কাছে ভিধারিনী
রেণু উপস্থিত হয়ে তারে তলো, ওগো বদনী !
এই নত আমায় যা
কিছু দিবা, ভিধারিনী দান গোণ করে তারে ধর করে দাও ! 
নারী জ্যোতি
সাপ্তক হোক, সাপ্তক হোক।
আর নারীর অভিমান সাজেনা !—

[ সক্ষা অপরাজিতাকে চম্পক করিয়া দিয়া নিম্ন প্রেমে ]
কি। দিদি মনি, এৈতিকুম্ভম বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।
অপরাজিতা। (আরক্ষম-মুখে) উপরে নিয়ে এসো। তারে। (সন্ধ্যা)
ধরে, সির হে, অভিমান, চুপকর, রোগ, তুমি আমায় আপে লঙ্ঘন দিও না।
ভগবান! নামের বলেই দেখ দাও। আজ বেন গ্রেমের মর্যাদা। বাবার
রাখতে পারি।

[এৈতিকুম্ভম বাবুর প্রবেশ।]
অপ। “এই যে এৈতিকুম্ভম বাবু! সাঁট-টা যে ভিজে গেছে দেখতে পাচ্ছি।
প্রীতি। বাইরে শুঁতি ও শুঁতি রুটি হচ্ছে, ছাতাটা। ভুলে ফেলে এসেছি।
অপ। দেরী দেখে আমি তাবচিলাম আজ রুকি অট্ট আসা হলো না।
প্রীতি। (হাসিয়া) সেই রকমই অসহ্য, কিন্তু তুমি আসতে হলো।
অপ। হীরালী তেকে বলুন, আজকালকোর লেখকের কথার মানে বোঝাশুন।
প্রীতি। এতক্ষণ আমার কলম চালানিই উচিত ছিল। তার লেখাটা কোন-
রকম বাই চাপ। দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। চূলোয় থাক সে সব। আপনার
কোনো অস্থায় বিস্ত্র করে নি তো?
অপ। কেন, আমি সম্মেট না বলেন কি আপনাকে আমার ডেকে
পাঠাতে নেই?
প্রীতি। তবু হোক! আপনার চিঠি গেয়ে আমার কত তাবন।
গ্রেমের তাবনা ভিজু করে এসে জুটেছিল আর কি। পরে মনে হলো, সেই
নুনের বাড়ির ভাড়া। সেখের আপনি রুকি কোন পাকা খবর পেয়েছেন, তাই
সেনে করে ডেকে পাঠিয়েছেন।
অপ। না, ঠকে তা নয় অবিশ্বাস। তা যে বাড়ীটা এখন পেয়েছেন,
সেটা তো। নেহাত মনে নয়, দিব্যি দক্ষিন বোল, বাড়ি!
প্রীতি। তার চাইতে এ পাড়ায় একটা বাড়ি গেলে তার সুবিধে।
অপ। (যুগ হাসিয়া) আমি তাবচিল, এ পাড়াটা আপনি আমারই গাছন করেন না—
প্রীতি। আরে না না। সেটা আপনার বুঝবার ভুল। “বঙ্ক হিডীবীর”
আপিস্তাটা এখান থেকে খুব কাছাকাছি। তাহ খরচাটা বেঁচে যাব।
অপ। তাে বেশ, আপনাকে একটেকে আনুষে খুব চেষ্টার কুফ আমি;
দেখো ধাকু, এখন কুঁটুর ধাকু। সে কথা পরে হবে এখন। আপে বলুন
দেখী, “কুঁটুরিকার” রচনাটা চল্চ্চি কেমন? কটা পরিক্ষেব হলো?
গ্রিতি। (দৌরিন্ধাস ফেলিয়া) ওঁ এই কথা! তা একবার আমারের মনে হয়েছিল বটে!

অপ। দেখুন গ্রিতিকৃত্ত বাবু! আপনার সঙ্গে আমি হসন। কতে পাবেননা। ঠিক যে এই কথা টুকর কথে আপনাকে আমি আজ ডেকে এনেছি। তা নয়। তবে কি না, "কুহেলিকার" প্রস্তাবনা আমার কাছে তারি সুখ্রুব্ল লেগেচে। নারিকের চরিত্রটি কুটচে তারি ধান। শেষ কবে না আমাদের খসড়া পড়ে জিনিসেছিলেন?

গ্রিতি। বার-ঐ পরাভু দিন সকাল বেলা, মিসেস রায়ের টা পাটাতে—কমল। নিজে যেচে এপে সরস্নাকুমারের কাছে আমানিবেশন কচে—এই পর্যায়।

অপ। (তাড়াতাড়ি বাং ভাবে) ও মনে পড়েছে, খাজুন, খাজুন আপনি।

গ্রিতি। (হাসিয়া) তা, এরি মধ্যে তুলে পেলেন?

অপ। না তুলিনি ঠিক; আমি বলছিলাম কি—তার পর কদুর হলো।

গ্রিতি। আজ কদুর—কে আজন!—(তাড়াতাড়ি কপাটে ফিরাউনা বইয়া)

"কুহেলিকার" কথা বললেন তে?—আর বেশি এগতে পাচ্ছি কী?

অপ। আবার মাথা ধ্রায়। বেঁড়ে ওঠেন অবিচি?

গ্রিতি। না, তেমন কিছু নয়।

অপ। খাব তবে ও কথা, ওতে আর দরকার নেই!

গ্রিতি। আজ আপনি কথা। বাড়া গুলি জড়িয়ে জড়িয়ে কেমন হৈয়ালী পাকিয়ে তুলছেন। আপনার সঙ্গে তো। আমি আজ কিছুতেই পেরে উঠিচি না। এ শায়েস্তা মেয়েদের সঙ্গে আমাদের পেরে ওঠা তার।

অপ। তা কতকটা ঠিক বটে; তবে দিব সময় ওটা আমাদের আনুক্ত অপরাধ নয়—তার পর আর "কুহেলিকার" ক’ পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছে?

গ্রিতি। এ কার্ধন তো। কল টুতুই পাঁরি নি। কাল রাত্রে একবার বলেছিলাম—সরস্নাকুমারের কাছে পড়বার তথ্য হয়েছে!

অপ। আমার চিঠি যখন পেলেন, তখন বুঝি "কুহেলিকা" নিয়েছিলেন?

গ্রিতি। (দৌরিন্ধাস ফেলিয়া) না, "বঙ্কিমীবির" কথে—পৃষ্ঠবংশ পাঁচের চাল—সবকে একটা আইটম ফাঁদিলুম। এডিটরের অঙ্গী চান সেট।

অপ। আজ রাতেই শেষ করে থিয়ে হবে বুঝি?

গ্রিতি। হ্যা—তাই বটে। এডিটরের সম্যাসবেলা আবার আজেরট তারিগদ
পাঠিয়েছেন। আমি কথা দিয়ে বসে আছি। নৈলে ধবরের কাগজের আপিলে চাকরি পাচ্ছে না।

অপ। তবে কাগজের মাঝখান থেকে আপনাকে ডেকে এনে আমি—ভারি আমায় হয়েচে আমার।

গ্রীতি। না—না, সে তে আপনার অন্যন্তর। সাড়ে ন'টার পরে ঘরে ফিরে গিয়েও টিকব্লাটা শেষ করে দিতে পারবে। সাড়ে ন'টা বাজাতে আর এক কোনোটির বাকী। এখন বলি খুলে বলেন—কি জন্যে আমায়—

অপ। ( অনুরূপভাবে ) হঁ—কি বলচেন আপনি।

গ্রীতি। কি জন্যে আমায় ডেকেছিলেন আপনি?

অপ। ( মুখ ফিরাইয়া চকলভাবে দান হাত দিয়া বা হাতের সোনার সেলেট মুঁটিতে মুঁটিতে )—ওঃ তাহতা, সব ভুলে গেচি যে !—তবে কিনা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

গ্রীতি। কি—কি বুঝে উঠতে পাচ্ছে না ?

অপ। সে কথাটা আজ খুলে আপনাকে বলতে পারবে কি না।

গ্রীতি। হচ্ছিল হলুদ—বড় ব্যথিত হলুদ। আর কি আহারক আমি। আপনার চিঠি পেয়ে আমি মনে করেছিলাম, কথাটা বুঝি বড়ো জরুরী—আর সেটা। এখনি আপনি আমায় বলতে ইচ্ছু করেছেন—

অপ। না—না, ঠিক ধরেচেন আপনি। আর ইঙ্গিতের ঘোর পাঁচ .রেখে দরকার নেই—অসল কথাটা খুলেই বলচি তা হলে !—( এই বলিয়া নেতার সম্মুখে গ্রীরিকুমূন্দ বারুর দিকে একটু এগিয়ে হইয়া )—কিন্তু সে কথাটা খুলে বলা বড় সোজা নয়।

গ্রীতি। ( পণ্ডিত বক্ষে ) সোজা নয়, এখন কি কথা ?

অপ। ( ভয়ংকর সলামভাবে ) আর কিছু নয়, গ্রীরিকুমূন্দ বারু, আমার। সত্ত্বেও লিখিকী কিনা—নিজেদের লেখার কথা বলতে বড়ো বেধে যায়। আমি একটা গল্প ঠাইবোঁচি—বিষয়টা আপনাকে দিয়ে একটু যেখানে দেখে নিতে চাই। অসল কথা, আমি প্লিটা লিখে দেবো, বাকীটা লিখবেন আপনি। কাগজে বেরুকে কিন্তু—আমার নামে।

গ্রীতি। ( ঘোরকরা হলি হালিয়া ) বাং তারি মনার কথাটা ! দিল্লী হবে এখন। দিন প্লিটা আমায় ; এখনি লিখে কলম ধরবো, খাকে পড়ে পাটের চাষ। প্লিটা কি রকম এখন একবার উনতে গেলে হবে—
অপ। সেটা তেমন বেশী জটিল রকমের কিছু নয়, সোষ্ঠ কথা, কিন্তু মুখে খুলে বলতে গেলে কথাটা বোঝ করি তারি খেলো। শুনাবে—তার আর কি হবে! মোট কথা ঘটনাটী হুটি ত্রী পুরুষ নিয়ে।

গীতি। ( জোরে হাসিয়া উঠিয়া) সত্যি?

অপ। (লজ্জিত হইয়া) তা আগেতেই হদি আপনি আমন্ত্রণ। হেসে উড়িয়ে দেন তবে—

গীতি। (হাসি ধামাইয়া) বিষয়টা গুরুতর নাকি—বিয়োগান্তক?

অপ। গঠনের নাম হবে—“নারীর কী কারোক্তি।”

গীতি। (আবার হাসিয়া) ওং অজন্মালকার ধরনের এক পরিচিতের গলা রুঁজি? বলুন দেখি প্রচ্ছন্নামান।

অপ। আপনিই বলুন না।

গীতি। আসি! ফি করে জানবে বলুন।

অপ। নিনু তবে আমার খাটি কথা, আমার গলার কোন প্রকার কন্ট্রু নেই।

গীতি। প্রকার নেই—খালি প্রেমিক প্রেমিক।

অপ। কতকটা সেই রকমই বটে! আমার আইভিটা। লিখে আপনাকে পাঠিয়ে দেবে এখন, নেই ভালো।

গীতি। মুখে শুনে গেলেই ভাল হতো। ১০ মিনিটে আরো মিনিট দশক বাকি আছে।

অপ। তার পর—

গীতি। তারপর “বঙ্গ হিন্দীবী” এক ঘন্টা গুরুতে মনে পাঠের চাপ কতে হবে।

[ সাড়ে নটার তোপ পড়ার প্রশ্ন ]

অপ। তেজেদের অর একটু বেশী সাহস থাক। ভাল, কেমন নয় কি গীতিকে নিয়ে বাচু?

গীতি। না আর একটু বেশী নয়।

অপ। আছে আপনি আমার এমন একটু নাকাল অবস্থা। কল্লন। করল দেখি, বাতে আমার আরো খানিকটা সাহস থাকলে মানায় ভালো?

গীতি। ততটুকু দরকার, ততটুকু আপনার আছেই।

অপ। আরো—আরো একটু বেশী?

গীতি। না, এই ঠিক পরিস্থি বতো হয়েছে।
অপ। না না, প্রতিকূল বারু, আপনার অস্থিতিক। ঠিক হয়নি, আর একটি বেশি সাহস থাকলে, আজ আমার গল্পের প্রচ্ছদ আপনাকে বলা হতো।

প্রতি। (ধাড়াইয়া উঠিয়া) তা হলে নিবেই আমার দিবন বিষয়ক; দেখিব আমি কিছু করে তুলতে পারি কি না। সাড়ে নটা হয়ে গেছে, উঠিতে তবে এখন আমি? নৈলো কাল এডিটারের কাছে বেলকিক বেন যাব।

অপ। নষ্ঠার তবে—

প্রতি। (আপরাজিতার হাতখানি নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া) আবার, আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

অপ। (গল্পের ক্রমিক সহিত প্রতিকূলের হাত হইতে নিজের হাত ছিনাইয়া লইয়া এবং সেই সময় কোলো করিয়া হাত হইতে সোণার ব্রেস-লেটটি ঘরের মেজেতে ঠুন করিয়া। ফেলিয়া দিয়া) আমি কিছুদিনের জন্য পশিপ বেড়াতে যাচ্ছি, বোধ করি কাশীরের দিকে। কেমন অস্থি অস্থি বোধ হচ্ছে।

প্রতি। (ব্রেসলেটের মেজে হইতে তুলিয়া লইয়া) কাশীরের দিকে!

এতোবু! সেখানে কদিন হবে?

অপ। তা তো ঠিক করি নি। (প্রতিকূলের হস্তম্বিত ব্রেসলেটের পানে তাকাইয়া) তা দিন না, আপনি ব্রেসলেট। আমার হাতে দায়িত্ব। ইচ্ছিয়া তা এর মধ্যে শক্ত—আমি আকাতে পারি না। (প্রতিকূলের বারুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া) বোধ করি কাশীরে আমার ছু তিন মাস হবে।

প্রতি। কমিত হইতে আপরাজিতার হাতে ব্রেসলেট লাগাইতে লাগা-ইতে) ছু তিন মাস।

অপ। (পাদুরের) বোধ করি; কাকার বারু না ছাড়লে আরো দেরী হতে পারে।

প্রতি। (ব্রেসলেট লাগাইতে লাগাইতে সহসা কমিত কোলে অবিশ্য-ভাবে) আরো দেরী। তা যাবে বাবু—এ তিন্তরীর কথা মনে রেখো—আপরাজিতা—অপরাজিতা—* * *

অপ। (সহসা হাত ছিনাইয়া লইয়া সরিয়া গিয়া) একি প্রতিকূলের বারু।

প্রতি। মাপ করো, আপরাজিতা—আমি তবে এখন চলে যাই?

অপ। (ছুই হাত মেলিয়া দরজার পর্যন্ত কারিয়া ধাড়াইয়া হালি মুখে) বাবু কোথায় প্রতি কুমূহ বারু।

প্রতি। অপরাজিতা। আমি যে তিন্তরী।
অপী। (হাসিয়া) তবে তুমি রূপ আমার দেহের চোখে দেখ না।

পীতি। ঈশ্বর আপনার, অপরাজিতা। এদিন সাহস করে মৃত্যু কুটে
কথাটা বলতে পারিনি।

অপী। তবে এখন বল।

পীতি—আর কিছু নয়—তুমিই আমার হৃদয়ের রাজী। তুমিই আমার
"কুহেলিকার" করল। আমিই তোমার সরোজকুমার, আমি তোমাকেই
ভালবাসি। তুমিই আমার সাহিত্যের সাধনা।

অপী। তবে ধাম, ধাম। পীতিকৃষ্ণ বাবু। এইখানে "কুহেলিকাও
শেষ করে দাও—আজ কথাটা নিজে বেঁচে এলে সরোজকুমারের পারে
আমারনিবেদন করে। —

যবনিকা পতন।

শ্রীসুন্দরচন্দ্র সিং শর্ম্ম।

---

মাধ্যমিক।

হে ঈশ্বর্য, উচ্চচুল্ল পাশাপাশি প্রাসাদে
বিখ্য হ'তে আপনারে রাখিয়াছ দূরে;
উদ্দাম সমীর স্রোত বহেনা অবাধে;
যুক্ত রবির নায়ি পশ্চা তব পুরু।
বিচ্ছেদ তোমার মন্দ; গমে শিরে
মানের, মানের শুধু যৌথিত্ত এতেদ;
বার্তার পূজারি তুমি, তোমার মন্দিরে
অশোভী করণার প্রেঃ নিষেধ।
প্রতি নব নব বিলাস-বসনে
মন করি' রাত্র যারে—তুমি কোথা তা'র।
বহি কেবল অল্প বাসনা-দহন,
শুধু শুদ্ধ মুখমাঝে কোথা। সুখা-ধার;
যুগাতে না পার যদি চিতের দীনতা
কোথা তবে, হে ঈশ্বর্য, তব সার্থকতা।

শ্রীসুন্দরগামন ঘোষ।

* মিসেস বারিপেইনের একটি লাটিনার ছায়া অবলম্বনে রচিত।
কবির সম্মান

রবীন্দ্রনাথের বাঙালী জাতির মূলধনে করিয়াচ্ছেন। তাহার বং সৌভাগ্যের জীবন পৃথিবীর পরিব্যাপ্ত। ইংলণ্ডে ও আমেরিকার মণিবিগ্ন বাঙালী কবিকে ধরে সম্মান করিয়াছেন, তাহার আত্ম বিখ-মানব সাহিত্যে চিরকাল দেশীপ্যমান থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথ জ্যোতির্ভুবন দেহে পাইয়া লাতের মাঝায় ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাহার তাহার গীতাঙ্গলি ইংরেজী অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়। অযুক্তে মুলের সৌন্দর্য কেহ রঞ্জ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষার বাংলাবিক অভ্যন্তরীণ মাধুরী এবং শক্ত ঘোষনার অংশে নৈপুণ্য কিছুই ইংরেজী সংক্রান্তি বিশ্বমান নাই। রবীন্দ্রনাথের চার তুলিকা পার্শ্বে কবিতার স্তুকোল দেহে যে কমনীয় সূত্র পরিমুক্ত হইয়া উঠে, গীতাঙ্গলিতে তাহার অভাব বাঙালী পাঠক মাঝে তীর্থভাবে অনুভব করিবেন। রূপান্তর ইংরেজি পাঠক রবীন্দ্র নাথের গীতাঙ্গলির সরল গদ্যাচর্চায় হইতে কেবল হাঁটা। তাহাতেও ইংরেজ এখন করিয়াছেন; কবিতার চর্চার পরিচায়ক প্রাপ্ত হন নাই। তথাপি ইংরেজ সাহিত্যিকর্মে গীতাঙ্গলি পাঠ করিয়া। মূল হইয়াছেন এবং কবিকে স্বদেশের গ্রীতি পুলপ্পাঙ্গলি প্রধান করিতেছেন।

ইংরেজী ভাষা অগতে অনেকজন সম্প্রদায়ের। এত এহ ও এত স্পিশাল অগতের আর কোন দেশেই নাই। সেই ইংলণ্ডের জানিগণ অর্থের এক বাক্যে বলিয়াছেন, 'গীতাঙ্গলি' ইংরেজী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নাম চিরপ্রবর্যযৌ রূপ করিয়া রাখিবে। তাহার নির্মাণ হইতে বিশ্বব্যাপী পড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিষ্ঠিত। বিশেষত ইংলণ্ড দেশে বিশ্বতত্ত্ব একটা প্রকারে ইংরেজী সাহিত্যে ইংলণ্ডের নবুদ্ধ (Renaissance) অধ্বনি করিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ গীতাঙ্গলি সহস্রত পশ্চাত জাতির সমূহে ভাব-রাজ্যের এক অঙ্গিত্ব পর উদ্ধৃত করিয়া দিবে।” অমাদের বড়লাট জাতের হাতিয়া ইংলণ্ডের একুশের বস্ত্রহীন রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিষ্ঠায় পরিচয় পাইয়া জাহাঙ্গির আলম প্রদান করিয়াছেন। এই সকল প্রশ্ন মানুষের প্রিয় শাস্ত্রের অকুপ্তি নহে।
ভারতীয় ছাত্রগণ পরিবেষ্টিত রবীন্দ্রনাথ—চিকাগো।
ভারত, ১৩২০। ] কবির সম্মান। ৩৬৩

ইংরেজ বর্ধন্তিই সুল গ্রাহী। ইংল্যাণ্ডের জন কোলাহল পূর্বে বিরাট কর্ষক ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী বাতাস বর্ত্ত্বের প্রশস্ত কেন্দ্রের ন্যায় একটি শাস্ত্রের পশ্চিম পীঠ খানা আছে; ইহাই ইংল্যাণ্ডের আন নির্দেশন। আধুনিক বঙ্গের অন্যতম বল, বিভাগে বিবেচনায় বল, কোন একার বন্ধন্ত তথ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। সেই তৎক্ষণেই ইংল্যাণ্ডের গৌরবের সাথে। রবীন্দ্র নাথ বাঙালী হইলেও বাঙালী এক নির্দিষ্ট সাধক। তাহার বীণার গীতুক্ষণ্ডী অপূর্ব রক্ষণ অর্থে তিনি তাহার সমাধির ইংল্যাণ্ডের কবিকুলে প্রভূত করিয়া আবদ্ধ হইতেন।

একটি কথা এখানে তাহার। দেখা উচিত। 'গীতুক্ষণ্ডী,' এখন কি মাদকত। আর দেখে যে উহা পাঠ করিয়াই ইংল্যাণ্ডের চিন্তাবিশাল বাক্সিনা অনুসন্ধানে আমরা হইয়া গেলেন। গীতুক্ষণ্ডী বাঙালী পাঠকগণও অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা এখন এশিয়া করেন নাই। গীতুক্ষণ্ডী ইংরেজ পাঠকের হয়তো ঐতিহাসিক কাঠিন্য করিয়াছে। ইহার প্রতি অগ্রে যে কি মনশ্চন্ত বুকিত রহিয়াছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইন নাই। রবীন্দ্রনাথের বীণার অধিকপূর্ণরনি ইংরেজদিগের শ্রবণ পথে এবশ করিয়া মরমে অমৃত ধারার বরণ করিয়াছে। কি এক অনালুকপূর্ব রচনা ইংরেজী সমাজে যেন বিভ্রমার হইয়াছে। আমরা এই নিগূঢ় ব্যাপারের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উদ্ধার করিতে পারা পাইব।

রবীন্দ্রনাথ এখন জীবনে যে সকল কাব্যগুলো প্রণয় করেন, তাহাতে তাহার শ্রেষ্ট ও ঘোষনের স্বত্ত্ব স্বল্পিত গাথা গ্রন্থিত হইয়াছে। সেই সময়ের কাব্য,—শাক্ত শাস্তুত, প্রভাত সঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, কুড়ি ও কোমল গ্রুহাভিষিক্ত কবির আয়োগিত বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিদ্যার স্তর তদীয় অভ্যাসে সদ্ধ প্রেম ও অন্যতম বাংলাদেশ পরিদূত হইয়াছে। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের উচ্চতম প্রেমে আচরণ করিয়াছেন। তাহার দেখে আমরা প্রেমে লিখিত গ্রন্থ হইয়াছি, তাহা এখন বিখ্যাতচর্চা-প্রেমে পুরুষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছে। কবি আর দেশকে আবশ্য নহেন। এখন বিপুল পরিপূর্ণ তাহার কর্ষকের সমগ্র মানব জাতি তাহার চোখ।

রবীন্দ্রনাথ এখন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সার উপনিষদ নিষিদ্ধ মহাসভার ব্যাখ্যা করিতেছেন। পার্শ্ব কথা ও পুনর্গমনের মহামায়া কালোর
সাধনা করিয়া তিনি প্রাচীন আর্য্য ও অবিদ্যা অক্ষর অমৃত-খনির সন্মান লাভ করিয়াছেন। মূৰ্ত্তি তাহাকে পূৰ্ণতার আত্মায় প্রদান করিয়াছে, অবলম্ব আলম্বন বিচ্ছেদের ব্যক্তি তিনি মিলনের মধুরতার আরাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, শোকের তত্ত্বে তিনি সান্নিধ্য অমৃতময়ী বাণী অর্জন করিয়াছেন।

'গীতাজ্ঞানি' অক্ষর অক্ষরে দেই অমৃতের উৎস, কাঠার সংস্করণ চত্র, অপার্ব্ব আনন্দের রাজকৃত। গীতাজ্ঞানির চতুর্দশ নিঃসারা নির্লিপ্ততার-সাধনা অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ আকারাকলাস নিম্ন পাষাণ্য ধনুক্ষীর-দিগের রাজ প্রাপ্ত নাই। এই পরম্পরা রূপস্ত ও চিন্তামন্দ দারিদ্র্য-ব্যতি-ব্যুৎপত্তি তারত্ব-বাদ্যের পর্যন্ত কুটীরে বিস্তৃত। এই অন্যহই গীতাজ্ঞানির অবিনাশ তাহে বিভাগের হইয়া। কোন কোন চিন্তাগুলি ইংরেজ পাঠক উচ্চার কেন্দ্রের 'Imitation of Christ,' এর সহিত ইহার তুলনা করিয়াছে।

আর্য্য সত্যতার চরম লক্ষ্য বা আদর্শ ছিল অধ্যায়িক উদ্ভিত; নির্দোষ মূলিকালেই ছিল জীবনের পূর্ণ পরিণতি। কিন্তু পাষাণ্য সত্যতার আদর্শ ঐহিক সুখ ও ঐহিক অমরত। একবিংচনে পাষাণ্য গতি-মায়ের পথে, পাষাণ্য সত্যতার গতি-ভোগের পথে। এই জন্য একবিংচন জাতি জীবন সাধনায় বিদ্যমান, আর পাষাণ্য জাতিকে পৃথিবীকে করতলগত করিয়াছে।

জড় বাদাঁড়া (meterealism) বর্তমান পাষাণ্য সত্যতার প্রাণ; ভোগ বিলাসেই সাধনার সাহ, আকাঙ্ক্ষার একমাত্র সামগ্রী। পাষাণ্য দেশের নরনারীগণ আপাতঃ মধুর সুখের পাষাণ্য ছাড়িয়েছে; বাসনা অনলে অবশ্যই ইহাদের প্রদান তৃষ্ণালাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহা বিষবন্ধ নাম। উৎকৃষ্ট উত্থান ফলে গভীর অবসাদ অক্ষরাবৃত। সমৃদ্ধি পাষাণ্য সমাজে প্রতিক্রিয়া কৌণ্ডল আত্মায় পাওয়া যাইতেছে। ভোগ বিলাসে বিশেষ অভিজ্ঞতা হইয়া। পাষাণ্যের আশা কোন কোন সুখত্ব দেশের নরনারীগণ তারত্বীয় নির্দোষতার অনেক করিতেছেন; মৃত্যুতাত্ত্বিক আঘাত তারত্বে সাধনের অনেক উপনিষদ সাধনার অগ্রগণ্য করিতেছেন। তৃণোদঃ গীতাজ্ঞানি তাহাকে নিকট অভিনব চিন্তায় পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে ইহাতে আর অলংকারের বিশ্ব কি? তাগ, নির্লিপ্ততা, সমস্ত ও পূর্ণতা।

বে গীতাজ্ঞানির উপাদান তাহা জড়বিলাসের বহিভূত তপস্যালক সম্পদ।
বাঙালীর মেয়েলী ব্রত।

বাঙালীর হিন্দু সমাজে রমণীগণ মধ্যে এক সময়ে ব্রতাদির বড়ই প্রাচুর্যব ছিল। বিভিন্ন ব্রতের সংখ্যা। সাধারণ মূলের হল, যেন তাহাদের জীবন নির্বাক গৃহস্থের বিশেষ সহায়তা করিত, সন্ত্রে নাই। ধর্মীয় ব্রত বলুক আর কর্ম জীবন বলুক। প্রাচুর্যব মূলে একটা নিদর্শন বিদ্ধ রহিত হইছে। জীবনের পক্ষে সংযম একটা অভ্যন্তর জ্ঞানের পক্ষে সংযম একটা অভ্যন্তর জ্ঞান সম্পন্ন।

এই সময় ব্রতাদির অনুষ্ঠানে বদলীপুর দুর্গাপূজার সংযম যুক্ত প্রত্যাশা। ভাবে অনুষ্ঠানে পাঞ্জাহী সভ্যতার নিকট প্রত্যাশা। করাই জানা।

বঙ্গ বাণিজ্য অর্থের এই সময় রহিত পাইতে বলি উদ্ধৃত কলে তাহার বাঙালীর গৃহ ও সমাজে মূল শান্তির অধিকাংশ হইত।

বংসত্ব তৎকালে অধিকাংশ বাঙালীর গৃহ এক একটা শাস্তি নিকটে ছিল বলিলেও অন্তর্ক্রিয়া হয় না।

অংশে যে গৃহে পাঞ্জাহী সভ্যতা প্রশিক্ষণ হইয়াছে, তাহাতে উহার বাহ্য শোভা তঁহই বর্ষে হউক না কেন, আঃ জানি, তাহার নানাকারণে তাহার অভ্যন্তর-ঠাক আধার সিরির ভাব নিরন্তর সমাপন হইয়া উঠিয়াছে।

এই গৃহার এই এখন এই পাঞ্জাহী সভ্যতা সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাতে বসন মূল হইয়া গিয়াছিল।

কলার চাক্ষুস কুটির অবকল্পনা মেয়েলী ব্রতাদির পূর্ব পরূপ ব্যবহারে একথার সম্মতি বিধিন বলিয়া দেশনায় অবর করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেক অনেক ভাবে শিক্ষার নবীনায়ক প্রচুর প্রচুর শিক্ষার নবীনায়ক রবীন্দ্রনাথ দেশনায়ক পরিহার পূর্ব এখন উল্লেখ যোগ প্রত্যাশা করিয়াছেন। গৃহস্থলী ও বাঙালী পালনের ভাব অনেক স্তরে বাঙালীর দাসী ও মদের বন্ধু উপর অস্বাভাবিক।
পল্লের বর্তমানে এই সকল ব্যতিরেকে অনলাইন ব্যবস্থায় থাকে তা প্রতিকূলবৃত্তিতে অসুস্থ হয়। এখন সমস্ত কর্মকাণ্ডে কোন তদন্ত পরিবর্তন করে একটি মূল লেখার হাত ছাড়ানো যায় বটে। নারী ঝাঁকির এই "জন্ম গরণের" দিনে শীত এর একটি Coup Detal'এর প্রতিকূল কিছু বিচিত্র কথা বোধ হয় না।

দেশের এই এক বিষয়ের বর্তমানে এই সকল ব্যতিরেকে অনলাইন যে খুব বিরল হইয়া আসিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যে কত বারবার যে চিরকালের জন্য বিন্যস্ত তাদের অর্থ জলাশয় তবে নিষ্কাশন হইয়া পিছিয়াছে, কে তাহার বোঝাইকে রাখিয়াছে? যে বদনের বিভিন্ন স্থানে এখনো যে সকল ব্যতিরেকে অথবা বিদেশি অবস্থায় সজীবতা রহিয়াছে, অথচ। যে সকল ব্যতিরেক অন্য কাজ পূর্বে পর্যাপ্ত জীবিত ছিল, তাহাদের বিবর্ণণ সংস্কৃতিতে হইলে, বদনের সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়ের নাম পুর্বে হইতে পারে। মানব সমাজে ধর্মসারের ক্ষেত্র-বিষয়ক বুদ্ধিতে হইলে এই সকল ব্যতিরেকের ইতিহাস রক্ষা করা একজন দরকার। তত্ত্বাত্মক বাণিজ্যের লেখকগণের মনোযোগ অপকরণ করিয়া আমরা চট্টাগ্রাম বর্তমানে ও একসময়ে প্রচলিত ত্রয়োজন বিবর্ণণ সংগ্রহ করিয়া ছিলীয়াছি। বিলায় অনুভূতি, এক ধর্মতত্ত্বের পক্ষে অপর ধর্মতত্ত্বের কোন রকম বা তাহার ব্যাখ্যা ও অস্ত্রীল বিবর্ণ-প্রকাশ বা চিত্রাঙ্কন বিশেষ সকলের কাছে। বর্তমানে এ অভিলাষ ক্ষেত্র বিষয় সম্পর্কে এই সব শ্রদ্ধাপরায়ণ দাবিকরণে একজন অক্ষম। কোন বিষয়ে অনিহিত ব্যক্তির পক্ষে পদে পদে এমন ঘটনা অশ্লীল আছে। এই কথাটিকে মনে করিয়া পাঠকগণ আমার বর্তমান প্রসঙ্গের একটি সকল মনোরঞ্জন করিলে একজন অনুপ্রাণিত হইব। অতএব পথপ্রস্রাবের উদ্দেশ্য না ধাক্কায় আমি কখনই এই প্রশ্নের অনুরূপ চর্চায় এবং হইতে না।

চট্টগ্রামে নিউলিফিকেশনের অভিযান সংবাদ স্বাভাবিক যায়৷

1. অদ্যক্ষের ব্রত৷
2. ধানের পুর্ণিমা।
3. আচ্ছন্ন গীর৷
4. সত্যগীর৷
5. মায়েরগীর৷
6. বুড়োগীর৷
7. জলন্দর৷
8. সীতালা দেবী৷
9. জাবাই হাজী৷
10. মহেন্দ্র৷
11. মঞ্জুলচন্দ্র৷
12. অনস্তবেজ৷
13. মুক্তচন্দ্র৷
14. দীর্ঘাবৃত৷
15. স্বভাব৷
16. আক্ষর৷
17. অখ্যান৷
18. বেলজুপ৷
19. নিস্কাম মঞ্জুলচন্দ্র৷
20. মায়েরগীর৷
21. বোয়ালের ভিঙ্গু ভাসান৷
22. কাজুমার৷
পরপারে।

দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩২০ এ।]

পরপারে।

২৩। মণ্ডেশ্বরী। ২৪। মণ্ডেশ্বরী সেবা। ২৫। লজ্জী পৃষ্ঠিমা।
২৬। কার্তিকের। ২৭। তাই ফোটা। ২৮। অনন্ত চর্চণী।
২৬। ললিতা লুধি। ৩০। তাল নব্য।

উপরে যে সকল ব্রতের নাম করা হইল, তত্ত্বের অর কোন ব্রত এখানে
চর্চিত ছিল বা অন্তত: কি না, অতএব জানিতে পারি নাই। এই সমস্ত
ব্রতের সবগুলিই এক সময়ে চট্টগ্রামে প্রচলিত ছিল। অধুনা অধি-
কাংশেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অর কিছুটা পরে অবশিষ্ট গুলিরও যে
এই মশা ঘটিবে, ইহা একরণ নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। যুগে যুগে
এই সময় অন্তর্ভুক্ত গোকুলে যে প্রচার-চিহ্ন অক্ষিত করিয়া গিয়াছে,
কাষের সঙ্গে বিশিষ্টা গেলেও তাহ। একাংশে অন্তর্বাণ-যোগ্য, সঙ্গে নাই।
অন্যা বারাণসী প্রাচীন ব্রত সমুহের বিবরণ প্রদানে মনোযোগী হইব।

আবুবক্তর করিম।

পরপারে

জীবনের পর পা'রে
 আনন্দ। কেমন,
 কেমন তাহার মাটি,
 কেমন পবন।

সেখানে কি এই মুক্ত
 আনন্দের ধার,
 রবি শেষ এই তারা।
 আকাশের গায়।

সেখানে কি চিত্রাণাশ
 নাই কি রক্তন?
 নাই কি তথায় তবে
 বিদায়ের গীতি?

সেখানে কি বহে নিদ্যুর
 সুসমৃদ্ধ গ্রীতি?
 সেখানে কেন বা গেলে
 ঐনামের চিনা জানা।

আপনা বাজবে?
 তাই হবে; বৈবন কেন
 যে যায় সেখানে,
 আসন, চারনা ফিরে
 আনুভূত আহবানে?

শ্রীহেমতমী শেষী।
সপ্তা চক্ষুঃ।

চক্ষুঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রধান। ইন্দ্রিয় প্রাপ্তি সকলেই বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু চক্ষুঃ কত প্রকার তাহা বোধ হয় অনেকেই হিসাব করিয়া দেখেন না। আজ আমরা কয়েক প্রকার চক্ষুর কথা বলিব।

অষ্টাদশ চক্ষুঃ, ঐতিহ্যচক্ষুঃ, চর্চচক্ষুঃ, বোগ চক্ষুঃ, দীর্ঘচক্ষুঃ, অনচক্ষুঃ, যুড্ধচক্ষুঃ, এই সমূহ প্রকার চক্ষুঃ জগতে দেশীপ্যমান।

অষ্টাদশ চক্ষুঃ জগতীর্বের। একটি বলেন “পশ্চাদচক্ষুঃ”, ভগবানের চক্ষু নাই অতএব তিনি সমস্ত দেখেন। কারণ ভাই কার্যের উপলক্ষি হয় না, এখানে কারণ নাই কার্যা আছে, মাত্রা নাই মাত্রা কার্যা চক্ষু নাই নিশ্চিত করা আছে, সে দর্শন ক্রিয়া ও মতন তেমন নহে, ধর্ম সর্বদর্শন, অন্যের বাহিনী সমস্তই তিনি দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা হইতে আশ্চর্য কোথাও কিছু নাই, সত্ত্বাং ভগবানের চক্ষু অষ্টাদশ চক্ষু।

আমুর্বের বলেন “বহুনেত্র ক্রিয়াহৃৎ” বহুনেত্র ( আনারস ) কিমি নষ্ট করে। আনারসের দেহে যে চক্ষুর ভায় দাগ আছে, উহাই তাহার চক্ষু, তাই আনারস বহুনেত্র নামে অভিহিত। কেবল আনারসের কেন, মান-কচুর চক্ষু আছে, বাঙ্গালী চক্ষু আছে। কেহ কেহ বলেন নারিকেলাস্ত্রিয় চক্ষু আছে। এই সকল চক্ষু আমাদের চক্ষুতে দৃষ্টিহীন, কিন্তু বিজ্ঞানের চক্ষুতে দৃষ্টিহীনে কি না তাহা এখনও কেহ নির্দোষ করিয়া বলিতে পারেন না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ জগতীর্ব চন্দ্রের গবেষণায় জোড়গণেরও আয়োজন আছে, ইত্যাদি আছে, স্বর্ণচুর্ণের এ বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। কিছু দিন পরে আমার কোন বৈজ্ঞানিকের প্রতি বলে আনারস প্রভৃতির চক্ষুও দৃষ্টিশক্তি আছে, বিষয় প্রমাণিত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।

এই সকল চক্ষুর নাম ঐতিহ্যচক্ষু।

চর্চচক্ষুঃ—কিন্তু উস্কাদি কতকগুলি গ্রামীণ ভিন্ন সমস্ত গ্রামীণগুলি চক্ষু আছে, ইহা সকলেরই উপযুক্ত, সত্ত্বাং প্রোভাগে এন্যায় নিষ্প্রয়োজন।

বোগ চক্ষুঃ যেগী প্রথিতিগুরু। তাহারা ধ্যানের হইলে ভূত বিবিধ বোগান্ন সমস্তই অবলোকন করিয়া থাকেন, ধ্যান ভঙ্গে হইলে তীব্রতার দে দৃষ্টি থাকেন। ভারত যুদ্ধের সময় বাণ দেবের কুপায় সজ্জা, দিয়াচক্ষুশালী করিয়া ছিলেন। সেই দিয়াচক্ষুর বলে তিনি বৈষ্ঠ ধানী বসিয়া ধাকিয়ার ইত্যাদি।
বহ দুর্দৃষ্ট কুর্ক্ষেরের যুদ্ধ ঘটনা অবলোকন করিতে পারিতেন, এবং দর্শনায়কের সমস্ত ঘটনা অন্তরাঙ্গকে নিবেদন করিতেন।

অনেকে সম্মানের এই দিব্য চক্ষুকে, একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্রবিশেষ বলিয়া মনে করেন। এই যন্ত্রের বলেই সম্মান বহনদূরের ঘটনা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। চেম্বার নাম বখন উপচক্ষু তখন দূরবীক্ষণের নাম দিব্যচক্ষু হওয়া কিছুই অন্তরাঙ্গে বিষয় নহে।

বিশেষতঃ ভারত যুদ্ধের সময় আমাদের দেশে কাচের ব্যবহার ছিল। ময়দানের সত্যমূল নির্ধারণ প্রাপ্ত হইলে তাহার জানা যায়। এই প্রাচীন এখন যুদ্ধকালে মণির নাম আছে, উহাও কাচ বিশেষ মাত্র, দূরবীক্ষণও কাচই, সুতরাং বিদ্যমান দূরবীক্ষণ সাধারণ কাচচয় হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

পক্ষে আমরা আকাশচিত্র রাশি নক্ষত্রগুলির নামের ও আকারের দিকে দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিয়ে বহ কাচার পূর্বে আমাদের দেশ দূরবীক্ষণের ব্যবহার ছিল। কেবল দূরবীক্ষণ কোন অমূল্যকর প্রাচীনকালে ছিল।

চৌদাঙ্গের বলে—“অগ্নিপ্রভাতাদিন্থ সৌন্দর্য কেচিদমর্ণান”। হোকের মধ্যেও ক্রিমি আছে, তাহাদের কুটাহার গোপদের উৎপাদক, উহার মুখে কতকগুলি ক্রিমি পা নাই, উহারা তাপ্রবর্ণ ও বর্ণলো আকারে; উহার। এই প্রস্ত যে চক্ষুচার। দর্শন করা যায় না।

চক্ষুতে দেখা যায় না—তবে পা নাই, বর্ণলাকার ও তাপ্রবর্ণ এ তব শক্তিসম্পন্ন জানিলে কিরূপে? অবং অমূল্যকর যন্ত্র ছিল, চক্ষুর অগোচর হইলেও অমূল্যকর সাহায্যেই তাহার ঐ সকল ক্রিয়ার আকৃতি ও বর্ণনিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তত্ত্ব—সগরের দিব্যচক্ষু যে একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র হইলেও হইতে পারে, এ কথা একবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কথা নহে।

আর এক প্রকার দিব্যচক্ষু: একটা পুরুষ প্রাণীর। “দিব্যচক্ষুতে” বলিয়া তপস্বী শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই দিব্যচক্ষু দান করিয়াছিলেন।

অর্জুনের দিব্যচক্ষুর বলে মানবকৃতি পরিমিত বাহ্যদের অগোচর অনন্ত মন্ডল বৎসর বিষয় মূর্তি অবলোকন করিয়াছিলেন।

তত্ত্বৰ্দ্ধ এই দিব্যচক্ষু—দ্বিধশক্তি বিষয়। উহা দেবতার অমূল্যকর ভয়ে লাভ করা যায় না। অনেকে বলেন, অঞ্চল কাল প্রতিরো সমাপ্তকরণে দিব্যচক্ষুস্থ করিয়াছেন। তাহারা সেই দিব্যচক্ষুর বলে সমস্ত তাহার,
সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞাত হইল ধারেন। তাই যে ভাবনা লিখিত যে বিষয়ের এই তাৎপর্যের করণ হয় না, দিব্যচক্ষুর বলে কিছুই তাহাদের অবিচিত ধারে না। একথা এখনও কিছু প্রমাণিত হয় নাই, তবে অন্তর্বিশ্বাস উপরিতর্কার কেহ কেহ জ্ঞান। কেনের কথুর্ণিয়া সম্পাদন করিয়া ধারেন বাদ।

হিন্দুদের অনেক দেবদেবীর আনন্দচক্ষু আছে। ব্রহ্মলের উপরিতাপ মন্ত্রান্তার জানেন পিত্রের হাম। সেই স্থানে অর্থৎ লিখিতে যে চক্ষু তাহা আনন্দচক্ষু নামে অভিহিত। মহাযোগী বহিঃপ্রবেশে লিখিত এই আনন্দচক্ষু আছে। অত্যাবশ্যক বহিঃপ্রবেশে আনন্দচক্ষু উত্তীর্ণ রহিয়াছে। বিশ্ব জন চক্ষু নাই।

লোকে সাধায় কথার বলে, পরিচিত প্রাচীনের কোম বলকার হয় না। তাই যে বোধ হয় সুর্য্যক্ষে পরিচিত, সুর্য্যক্ষের হরি আনন্দচক্ষু ধারণের প্রয়োজন মনে করেন নাই; তাই জাহাল তৃতীয় চক্ষু শাস্ত্রে কীর্তিত হয় নাই।

সুধুম চক্ষু আমাদের মুদ্রাচক্ষু। এই মুদ্রাচক্ষু প্রভাবে কত লোকে যে জানি পরিতি, অল্পের বলিয়া পরিচিত হইতেছে তাহার নির্ণয় করা সাধায়।

কবিতা আছে এমন প্রভাকর দেখ যায় বৈঠারা সরবপাটীর পুত্র, তুর্কদের গৃহে বারীর পদ চিন্ড প্রায় পড়ে না। আপার বারী পুনর্বিশ্বাসে গৃহে সরবপাটীর পদ চিন্ড প্রায় তবৈবে। মূর্তায় বৈঠারা সুধর্ম সুলেখনকে অন্তর্বিশ্বাস, তুলায় পর্যায়ের সন্ধ্যার বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। এই অবস্থায় সাহিত্য বৈঠারা ধনীগণ অন্তর্বিশ্বাসে উহাদের ধারা নানা বিশ্বাসের পুনর্বিশ্বাস লেখিয়া নিজের নামে এতেকায় করিয়া ধারেন। তখন তুলি চক্ষু না ধারিলেও তো চক্ষুর্দশায় বলিয়া পরিচিত। তুলায় আন গরিয়া কবিতা শক্তি প্রভূতি চক্ষুর্দশায় বিকার্ষ্য হইয়া পরে। ইহারৈ নাম মুহুর্ত চক্ষু। মুহুর্ত চক্ষু সর্বস্তূ ধাকিয়াও রাগধানীতেই ইহার প্রায় কিছু অধিক বলিয়া মনে করি!

দ্রের শিখন হয়।
ক্ষেত্র-কাহিনী।

মন্দির প্রাচীরের যেমন নাম আছে, রথে পৌরী তোরি পুরক পুরক নাম আছে। বলভদ্রদেব সর্বাঙ্গে দে রথে আরোহণ করেন, বাহার নাম তালসঙ্গ।
মুখ্তা দেবীর রথের নাম পন্ডকঙ্ক। তারপর জগন্নাথ দেবের প্রধান রথ, ইহার নামটি বেশ, নন্দেদোষ। নন্দেদোষ নন্দের নিকটে চড়াই অর্জন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সমুদ্রে, দক্ষিণে, তামে যুঁয়ুৎ হস্তারী কুরুবীরণ ও অকৌহিনী নৈশ, পশ্চাতে পাশে চন্দ, মাঝার উপর বিদ্রহারের হৃদয়। এমত অবস্থায় গুড়াকেশ ও হবীকেশ হার ও কাল ভুলিয়া মাঝারে হঠাৎ নিকটস্থের অপের বলগা টানিয়া লই। পুরুষ মুখ পরক্ষতের আলোচনায় বিতোত হইয়াছিলেন। বোধ হয় এই অবাধ কারণ দেখিয়া শত্রু নৈশ হা করিয়া নিশ্চেষ্টাক্ষেব ধারাহীরা রহিয়াছিল ও তাহাদের হাতের অন্ত বলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

চন্দন সরোবর—পুরী।

মূল মন্দির বা দেউলের বামদিকে শ্রীশলীদেবীর স্বতন্ত্র মন্দির। পাড়ারা বলেন, বলভদ্রদেবের ভাড়াবু ( ভাড়াবু ) বলিয়া। শলীদেবীর মূল মন্দিরের ঘাটে পারেন না। রথযাত্রার সময় অগ্রসর দেব ইহাকে ফেলিয়া উপনিন্দীকে সঙ্গে করিয়া গুপ্তচার বাগানে বাড়ীতে বেড়াইতে থান। ইহাতে
শ্রীশিবানন্দ প্রসন্ন রায়।
সৌভট্ট

১ম বর্ষ। { ময়মনসিংহ, আখিন্, ১৩২০ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

তন্ত্র সাহিত্যে শক্তরাচার্য ও অভীত বাদ।

পঞ্চকারোপাসনার বিধায়ক তন্ত্র-সাহিত্যে ঘোর অর্থীতবাদী বৈদিকতত্ত্ব প্রচারক তঙ্কারাবান শক্তরাচার্যের প্রতিবেদন অপরিলক্ষিত হয়, এই কথার সুনির্দেশ হয় অনেকেই বিশ্বাসের উপরে কিন্তু কথাটা অতিবৃততায়। পঞ্চকারোপাসনা শক্তরাচার্যের কুড়ি নামক তন্ত্র এই শীর্ষে লোকলোচন-বিশ্বাসীত্ব হইয়া; তখন আর এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। অবশেষে অন্যকিছু সমন্বিত কর্তৃক ব্যক্তিত্ব হইতে সংশ্লিষ্ট প্রায় হঘীত বৎসর পূর্ণ লিখিত একধনা প্রকাশী আমি দেখিয়াছি, তাহার প্রেরে লিখিত আছে—"ইতি-শীতে পরমহস্ত পরিতোষকাচর্যা শীর্ষকে তৎপর পাদ কৃতে। শীতপ্রকারে স্তূঃপঞ্চময় পটল।" অর্থীতবাদী শক্তরাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদ এবং গোবিন্দপাদের গুরু গোপালপাদ ইহা বিষয় সমালোচনা স্পর্শিত। তারা রহস্য-কৃত্তিত্ব অকৃতি ও তন্ত্রচর্য, শাস্ত্র রহস্য অকৃতি অপেক্ষাকৃত অনুমিত সমুদ্র সংগ্রহ এই সংক্ষেপের বহ এমনি উভবত হইয়াছে।

"শীতপ্রকাশী"—নামক গোড়ীলোকার গুরু শক্তরাচার্য এীতিত বলিয়া বিষয়সমালোচনা স্পর্শিত এবং পূর্বকালী সংগ্রহকারণ কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছে।

নাম এই শক্তরাচার্য এীতিত বহ উভয় শক্তিতে পাওয়া যায়। রূপবন্ধুনাথ একজন তারা তত্ত্বর নামক এীটিত সংগ্রহে উভয় হইয়াছে, তারা রহস্য বৃত্তকায় এবং ব্যক্তির কাণ প্রচেষ্টা তুচ্ছ হইয়াছে। তাহার উল্লেখ আছে। তেজবান শক্তরাচার্য একজন তারোদেশের বিশাল প্রচারক বলিয়া পশ্চিমদেশ এবং অপরদেশে অথবা সমাজে অস্পষ্টি আছে।
তাগবানু শক্রাচার্য তন্ত্রত প্রচারে কেন প্রবৃত্ত হইলেন, ইহার কারণ নির্দিষ্ট বিষয়ে কাঠিন নহে। মাধবাচার্য এরূপ শক্র দিহিয়া প্রগ্রাঘে অবগত হওয়া যায়—যে সকল আয়নান্তিপূর্ব বিষয়ে গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইরাছেন, তাহাদের মধ্যে আয়নান্তি অনন্ধকারীলিপিকে শক্রাচার্য পঞ্চদেবতা উপাসনার উপরে দিয়াছেন। তল্লাশেই পঞ্চদেবতা উপাসনা বিহীন হইয়াছে। তল্লাশের অর্থৈত্তিক মূঢ়া উদ্ভূত।

উভোবেতায় উক্ত হইয়াছে—

"যেখানেতে উভয় হয় হঠায় পঞ্চদেবতা সকল চতুর্থতঃ
নিষ্পত্তি ন যেখানে পূজাই চ রসায়ননিত্য পূজার পূঢ়ে
কারণকার্য যেখানে মনসি সবিনয়ে যে পরা নন্দ সারায়
ভেষ্য নীলা মহেশী বিভিন্ন কুশল সর্বত্রা সর্বমধ্যে।"

শ্রীতিস্বচ্ছতায়মৃত্ত শক্রাচার্য এরূপ ক্ষমতায় উক্ত হইয়াছে—

"স্হাস্ত্রিত এলায় কারণ কর্ষ্ঠুতি
বেষান্তেতযজ্ঞবলিয়াস্ত্রেয়ম।
অত্রেতেতে কলহাকুল মাননাতে
আনন্দ কিং জড়াশ্বগুরু মম।"

এইরূপ বহুতলে অর্থৈত্তিক পরায়ণ। শ্রীতিস্বচ্ছতায়মিতে উক্ত
হইয়াছে—

"অস্তি সত্ত পর ব্যবস্থা নিক্ষেপণ শিবঃ।
সর্বজ্ঞ সর্বক্ষেত্র সর্বগুরু শিবানন্দ শিবঃ।
মূলঃ শ্বেতা শ্রীরাজশ্রীশালিসত্ত্বকাং।
একেবে পরঃ প্রণাম রসস্রোতু সুনামত।
প্রক্ষ্যাত্ত কৌষ্ঠীতে ব্যস্ত গুহ্যা প্রক্ষ্যতাং পুনঃ।
তথা প্রক্ষ্য যোগেন ক্ষিণা প্রক্ষ্য মানুষ।
প্রক্ষ্যাত্ত আরণ প্রক্ষ্য প্রক্ষ্যাত্ত পুরানু।
উপায়াঃ সতি বহিঃ আকুল প্রক্ষ্য সুনামতনাম।
তথা প্রক্ষ্যে রোগাং ক্ষিণা প্রক্ষ্যতাং লভেৎ।
তথাত্তাং প্রক্ষ্যিতৎ বন্ধু দীক্ষাবিদ্ধ পুরাস্ত্রন।

এই সকল এবং প্রক্ষ্য বহু হইতেছে, এরূপ তার সাহায্যে ব্যন্ধাইন।"
আখিন, ১৩২০।] তত্ত্ব সাহিত্যে শঙ্করাচার্য্য ও অত্যত্বাদ ৩৭৫

লাভ করাই তাত্ত্বিক উপাসনার মূল্য উদ্দেশ্য। ভগবানু শঙ্করাচার্য্যের অন্ধকারী শিষ্যদিগকে তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে। উপাসনার উপদেশ দিবেন, এপর্যন্ত প্রতি এক প্রাপ্তি এবং তদন্ত প্রচারের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

নিপুণতাবে তত্ত্বাত্ম অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, তত্ত্বাত্ম কোন মতই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। সাংখ্যের চতুর্দিশি তত্ত্ব ও প্রকৃতিই তাত্ত্বিক উপাসনার মূল ভিত্তি। পাতঞ্জল দর্শনের অধ্যায় যোগ, মীমাংসা দর্শনের মন্ত্রসূত্রচিন্তা এবং পাঁচনবার দর্শনের শরু ব্রহ্মবিদ্যার বিশেষত্ব সমর্পিত হইয়াছে। বেদভাষ্যকার সারাণিকার অধ্যাত্মবাদ্যায়পদ্ধতিতে ওৰু যুগু ও সামরাজ্যের কর্ষ্ণপ্রধান এবং অর্থবন্দেকে কর্ষ্ণপ্রধান বলিয়াছেন। রুদ্রধাম প্রকৃতি তত্ত্বাত্ম অর্থবন্দেরই একান্ত বীরত্ব হইয়াছে। চিকিৎসা, বোধিন্দি, রসায়ন প্রকৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও নিগৃহ তত্ত্ব তত্ত্বাত্ম নিহিত আছে। ফলতঃ তত্ত্বাত্ম সর্ববিধার অক্ষর বলিয়াই ঐতিহ্য হয়। এবং সর্ববিচার শীর্ষেশের অবিতাবাদ সহিত। অতঃ সকল বিষয়ই সংলাপ অধ্যায় পরম্পরা রূপে ব্রহ্মানের উপায় বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

পৃণামল, ব্রহ্মান্দ প্রকৃতি মহাপূর্বকালের নিবদ্ধ পাঠে বোধ হয়, তাহারা অবৈত্বেরের একুশংস উপাসক ছিলেন। যজ্ঞনিত্য জেলর অবশ্যই প্রকৃতি দিয়াছে। প্রায় নিবাসী পৃণামলবাণধোর সাহিত্যের রাধের ভাটাচার্য্য মহাশয়ের (প্রায় এক বৎসর পূর্বে ইনি জীবিত ছিলেন) হৃদয় লিখিত তত্ত্ব গাঠে জানা যায়, এক বেদান্ত বাণী শঙ্কর শিক্ষালী ছিলেন এবং ইনি নিজেও বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যাপক ছিলেন। এইরূপ পৃণামল তাত্ত্বিক সাধকদিগের বিবেচনায় অস্থায়ী করিলে জানা যায়, এরাই কেহই বেদান্ত শাস্ত্রে ব্যাপক বোধ না করিয়া। তত্ত্ব শাস্ত্রের অমূল্যতার অধ্যায় তাত্ত্বিক উপাসনায় সিদ্ধান্ত করেন নাই। বর্তমান সময় তত্ত্বের অগ্রগতি ও বিচক্ষণ তাত্ত্বিকের অভাবে, তত্ত্বের নিগৃহীত বিষয় জ্ঞানিদের উপায় নাই।

শ্রীগীতিচন্দ্র সম্পাদনত্তুরণ ।
রাজধি সুদাস।

অতি প্রাচীন কালে ভারতত্বরে সুদাস নামে এক জন রাজধি ছিলেন। থেকেদের স্থানে স্থানে তাহার রূপায় দৃষ্ট হয়। তৃণগ্রাম মন্ত্রণালয়তেও রাজধি সুদাসের নাম দৃষ্ট হয়।

রাজধি সুদাসের পিতার নাম পিজমন; পিভাবের নাম দেববানু।

থেকেদের স্থান স্থানের ধ্রুব বদন্তিভূক্ত। মহর্ষি বিন্ধ্য স্থান স্থানের রাজধি সুদাসের জয় কীর্তন করিয়াছেন।

পুরাণে সুদাস নামক হই জন নরপতির উল্লেখ আছে, কিন্তু খোদা সংহিতায় উল্লিখিত সুদাসের সহিত তাহাদের কোন লক্ষ্য থাকা। অপ্রমাণ হয় না।

আমরা প্রথমতঃ বিক্ষ্পণ হইতে সুদাস নরপতির পরিচয় প্রকাশ করিয়াছি। বিক্ষ্পণ পুনর্ভাবের চতুর্ভ অংশে হর্ষ্য্য এবং চক্রবর্ধী নরপতিগণের বিবরণ একাধিক হইয়াছে।

হর্ষ্য্যর্থে সগর নামে বিন্ধ্য এক জন নরপতি বিভাগ করেন। তাহার কন্তু দুই জন মুর্তি এবং বিবর্ত রাজতন্ত্র কেশীমী নামে দুই মহিলা ছিলেন। কেশীহীন গর্ভে সগরের অসন্ত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিহোত্রের অগ্নিয়ন নামে এক পুত্র ছিল। অগ্নিয়নের পুত্র সুদীগ, সুদীগের পুত্র স্বরীধৃষ্ট। তাহার পুত্র কাৰ্ত্তিক, তাহার পুত্র স্বরীধৃষ্ট, তাহার পুত্র অমৃতাচার, তাহার পুত্র স্বরীধৃষ্ট। অমৃতাচারের পুত্র সর্পকার, তৎপুত্র সৌদাস।

এই সৌদাস নরপতিকে খোদা সংহিতার সুদাস নরপতি বলিয়া কোন প্রকারেই বলা যায় না।

বিশাল চক্রবর্ধে মুদগল নামে এক জন নরপতি ছিলেন। মুদগলের পুত্র মুদগল, মুদগলের পুত্র দীক্ষ, দীক্ষের পুত্র মুদোদাস, দীক্ষের পুত্র মুদোদাস, মুদোদাসের পুত্র মুদোদাস, চাবনের পুত্র মুদোদাস।

এই সুদাস ও খোদা সংহিতার সুদাস অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অভ্যাস করা যায় না।

অধিরূপের লিখিত হইতেছে:—

সুদীগের পুত্র মুদোদাস, যিনি গণ। আনন্দ করেন। মুদোদাসের পুত্র অ্যান্ডার, অ্যান্ডারের পুত্র স্বরীধৃষ্ট, তাহার পুত্র
রাজার্থ সঞ্জাত।

তাহার পুত্র খুলাকান্দ, তাহার পুত্র কর্ণাকাপাদ, তাহার পুত্র সর্করাম, তৎপুত্র অনর্য।

বিখ্যাত পুরাণের নামের সহিত অর্থপুরাণের নামাবলীর সামঞ্জ্য হয় না।

** দিবোদাসানু বৈরেয়: সোমচন্দ্রঃ।

সোমচন্দ্র পঞ্চমুখঃ সোমচন্দ্র তৎসূত্রঃ। অর্থপুরাণ ২৭৭২৩

ভাগবতে লিখিত আছে:—

ভগীরথে পুত্র ভগীরথে, রাক্ষসে পুত্র নাভ, তাহার পুত্র নাভীপ, তাহার পুত্র অনুতায়। অনুতায় পুত্র খুলাকান্দ, ইনি নলের সন্ত। খুলাকান্দের পুত্র সর্করাম, তৎপুত্র সঞ্জাত।

নবমধ্য ৯ অধ্যায় ১৬—১৯।

অমর—দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়, তৎপুত্র চঞ্চন, চঞ্চনের পুত্র সঞ্জাত।

নবমধ্য ২২ অধ্যায় ১ লোক।

তত্ত্ববাদী পুরাণে বর্ণিত কোনো মূদাস আমাদের আলোচনা সঞ্জাত সহিত অভিয বাণ্ডী বলিয়া অনুষ্ঠান করা যায় না।

রাজার্থ সঞ্জাত কোনো সময়ে ভূমণ্ডলে প্রথমতঃ হয়, তৎসূত্রে আমরা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। ভারতবর্ষের তাতিন সামরিক ঘটনার সময় নির্দিষ্ট করিয়া হইলে প্রথমতঃ কুরুক্ষেত্র সময়ের সময় নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। ইযোরোপীয় পুরাণ বৃহত্তর পুরাণ প্রবল প্রথমবাদ বা নবোদয় শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্র সময় হইয়াছিল বলিয়া একাকী করিয়াছেন। আমরা সময় নির্দিষ্ট সম্ভবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নির্দিষ্টের একটি নির্দিষ্ট করিতে অপার।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয় প্রাচীনকালে আমরা কুরুক্ষেত্র সময়ের সময় নির্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করি।

বর্ষন স্মার্তে আলিসিয়স এলেক্সান্ডার (Alexander) দিবোদাসানু প্রতিষ্ঠ করিয়া। পঞ্চমুখ প্রদেশে আপনন করেন। এই সময়ে পাটলীপুত্র নগরে নদ্যবংশীয় জনৈক নরপতি বর্ধান ছিলেন। তুলনামূলক চন্দ্রগুলি তৎকালে নদ্যবংশীয় শেষ নরপতিকে সিংহাসনচ্যুতি করিয়া। মগ্ন সাহারা অভিকার করিতে চেষ্টা করেন। শতর্ক নরার তীর পর্যন্ত মগ্ন সাহারা প্রবৃদ্ধ ছিল বলিয়া অনুষ্ঠান হয়। চন্দ্রগুলি শতর্ক পার হইয়া মগ্ন সাহারা আক্রমণ করার অর্থ আলিসিয়সকে অহোরাত্র করেন। কিন্তু আলিসিয়সকে সে অহোরাত্র রক্ষা করার অসম্ভাবনা বুঝিয়া তাহার নগর হইতে যুদ্ধমাত্রায় অতিভূষণ—
ছাত্র করেন। আলিসকন্দর খুঁটি পূর্ব চতুর্ভ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন।

বিঙ্কুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে:

যাবৎ পরিকৃতো জয় বাবর্যান্তিষেচনমু।

এতদ্বোধ্যত্রহস্ত জেন্সং পঞ্চদশাংস্তরম্। বিঙ্কুপুরাণ ৪:২৪:৩২

পরিরক্ষার জম হইতে নন্দের অভিষেকে কাল ১০১৫ বৎসর অষ্টর।

মহালয় নন্দবংশের প্রতি তাই। তিনি এবং তাহার পুত্রগণ একশত বৎসর রাজ্য করেন। চন্দ্রগুপ্ত চান্দের সাহায্যে শেষনদ নরপতিকে সহার করেন। চন্দ্রগুপ্ত যোধ্য বংশের প্রথম নরপতি।

নন্দবংশীয় নরপতিগণের রাজবাণ্ড ১০০ বৎসর, পরিকৃতোর জম হইতে প্রথম নন্দের অভিষেকে কাল ১০১৫ বৎসর। অতএব পরিকৃতোর জম হইতে নন্দবংশের অবসান ১১২২ বৎসর। পরিকৃতোর জম এবং কুরুক্ষেত্র সমর সমায়বন্ধন। নন্দবংশের অবসান ও আলিসকন্দরের ভারতচন্দ্র গ্রাম এক সময়৷ ধরা যাইতে পারে। অতএব কুরুক্ষেত্র সমর খুঁটিনাথের পূষ্প পঞ্চাশ যত্ন ঘৰ্ম ধরা যাইতে পারে।

শান্তিলীলার ভাটারাঙ্গ তাহাদিগকে ভগবানু শ্রীরুকে বংশধর বলিয়া প্রকাশ করেন। তাহাদের ভগবানের নিজের বর্জন করিয়া মন্ত্র করিয়াছেন, তাহাতে যুদ্ধরাঙ্গ বলিয়া এক অন্য উল্লেখ আছে। (Vide Tod's Rajasthan—Annals of Jessulmeer Chap 1)

রাজত্রিয়ীতে লিখিত আছে:

শতের শতূ সার্দু লাপ্পিকে ভূতলে।

কালপুরুষো ব্রহ্মণ তন্ন কুর্মপাদং॥

কালার ৫০৩ বৎসর গতে কুর্মপাদগণ ভূমুপলে বসরমান ছিলেন।

শাক্তো বন্ধু লামূরাম যোগে কলর্গর্তৈ।

শকাদে ৩১৭২ যোগ করিলে কল্যাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ষমান ১৮৩৪ শকাদের সহিত ৩১৭২ যোগ করিলে ৫৫৩৩ কল্যাণ হয়।

আসন সোহায় মনো শাসিত পৃথী যুদ্ধটির নৃপতী।

বর্ভূষে পঞ্চরিয়ুতঃ শঙ্কর ভূত রাজ্য।

যুদ্ধটির নৃপতির রাজ্য শাসন সময়ে সুগুণ মণ্ডল মথা নক্ষত্রে ছিল। শঙ্করালের সহিত ২৫২৫ যোগ করিলে যুদ্ধটির কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়।
রাজবিশ্বাস

ষর্কার খুব পরিক্ষিত কৌশল মাধ্যমায় বিন্যাস হয়।

"তে সংগ্রহঃ"

পরিক্ষিতের সময়ে সত্ত্বধ মণ্ডল মণ্ডল নক্ষত্র ছিল।

কবিতাতে একাকী মহার্ষি কৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে অভিষেক করিয়াছেন।

মহার্ষি কৃষ্ণ বৈপ্লবের পিতা মহার্ষি পরমাণ। পরমাণের শিষ্যের মহার্ষি

বিশিষ্ট। বিশিষ্ট এবং পূজার বিশ্বাস ধূম ধূম ধূম মণ্ডলের ধূম।

সময় মণ্ডলে মহার্ষি পরমাণের নাম বৃহস্পতি হয়, এ সময়ঃ

পরমাণের পরমাণে শত্রুর কুটির বিশিষ্ট।

ইহাদারী সমাজিত হয় যে পৃথক পরমাণের সময়ে বর্তমান হয়েছিল।

পক্ষাত্মক রূপের কোন কোন ধারাকোর ধারাপ্রাচীন। শ্রীরূপক

বাল গন্ধর তিলক মহায় তাহার ওরিয়ন (Orion) এতে নির্দেশ করিয়াছেন যে কোন কোন ধার বর্তমান সময় হইতে ৭৬০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান হইয়াছে।

পূর্বে খোদা অতিমহাত্মাকাল মহায় ধারাকোর পূর্বের

পর্যায় সময়ে বর্তমান বলিয়া প্রকাশ করা যায়। অন্যান্য আলোচনা বিশ্বাস

সমালোচনা এই সময় মধ্যে প্রায় হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তাহার কাল নির্ধারণের

উৎকৃতিতে কোন পদ্ধ প্রমাণ নির্ধারণ করেন নাই।

রাজবিশ্বাস বর্তমান পদ্ধার্থ প্রদেশের কোন স্থানের অধিপতিত্ব ছিল।

বিশ্বাসিত প্রমাণ তারত প্রমাণ রণ এবং শক্তি সহ দুরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া

নদী পার হইয়া। পালায় উপস্থিত হন। সহ স্থান শক্তি এবং বিপাশা নদীত্ব

সম্বন্ধিত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে, এইসমন্ধে বিশ্বাসিত প্রতিপাদ শক্তি এবং

বিপাশা নদী পার হইলেন।

খোদার ভূতায় মণ্ডলের ৩০০ হস্তে বিশ্বাসিত প্রমাণ তারত প্রমাণের

পদ্ধতিপালন নদী উদ্ধার হওয়ার বৃত্তান্ত লূব্ধ হয়।
সমাজ সংস্কার।

সম্মতির মত যদুনাথ সমাজ এবং আত্ম বিশেষ যাদুনাথ সমাজ সংস্কার, ভগ্ন ব্যবস্থা এবং বিক্রম হইয়া থাকে। যে কোন যে ভগ্ন ব্যবস্থা, তাহারই চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। যে পাদাঙ্গ, তাহারই পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন। যে বিদ্ধারী, কিংবা সাধারণ তাহারই আচার্য্য বা গুরুর প্রয়োজন। সেইসময় সমাজ দেহের স্বাভাবিক অর্থ সমাজ চিকিৎসক বা সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু অনেক অধিক অর্থ পরিবর্তন স্বাভাবিক অর্থ সমাজ সংস্কারের পদ এই সমাজ সংস্কারের বিষয় বলিরা উপক্ষণীয় নহে, পরস্ত তাহার অবী 

লেখার জীবনতার বিশ্বাস চিন্তা করিয়া। সমাজ হিতার্থী বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহার প্রতিষ্ঠিত করণ সাধারণগুরুর চেষ্টা করা কর্তব্য। আশ্চর্য এই, তাহার পতিত ভারতীয়ত্ব, সামাজিক অনেক পদ্ধতিং অনুষ্ঠিত সমাজের প্রয়োজন উপেক্ষিত হইয়া থাকে। তাহদের অনুষ্ঠিত চর্চা অবস্থা, সমাজের নিদর্শন, তৎসমন, উপন্যাস চতুর্ধ রূপ, স্তর, চলন-নানা নির্দেশ এক্ষেত্রে এই সুপ্রাচীন পৌরোহিত্য সমাজের রূপ বং হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুসমাজের হিন্দু ভাতার ব্যবধির চিকিৎসা কার্যে যিনি ব্যক্তি হইলেন, তাহাকে সম্মান হিন্দু একত্র কি, হিন্দু ভাতার বিশেষত্ব কি, হিন্দু ভাতার চরিত্রের মহেশের নিদর্শন কোনার,
হিন্দুর অন্তর্নিহিত আত্মীয় প্রকৃতির গতিরত কি প্রকার—এত দুঃখ দারিদ্র্য আপনকে পরিত্যাগ হইলেও অপনের অজ্ঞাত শিক্ষা সত্যতা অভিমানী শক্তিযশী জাতির সঙ্গে আল্প এ জাতির অসংখ্য নরমাণীর জীবনে দুঃখ ও শান্তি এত অধিক কেন,—এসকল বিষয়ে স্বীকরণ অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া সুপ্রিচিত এবং সুবিচার হইতে হইবে, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ভারতের সমাজ সংস্কার শাস্ত্রকার বর্গের প্রাচীনবৈষয্ক পুণ্য নামাবলী অধিবাসী একবার এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

"মমত্রিবিধী হইরী মাহুলঃ পোপাশোনাঙ্গিরা।
যমাপাপুষ্পং অঞ্জনায়ঃ বৃহস্পত্তিঃ।
পারসার ব্যাস শঙ্কা লিখিতা দক্ষগৌতমে।
শাতাতপো বিশিষ্ট ধর্মশাস্ত্র প্রাপ্তকাঃ।"

বিষ্ণু-স্তোত্র-বাসনা-বিরত, বঙ্কি-গত-গ্রাম, সমাজ-হিতব্য ব্রাহ্মণশ্যাম অপরাধ-পরস্পর-নার্য্য, টপু, সংস্কার-উপচারে উপরোক্ত সাধু শাহপুরদিগের প্রত্যেকেই অধ্যায় চিত্তু সমাজের হিতকল্পে একবারে বলি দিয়াছিলেন। বাক্ষিত মুখে দুঃখ দুঃখ, মানাপমানের পঙ্কি স্বার্থের সুতরাং যে জীবনে তাহারের কোন সংশ্রব ছিল না। সমগ্র সমাজকে তাহারা অন্য অধ্যদ্ধয় গ্রহণ করিয়া পারিয়াছিলেন, সমাজের মুখে দুঃখ অত্যন্ত অপ্রত্যক্ষের মুখে দুঃখ বোধ তাহাদের মধ্যে অন্য অধ্যদ্ধয় ছিল বলিয়া। তাহারা সকল দুঃখের সকল শ্রীর নরনারীর অন্তহীন। সুবিধাদিত ধার্মিকাদিও সমগ্র সমাজের কল্যাণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে করিতে বিধি প্রণয়ন ও প্রচণ্ড প্রয়োজন ও স্বীচিত, তাহা জ্ঞাত। গৌরীর ও স্থলভাবে আলোচনা করিয়া অবধারণ করিতে সকল ছিলেন।

যিনি প্রকৃত সমাজ সংস্কার হইবেন, উহাকে সর্বমধ্যে কেন্দ্র সাধনশীল হইতে হইবে। আমি এক চেষ্টা করিলেন তাহার প্রত্যেকের দিনে, জীবনে গোন্তে আপনাকে উধার করিয়া রূপহার রাজ্যের সমাজকে আপনাকে মিলাইয়া দেওয়া। প্রথমে আপন বিহারী আদি তাই পুত্র, পরে আপন আত্ম গোষ্ঠী, তৎপরে আপন পরী, তাহা হইতে আদেশ, এদেশ হইতে সমগ্র দেশের বিবাদ সমাজে পরে সমস্ত জাতিতে আপনাকে মিলাইয়া, আত্মাবলোকনের ফলে আত্মাবলোকন করিবেন। এই আত্ম বিলোপ করিতে পারিতেই বিবাদ রাজ্যের সমাজের।
লোক সমাজতন্ত্র অনন্তর এক অংশ বর্ধিত সমাজ নয়। অনন্তর এক অংশ বর্ধিত সমাজ নয়। তখন তার হিসাব, বেশ, আত্ম-পর ভাল ধারে না। তখন তিনি এক মহোচ্চ দেখানো। অনিষ্ক্রিয় ও দৈবিক প্রাপ্ত হইয়া না সকল আত্মসংক্রান্তি প্রভাবিত করেন, ধনি-পার্য্য-আন্তর, রাজ-ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ-শূর্জ, নৃতাত্তিক তাছাতে কোনো নিয়ন্ত্রণ করিতে শাস্ত্রী হন না, ইচ্ছাতোকেন না। কারণ সে মনুষ্যস্রষ্টা বিধিনিষ্ঠা সমূহের অগাধ বিপরীত ও ভুক্তি ধারে।

অধুনা আমাদের দেশে ধর্মায়। সমাজ সংস্কার নিদর্শন বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহার প্রায় সকলকেই অনধিকারী বলিয়া পার যায়। তাহার শিক্ষা, কৌশল, সংস্কার, রূপিত, একুশ্চিত, ধর্মজ্ঞান, সত্যচিন্তা, সমাজ প্রতি, সমাজের প্রতি প্রাণ ও অলুণগ, সুতীক্ষু সন্দেহ বৃদ্ধি, শাস্ত্র ও ইতিহাস জ্ঞান, পুরুষ অন্তঃকরণ একত্রিত বহ অন্ত অধিক্ষ বিষয়ের অক্ষত অভাব। তাহারা একের সকলই ইতিহাসের পাঠক। দ্রুতত্ব নিবেদনের কথায় তাহারা ভুলিয়া এই সে লেখা নিবেদন মূলের কথা উপাদান করিলেও তর তাহারা বুদ্ধিতে হয়। সে পথের তাহী রাজ্য নুম পরিয়া কথা একবার স্থিরচিত তাহীরা দেখিয়াও তাহার অত্যন্ত পান না। এবং তাহার না শক্তি নাই বলিয়া বোধ হয়। মাঝে সেখানে কোন প্রকার পরিহার করায়। পুরুষমায় সৌভাগ্যান্তর পরিহার করাতেই ধর্মায়। মাত্র ভাবের শ্রেষ্ঠ সাবিক তাহে ভাবিয়া পাইক, তাহার এই সমাজ সংস্কারকের ভাল অন্তর হইলে, না সমাজের সুখ, শান্তি, সুরক্ষিত কিছুই আসা করা যাইতে পারে। না। নিবেদনের অভাব এবং ইতিহাস, এই সুগ্রাণী আর্থিক ভারিতের তুলনায়, হই ঠিকের মত।

তিনি এই ঠিকের ইতিহাসের অভাবের তাহাতেই বেশ রুথ যাইতে হয়েছে যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম প্রকার বর্গের হস্তে সে সকল দেশের সামাজিক বিদ্যমান। এরণে ও সংস্কারের ভাল উত্তর না। নামায় সে সকল দেশের সামাজিক অবস্থা হিসাব প্রশোধন তরতে হইতেছে। সামাজিক সমন্বয়ে সে সকল দেশে দিনের প্রথ বেশি ভীষণতর হইতেছে, তাহাতে অভিচারে ইতিরার এক ভীষণ অপরাধ ক্ষত্রে পরিণত হইতে, সম্ভব নাই। আজ কাল পাশ্চাত্যের কোন কৃষ্ণদেশ সমাজ তথ্য তাই সে সকল দেশে State হইতে Churchকে অভিযন্তা শক্তিতে পরিণত করিয়া প্রস্তাব করিতেছেন। যে সকল ব্যাপক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাক। আনা পাই, পাউড
হস্তের, নৌকায়, স্থল, পৈক্ষ, রাজ্যাঙ্ক উপনিবেশ স্থাপন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাত্ত্বিক বিচার দিতে পারেন, তাহারাই দেশের নরনারীর সামাজিক জীবনের সকল একার সম্পদঘটন করিবার সম্ভাবন অধিকারী, এরুপ পিতামহ করিয়া সে সকল দেশের লোকে যে মহামায়ের কার্য করিতেছেন, তাহার সন্তান নাই। ইউরোপের ভাষা পথ ও ভাষা মত আমাদের ভাষা বিভিন্ন ও পরকার শিক্ষা এক জাতির নিকট আজ কাল ও উৎক্ষেপ ও সম্পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু সে পথ আমাদের ইহুদি পুরকাল, কোন কালের কণ্ঠই স্থল-সৃষ্টি-শক্তির অংশুকুল নহে, স্ত্রীরা অবলম্বনীয় নহে। কিন্তু পাশাপাশি শিক্ষা, দীক্ষা, সংশোধন ও সংবর্ধনে আমাদের রুদ্ধ এখন বলিন, অর্থাৎ অর্থনীতি এখন পুরুষের তার অসুস্থ নাই; তাই এখন আমার সহজগুলি মানববৃদ্ধি করিতে আকর্ষিত, সীমাতে সাবিত্রী সাবিত্রী বেঙ্গলের চরিত্র অনেকের নিকট অন্যান্য অথবা নারী জাতির অবলম্বন্তক, নীচ রাজ্য ভাষার বিচার বলিয়াই বোঝ হয়। বিভিন্ন আমাদের বৃহৎচর্চা-মহিমাও আমাদের অনেকের নিকট এখন দূর্বোধ্য। শ্রীবৃহদেশে দেশের ভাষা সমৃদ্ধি ও প্রেমধর্ম গ্রাম আমাদের নাই, অথচ মুক্ত আমরা বর্ণ-বিচার ভাষা না,—জাতি ভেদের নিন্দা। করি। আমরা এখন এিও অনেক কথা অনেক সময় বলি, যাহা আমাদের গ্রামের কথাও নয়, আমের কথাও নয়, ওধু মুখের কথা। স্ত্রীরা আমাদের সে সকল ব্যবহার শেষের ফল সমাজের পক্ষে শুভকর, সর্বজন গ্রামে বা ঘাড়ি হইতে পারে কি? আমাদের আধুনিক সমাজের সংস্কারের যে সকল বিষয়ে আমাদের করিয়া ব্যবহার যেন হইয়া সমাজে নিদ্রা ও অভিনন্দন করিতেছেন, সে গুলির সম্পর্কে আমরা ক্যাকে বিশ্বাসিত হইলে আলোচনা করিয়া। তবে এতোই বলিয়া রাখি, হিন্দু সমাজে যে এখন সংস্কারের কথা কিছুই নাই, আমরা এরুপ মনে করি না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চন্দ্রকর্তী।
অগ্নির উৎপত্তি।

পাত্রে লিপিত ছাঁদে, ধর্মের ঔর্ধে বস্মভার্যার পর্বে অগ্নির জ্যো। অগ্নির
স্রীর নাম বাহা। ইহার বাহান ছাগ। দেবকো রাজার মঞ্জ প্রচুর পরিমাণে
ম্য আহার করিয়া অগ্নির মন্দার্গাস হইয়াছিল। রোগ প্রতিকাজ অন্ধ ব্যক্তি
পরামর্শ দিলেন যে, বাহুব বন দক্ষ করিতে পারিতে রোগ আরোগ্য হইবে।
পিষামহ ব্যবস্থা প্রণয় করিলেও দেবতাদিগের রক্ষা এই বাহুব বন দক্ষ
করা একাকী অগ্নির পক্ষে দুঃখান্ত্ব বলিয়া গোপ হইল। তখন অগ্নি রূপাকন
অর্জুনের সাহায্য মঞ্জ। করিলেন। অর্জুন সাহায্য। করিতে প্রতিশোধ হইলেন
বটে, কিন্তু দেবতাদিগের প্রতিমহামূৰ্ত্তী। কাব্যীর উপদেশী। অনন্তভ তাহার
ছিল না। যাহার হইক, অগ্নি স্বয় স্বয় বরুণদেবের সাহায্যে এই অন্ত সংগঠ
করিলেন। ভারত-পুরুষ বিখ্যাত অর্জুনের কপিলগণ রূপ, গাহীব ধূম ও
আগ্ন স্বীকার, এবং তীর্থীকের আগ্নন্দর্চক ও কৌমুদকীগণ। বরুণদেবের
নিকট হইতে অগ্নি সংগঠ করিয়া দেন। অবশেষে কৃষ্ণস্বরূপের সাহায্যে
বাহুব বন দক্ষ হইলে পর অগ্নির দ্বারা রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন।
অগ্নি অগ্নিদেব অগ্নি সুগ্রিব অন্তর্বাগাদির বলে অর্জুনের স্বীকার
কোন মুখে অজ্ঞ লাভ করেন।

অগ্নির ধার। এই প্রকার মহাপাকার যে কেন্দ্র অর্জুনেরই হইয়াছিল
তাহার নহে। ঐশ্বীরাও যুগের ক্ষেত্রে বহু পুরুষ যে সকল স্থানে সভ্যতার কৌশ
দীক্ষিত বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, তথাকার অগ্নি বর্ষ্য অগ্নিভঙ্গুর অগ্নু পাদন করার কোষ্টক অভিজ্ঞ ছিল, তাহার প্রেরণ পাওয়া যায়। অতিরিক্ত যুদ্ধায় রুত্য প্রিয়করের যখন অগ্নিভঙ্গুর রোগ জন্মে, তখন অনন্ত
মানবের কৃচ্ছ। অপর মানস কতই বা হয়ন করিতে পারে? সুতরাং
প্ররোচনায় কাঠাল্য দর্শন এবং চক্ষর পাদের ধার। অগ্নির উৎপাদন
অন্বিকার হইয়াছিল। তদন্ত অগ্নিভঙ্গুর ও সুপুর বা অগ্নিতে মাস মাস
ঋণের স্বাধীন স্বাধীন হইয়াছিল।

দার্শন, রূপাকন, অগ্নির প্রতিকৃতিতে প্রকৃতিতে প্রকৃতিতে শক্তি সমৃদ্ধ অগ্নি
সহিতই অর্জুনকালের মানবের অধিক পরিচয় ঘটিয়া ছিল সত্ত্বে নাই।
এই সকল যুগের প্রাপ্ত অগ্নির দাহিক। শক্তি অবলোকন করিয়া। উহার
ইহার প্রথম্রীতি। উপলব্ধি করিয়াছিল, এবং তাহ। হইতেই প্রথমতঃ অগ্নি
আধিন, ১৩২০। ] অম্যির উৎপত্তি।

সংগ্রহ ও সংরক্ষা করিয়াছিল। অম্যির উৎপাদন কৌশল পরবর্তী সূত্রে অবিকৃত হইয়াছিল। চ্যাম্প্সিয়েটিঃ, ভোড়িটি, গফিটি, এবং রাগারামিক সম্মিলন (Chemical affinity) এবং নৈসর্গিক শক্তি হইতেই উভয়ের সূত্র হইয়া থাকে, এবং এই শক্তি মানুষের অম্যি উৎপাদনে প্রথম সহায় হইয়াছিল।

কুকামার কাছ অথবা দর্শনের সাহায্যে দুইকরণ সমক্ষে দৃষ্টি করিয়া অবিশিষ্ট প্রাকলনের প্রথাও প্রচলিত ছিল। দুইটি কাঠামো পর্যন্ত হয়, দুইটা ধাতুর পর্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া, অথবা বায়ুর চাপে অম্যির উৎপত্তি হয়; ইহার হকার নৈসর্গিক শক্তি—গতি ব রেত (motion)।

দুইটি কাঠামো পর্যন্ত পরিণাম হয়, অথবা একটি কাঠামো অপর একটি কাঠামো হয়। করার সময় করন্ন করিবার উপকরণ, অবশ্য একটি কাঠামো অপর একটি কাঠামো পরিণাম হয়। অপর একটি কাঠামো এক প্রান্ত ঐ ছিলে অবর্ণন করিলে যে অন্তর্দুর্বির হইলে, তাহা তুলুর উপর রাখিল। কুকামার দিলেই অবিশিষ্ট একটি হয়। প্রচলন কালে এইরূপ উঠায়, অম্যি উৎপাদন করা হইত।

যদি কিছু লোহ বা চক্ষুকর পাদ্র পর্যন্ত করিয়া অম্যি উৎপাদন প্রাপ্ত অর্থ প্রচলিত ছিল। এখনও ফিউরিয়ান, আর্কেলে একদিক অন্তত্ব অন্তত্ব। এই উপায়ে অম্যি উৎপন্ন করিয়া থাকে। এরূপে শুকাকে একুট। চক্ষুকর পাদ্র এবং ইস্পাত আধিকারিক করিয়া অর্থ সহজে অম্যি প্রকল্প কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল। ১৮৫২ খৃস্টাব্দে কনগ্রেসো নামক জনৈক রাজ্য কাঠামো রাগারামিক পদার্থের সমন্বয়ে দিয়াশলাই প্রকল্প করিয়া। আধিকারিক পূর্ব পর্যন্ত সত্ত্বা মানবের ইমপ্রাউন্স ও চক্ষুকর ব্যবহার করিল। এখনও অনেক দেশে পৃথিবী দেবসায়ন নিমিত্ত ব্যবহার। অম্যি দিয়াশলাই হয়।

অধিকাংশ ভাষার শেষভাগে নইয়াইনের কৌশল নগরে আইনের বলে এই উপায়ে অম্যি উৎপাদন প্রাপ্ত। নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। এইরূপে ইহাই অন্তত্ব হয় যে তৎকালে অবিশ্বাসের অন্তর্নিহিত উৎক্ষেপণ বৈজ্ঞানিক উপায় তৎপ্রসংগত্য উৎক্ষেপণ হইয়াছিল। তাহার ফলে অন্ধুৎ অর্থিত বৈশিষ্ট্যালাই বাস্তু নইয়াইনের উপর নগর হইতে নানা দেশে রসায়ন হইয়া থাকে।

যুগে যুগে যাহা একজন বহে সদ্ধ ও প্রথা সাধ্য ব্যাপার। এযা অনভ্য জানিরা আত্মগুণে অম্যি রক্ষা করা। অর্থ প্রয়োজনীয় কার্যে মধ্যে যান।
নিরাশ্রয়ের গান

আর আপন বলিতে কেহ নাই।
সেই প্রেম সিন্ধু জীবন-ইন্দু
তারি গানে যেন ছুটিয়ে যাই।
আপন বলিয়ে ভেবেচিন্ত যায়ে
সে গো চাহে না ফিরিয়া।
আছি অকৃত্য পাথারে; গতীর অঝারে—
fেলেছ জীবন ফিরিয়া।
—সকলি ভাবি; সত্য শান্তি
সে চরণ যেন কোথা পাই?
আর আপন বলিতে কেহ নাই।
সে যে করণ সিন্ধু, চালিয়ে বিচ্ছু,
যাব সব হৃদয়, ভূলিয়া,
এ শুন বল হবে মন্নতি
নাচিয়ে লহর ভূলিয়া।
সে যে পাঞ্জি-নিয়ন জীন-দরায়, তারি নামে যেন গলিয়ে যাই।
আর আপন বলিতে কেহ নাই।

শ্রীগনেশচন্দ্র রায় গুপ্ত।
কবি রামকুমার নন্দী মজুমদার

এই সর্দার শ্রীনিবাস শ্রীহট্টের বেঙ্গোড়া পরগণায় অধিবাস করেন। ইহাদের অখিল হাম রমনসিংহ জিলা।

রমনসিংহের অন্তর্গত গচ্ছিতার কার্যকরণ গোত্রীয় নন্দীগণের জীবনের শুভেচ্ছায়, গোত্রধর শ্রীহাম (বলিহার) ও মহেশ্বর নামে তিন পুত্র হয়। এটিকে কবি রামেন্দ্র নন্দী এই বংশের দ্বিতীয় পুত্র।

গোত্রধর নন্দীর পুত্রের নাম পীড়াশ্র, তৎপুত্র লালনচন্দ্র, লালনচন্দ্রের পুত্রের নাম লিখিতিন্দ্র। ইহা শ্রীহাম এখানে গমন করিয়া তাহাতে বস করেন।

রামেন্দ্র নন্দী “ক্রিয়ায়োগ নার,” “মহাবাহত” অস্থির রচনা করিয়া বংশগুলিতে। কন্ঠ কাঠির রাবণ গিয়াছেন। কবি লিখিতিন্দ্র রামেন্দ্রের আলোকভঙ্গ এবং শাস্ত্রসম্প্রদায় পাওয়া গিয়াছে। এই সংখ্যা হইলে তিনি সমগ্র মহাবাহতই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন, ছুটির পুষ্প মাত্র পাওয়া গিয়াছে; অপর পর্যন্ত কোন না কোন দিন কেহ পাইতে পারেন। কবি লিখিতিন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র বা রামচন্দ্র, রামচন্দ্রের বিখ্যাত ও গোপাল নামে তিন পুত্র হয়। ইহাদের মধ্যে চর্চাদাস আদিতেদে গমন করেন, বিখ্যাত বেঙ্গোড়াইলে ধারেলে গোপাল ইটখোলা বসন্ত করেন। এই তিন ভাস্কর বংশধরবর্গ উভয় তিন স্বরূপে সমাজে বাস করিতেছেন।

কবি লিখিতিন্দ্রের পৌণ্ডিক বিখ্যাতের বংশ অতি বিখ্যাত। এই বংশে অনেক রাজতন্ত্র য্যেমন ওলফ হইয়াছিল। ঐ বংশের বংশধর রামকুমার

একজন কন্ঠসম্প্রদায় পুত্র ছিলেন। তাহার জন্ম ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। পিতা রামচন্দ্রের পেরিয়ার অথবা অবভাব ছিল বলিয়া। পুত্রের শিক্ষার সুবিধা করিয়া পারেন নাই, কোনও বিলুপ্ত রামকুমারের শিক্ষা হয় নাই; কিন্তু তাহার বিহিতাঙ্গাব ও প্রতিষ্ঠাতা অফারান ছিল, তাহাতেই নিজের চেষ্টায় তিনি বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন, তৎপর অর্থ সংগ্রহ এবং কিছু কিছু সংলাপী ও বাণিজ্যিক কৰ্মে বাস করিতেন। তাহার সাহিত্যবাহিত অভিজ্ঞতায় ছেলে বাস করিতে ছেলে বাস করিতেছে।

কবিবর সাধিতে মধুমুখী দত্তের “বীরাঙ্গনা” পত্রের উদ্ভিদী রামকুমার “বীরাঙ্গনা পত্রের কবর” প্রকাশ করেন। ইহা প্রকাশিত হইলে
কবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি অনেক সঙ্গীত, গানের পালা, কব্য গ্রহ ও নাটক প্রণয়ন করিয়া পিছিয়াছেন; তাহার রচিত ঐহিত্যোল্লাস একটি অসম্পূর্ণ তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল, অম্বিকাকে দর্শন তর্ক অঙ্ক করে গ্রহের সংবাদ কেহ আমাদিগকে দিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

কবি রামকুমার কৃত কাব্যগ্রন্থ—
বীরসিদ্ধি পন্তোর—(মূর্তিত )। উওয়াবাহ—(মূর্তিত )।
দশমকাব্য—(কণ্ঠকায় )। নব গবেষ্কর—(পৌরাণিক নব নায়িকের গত্র )।
কলচর প্রভূনী—(পাঁচালী )। মালতী উপাস্যান—(কালাগীর গলা )।
নাতক—বদবদ মহিমা নাটক—(দ্রোণ )।
হাতার পালা—রাসলীলা। উমা গমন। কাংসবধ। চতুর্থীর পালা।
সঙ্গীতের পালা—লালী পরব্রহ্মীর গন্ধ। বুলন্দ যাত্রা। বোঁদ্দারাতা। পূজায় দৃষ্ট।
ভগবদ্গীতির কথা ও শিববিবাহ। দেবীর বোধন—(চন্দ্রেশ্বর অবলক্ষণ )।
প্রসারণগুণ (বিবিধ কবিতা )।
পরমার্থ সঙ্গীত—(১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ পর্যন্ত মূলিত হইয়াছে, কল্পনায়
ভাগ অমূলিত রহিয়াছে )।
বীরবৈর—(সংলাপ উপদেশ )। পল্পিতাক—(বালক পাঠ )।
কবি রামকুমার রচি পরমার্থ সঙ্গীত বাস্তুত আর কিছু না লিখিতেন, ভাবিতে তিনি একজন শীত্য কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন, সম্ভব
নাই।

শ্রীচুচুধর শ্রীধর তন্তুলিন্ধি।

অলি ও ফুল

অলি—আমি নিত্য যুষকের জন্যে সুলে সুলে ভ্রম;
ফুল—নির্ভার অতর্ক ময়, ভূমিতে স্রীগীরি।
অলি—অনন্ত গুরুন সে যে,—রূপের গুরুন।
ফুল—অচির বোধনে যোগ নেই তেন সাঙ্ক না।

শ্রীচুচুধর স্রোত খান।
স্ত্রী শিক্ষার গতি, পরিণতি ও পরীক্ষা।

ঢাকা।

সোপার কথল;

না, বঙ্গ মহিলার উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে আলোচনা করার কাজ ছিল। শাখার অনুষ্ঠান নড়ে তারা পারি নাই। অবশ্য বেশি ভাবে অন্য পারিবার বলে মনে হইতেছে না। অনেকদিন হইল এভিয়ে অস্তু লিখিয়া রাখিবার চিঠি ছিল। এটাই তোমাদের পাঠাইল দিন। স্ত্রী শিক্ষার সজ্জন নিয়ম এবং নিতান্তর সম্পর্কিত সত্য এবং সাধারণ কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল; তারা আর লিখি নাই। তোমাদের বিদ্যালয়ের নিকট উপর লইও। মনে রাখিও তোমাদের বি. স, এ, এস, সহ অপেক্ষা এ বিষয়ে তাহার অভ্যন্তর অধিক।

বি, এ, পরীক্ষার জন্য মন দিবে। পড়িবে। শাসিরাম করিতেছিল উত্তর হইল। তৎপরে তোমাদের সরবরাহী উপাদানে ভূষিত। দেখিয়ে পরীক্ষার লাভ করিব।

চির রেহাইসফট

তোমার কাঠা সম্পাদক মহাশয়।

কত পত্র-পাড়ায় কৃতিদের চির-পর্যাপ্ত কাঠা ছিল। সকলের মনে আসার যে কাঠা। ডাক মুথে পড়ে। পরীক্ষার পর বাড়ি এলে উঠুন দূতন সুব্যাখ্যা—কত অব্যবস্থ, কত স্বচ্ছন্দ, কত সন্ধান ও স্বক্ষ, কত সংঘাত ও সম্ভাবনা। তাহাতে রয়েছে। তার মধ্যে একাধার লেপাকৃষ্ট উপর আমার নাম তোরা দেখা। তোমরা তোমাদের শিক্ষার জন্য লিখিত পত্র পাড়ায়। কাঠা আমাকে লিখিতে পারে একটি সুখ্যাতি মেধে দিতেন। সে প্রতিটি পত্রিত তোমাদের হয়। তবিত না হয়। এ লেপাকৃষ্ট হাত সরলো না। অতই বড় বাধা। তাহার আশীর্বাদ করলে কিছু তিনি জেনে থেকে পারলেন না। বড় দুঃখ রয়েছে। পরীক্ষার কলের বড় কিছু দিন বড় হুমকিতার ছিল। একদিন পর আজ সেই লেপাকৃষ্ট যে নামটি পাওয়া ছিল। যাহা কল্যাণের আগদি ছিল।

লিখেন ইত্যাদি।

বিনীত।

শ্রীলোপাধ্যায়কেলা।

১। স্ত্রী—সহজাতি, ধর্মীয়া হইয়াও সত্যা নহেন। (২) পাঠ প্রবণ স্ত্রীলোকের

মূল্য বর্ধণ। (৩) যা সুধূরীতিতে এবং সুহৃদ। হইবেন। এই তিনটি উল্লেখের প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া এই একাধার লিখিত হইল।

প্রাচীন অর্থোসাহায্য স্ত্রী শিক্ষার সুখ্যাতি ছিল। শাস্ত্র সুসংস্কার

কারা পুণঞ্জে তাহার প্রশ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু সে শিক্ষার, বিষয়, রিপোর্ট।
দৈনিক নিরুপিত সময়, বিদ্যালয় এবং শিক্ষা শিক্ষক শিক্ষকের ব্যবস্থা করিব ছিল তাহার বধায়ক চিত্র প্রদান করা করিয়া। সাহিত্য, বাক্যবিনী গণিত, বিজ্ঞানের চর্চা হইত। গীত বাচান নাট্য, সীমা, চিত্র প্রকৃতি কলার অনুশীলন হইত। বৈদিক মুগ্ধের শিক্ষা সে দিন মুক্ত ছিল। রামায়ণ নাভাতের শিক্ষা কলার নায়কের মহিলাদিগের আচার ব্যবহার, ব্যবস্থা চরিত্র, রীতি নৈতিক গঠন করিত।

প্রাচীন অর্থার্থনীতি শিক্ষা ব্যবস্থা করিবার সময় ৪ চারটি মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহারা লক্ষ্য দিয়াছিলেন—শরীর, মন, জীবন ও আঘাত উৎকর্ষ ব্যাপ্ত নারী, মহিলা নামের যোগ্য। হইতে পারেন না। ভেষ্ট, সাইকেল, টেনিস ও টেনিস ইত্যাদি না। তাঙ্কিলেও প্রাচীন অর্থনীতির সংসার ব্যাপারে ব্যাপার হইত। সে কালের অনেক অনুষ্ঠানের উর্দু দেখা যায় বিভ্রম যা “চন্দ্রমার।” উল্লেখ দেখা যায় না। তৈল, দশা, দীর্ঘায়া, দীর্ঘায়ার সকল গুণের সমবেত কুণ্ডল ব্যাপ্ত সে দেবপুর আবৃত হা। চন্দ্র যোগ্য শরীরের সকল দেহের তাহার অনুপ্রাণ করে। সে কালে সবার ভোজনের চেষ্টা অপত করে কখনও আহার কালে বিদায়ের বঞ্চনায় পড়িতে হইত না। অনুশীলনে মনের উৎকর্ষ হইত। অতিথ দেহা এবং পরিজন পালনে সাবধান-রা কেমন ধারিত। বেব-বেবায় আসা নির্ভর হইত। বর্ষাবর্ষ সময়ে কোন আলোচনায় উপজা এবং দেহতলা পালনে নিরাহর-রুপে কেমন থাকিত। দেখিলে আত্ম নির্ভর হইত। হর্ষাবর্ষ সময়ে কোন আলোচনায় উপজা এবং দেহতলা পালনে নিরাহর-রুপে কেমন থাকিত। দেখিলে আত্ম নির্ভর হইত।

কিছু বুঝা কালের তীব্রতার উক্তি “রথু ঈশা ভক্ত সকল পৃথিবী বিভক্ত পৃথিবী কথন তেনমূর্ধ যাত্রিতি” উক্তি—“অযুক্তত্বত্বত তু না শাস্তি বিভেদনভিতি।” তীব্রতার বলিয়া যেন নাম নাম তাঙ্কিলে ভুল করিতে পারিয়া। এই সমুদায় পৃথিবী আমার হয় তবে তরায় কি আমি অস্ত হইতে পারি।” উক্তি—নেহ। তীব্রতার বলিয়া যেন নাম নাম তাঙ্কিলে ভুল করিতে পারিয়া।

বর্ষাবর্ষ সময়ে দেশ শিক্ষা ব্যবস্থা হইয়াছে উহ। উক্ত চারটি বিষয়ের একটি দেখা রাখিয়া। কিছু বলায় যেহ একাধ শ্রীরূপ প্রচলিত হয় তখন
আলিম্ব, ১৩২০।] শ্রী শিকার গতি, পরিগতি ও পরীক্ষ। ৩৯১

উহ। তেমন স্পষ্ট ছিল না। তখন অপর দিকে শ্রীশিকার প্রতি জন-
সাধারণের অভিশপ্ত বিবৃতি ছিল। বিশার পক্ষে বৈবাহ্য এক হৃদ এবং বলিয়া গণ্য হইত। মেঘমাণ্ডল বৎসর পূর্বে ইলন্ডেও শ্রী-শিকার তেমন আদর দেয় যার নাই। বিধবা Mary Somerville তখন বাল্যকালে পড়িতে বসিতেন তখন তাহার পিতৃৃা পত্রী নেতৃৃ মাতাকে বলিতেন—“I wonder
you let Mary waste her time in reading; she never sews more
than if she were a man.” পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ফরাসী দেশে শ্রীলোক
লিখিতে উপাদি দানের ব্যবস্থা ছিল না। এবিধিচিন্তাধরী Rosan Bonherকে
সমাজী ইউজিনি (Eugenie) এক অপূর্ব কোষলে তাহার শ্রদ্ধাপার
পুরকার দিয়াছিলেন। তৃতীয়ী নেপোলিয়ন কিৎ দিনের মধ্য অবসর গ্রহণ
করেন। তাহার পত্রী ইউজিনি তাহার প্রতিনিধি রূপে রাজ্য নাসন করিতে
খালেন। Rosan Bonher উপাদি পাইবার যোগ্য কিন্তু বিবিধতায়ের
সে ব্যবস্থা ছিল না। অপরিচিত সমাজী এক দিন অভিকিতে রোচার গুহে
উপস্থিত হন এবং তাহার শুরু তৃধার করিবার এসে মনিলাস্বরূপরের
সময় অলফিতে “Cross of the Legion of Honour” রোচার অবগত্য
বিষ করিয়া অধ্যায় করেন। সমাজী চলিয়া যাতে দৌড়ে অধ্যায়ীর অধ্বচ
দেখিয়া রোচা রুখিতে পারিয়াছিলেন তাহার পুরকার কে? কিন্তু তখন
আর তাহার রতনভাল প্রতিদিনের মূলোগ ছিল না।

এদেশে ইংরেজী শিকার এগোমন কাল হইতে বণিক বালকগণ উচ্চিন্তায়
করিতে লাগিল। বিখ্যাত বালিকা বিধবা স্বী চাহে। বিধবার প্রতি আশা করিয়া?
বর্ণজাতী যথেষ্ট। সাম্য করিতে গোপন বালিকা বংশীকে
‘শিকারবাদ’ পড়িতেন। স্বা কর্তৃ গোপনের কর্মক অক্ষর হইলেও বিশেষের
স্বাতন্ত্র্য পত্র লিখিতেন এবং ঐ সকল পত্রের মূল মন্তব্যকরণ অথবা কত
অধিক ছিল তাহার তৎকালের সামাজিক তাহার অগত্য অচ্ছন্ন। চীন-বাংলার
অনুপস্থিত কালে একবাবি তেলিগ্রাম মনোর গৃহিণী শিরোনাম পাঠ করিয়া
উহা অগত্য করিতে এবং উহার মর্যাদার অগত্য হইতে অগ্রহায়তি। হইতে ইহার
বালাবিক। ইহাতে বুঝিয়া এবং উপকারণও যথেষ্ট। এরূপন,
বালােকে নতুন পথ দেখাইয়া দেয়। শীলোকের ইংরেজী বর্ণস্থালা শিকার
প্রদেশের বাৎসরিক একাদশ। এইরূপ অগত্য হইতে শ্রী শিকার অগ্রহের
প্রথম উক্ত। বিলাতে ১৮৫০ সনে Miss Bassএর অধ্যাধানে নর্ধণুন

কলেজের ক্ষেত্রে এবং ১৮৫৮ সালে Miss Beale এর ভাষাধ্যক্ষের Cheltean-
ham Ladies College যাত্রীর উচ্চশিক্ষার প্রথম আদর্শ বিভাগ। এই সম-সময়ে এলাকায় সংঘর্ষগুলি তার শিক্ষা স্বাধীনতা হানিতে বালিকার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বারাসেতের কাল্কিং মিত্র এবং প্রতাপ-
সরণীর বিশ্বাসাগর মহাশয় ইহাদের অপব্যয়। ১৮৪৫ বৃহত্তে Drink Water Bethune কলেজকারী স্থপুর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখন ভারতবর্ষের বালিকাদের জন্য গবর্ণমেন্টের অধীন কলেজ ১০, ছাত্রী ২৭৯; হাইম্যান ৪৩৫, ছাত্রী ১৬৮৪। পাঠারী স্কুল ১২৮৬, ছাত্রী ৭৮৫২; পশ্চিম দক্ষিণের কলেজ ৩, ছাত্রী ১২; হাইম্যান ১৬, ছাত্রী ২২৩; পাঠারী স্কুল ৩২২, ছাত্রী ২১৩; পূর্ববঙ্গ ও আসামে হাইম্যান ৩, ছাত্রী ৪৭৩; মধ্য ইন্দেশ স্কুল ১৮, ছাত্রী ১৬৫; পাঠারী স্কুল ৪৫২, ছাত্রী ৯৮৮। * উচ্চশিক্ষার বিভাগের বর্তমান অপব্যয় সম্মতি দেশে তারীকারি বিভাগায় পরিচালিত হইতেছে। (১) বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা—স্থপুর স্কুল কলেজ, রাজ্য বালিকার বিভাগ, লরেটো, ইতালি প্রবর্তিত নিন্দ্রশালীর বিভাগ। (২) হিন্দু সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা—মহাকালী পাঠালী। (৩) অন্য়াকার তারীকারি। এই তিন এবারই আপন আপন অপব্যয়ের দিকে দৃষ্ট রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডেলাতে পরিচালিত হইতেছে। এই তিন উদ্দেশ্য তারীকারির মানসিক শিক্ষার মূল্যমান্তি স্বীকার। আধুনিক শিক্ষা সংস্থানকারী Sir Joshua Fitch তার পুরো মানসিক বৃদ্ধির সাধা পৌরুষ করিয়াছে পুরুষ ভূমিতে বিধিতেছেন “To charm &
beautify the home is accepted by her as the chief—one might say the professional—who she feels to be most appro-
priate, hence the greater importance in her case of her artistic
training.” বাস্ত সংস্থানকারী Dr. Clement Dukes M. D. বলিয়াছেন
“She is Home maker. Never forgetting the female constitution
the education of girls should not be carried out at the expense
of motherhood.” To charm এই কথার অগ্রাণী অতি পুরাতন চোখের উচ্চারিত হইয়াছিল— “ভার্যাণ মনোরমাণ দেহি মনোরমাণায়গারিনী”
এখানে ছাত্র ছাত্রীতে মানসিক শিক্ষার সাধা বিধিতে হইয়াছে। কিন্তু

সংস্তান অপূর্ণ ছিল। আমার ১৯১২-১৩ সনের রিপোর্ট ঘটে পূর্ণ করিয়া দিলাম। সৌন-
গুপ্তবাক্য, ১৩২০।] শ্রী শিক্ষার গতি, পরিণতি ও পরীক্ষা। ৩৯৩

শ্রী: পুরুষের প্রকৃতি এবং কর্মক্ষেত্র ভোগে শিক্ষার বাহনের মনোনয়ন।
বিখ্যাত লেখকদের কথ্যগুলি বিষয়ে বালক বালিকার পাঠ্য বিভিন্ন হেতুতে
পাওয়া যায় বলে সিদ্ধি উপায়। পর্যাপ্ত নয়। যে প্রকৃতির মানসিক শিক্ষার
পেশায় বালকদিগকে পিষ্ট করা হইতেছে, তা প্রকৃতির শিক্ষা জ্ঞানতার পক্ষে
গুরুত্ব নহে। Miss Fawcett এবং Madam Currier উচ্চ প্রতিভার অঞ্চল
উচ্চ ব্যবস্থা ধারিতে কিন্তু সাধারণতঃ বালক বালিকার অধিক বিষয়ের
পার্থক্যের সীমার রেখা। আর অন্য ঘটে অধিক। চিত্ত, সঙ্গীত, গৃহিণী-
পণ, সীব, জ্ঞানতার উপাধি পরীক্ষায় অনুপন্ত কর। কর্ষ্য উপাধি-
গুলিও জ্ঞানতার উপযোগী হইলে সম্পর্ক হইয়া

ডাক্তার-রূপের অনুষ্ঠান অন্ত জ্ঞানতার নিয়মাবলী নির্দেশনা সহজ নয়।
উচ্চ শ্রেণীর বিভাগের ভোগে এখন বোর্ডিং অপরিহার্য। বোর্ডিং পরিচালনায়
জাতিতে অধিক না পাকিয়া বালিকাদের হাম্য-বৃত্তি করিতে হইয়া। পড়িতে
তো বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাই তাদের মেয়ের দুর্ভাগ্য, আধিরাকার
সাহারা প্রশ্ন করাইয়া দেয়। অনেক পিতা মাতা। অতি শিশুভালিকাদিগকে
বোর্ডিং এপাঠাইয়া দেওয়া। তাহাদের কুস্তি উচিত তাহারা পিতা মাতা হইতে
বিচ্ছিন্ন হইয়া। যে দীর্ঘ নিবাস তাই করে উহাতে শিক্ষার সমস্ত স্ফুর
কুঠারে উড়িয়া যায়।

বিভাগে কৃষ্ণধি আমার অন্ত মিলে না।—ইহা সকলেরই অতিশয় ক্ষোভের
বিষয় হইতেছে। বালকগণের ধর্মহীন শিক্ষার ফল শুভ হয় নাই। বালিকা-
দিগকে সাধ করিয়া। ধর্মহীন শিক্ষার পরে অগ্রসর করিয়া দিলে সমাজের
কথনই কল্যাণ হইতে পারে না। ওদিকে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, গৃহিণী-
বালিকাগণ যখন একই বিভাগে পাঠ করে তখন ধর্ম শিক্ষার ব্যাখ্যা। এক
আটক সমস্ত। বিশেষ। সমস্ত। হইলেও উহার সমাধান আবশ্যক। পুনঃপুনঃ
বিভাগে অধিক ফল পাইবার সম্ভব। নাই। শিক্ষাজীবনের পবিত্র ধর্ম
জীবন দেখিয়া। বালিকাগণ আপন আপন ধর্মজীবন গঠনের কথায় পারে।
এমন সময় মাত্র হামি জীবিত। অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাজীবন প্রয়োজন
অধিক। মহাকালী পাঠালায় শিক্ষাজীবন প্রয়োজন। আর। অধিক এক্ষণে
রয়েছে। ইষ্টিত। উহা তুষিতার পর। দিয়। তাহাদের কোনমত মনে
অবিশালের বীজ বপন করে। গুহে পিতা মাতা। তাই তাদের ধর্মে নিশ্চিত
নিশ্চিত না। দেখিয়া|বিভাগে উহার অভিনয় স্ফুর এরফ করিতে পারে।
না। এটি শিক্ষিত পরিবারের চিত্র লইলে দেখা যাইবে অধিকাংশ সৃষ্টি অর্থনৈতিক অভাব কমেই লুটে হইয়া আসিতেছে।

সর্বাঙ্গে শরীরের প্রকৃতি উৎপাদন করা উচিত ছিল। কাজেই, সুখুম না হইলে প্রতিমা ভিতরে কাজ উপর। কিছু ব্যায়ের অভাব বালিকাদের
শরীর সবল ও সুমধুর হইতেছে না। সংসার-বাতাসের পূর্বে একচিঠিত ব্যায়মে
বালিকাদের আর অভাব হইবার ভেতর সুখুম নাই। নতুন নুতন
বিলাস্ব ব্যায়ম অতি উৎকট এবং অনেক সুধ টী জাতির অনুপ-
যোগী। এক দিকে পাঠা পুষ্টকের গেরে শরীর হর হর, অপর দিকে
রসুই জনোচিত ব্যায়মের অভাবে তরা রোগ, চক্ষু রোগ, বক্সীর ও অসুল
বালিকাদের বিলাস। আবার বিলাস্ব উৎকট ব্যায়মের পক্ষে হইতে
পারি না। যে ব্যায়ম শীলতার অন্দ এচধু অবাধ করে উহা ভারত
মহিলার মহা বৈশ। Dr. Dukes বলিয়েছেন—up to the age of
puberty the same exercise should be common to both sexes,
while after that age the games of girls should gradually merge
into exercise of quieter character. কেহই গৃহে গৃহে বালিকার
ভালোবাসা দেখিয়ে চাহে না। পরিতাকের বিষয়, অনেক অভিভাষক টী
জাতিকে পুরুষ করিয়া। লুটিয়ে ইচ্ছুক। এক জন পিয়া তাহার কথাকে এক
বালিকা বিলাসে প্রেরণ করেন। তিনি জুনিয়া ছিলেন—সে বালিকা
বিলাসে manli-ness শিশু দেওয়া হয়। এই সংবাদ ঐ বিলাসের তাহার
কথা সংগ্রহের এখান আবর্ত হইয়াছিল। কথা অবলা থাকিবেন না
সত্য কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পুরুষচালনাসৃষ্টি এবলা হইবেন না। তিনি
সরলা হইবেন, সরলা হইবেন, শুভী হইবেন। Lamartine বলেন Nature
has said to man—Be a man and to woman—Be a woman
and you will become the Devinity of Life.

বালিকাদের শিক্ষার সময় পূর্বাঞ্চ হওয়া আবশ্যক। শিক্ষা প্রধান ইংল্যান্ডে
ইহাই ব্যবস্থা। শিক্ষা প্রধান ভারতে এই ব্যবস্থার সমধিক প্রয়োজন।
এদের মাধ্যমিক মাননিক শ্রম মানন যান। উহাতে শরীরের যে ঘটনার
পরিবর্তন ঘটে অনেক দিন, এবং অধ্যয়ন দিনের শরীর-ধাতুর তারতম্য
পরিস্কারি করিলে সকলই তাহ। বুঝিয়ে পারিবেন। সময় সময় যুবতী
হালিগণের অধ্যয়নে বিরতি একান্ত আবশ্যক। বছ ছাত্রীর জীবনে তাহা।
Dr. Dukes bhillaje—School mistresses must not fail to recognize the difference of constitution between the boy and girl. Constant application to work from day to day, from week to week, from month to month, should never be enforced on girl; nor should they be allowed to make this efforts. Periodical cessations and rest should be both encouraged and enforced. তিনি উৎসংসারে বলিয়াছেন বালিকাদিগকে তাহারের উপযোগী শিক্ষা দিলে the aping of men would disappear in a more dignified respect for the qualities of their own sex. Dr. Dukes ব্রীলোকের পুরুষ-ভঙ্গ সমর্থন করেন না।

পরিণতি প্রমাণ। হইবার উদ্দেশে পরিসমাপ্ত হওয়া উচিত। কুমারী-অবস্থায় কঠিনো কাহারো পক্ষে বাহ্যিক হইতে পারে কিন্তু উহা নিয়ম নহে। ব্যতিরিক্ত। পুরুষ সমাজে সম্প্রদায় আছেন।

ভারতে সংসারের সংখ্যা ৪০ লক্ষ। বোঝ সমুদ্র বেরিয়ান ছিলেন। রোমান ক্যাথলিক সমাজে বহ �Nuns ছিলেন এবং আছেন। পাশ্চাত্য পৌরোশিক যুগে ছিন্দ-দক্ষ-দ্বারী Amazon সকল ছিলেন। Beautiful maid of Odin—Valkarya সকল ছিলেন। উহা সংসার ধর্মের বাহিনের কথা। উচ্চ পরিসারের পরিশ্রমে বিষ। এ এ এ উচ্চ উপাধি বেটে। কিন্তু বহিসাপ্তগণের সংসার যাহার ধর্মের পরিশ্রম।

* যাহা দরে সৌরভে বধ মহিলার উচ্চ শিক্ষা। এহেতে এইগুলি বিভিন্ন হইয়াছে সাবধানে দেওয়া হইল না। ১২ এক্বাদশে এইসব মূল হইয়াছে রেশম। সেরা মাটি নোং।

Mark Antonyর অভ্যর্থনে স্বীয় Fulvius কথা হয়ত বেন আছে। এভিনিও।
৩৯৬  সৌরভ।  [ ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

১৩। সর্বোচ্চ পরীক্ষা—সুখাত্মায়। এগুলি বর্ণনা কুস্মান ইয়াত ইচ্ছার পতি এশক করেন। এখান পরীক্ষ যখন নির্ভরচে। এখানে একনাথে প্রস্তুত করা যেতে আবশ্যক—Love before marriage is a problem but love after marriage is a theorem. The former is a question the latter a solution and the former a contingency the latter a probability, nay, a sureity. যখন নির্ভরচেন বিদ্যুত ব্যাপনে, সাম্য সমিষ্টি বা অন্যান্য ব্যাপারে হারী সংগঠন জ্ঞান জাল বিদ্যারের ব্যবস্থা সর্বোচ্চ বর্তমান। যেমন একাধীয়, এবং এককলার চিত্রের ভাজ্য এবং শান্তি বিদ্যার করে। মূখ উদ্দেশ্য হইলে না। উদ্দেশ্য হইলে—সামর্থ্যের অভ্যন্তরীণ। এই অভ্যন্তরীণ, সম্ভাবনা এবং সম্ভব করিতে যে সমাজের জন্য হয় সেই সমাজের পৃষ্ঠের মূখ এবং সমাজের অন্দুতের তুল্য। যে যুক্তি এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। হয় নাই তাহার উচ্চ শিক্ষা ব্যাপার হইলায়। এককলার প্রেমের সাধনার অভ্যন্তরীণ আবশ্যক। নবনীতা ব্যতীত ব্যতীত অন্য না হয়। দাসিতের কথা বলিতেছি না। শান্তি, দাসিতে প্রেমের পরিপ্রেক্ষা। কমনীত্তে ব্যতীত কামিনী হয় না। "যা সৌদর্য শ্রীবাহী পতির না না কামিনী কাজিনী" বর্তমান সময়ে মূর্ত আরে তেমন শান নাই। মহারী Paul এর কথা অবশ্য প্রতিপাল্য হইতে পারে। এবিষয়ে বায়ারে উল্লিখিত মূর্তি পলের প্রতি সূক্ষ্মতা করিতে বলিতেছি।

যখন নির্ভর চেন এবং সুখাত্মায় ত্রীয়া সার্বভৌম হইতেছে কিনা। তাহা পরীক্ষা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। স্ত্রী পুরুষাদিত্য বল মহিলা বিবাহিত অবস্থায়ের উপাধি অধিকারী হইয়াছেন। যুগে গৃহে রচন রচনাসহ উচিত। পাল্য করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেক এখনও কুস্তার। বাহারি বিবাহিত ইহাদের সংস্কারগত মন, হর্ষ ও আলোকী উৎকর্ষ কি আর স্বাপন করেন? আজ। উচিত শাস্ত্র সার্বভৌম। প্রচলিত হইল। একৎ হইতে এদিকে তথা সংগঠন করা কর্তব্য। কুস্তার সমত্বের "অশ্বিন্দ প্রেম নলভ পজ্যা। জীবনা এবং দের সন্নাতি ব্রহ্মের ইহাই অব্যর্থ ইতিহাস।

পারিহার এই রচনা বাংলার নিবল ফিরি বাদাইয়া-উহার বিস্তারে রসনা এভিন্দ প্রতি বিশ্বাস হইয়াছিল। রহি বাদাইয়া ফি-পাপনারী-পরিমিত। সৌ, ন।
আনন্দ মৌহন কলেজ

আনন্দ মৌহন কলেজ ময়মনসিংহের গোরবস্থল। এ খেলার শিক্ষা ও সহায়তার উদ্দেশ্যে এই কলেজের সম্প্রদায় অত্যন্ত ধনিষ্ঠ। তাই এখানে আমরা এই কলেজের একটি প্রাচীন ইতিহাস পাঠক সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

১৮৮৩ সনের ১লা জানুয়ারী মহাস্তায় আনন্দ মৌহন বসতির সভাপতিত্বে ময়মনসিংহ নগরে “ময়মনসিংহ ইন্স্টিটিউশন” নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পর স্কাই আনন্দ মৌহন বসতি দায়িত্বে কমিটির তার সিটিকেলেজ কাউন্সিল ইহার সমন্বয় করে তার প্রচলন করেন এবং ১৮৯০ সনের এপ্রিল হিসেবে এই স্কুলটি কলেজের স্থায় ময়মনসিংহ শাসক নামে অভিহিত হইতে খাকে। প্রথম প্রবেশ বা আসা হইতে ইহার বয়স সমুদায় হইত না। ইহাতে স্কুলে কর্মকর্তা বৎসরে প্রায় ৫৮ হাজার টাকা প্রদান করিতে হয়।

১৮৯১ সালে আনন্দ মৌহন বসতি ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলে “ময়মনসিংহ সভা” ও “আদ্বামানিয়া ইসলামিয়া” সভাকে এই নগরে একটি কলেজ স্থাপনের একটি অনুরোধ করেন। অতঃপর ১৯০২ সালের ১৮ই জুলাই স্কুলটি কলেজের স্থায় শিক্ষার শ্রেণীর কলেজের উদ্দেশ্য হয়। এই কলেজের কোন মূলধন ছিল না। ছাত্রদের স্থান হইতেই ইহার বয়স নিঃসৃত হইত। ক্রমে স্বাধীন ভূমিধিকারণের নিয়ম হইতে আর্থ সংগ্রহ করিয়া এই কলেজের অন্ত একটি হাই তহবিল স্থাপন করা হয় এবং হাইমার স্কুলের পুরো সমষ্টি কলেজের একটি অ্যালিয়া নির্মিত হয়।

ইউনিভার্সিটির রেজুলেশন ঘিরিত হইবার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ ইহার পরিচালনা বহুব্যয়-পরায়ণ বনে করিয়া চিহ্নিত হইয়া পড়েন। রেজুলেশনের নির্দেশ অনুসারে কার্য করিবার জন্য একটি থাকা জন সাধারণ ও ভূমিধিকারীর নিয়ম হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য যথার্থ হয়। নানাকারণে যত সমস্ত হইতে পারে নাই। অতঃপর পর্যায়ের কলেজ পরিচালন অন্ত কুড়ি হাজার টাকা এখান করিতে অগ্রহ হয়। কিন্তু পর্যায়ের সর্বচেয় স্তরগুলি সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ এই হিসেবে পালিয়ে যায়।

১৯০৭ সনে পর্যন্ত ও সালের খ্যাতিপ্রাপ্ত লেফটনেট গবর্ণর মান্নায় তার সুশ্রুত হয়তে এই নগরে উপস্থিত হইলে কলেজের মনের কমিটি ও
আনন্দ মোহন কলেজ।
তাহার নিকট কলেজের অর্থ বাজার তাহার টাকা প্রাধান্য করিয়া এক নির্বাচন পত্র প্রদান করেন। এতদিকে নানা নির্বাচন শিশু করিয়া ১৯০৮ সনের 
মাসে সিটি-কলেজ-কাউনিল কলেজটি তুলিয়া দেন। ঐ সময় মিঃ 
ব্র্যাকউড এ জেলার মাদ্রাসা ছিল। এই মেয়র নির্বাচন প্রভাব ব্যক্তি এই 
বিষয় লয়ে তাহার নিকট উপস্থিত হন এবং কলেজটিকে লীল্যার 
কলেজ পরিবর্তিত করেন। মিঃ ব্র্যাকউডের যত্নে এই কলেজ পুনর্নির্মিত হয় 
এবং অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতে থাকে। রামসোণ্ডাম পুরুষের রাজবাহাদুর 
জুলাই হাঁসার টাকা করেন অগ্রে। কলেজের নাম বিপরীত করণের 
নূতন কলেজ অনন্য নিংহ কলেজ 

মিঃ নেথান তখন দাক্তা বিভাগের কমিশনর। কলেজ কর্তৃক এবং 
রাজা মেগুলির কিশোরের নিজের অর্থায়ণ অনুসারে ও মিঃ নেথানের অনুমতি নিয়ে এই 
কলেজ "নূতন মোহন কলেজ" নামে অভিহিত হয়। সুপাদক প্রথমর 
খালান রাজ পুর্ণসারাই এই কলেজের উন্নতির অন্তর্গত ত করিতে 
ছেন। স্ম্যাল বীলহার কিশোরের চকবত্তী এই কলেজের এক অগ্রাণ 
পূর্বতর্প করিয়া গিয়াছেন। ১৯১০ সনের ২৮শে আগস্ট তাহার মৃত্যু হয়। 
অক্টোবর মাসে কলেজ নূতন গৃহে অবস্থান করে। পরিহারের বিষয় তিনি 
এক দিনের জন্য এই নূতন গৃহে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকিয়ে পারেন নাই। 
এই কলেজটিকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নত করিয়া চুড়া হইতেছে। অন 
সাধারণ ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। পর্যন্তরে 
এক কালীন ৫৫ হাজার টাকা ও মালিক আরো ৫০০ শত টাকা দিতে প্রতি 
পূর্বতন হইয়াছে। তিনি আছে আপাতরূপে বংশর এই কলেজের শি, এ, 
এই শি, শিষ্যের বোধ হইবে।
সাহিত্য সেবক।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ মজুমদার বংশে ১৮৮৮ সালের ১ই মার্চ অবিনাশ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মজুমদার। অবিনাশ বাবু ১৯০৭ সনে প্রসিদ্ধিলিক কলেজে ইংরেজ এবং পাস করিয়া ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন। ১৯১২ সনে ইংরেজ এবং পাস করিয়াছেন। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের হিসেবে একজন প্রাধান্যপূর্ণ চারকন। ঢাকার "প্রতিভা" ও ইংরেজ সম্পাদকতায় পরিচালিত হইতেছে।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার—ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাঙ্গর-পলি গ্রামে ১৮৫৭ সালে ইংরেজ জন্ম। পিতার নাম—শ্রীযুক্ত গোবিন্দভূষণ রায়। অবিনাশ বাবু এম.সি.সি.স্কুল পাস করিয়া বিষয় কার্যে মনোযোগ দিয়াছেন। ইংরেজ সরকার সরকার এক বিশ্ব লিখিত একদিক পুরুষ প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাহার সাহিত্য চচ্চত্র আরম্ভ করেন। ইংরেজ পর তিনি আরম্ভিত প্রবণ লিখিতেন। এখন—সমগ্র জীবনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় একজন মার্কার পত্রে সময় সময় লিখিতা দ্বারান। ইংরেজ এক সময় ময়মন-সিংহ সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার—বঙ্গান্ত ১২৬১ সালে (১৮৫৪) এই আধুনিক ঢাকা জেলার অন্তর্গত মার্কার শ্রীবাড়ি গ্রামে মাতৃস্থানের ধরন জন্ম করেন। পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাকাইল মহকুমার অধীন বানাইল। বর্তমান বাসস্থান ময়মনসিংহ বাজিতপুর। পিতার নাম ব্রজ নাথ দত্ত। দত্ত মহাশয় ময়মনসিংহ জেলার বাবু পাঠ করেন। ইংরেজ পাস করিয়া কলিকাতা জেনারেল এবং ইংরেজ ইনিটিয়ালসে এফ, এ, এফ, প্রথা ইংরেজিতারিগ কলেজে এক্ষণ এক্ষণ করেন। ইংরেজিতারিগ কলেজে পড়িবার সময় বাস্তু তথ্য হওয়ায় পাঠ পরিচালিত করেন।

দত্ত মহাশয় বাংলা কলেজেই সাহিত্য চর্চা করিতেন। মাইনার পরিকালে তাহার বাংলা। চর্চা সর্ব শ্রেষ্ঠ পণ্য হওয়ায় পর হইতেই তিনি অধিকতর উৎসাহের উদ্দেশ্য প্রদর্শনি লিখিতেন। ১৮৭৭ সালে তিনি ভারত বিভিন্ন পণ্যের সহকারী সম্পাদক কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সাল
হইতে তিনি কবিতায় বৎসর উক্ত পত্রের সম্পাদকও ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ হইতে একাধিক সংবাদী পত্রিকায় অগ্রতর পরিচালক ছিলেন। ১৮৭৮ হইতে ১৯০৪ সন পর্যন্ত ইনি চারুবান্ধার সম্পাদক এবং অতঃপর চারুমিহিরের অভায় প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদকের কার্য করেন।

১৮৭৭ সনে এই সহরে সাধারণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ সনে অমরবাবু ইহার কোষাধ্যক্ষ হন ও তৎপর কিছুদিন অন্তত সম্পাদক ছিলেন। এর বিশ্ব বৎসর কাল তিনি এই সমিতি পরিচালন করেন। ১৮৮৪ সনে ময়মনসিংহ নগরে দে সাহিত্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। হয়েছিল ইনি উহার একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক ছিলেন।

ময়মনসিংহ ইনিটিয়েটিউড বা সিটেকেলাভিয়েট স্কুলের এ হল তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা। সিটেকেলাভিয়েট (বর্তমান অনন্দ মোহন কলেজ) প্রতিষ্ঠায় তাহাকে অগ্রগণ্য দেশা গিয়াছে। ময়মনসিংহ সিটেকেলাভিয়েট তিনি একজন শিক্ষক। অমর বাবু “সহরী” “অর্থা” “হরিব্রতের নেহ” এর উপাধি উপভূক্ত লিখিয়াছেন। “হাজি মহাম মহিনি” তাহার লিখিত নীলন চরিত। সময় সময় তাহার এবং সৌভোগ পেরিতে একাধিক হইয়া গিয়া।

শ্রীঅমৃত্যুবর্মণ আচার্য চৌধুরী—মুক্তাগাছার আচার্য শ্রীবর বংশে ১২৯৮ সালে অমরকেশনায়ণ জমী গাহন করেন। তাহার পিতার নাম ১নগেশনায়ণ আচার্য চৌধুরী। ইনি 'অর্থতি'তে কৃত্ত গন্ধ লিখিতেন।

শ্রীঅমৃত্যুবর্মণ আচার্য চৌধুরী—ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বালিগা গ্রামে ১২৯৯ সালে জমী গাহন করেন। পিতার নাম শ্রীযুক্ত কালীকলাক বোধ। অমৃত্যুবর্মণ বি, এ শ্রীরুদ্ধ অধ্যায় করিয়াছেন, এবং কলিকাতা হইতে পরিচালিত 'প্রতিষ্ঠাতা' নামক মাসিক পত্রের একজন পরিচালক ও লেখক। বিভিন্ন সংসার নামে একাধিক কৃম্ম পুস্তিকা প্রণীত করিয়াছেন।

অধর।

সাগর সেচিয়া। জল তোলে বেলা ভূমে
অমৃত্যুবর্মণ উর্ধে ধার অনুরূপ উজামে,
নদ নদী নির্বালি প্রতি দেখে ধার,
অমৃত অমৃত চুক্তে নীলাভর চার।
সংহারের সময় সে উত্তর আমাদের নিশ্চিত তদন্তের প্রাক পাদবু সুচুন ফূল সহজের আকারের মধ্যের মধ্যে সেই ভারার ভাঙ্গা।

সাধন তত্ত্বের শেষ কথা।

কবিকল্প দার্শনিক তাহার গ্রেটপুরীর (Inferno) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জীবনের মান পথে যেমন সুখের অর্থে আমি পথ হারাইলাম, সুখের শেষ মেঘ ঘূর্ণন বিচ্ছিন্ন হয়, কবিকল্প সুখ তাহার তৃপ্তি মুখ্যত্ব কিছুই নয়।

সাধনের পূর্ণ ও পরের অনেক কবি জীবনের এই অবসাদে অমৃত করিয়াছেন।

জীবনের এই সকলের উপস্থিত হইয়া কেহ—

“সুখের মধ্যে শোক সমান,
বড় মেঘে মেঘ ঘূর্ণন,
মৃত্যু অমৃত করি দান।”

বদনায় মৃত্যু কাশ্যকর করিয়া চাহিতেছেন। বৈশালী পারে পাঞ্জাইয়া।

চিত্তের এই অবস্থাতে কর্ম্মকর। কোন কবি জীবনের শেষ মূঢ়ের লিখিয়াছেন—

একি চিত্র ভয়কর চিত্র কাপিলের ভয়, আসিলাম বুঝি এবে জ্ঞান্তিকৃ পারে।

আবার কেহ—

“কে ডাকিয়া বুঝিয়া ভয় উদ্ধবের 
স্বার উদ্ধবের স্বার রূদ্ধ অঙ্কারে 
পশ্চাতে দায়ের কর্ণন।”

শ্যানিয়া যে আশ্রয় আগ্নেয় শ্যানিয়া ছায়া ছিল।

দানের (গ্রেটপুরী) অবসাদের পারে নহে, আশার কাশ্যকর। তিনি ধরিয়াই পৃথিবী শিরায় প্রায়ত করিন ছুটি। দেবিতা পাইলেন এবং কবি কাশ্যকরের সহায়তায় উদ্ধৰ্তলোকে পৌঁছিলেন, গ্রেনের দেবতা বিষ্ণু দেবতা পাইলেন।
ব্রাহ্মণ এবং সর্বনাশী কাছাকাছি অবসানে বাহারোচার সঙ্গে সঙ্গে এখানে এক সময় উপবিষ্ট হয়েছিল মানুষ পল্লীর পথ চুমিরে গায় না। আপনার শিক্ষা শিক্ষা করবে দুরুদিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। “বাসনা জড়িত” হয়না যখন সংগৃহ নাগর-নেত্রের প্রতিযোগী অবস্থান হইয়া স্মৃতিরের পরিণতি অনন্ত আঁধারে ভুলিতে যায় তখন তাহার রক্ষার উপায় কি?

“আমার ছলনে তুলি কি কথন লিখিত হয়ে?

তাই ভাবি মনে

ভীন প্রাচী ঐ কালিষ্ঠ পানে ধায়

ফিরাই কেমনে?"

“বে এখন মন মনই করতে পেবাইবে রাধি আমি বে কেবলে?"

মধুরসন্দের ভীন প্রাচী ফিরিলাম, সুখ রজনী প্রভাত হইল না।

বাদল কবি ভাষার হাত সত্ত্বনাম আশ্রয়ে নরকপণ অতিরিক্ত করিয়া।

বঙ্গীয় বিগত-সকল জলপণ অধ্যের পরা ফিরিলাম মর্যাদা ঘৃণাপ্রবাধ তরুণীর চায় তাহার ভীন শালির লাল করিয়াছিল।

মানব হৃদয়ের কোন তারী কোন সময়ে কি ভাবে আয়ত পাত্রই হইলে বান্ধিয়া উঠতে ভাল কে কানে? জানাবাদে নির্বাচিত হৃদয়-কেদার নিদ্র আলো কথন জানিয়া। উঠিয়া, কুলকুলিনী শপথ কথন মূলধারে জানিয়া উঠিয়া কে বলি পাতে কে পাতি। সাধনা স্তীতি সঙ্ক্ষিপ্ত নাই। তাই কবি গাহিয়েছেন—

“কোথায় আলো। কোথায় আলো?

বিধাতার তারে আলো।"